সতী-শতক

দ্বিতীয় ভাগ।

[পুণ্যরূপা স্বরূপা বিবিধগুণযুক্তা সতীগণের পবিত্র চরিত্র-বিষয়ক আখ্যায়িকা।]

শ্রীনির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী-প্রণীত।

প্রিণ্টার ঃ—এ, ব্যানার্জ্জি,

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌।

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌—কলিকাতা।

১৩১৬ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

নিবেদন।

বিদ্বজ্জন সমাজে সতীশতকের ১ম খণ্ডের অত্যধিক আদর দর্শনে ২য় খণ্ড প্রচারে সমধিক উৎসাহিতা হইয়াছি। এ খণ্ডে ২১টী সতীজীবনী লিখিত হইল। ইহার এক একটী জীবনীর তুলনা নাই। বঙ্গরমণীগণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। তৃতীয় খণ্ড শীঘ্রই বাহির করিতে সচেষ্ট রহিলাম। সাধ্বী রমণীগণ কি মন্ত্রে পতিদেবতার আরাধনা করেন, সেই অমূল্য পতি-স্তোত্রটী পরে লিখিত হইল। আশা করি ভগিনীগণ প্রত্যহ ইহা পাঠ করিয়া পতি গৌরব বৃদ্ধি করিবেন নিবেদন ইতি।

৪ঠা ভাদ্র, ১৩১৬ সাল — শ্রীনির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী।

প্রকাশকের নিবেদন।

এ অমূল্য গ্রন্থের পূর্ব্বকার সুযোগ্য ও সুবিজ্ঞ প্রকাশকের অকাল মৃত্যু হওয়ায়, আমাকে এই দুরূহ কার্য্যের ভার লইতে হইল। আমাদ্বারা এ ব্যাপার সম্পাদিত হইবে কিনা ভগবান্ জানেন। একমাত্র স্বর্গীয়া সতীদের সতীত্ব-মাহাত্ম্যেই লেখিকাও কৃতকার্য্য হইতেছেন, নতুবা এ সামান্য কুলললনা দ্বারা এরূপ অসীম শাস্ত্র সমুদ্রমন্থন করিয়া অমৃতরূপ সতীমাহাত্ম্য প্রচার করা পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তবে সতীদের আশীর্ব্বাদে সবই সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র সতীকে সকল দেবতার উপর স্থান দিয়াছেন। এই গ্রন্থে একটী "সতী মাহাত্ম্য" উদ্ধৃত হইল। পাঠকপাঠিকাগণ দেখুন সতীত্বের মূল্য কত? ভগবান্ রচয়িত্রীকে দীর্ঘ জীবিনী করুন। আমিও আশীর্ব্বাদ করি লেখিকা তাঁহার সতীত্ববলে শত-সতী-জীবনী প্রচারে সত্বরেই সফল কাম হউন, নিবেদন ইতি।

প্রকাশক।

পতিস্তোত্রং।

নমঃ কান্তায় ভর্ত্রে চ শিবচন্দ্র স্বরূপিণে।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্ব দেবাশ্রয়ায় চ॥
নমোব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণ পরায় চ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ॥
পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দ দায়িনে॥
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণু পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপোনমোস্তুতে॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞান কৃতঞ্চ যৎ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সৃষ্ট্যাদ্যে পদ্ময়া কৃতম্
সরস্বত্যা চ ধরয়া গঙ্গয়াচ পুরা ব্রজ॥
সাবিত্র্যা চ কৃতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণে চাপি নিত্যশঃ।
পার্ব্বত্যা চ কৃতং ভক্ত্যা কৈলাসে শঙ্করায় চ॥
মুনীনাঞ্চ সুরানাঞ্চ পত্নীভিশ্চ কৃতং পুরা।
পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং স্তোত্রমেতৎ শুভাবহম্॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যাশৃণোতি পতিব্রতা।
নরোবাপি চ নারী বা লভতে সর্ব্ব বাঞ্ছিতম্॥

অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনো লভতে ধনম্ ।
রোগী চ মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
পতিব্রতাচ স্তুত্বাচ তীর্থস্নান-ফলং লভেৎ ।
ইদং স্তুত্বা সতী ভক্ত্যা ভুঙ্‌ক্তে সা তদনুজ্ঞয়া ॥

সতীমাহাত্ম্যম্ ।

পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ সতী স্ত্রী চ সমুদ্ধরেৎ ।
পতিঃ পতিব্রতাণাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্ব পাতকাৎ ॥
নাস্তি তেষাং কর্ম্মভোগঃ সতীনাং ব্রজতেজসা ।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ নিষ্কর্ম্মা মোদতে হরিমন্দিরে ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি ।
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ ॥
তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং ব্রতিনাং যৎ ফলং ব্রজ ।
দানে ফলং যদ্দাতৄনাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্তুতম্ ॥
স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্বিধাতা জগতামপি ।
সুরাঃ সর্ব্বে চ মুনয়ো ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্তুতম্ ।
সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা ।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ ॥
ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা ।
স্বতেজসা সমর্থা সা মহাপুণ্যবতী সদা ॥
সতীনাঞ্চ পতিঃ সাধ্বী-পুত্রো নিঃশঙ্ক এব চ ।
নাহি তস্য ভয়ং কিঞ্চিদ্দেবেভ্যশ্চ যমাদপি ॥
শতজন্ম পুণ্যবতাং গেহে জাতা পতিব্রতা ।
পতিব্রতা প্রসূঃ পূতা জীবন্মুক্তঃ পিতা তথা ॥

সূচীপত্র।

সতী-শতক।

দ্বিতীয় ভাগ।

অরুন্ধতী।

(অরুন্ধতী সতী নাস্ত রামা স্থচ তিলত্তমা।)

অরুন্ধতী—ইনি দক্ষের কন্যা ; মহামুনি বশিষ্ঠের সাধ্বী পত্নী। ত্রিলোকে ইঁহার ন্যায় সতী কেহই নাই। ইনি মহাদেবের মায়ায়ও মোহিত হন নাই। বিবাহকালে এই মহাপতিব্রতার নামই স্মরণ করিতে হয়। ইনি এত প্রতিভাসত্বেও ক্ষমাশীলা ছিলেন। বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শত পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে অভি-সম্পাত করেন নাই। ইনিই শুচিস্মিতার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।

একদা দেবদেব মহেশ্বর, তুষারহার শীতাংশু ও শঙ্খ সদৃশ ভস্ম দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া তাপসবেশে মুনিপত্নীগণের সহিত

বিহার করিবার মানসে দেবদারুবনে প্রবেশ করিলে, মুনি-পত্নীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন ; মুনিগণ বহু প্রকার তাড়না করা সত্বেও তাঁহাদের রমণীগণ উন্মত্তভাবে মহাদেবের অনুবর্ত্তিনী হইল। তখন এই শুভাসাধ্বী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে বালিকা যুবতী এবং বৃদ্ধা সকলেই কামাতুরা হইয়াছিল। তাপসগণ যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিলেও তাহারা সকলেই আপন আপন ভর্ত্তাগণকে পরিত্যাগ করিল। তৎকালে নারীগণ ভ্রমরের ন্যায় দলে দলে মহাদেবের চতুষ্পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। তৎপর তাপস বেশধারী মহেশ্বর ঐ বেশে বশিষ্ঠ মুনির গৃহদ্বারে গমন করত অল্প অল্প করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে ভবতি! আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর, আমি শঙ্কর, হে বামরু! হে সুশোভনে! আমি তোমার অতিথি আসিয়াছি, আমি এই বনে মুনি সমূহ কর্ত্তৃক তাড়িত ও তৎপত্নীগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইয়া আসিয়াছি ; দেবি! আমার মনোমুগ্ধকর কোমল গাত্র দর্শন কর। হে বরারোহে! মুনিগণ কর্ত্তৃক জর্জ্জরীকৃত আমার এই মনোহর রূপ অবলোকন কর।” দণ্ডী মহাদেব এই প্রকার বক্রোক্তি দ্বারা দক্ষকন্যা অরুন্ধতীকে লোভ দেখাইয়া অল্প অল্প করিয়া আপনার সমস্ত অঙ্গ দর্শন করাইলেন। তৎকালে সাধ্বী অরুন্ধতী তাঁহাকে শক্তি নামক আপনার পুত্র সদৃশ জ্ঞান করিয়া শীতল জল দ্বারা মহাদেবের সমস্ত গাত্র প্রক্ষালন করত কামধেনুর ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দিলেন। এবং পুনর্ব্বার জল দ্বারা রুদ্রদেবের সমস্ত গাত্র প্রক্ষালন করত নানা

প্রকার দিব্য অঙ্গরাগ দ্বারা তাঁহাকে অনুলিপ্ত করিয়া পুষ্প এবং গন্ধ দ্বারা ভূষিত করিলেন। পরে মহামূল্য আসন, সুগন্ধ ধূপ, মন্ত্রপূত পাদ্য, সুন্দর চামর ব্যজন, বহুতর সুবর্ণ পাত্র, ব্যাধিনাশক আহার ; উষ্ণ পায়সরাশি, নানা প্রকার মনোহর পর্ব্বত পরিমিত ভক্ষ্যবস্তু, পবিত্র পানীয় জল, ঘৃত, দধি, ক্ষীর, নানা প্রকার ফল মূল এবং পবিত্র বহুতর মাংস দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। পরে শঙ্কর অনুচরের সহিত ঐ জলে স্নান করিলেন এবং ভগবান হরপার্ব্বতীর সহিত দেবী অরুন্ধতী কর্ত্তৃক তর্পিত হইয়া পবিত্র জল দ্বারা আচমন করিলেন। পরে তপস্বিনী অরুন্ধতী তাঁহাকে বলিলেন "হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার! হে পুত্র! এক্ষণে তোমার যে দেশে অভিরুচি হয় সেই দেশে গমন কর।"

তৎপর অতিথি, অরুন্ধতীর বাক্যে সম্মত হইয়া প্রীতিলাভ করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে দেবি, তুমিই ধর্ম্মকথা বলিয়াছ, আমরা সকলের পূজ্য তাপস ক্ষপণক, আমি তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি সৌভাগ্য লাভ কর, তোমার এই ক্ষমাশীল বৃদ্ধপতি পুনর্ব্বার যুবা ও দেবতার ন্যায় অজর ও সুন্দরাকৃতি হউন্। তাপসরূপী শিব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বনমধ্যে গমন করিলেন। তৎপর মুনিদিগের শাপে মহাদেবের লিঙ্গ ঐ দেবদারুবনে সতীদেহে পতিত হইল। ঐ লিঙ্গের নামই বিজয়। মহাদেবের সেই ভাস্বর দিব্য তেজ ভূমিতে পতিত হইলে জগৎ অন্ধকারময় হইল। এবং মুনিদিগের হৃদয় অন্ধকারে

আবৃত হইল। তৎকালে মহাসতী অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে বলিলেন, "স্বামিন্! আমি এই আশঙ্কা করিতেছি যে, যিনি মুনিগণ কর্ত্তৃক শত শত আঘাত দ্বারা আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথা বোধ করিলেন না, অথবা আঘাতকারীদের প্রতি প্রতিঘাত করিলেন না, তিনিই দেবদেব চন্দ্রশেখর মহেশ্বর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই নগ্ন ক্ষপণকই স্বয়ং মহাদেব। যিনি শবরীরূপ ধারণ করিয়াছেন তাহাকে আমার ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহার সহিত যে সকল স্ত্রীলোক তাঁহারা মাতৃগণ এবং পুরুষ সকল প্রমথগণ। অতএব আমি আমাদের পুণ্য দান করিতে ইচ্ছা করি। আমরা উভয়ে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন কবিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাদ্বারা ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ভগবান্ শঙ্কর অক্ষতাঙ্গ হউন। এবং আমাদের পুণ্য তেজ দ্বারা জগতের অন্ধকার বিনষ্ট হউক।" প্রজাপতি বশিষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠা ক্ষমাশীলা দয়াবতী দাত্রী মহাসাধ্বী পত্নীর মহদ্বাক্য শ্রবণ করত ধ্যানযোগ দ্বারা মহাদেবকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি মহাদেব বিষয়ে যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার বাক্য দ্বারা তাহাই হউক। তৎক্ষণাৎ বালেন্দুশেখর মহাদেব অক্ষতাঙ্গ হইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবদারু বনের ও জগতের অন্ধকার দূরীভূত হইল। মুনিদিগেরও ক্রোধ দূর হইল তাঁহারা বৃষভধ্বজকে জানিতে পারিয়া নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসরকাল মহাদেব এইরূপে সকাম মুনিপত্নীদিগের চাঞ্চল্য এবং অরুন্ধতীর ধৈর্য্য দর্শন করাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাসাধ্বী

অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি অবৈধ্যভোজী প্রচণ্ড মহাদেবকে ভিক্ষাদানে সক্ষম? তাঁহারাই দ্বাদশ বৎসরকাল শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত মহাদেবকে ভিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মহাসাধ্বী পতিব্রতা অরুন্ধতী ব্যতিরিক্ত কোন্ স্ত্রী মহাদেবের কামস্পর্শে কাম কর্ত্তৃক পীড়িতা না হন। গুরুজনেরা বিবাহ সময়ে সভাস্থলে যাঁহার নাম কীর্ত্তন করেন, হে কুমারি! এই সেই বশিষ্ঠ মহিষীকে দর্শন কর, দর্শন কর এবং হে মাতঃ তুমি পতিব্রতার মাহাত্ম্যে যাহা ইচ্ছা কর তাহাই করিতে পারিবে। যদি তুমি পতিব্রতাকে দর্শন কর তাহা হইলে সাধ্বী হইবে, দর্শন না করিলে অসাধ্বী হইবে। বিবাহরাত্রিতে অরুন্ধতীদর্শনপ্রথা তজ্জন্যই প্রচলিত। কোন ব্যক্তিই সূর্য্যোদয় হইলে দিবাতে নক্ষত্র দর্শনে সমর্থ হয় না, কিন্তু মুগ্ধ ব্যক্তিই রাত্রিকালেও অরু-ন্ধতীকে জানিতে পারে না। কুমারীগণ ভাগবত ব্রতে বলিয়া থাকে, হে ভগবন্! আমাদিগের বালত্ব নষ্ট হইলে যদি আমা-দিগের স্বামী ব্রতাচরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রতিপালন করেন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তির পূজা করেন, তাহা হইলে আমরা পতিব্রতাকে অবগত হইয়া অরুন্ধতী দেবীকে দর্শন করিব এবং প্রাণপণে তাঁহার সম্মান করিব। অরুন্ধতীর প্রতি ভক্তি পরায়ণা রমণীই পতির প্রিয়া হইয়া বিদ্বান্ পতিকে প্রীত করিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা সেই ভগবতী সাধ্বী অরুন্ধতীকে নমস্কার করি।”

একদা সূর্য্য, ইন্দ্র এবং অগ্নি এই তিন জন দেবতা বলিলেন, স্ত্রীগণের পতিই দেবতা, স্বামী হইতেই স্ত্রীগণের ইহকালের সকল

অভিলষিত বস্তু লাভ হয়, এবং পরকালে শুভগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রমণীগণের কার্য্য দেখিয়া তাহাদের সত্য আছে কিনা সন্দেহ হয়। মিথ্যা, দুঃসাহস, মায়া, মূর্খতা, অত্যন্ত লোভ, অপবিত্রতা ও দয়া শূন্যতা এই সাতটী স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক দোষ। বহু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মাত্র অল্প কতকটী সত্য ধর্ম্মপরায়ণ ইহা শ্রবণ করা যায়। তন্মধ্যে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী বিখ্যাত সতী। পূর্ব্বকালে অগ্নিকে সপ্তর্ষি পত্নীগণের প্রতি আসক্ত দেখিয়া সতী বহ্নিপত্নী স্বাহা অপর ছয় জন ঋষিদের পত্নীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন। তখন স্বাহা অরুন্ধতীকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন "হে কল্যাণি! সাধ্বি! অরুন্ধতি! আপনিই ধন্য, যেহেতু কেবল আপনিই একমাত্র পতিব্রতা ধর্ম্মাবলম্বিনী; আমি আপনার তুল্য পাতিব্রত্য করিতে পারি নাই; সুতরাং অন্য রমণীগণ পাতিব্রত্য ধর্ম্মাচরণ করিবে সাধ্য কি? যে সকল স্ত্রীলোক বিবাহকালে উত্তমভাবে একমনে ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সন্নিধানে স্বামীর কর স্পর্শ করিয়া আপনাকে স্মরণ করে তাহাদিগেরই সুখলাভ, ধনভোগ, পুত্রলাভ ও অবৈধব্য হইয়া থাকে। যে রমণী পতিব্রতা বলিয়া উক্ত হয় সেই যথার্থ গুণবতী বলিয়া সকলের মান্য হয়।" এইরূপ আলোচনা করিয়া দেবত্রয় বলিলেন "চলুন আমরা রমণীগণের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম জানিবার জন্য সতীশ্রেষ্ঠা অরুন্ধতীর নিকট গমন করি" এই বলিয়া সূর্য্য, ইন্দ্র এবং বহ্নি এই তিন জন বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর নিকট গমন করিলেন। তদনন্তর

পথিমধ্যে দেখিলেন, পতিগতপ্রাণা এবং পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে আসক্ত চিত্তা অরুন্ধতী সতী কুম্ভকক্ষে নিজ গৃহ হইতে আগমন করিতেছেন। সূর্য্যাদি দেবত্রয় পথিমধ্যে অরুন্ধতীকে দর্শন করত হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার গমন পথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তদন্তর সতী প্রধানা অরুন্ধতীও সূর্য্যাদি দেবত্রয়কে জ্ঞাত হইয়া হৃষ্টচিত্তে দর্শন করত প্রদক্ষিণ এবং বারংবার প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "হে দেবগণ কি কার্য্য উদ্দেশে আপনারা আগমন করিতেছেন ? তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করুন্।" তদন্তর দেবত্রয় অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণ করত নারীপ্রবরা সতী অরুন্ধতীকে বলিলেন" আপনাকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি ; আপনি আমাদিগের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন্।" সতী-প্রধানা অরুন্ধতী তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা আমার গৃহে অল্প কাল অপেক্ষা করুন্, আমি এই কুম্ভটী জল পূর্ণ করিয়া আগমন করিতেছি ; তাহার পর আমি আপনাদিগের প্রশ্নের উত্তর দানে চেষ্টা করিব।" তখন সূর্য্যাদি দেবত্রয় বলিলেন "হে সতি ! আমরা অবিলম্বে এই কুম্ভটী জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছি। ইন্দ্র বলিতে লাগিলেন "যদ্যপি জন্মাবধি আমার তপস্যা দ্বারা কিংবা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা স্বর্গ হইতে আমাকে চ্যুত করিবে" ব্রাহ্মণ হইতে আমার এই ভয় না থাকে (অর্থাৎ অবশ্যই এই ভয় আমার সতত আছে জানিবেন) সে সত্য দ্বারা হে দেবি আপনার ঘটের এক চতুর্থ ভাগ জলদ্বারা পূর্ণ হউক। অগ্নি বলিতে লাগিলেন

"হব্যদ্বারা কিংবা কব্য দ্বারা অথবা হবিষ্য দ্রব্য দ্বারা যদি আমি তৃপ্ত হইয়া থাকি কিংবা অন্নাদি ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে পর যদ্যপি আমার তৃপ্তি লাভ হয় (অর্থাৎ আমার তৃপ্তি কিছুতেই হয় না) সে সত্য দ্বারা এ ঘটের দ্বিতীয় পাদ পরিপূর্ণ হউক। সূর্য্য বলিতে লাগিলেন "যদি ব্রাহ্মণগণ জল প্রভৃতি দ্বারা অসুরগণকে বিনাশ না করিতেন, তাহা হইলে কি আমি মন্দচেষ্ট অসুরগণ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রতি দিন হৃষ্ট চিত্তে উদিত হই? হে অরুন্ধতী দেব! সে সত্যদ্বারা আপনার ঘটের তৃতীয় পাদ জলদ্বারা পরিপূর্ণ হউক। অরুন্ধতী বলিতে লাগিলেন "রমণীগণ যে পর্য্যন্ত নির্জ্জন স্থান না পায় এবং যে পর্য্যন্ত কোন পুরুষের সহিত বিশেষ আলাপ করিতে না পায় সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব থাকে। সেহেতু ভদ্র মহিলাগণের বন্ধুবান্ধবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা রক্ষা বিধান করা উচিত। হে দেবগণ! সে সত্য দ্বারা আমার ঘটের চতুর্থ পাদ জল পূর্ণ হউক। অরুন্ধতী দেবীর কথা সমাপ্ত হইলে দেবত্রয় দেবীর কুম্ভ জলপূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহারা দেবী অরুন্ধতীকে বলিলেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আমরা আপনার নিকট আগত হইয়াছি! আমরা আপনার নিকট স্ত্রীলোকের চরিত্র কিরূপ তাহাই জানিতে আসিয়া ছিলাম। আমরা অদ্য আপনার নিকট তাহার যথোচিত উত্তর পাইলাম। অতএব এক্ষণে আমরা স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে বাসনা করি। দেবত্রয় এই কথা বলিলে পর অরুন্ধতী সতী তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বলিলেন উত্তম মধ্যম এবং

অধম এই ত্রিবিধ রমণীই আছে। ঐ ত্রিবিধ স্ত্রীলোকেই দেবগণের অবিদিত নহে। অতএব এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। ইহা বলিয়া অরুন্ধতী দেবগণকে অভিবাদন করিয়া বিদায় দিলেন। দেবগণ অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন; এবং ত্রিদিবে সতীপ্রধানা অরুন্ধতীর অপূর্ব্ব সতীত্ব মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন, তদবধি হিন্দু রমণীদের বিবাহকালে নব বধূকে অরুন্ধতী দর্শন বা স্মরণ করাইতে হয়। যথা—"সপ্তপদী গমনানন্তরং জামাতা মন্ত্রং পাঠয়ন্ বধূং তাং দর্শয়তিচ" সতীগণে অরুন্ধতী-রূপে দেবীর পিটস্থান আছে।

সতী।

সতী।—ইনি দেব দেব শিবের পত্নী, প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, ইনিই দেবী ভগবতী, ইনি পিতৃবদনে স্বামিনিন্দা শ্রবণেই নিজ দেহ ত্যাগ করেন। ইনিই প্রধানতমা সতী বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত! সোমদেবের অংশে মরিষ হইতে মানস পুত্র দক্ষের জন্ম হয়। পূর্ব্বে মনন, দর্শন ও স্পর্শন হইতেই জীবাদির সৃষ্টি হইত, দক্ষ প্রজাপতির সময় হইতেই নারী পুরুষসহবাসে জীবোৎপন্ন হইতে লাগিল। দক্ষ প্রথমতঃ মানসিক পুত্র সকল উৎপাদন করেন, তদ্দারা প্রজা বৃদ্ধি না হওয়ায় তিনি শতরূপার তপঃশীলা কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে বহু পুত্র কন্যা উৎপন্ন করেন। তাঁহার কন্যাদের কতকগুলি চন্দ্র প্রভৃতি

দেবতাকে দান করেন। এবং এই অতি প্রিয় সতীকে ভগবান্ শিবকে সম্প্রদান করেন।

একদা বিশ্ব-স্রষ্টাদের যজ্ঞে দেবগণ, মুনিগণ ও সানুচর অগ্নিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রজাপতি দক্ষও দিবাকরের ন্যায় স্বীয় তেজে দীপ্যমান হইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই উত্থিত হইলেন, কেবল ব্রহ্মা ও শিব উঠিলেন না; দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তদীয় আজ্ঞা গ্রহণে আসনে উপবেশন করিলেন। দক্ষের আসন পরিগ্রহণের পূর্ব্বাবধি ভগবান শঙ্কর স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই অনাদর দক্ষের সহ্য হইল না, দক্ষ, চক্ষু বক্র করত যেন দগ্ধ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "হে মহর্ষিগণ; হে দেবগণ! হে অগ্নিগণ! হে সর্ব্ব সভাসদ্‌গণ! আমি সাধু পুরুষ দিগের চরিত্র বর্ণনা করিব। আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন্। আমি অজ্ঞান অথবা মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া কিছুই কহিব না, যথার্থ কথাই বলিব। হে সভ্যগণ! শিব অতিশয় নিলজ্জ! অতি বর্ব্বর! হায়! ইহা দ্বারা লোকপালদিগের নির্ম্মল যশঃ বিনষ্ট হইল. এই শিব উচিত কার্য্য ত্যাগ করিয়া সাধু জনের পথ দূষিত করিল, এই মূঢ় ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সমক্ষে আমার সাবিত্রী তুল্য পবিত্রা বালহরিণনেত্রা দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং এ আমার এক প্রকার শিষ্য; কিন্তু ইহার আচরণ দেখিলেন। আমাকে ইহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করা উচিত; কিন্তু এই মূঢ় একটী কথা দ্বারাও আমার উচিত

সম্মান করিল না ; আমার কি দুর্ভাগ্য, ইহার ক্রিয়াকলাপ সমুদয় দূর হইয়াছে, ইহার মানাপমান বোধ নাই ; এ শৌচ ও মর্য্যাদা কাহাকে বলে জানেনা, ইহাকে জামাতা করিতে কখনই আমার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি শূদ্রকে যেরূপ বেদবাণী প্রদান করা যায়, তদ্রূপ আমি ইহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি। এ অসভ্যটার কর্ম্ম কি জানিবে ? এটা উলঙ্গ হইয়া ভূতপ্রেতগণ সঙ্গে কখন হাস্য কখন রোদন করিয়া শ্মশানে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ইহার কেশ আলু থালু হইয়া বিকীর্ণ হইয়া থাকে, চিতা ভস্মে ইহার স্নান, গলায় প্রেতের মালা, শবের অস্থি ইহার ভূষণ ; ইহার নাম শিব ; বস্তুতঃ এ নিজে অশিব ; সর্ব্বদা মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত। মত্তজনেরাই ইহার প্রিয়পাত্র, স্বয়ং সর্ব্বদাই অশুচি ও দুষ্ট চিত্ত। হায় কি পরিতাপের বিষয় এরূপ অধম ব্যাক্তির হস্তেই আমি ব্রহ্মার আজ্ঞা পালনার্থ সতীকন্যা দান করিয়াছি।" দক্ষ ইহা কহিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি অভিশাপ দিলেন্ "যজ্ঞ সময়ে ইন্দ্র উপেন্দ্রাদির সঙ্গে যেন যজ্ঞভাগ না পায়।" সভাস্থ সকলে দক্ষকে নিষেধ করিলেও তিনি নিষেধ না মানিয়া শাপ দিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। তথাপি পরমেশ্বর শিব রুষ্ট হইলেন না। কিন্তু শিবানুচর নন্দীশ্বর দক্ষকে বহুবিধ গালি দিয়া তাহার ছাগমুণ্ড হইবার অভিসম্পাত করিলেন। তৎপর দেবযজ্ঞ সমাপনান্তে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপর দক্ষ গর্ব্ববশতঃ বৃহস্পতি নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, সেই যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি পিতৃ ও

দেবতাগণের পূজা হইল, এবং তাঁহাদের পত্নীগণ ও স্ব স্ব স্বামীর সহিত যথাযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইলেন।

খেচরগণ আকাশে বিচরণ করিতে করিতে ঐ সব বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিল, তাহাদের মুখে সতী পিতৃযজ্ঞ মহোৎসবের কথা শুনিতে পাইয়া, আপনার গৃহের সমীপেই দেখিলেন, নানাদিক হইতে গন্ধর্ব্ব মহিলাগণ স্ব স্ব পতিসহ বিমল যানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন। তাহাদিগকে দেখিয়া সতীরও যজ্ঞ দর্শনার্থ অত্যন্ত ঔৎসুক্য হইল। তিনি আপনার পতি ভগবান শিবকে কহিলেন "আপনার শ্বশুর দক্ষের যজ্ঞ মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে; যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে চলুন, আমরা সকলেই তথায় গমন করি; আমার বোধ হইতেছে ঐ যজ্ঞ এখনও শেষ হয় নাই; কেমন ঐ দেখুন দেবগণ তথায় যাইতেছেন। আমার ভগিনীগণ স্ব স্ব স্বামিসহকারে আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় যাইয়া থাকিবেন। আমিও আপনার সহিত যাইতে ইচ্ছা করি। আমার পিতামাতা ঐ মহোৎসবে অলঙ্কারাদি দ্রব্য দান করিবেন, তাঁহাদের প্রদত্ত অলঙ্কারাদি আপনার সহিত প্রতিগ্রহ করিবার আমার বড় অভিলাষ। স্নেহময়ী, চিরোৎকণ্ঠিতা মাতা, মাতৃস্বসা এবং প্রাণের ভগিনীগণকে তথায় দেখিতে পাইব। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য বহুদিন হইতে মন চঞ্চল হইয়াছে। মহর্ষিগণ পিতৃ যজ্ঞে যে যজ্ঞীয় ধ্বজা উত্থিত করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাইব। হে দেব, ত্রিগুণ স্বরূপ এই আশ্চর্য্য বিশ্ব আপনার আত্মা

মায়াদ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; যদিও আপনার আশ্চর্য্যকর কিছুই নাই সত্য, তথাচ স্ত্রীলোক; ঔৎসুক্যই আমার স্বভাব, আর আমি আপনার তত্ত্বও জানি না, অতএব কাতরা হইয়া জন্মভূমি দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছি। প্রভো! আপনার জন্ম নাই, সুহৃদ্ বিয়োগ দুঃখ কিরূপে আপনার অনুভূত হইবে? আমাদের সহিত যাহাদের সম্পর্ক নাই এমত অন্যান্য রমণীরা অলঙ্কৃতা হইয়া স্ব স্ব ভর্ত্তৃগণ সমভিব্যাহারে আমার পিতৃ-যজ্ঞে দলে দলে গমন করিতেছেন। ঐ দেখুন উহাদের কল-হংসের তুল্য পাণ্ডুরবর্ণ গমনশীল বিমানশ্রেণী দ্বারা নভোমণ্ডল কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। হে নীলকণ্ঠ! আপনি পরার্থে বিষও ভক্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব পিতৃযজ্ঞে গমনার্থে আমাকে আজ্ঞা দিন্। পিতৃগৃহে উৎসব হইতেছে, একথা শুনিলে তাহা দেখিবার জন্য কন্যার মন কি চঞ্চল হয় না? বন্ধুজনপতি, শ্বশুর, ও পিতার ভবনে বিনাহ্বানেও গমন করিতে পারা যায়; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন! কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক আমার বাসনা পূর্ণ করুন। প্রভো! আপনি পরম জ্ঞানী হইয়াও আমাকে দেহার্দ্ধরূপে নিরূপণ করিয়াছেন, আমি এই যে প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক।"

ভগবান শিব সতীর এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া হাস্য করি-লেন। সতীর পিতা দক্ষ বিশ্বস্রষ্ঠা দিগের সমক্ষে মর্ম্মভেদী যে সকল কুবাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্মরণ

করাইয়া দিয়া কহিলেন "হে সুন্দরি, যদি দেহাদিতে অহঙ্কার জন্য মদ ও ক্রোধ দ্বারা বন্ধুগণের দোষ দৃষ্টি না জন্মে তাহা হইলে অনাহুত হইয়াও বন্ধুগৃহে গমন করিতে পারা যায় একথা বলা শোভা পায়। বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, দেহ, বয়স ও কুল এই ছয়টী সাধুব্যক্তিদের গুণ; এই সকল গুণ আবার অসাধু পুরুষ দিগের হইলে দোষ হইয়া উঠে। এই সকল গুণ দ্বারা অসৎ লোকদিগের বিবেক জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য অভিমানে তাহাদের দৃষ্টি দূষিত হয়, তাহারা স্তব্ধ তুল্য হইয়া মহৎ ব্যক্তিদের তেজ দর্শনে সমর্থ হয় না। এতাদৃশ ব্যক্তিগণকে বন্ধুজন বোধ করিয়া তাহাদের গৃহে দৃক্‌পাতও করা উচিত নহে; তাহারা অব্যবস্থিত চিত্ত। তাহাদের বাটীতে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, তাহারা ভ্রুকুটী করাল দৃষ্টিতে ক্রোধ ভরে নিরীক্ষণ করে। যে সকল বন্ধুগণের বুদ্ধি কুটিল তাহাদের দুর্ব্বাক্য দ্বারা যেরূপ মর্ম্মপীড়া ও মনস্তাপ জন্মে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা গাত্র খণ্ডিত হইলেও তদ্রূপ ব্যথা বোধ হয় না। হে শোভনে! দক্ষের মর্য্যাদা অতি উৎকৃষ্ট এবং আমিও তাহা স্বীকার করি যে তুমি তাহার সকল কন্যা অপেক্ষা আদরের কন্যা; কিন্তু আমার সম্বন্ধ বশতঃ তুমি পিতার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে না। প্রিয়ে! নিরহঙ্কার ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ দক্ষের আচরণে সন্তপ্ত হয়, তিনি তাহাতেই দুঃখিত হইয়াছেন। দক্ষ পুণ্য কীর্ত্তি দ্বারা কখন ঐ সকল নিরহঙ্কার ব্যক্তিদিগের ঐশ্বর্য্য এবং সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে সক্ষম নহেন। অসুরগণ যেমন ভগবান্ হরির দ্বেষ করে, সেরূপই

তিনি আমার দ্বেষ করিয়া থাকেন। হে সুমধ্যমে, লোকে পরস্পর যে প্রত্যুত্থান বিনয় ও অভিবাদন করিয়া থাকে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সকল ব্যবহারই সুচারুরূপে অন্য প্রকার নির্ব্বাহ করেন না, তাঁহারা সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষ ভগবান বাসুদেবের প্রতি অন্তঃকরণ দ্বারা তাহা করিয়া থাকেন। দেহাভিমানী, পুরুষের প্রতি করেন। অতএব আমি অন্তর্দ্দৃষ্টিতে মন দ্বারা দক্ষের প্রতি প্রত্যুত্থানাদি সকলই করিলাম, অবজ্ঞা করি নাই; হে সুন্দরি, আমি কেবল অভ্যাগত ব্যক্তিতে বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমন নহে; নিত্যই মন মধ্যে বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি। কেননা বিশুদ্ধ যে সত্বগুণ তাহাই বাসুদেব শব্দে উক্ত হয়। নির্ম্মল সত্বগুণে পরম পুরুষ বাসুদেবই প্রকাশ পান। এই নিমিত্ত সেই সত্বস্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান বাসুদেবকে আমি মন দ্বারা সতত নমস্কার পূর্ব্বক অর্চ্চনা করি। দক্ষ আমার বিপক্ষ, তিনিও তোমার জন্মদাতা পিতা হইলেও তাঁহার এবং তাঁহার অনুগামী লোকদিগের মুখাবলোকন করা তোমার উচিত হয় না। প্রিয়তমে! একি সামান্য দুঃখের বিষয় যে বিশ্বস্রষ্ঠাদিগের যজ্ঞে তিনি আমাকে বিনা অপরাধে বিবিধ দুর্ব্বাক্য দ্বারা তিরস্কার করিলেন। যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তথায় গমন কর, তাহা হইলে কখনই তোমার মঙ্গল হইবে না। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজন সন্নিধানে পরাভব সদ্যই মরণের নিমিত্ত কল্পিত হয়।” ভগবান্ ভব সতীকে এইরূপ কহিয়া নীরব হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন যাইতে অনুমতি

দিই কি সতীকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করি দুই দিকেই সতীর শরীর-নাশের সম্ভাবনা। এ দিকে সতী ও বন্ধু-দর্শন বাসনায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া একবার গৃহ হইতে নির্গতা হন আবার শিবের ভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহার চিত্ত উভয় দিকে দুলিতে লাগিল, ক্রমে বন্ধুজনের সহিত সাক্ষৎ করিবার বাসনায় প্রতিহত হইল ভাবিয়া সতী অতিশয় দুর্ব্বলা হইয়া পড়িলেন। এবং স্নেহ বশতঃ রোদন করিয়া অশ্রুধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রোধে দুঃখে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, বারংবার সকোপ দৃষ্টিতে মহেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী স্বভাব প্রযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি এতদূর বিমূঢ় হইয়া পড়িল যে—যে সাধু-প্রিয় ভব প্রীতিবশতঃ আপনার দেহার্দ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃ-গৃহে যাত্রা করিলেন। অতঃপর সতী পিত্রালয় প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় যজ্ঞীয়পশুবধের কোলাহল, বেদ পাঠের শব্দে মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব মধুর ভাবে শ্রুতিগোচর হইতে ছিল। দেবগণ মহর্ষিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু দক্ষ সতীকে দেখিয়া কোনও আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। সতীর জননী ও ভগিনীগণ ভিন্ন কোন ব্যক্তিই দক্ষের ভয়ে তাহার সমাদর করিলেন না। কেবল তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ প্রেমাশ্রু দ্বারা নিরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সাদরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সতী দেখিলেন, পিতা তো কথা-দ্বারাও আদর করিলেন না। যদিও ভগিনীগণ সহোদরা বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সম্ভাষণ পুরঃসর প্রীতি প্রদর্শন করিলেন, এবং

মাতাও মাতৃস্বসাগণ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ও আসন প্রদান করিলেন, তথাপি তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন এই যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্রের অংশ নাই। তাহাতে তাঁহার স্পষ্টবোধ হইল যে, দক্ষ দেবদেব রুদ্রকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, বিশেষতঃ যজ্ঞ সভায় নিজেরও বিশেষ সমাদর না দেখিয়া অতিশয় কোপান্বিতা হইলেন। অবিলম্বেই তাহার ক্রোধাগ্নি ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল যেন তদ্দারা সমস্ত লোক দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইয়া পড়িবে। সতীর ক্রোধাবেশ হইবা মাত্র সতীর দেহ হইতে কতগুলা ভূত সমুত্থিত হইল, কিন্তু দেবী তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। শিবদ্বেষী দক্ষকে সতী সমস্ত লোকের সমক্ষে রোষভরে বলিতে লাগিলেন। পিতঃ ইহলোকে যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কাহাকে দেখিনা এবং যিনি দেহধারী জীবের প্রিয় আত্মার কারণস্বরূপ—কাহারও সহিত যাঁহার বিরোধ নাই, তোমা ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি সেই ভগবানের প্রতিকূলতাচরণ করিবে? তোমার মত ব্যক্তিগণ প্রায়ই অসূয়াপরবশ হইয়া থাকে, তাহারা পরের গুণ সহ্য করিতে পারে- না। অন্যের বহুগুণ বর্ত্তমান থাকিলেও গুণ পরিহার করিয়া দোষই গ্রহণ করে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তোমাদের তুল্য অসূয়াপরবশ নহেন তাঁহারা কাহারও দোষ গুণ থাকিলে দোষ মাত্র গ্রহণ করেন না। দোষ গুণ যেমন থাকে তেমনি বিচার করিয়া গ্রহণ করেন। ইহাদিগকেই মহৎ বলা যায়। আর যে সকল সাধু পুরুষ কেবল গুণই

গ্রহণ করেন—কখন দোষ গ্রহণ করেন না তাঁহারা মহত্তর; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অন্যের দোষ থাকিলেও তাহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত অতি সামান্য যৎকিঞ্চিৎ গুণ দেখিতে পাইলে তাহাকেই বহুমান করেন, তাঁহারাই মহত্তম। কিন্তু কি অশ্চর্য্য! আপনি সেই সকল মহত্তম পুরুষের প্রতি পাপ কল্পনা করিলেন। যাহারা এই জড় দেহকেই আত্মা কহে তাদৃশ দুর্জ্জন পুরুষেরা ঈর্ষাবশতঃ ঐ প্রকার মহাজনদিগের নিন্দা করিবে; আশ্চর্য্য নহে। বরঞ্চ তাহা আবশ্যক। কারণ যদিও সাধু ব্যক্তিরা আত্মনিন্দা সহ্য করেন তথাপি তাঁহাদের পাদরেণু তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; তাঁহাদের চরণধূলি ঐ সকল ব্যক্তির তেজ নাশ করে। অতএব সদ্যঃ প্রতিফল পাওয়াতে অসৎ পুরুষের পক্ষে মহাজনের নিন্দা করাই ভাল, পিতঃ! যাঁহার নাম "শিব" এই দুইটী অক্ষর কেবল কথাদ্বারা উচ্চারণ করিলেও তৎক্ষণাৎ মানবদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়; যাঁহার কীর্ত্তি অতি পবিত্র যাঁহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয় নহে—তুমি সেই শিবের বিদ্বেষ করিতেছ! কি আশ্চর্য্য, তুমি এমনই অমঙ্গল স্বরূপ। যাঁহার পাদপদ্মে মহৎ ব্যক্তিদিগের মনোভৃঙ্গ ব্রহ্মানন্দরূপ মকরন্দ পানার্থী হইয়া নিরন্তর ভজনা করে, এবং যাঁহার চরণ সকাম পুরুষদিগের সমস্ত অভিলষিত মঙ্গল বর্ষণ করিয়া থাকে—তুমি সেই বিশ্ববন্ধু শিবের বিদ্বেষ করিতেছ। পিতঃ, তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া শিবনামে সে এই অশিবতত্ত্ব আরোপ করিয়াছিলে, ব্রহ্মাদিদেবগণ কি সেই তত্ত্ব অবগত নহেন? কেন না ভগবান ভব, জ্বালা-

জাল বিকীর্ণ পূর্ব্বক চিতাভস্ম, মাল্য ও মৃত মনুষ্যের কপাল ধারণ করিয়া পিশাচগণ সহিত শ্মশানে বাস করিলেও, দেবগণ তাঁহার চরণভ্রষ্ট নির্ম্মাল্য স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করিতেছেন। তোমার ন্যায় যদি তাঁহারাও শিবকে ভাবিতেন তবে তাঁহার চরণ বিগলিত নির্ম্মাল্য কখনই তাঁহারা মস্তকে ধরিতেন না। যাহা হউক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি যেস্থানে ধর্ম্ম রক্ষক স্বামীর নিন্দা করে, পতিব্রতা কামিনী, সেখানে যদি তাহাদের বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়, তবে কর্ণদ্বয় অচ্ছাদন পূর্ব্বক তথা হইতে তাহার নির্গত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি শক্তি থাকে তবে যে দুরাত্মা ঐরূপ অকল্যাণ কথা প্রয়োগ করে তাহার জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া দিবে; পরে আপনার প্রাণও পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। তুমি ভগবান্ নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী, তোমা হইতে এই যে আমার দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি আর ধারণ করিব না। নিন্দিত অন্ন যদি মোহবশতঃ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহা বমন করিয়া ফেলিবে, তবে তাহার শুদ্ধি হয়। দেব ও মনুষ্য এই দুয়ের গতি যেমন পৃথক্ সেইরূপ যাহার যে ধর্ম্ম তিনি তাহাতেই অবস্থিত থাকিবেন, আর ধর্ম্মের বা অন্য ব্যক্তির কখন তিনি নিন্দা করিবেন না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দুই প্রকার কর্ম্মই সত্য; বেদে এই উভয় কর্ম্মেরই বিধান আছে। ঐ দুই কর্ম্ম বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা দ্বারা বিহিত হইয়াছে। অবশেষে বিধান হয় নাই, ঐ দুই কর্ম্ম একই কালে এক কর্ত্তাতে পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শিব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তাহাতে কোনও কার্য্য নাই।

হে পিতঃ আমরা অণিমাদি যে সকল ঐশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়াছি, তোমরা কখন তাহা চক্ষেও দেখ নাই। তোমাদের ঐশ্বর্য্য ত কেবল যজ্ঞশালাতেই থাকে। যজ্ঞান্নপরিতৃপ্ত মানবগণই তাহার প্রশংসা করে এবং কর্ম্মকাণ্ড পথাশ্রিত পুরুষেরাই তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের ঐশ্বর্য্য সেরূপ নহে; তাহা ইচ্ছামাত্র উৎপন্ন হয়, তাহার হেতু অব্যক্ত। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণই তাদৃশ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। তোমার সহিত আর কথার প্রয়োজন নাই; তুমি ভগবান্ ভবের নিকট অপরাধী, তোমার দেহ হইতে আমার এই দেহ যে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার জন্ম অতি কুৎসিত; ইহা আর ধারণ করা উচিত হয় না। তুমি অতি কুজন; তোমার সম্বন্ধবশতঃ আমার বড় লজ্জা হইতেছে। মহতের অপ্রিয় কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয়, সে জন্মে ধিক্। ভগবান্ বৃষধ্বজ আমার সহিত পরিহাস সময়ে যখন আমাকে "দাক্ষায়ণি" বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তখন আমার পরিহাস বিষয়ক হাস্য অন্তর্হিত হইবে, তখন আমি দুঃখিত হইব। তোমার অস্থি হইতে উৎপন্ন এই অঙ্গ পরিত্যাগ করিব, ইহা মৃতের তুল্য।" সতী ইহা বলিয়াই মৌনাবলম্বনে উত্তর মুখী হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তৎপর আচমন পূর্ব্বক পীতবর্ণ পট্টবসন দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া মুদ্রিত চক্ষে যোগপথের পথিক হইলেন, সতী তখন আসন জয় করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরোধ দ্বারা সমান করিয়া নাভি চক্রে স্থাপন করিলেন, তৎপর নাভিচক্র হইতে উদান বায়ুকে অল্পে অল্পে উত্তোলন করিয়া বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন,

পশ্চাৎ উদান বায়ুকে কণ্ঠমার্গ দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন। পূজ্যতম ভগবান্ শিব যে দেহকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন সতী দক্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া সেই দেহ পরিত্যাগ বাসনায় সর্ব্বদাই বায়ুরুদ্ধ করিয়া জগদ্গুরু পতিপদারবিন্দের মকরন্দ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তখন আকাশে পাতালে এবং সভায় মহান্ হাহারব উত্থিত হইল, সকলে দুঃখ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায় কি খেদের বিষয়! তৎপর মহাদেব-অনুচর বীরভদ্র দক্ষকে মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া নিধন করেন; কিন্তু আশুতোষ শিব ছাগমুণ্ড সংযোগ করিয়া দক্ষের প্রাণ দান করেন ও যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইতে আদেশ দেন। অনন্তর সতীবিরহখিন্ন মহাত্মা মহেশ্বর যজ্ঞ স্থানে গমন করিয়া সতীকে যোগাসনে মৃত দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে হা সতী, হা সতী, বলিতে বলিতে সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে স্থাপন করত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হইয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ চিন্তিত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু ত্বরায় সতীর দেহচ্ছেদন করিতে থাকিলেন। তাহাতে ছিন্নাঙ্গ সমুহ যে যে স্থানে পতিত হইল, মহেশ্বর নানা মূর্ত্তি ধরিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকিলেন। এইরূপে অষ্টোত্তর শত পীটস্থান উৎপন্ন হয়। তৎপর সতী পুনর্ব্বার গিরিরাজ-কন্যারূপে জন্ম লইলেন এবং মহেশ্বর তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া সুস্থ হন; তখন সতীর নাম 'উমা' বা পার্ব্বতী হয়।

উমা।

উমা—ইনি মহাদেব-পত্নী, শৈলরাজ-কন্যা ভগবতী পার্ব্বতী ইনিই পূর্ব্বে সতী ছিলেন। ইনি একাগ্র চিত্তে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া শিবকে পতি প্রাপ্ত হন; ইঁহার বিবাহের ঘটক স্বয়ং অরুন্ধতী। শৈলরাজ মহাদেব শিবকে আমন্ত্রণ করিয়া বহু যৌতুক সহ স্বীয় কন্যা উমাকে সম্প্রদান করেন। স্বয়ং বর শিব স্বস্তি বলিয়া গ্রহণ করেন। তৎপর পুরনারীগণ শৈলরাজ-কন্যা পার্ব্বতী ও শিবকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া জয়ধ্বনি করতঃ নির্ম্মঞ্ছনাদি শুভ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। বাসরগৃহে রত্নময়ী দীপিকা ও কর্পূর চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কঙ্কুম দ্বারা চর্চ্চিত দেবকন্যাগণ সুশোভিত ছিলেন। তাঁহারা রত্নাসনে শিবকে উপবেশন করাইয়া মধুর বাক্যে কৌতুক করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ দেবী সরস্বতী বলিলেন, "হে মহাদেব, এক্ষণে তুমি প্রাণাধিকা সতীকে প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব কালেশ প্রিয়ার সর্ব্বাবয়ব সুন্দর চন্দ্রবদন সদৃশ মনোহর বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া সর্ব্বদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক কালাতিপাত কর; আমার আশীর্ব্বাদে তোমাদের কস্মিন্ কালেও বিচ্ছেদ হইবে না।" লক্ষ্মী বলিলেন, "হে দেবেশ, যে সতীর বিরহে তোমার প্রাণ বিগত প্রায় হইয়াছিল, তুমি এক্ষণে লজ্জা ত্যাগ করতঃ সেই সতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখে অবস্থান কর। অত্রস্থিত স্ত্রীগণ মধ্যে লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই।"

সাবিত্রী বলিলেন,"আর তোমার খেদে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে

তুমি ভোজন করতঃ সতীকে ভোজন করাইয়া আচমন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে সকর্পূর তাম্বূল প্রদান কর।”

জাহ্নবী বলিলেন, “হে শঙ্কর, এই স্বর্ণ কঙ্কতিকা ধারণ করতঃ পত্নীর কেশ মার্জ্জনা কর, কামিনীর স্বামী সৌভাগ্যই পরম সুখ লাভের বিষয়।”

রতি বলিলেন, “হে দেব আপনি পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া অতি দুর্ল্লভ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু অকারণ আমার প্রাণনাথকে ভস্মসাৎ করিলেন কেন? হে বিভো, আপনার কাম ব্যাপারের কারণীভূত কামকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আমার নিদারুণ বিচ্ছেদ যাতনা দূর করুন। হে দয়ানিধে! দম্পতিবিরহ সমস্ত শ্রেষ্ঠ ক্লেশ জানিয়াও আমার প্রাণকান্তকে ভস্ম করিলেন কেন? রতি এই কথা বলিয়া গ্রন্থিনিবন্ধ কাম ভস্ম শম্ভুর সমক্ষে প্রদান করত হা নাথ” হা নাথ” বলিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন করুণা সাগর সদাশিব সেই ভস্ম রাশি হইতে কামকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। রতি চেতনাপ্রাপ্ত কামকে পূর্ব্বাকারে শরাসন সহ হাস্য বদনে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া মহেশ্বরের পাদপদ্মে শতবার প্রণাম করিলেন, কাম ও আগম উক্ত বহু প্রকারে তাঁহার স্তব করিলেন। তখন মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবগণ কামকে বলিলেন, “কন্দর্প! কালে জীবের বিনাশ ও কালে জীবের রক্ষা হইয়া থাকে, অবশ্যম্ভাবী কার্য্য কেহই বারণ করিতে পারেনা।” তৎপর দিতি বলিলেন, “হে শম্ভো, তুমি সত্বর পার্ব্বতীকে ভোজনাচমন করাইয়া আমার প্রীতি সম্পাদন কর।

দম্পতীর প্রেম অতি দুল্লর্ভ।" শচী বলিলেন, পুরুষদিগের কলত্র-বিরহ সমুদয় শোক হইতে গুরুতর। যাহার দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া বিলাপ করিয়াছিলে সেই কলত্রের সহিত পুনর্ব্বার তোমার মিলন হইল; সুতরাং এক্ষণে তাহাকে বক্ষে ধারণ কর; সেই প্রিয়তমাকে তোমার লজ্জা কি?"

লোপামুদ্রা বলিলেন, "হে মহাদেব, স্ত্রীগণের এই ব্যবহার আছে যে, স্বামী বাসর গৃহে ভোজন করিয়া প্রিয়তমাকে তাম্বূল দিয়া তাহার সহিত শয়ন করিবে।"

অরুন্ধতী বলিলেন, "হে শম্ভো, মেনকা তোমাকে পার্ব্বতী প্রদান করিতে অসম্মতা ছিলেন, আমিই তোমাকে এই সতী পার্ব্বতীকে প্রদান করাইয়াছি, তুমি ইহাকে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া ইহার সহিত বিহার কর।"

তুলসী বলিলেন, "প্রভো! তুমি পূর্ব্বে সতীকে পরিত্যাগ ও কামকে ভস্ম করিয়াছিলে, আবার কেন সেই সতীর গ্রহণাভি-লাষে বশিষ্ঠকে প্রেরণ করিয়াছিলে?" স্বাহা বলিলেন, "মহাদেব, তুমি সম্প্রতি স্ত্রীদিগের বাক্যের কোন উত্তর প্রদান না করিয়া স্থির হইয়া থাক। বিবাহে পুরনারীগণ যে প্রগল্ভতাচরণ করে তাহাই ব্যবহার সিদ্ধ।"

রোহিণী বলিলেন, "হে কামশাস্ত্র বিশারদ, তুমি পার্ব্বতীর অভিলাষ পূর্ণ কর, এক্ষণে তুমি স্বয়ং কামী হইয়া কামিনীকে কাম-সাগর পার করিয়া দেও।"

বসুন্ধরা বলিলেন, "হে সর্ব্বজ্ঞ, কামপীড়িতা রমণীগণের সমস্ত

ভাব তুমি অবগত আছ, স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে কখনও রক্ষা করে না, স্বামীই স্ত্রীকে সতত রক্ষা করিয়া থাকে।”

শতরূপা বলিলেন, “হে শম্ভো, ক্ষুধাতুর ভোগী ব্যক্তি ভোগ্য দ্রব্যব্যতীত সুখী হয় না, যাহাতে স্ত্রীর তুষ্টিসাধন হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য।” সংজ্ঞা বলিলেন, “সখীগণ, তোমরা কোন নির্জ্জন স্থানে রত্ন প্রদীপ তাম্বূল ও মনোহর শয্যা রচনা করত সেই স্থানে পার্ব্বতীসহ শঙ্করকে প্রেরণ কর।”তখন দেব দেব মহাদেব ভগবান্ শিব বলিলেন “হে দেবীগণ, তোমরা আমার নিকট এরূপ বাক্য বলিও না, সাধ্বী জগজ্জননী দিগের পুত্রের প্রতি এত চপলতা কেন?” সুররমণীগণ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মানা হইলেন। তৎপর দেবীগণ ও দেবগণ স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতে মহাদেব স্বীয় পত্নী সহ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। মেনকা বলিলেন, “হে কৃপানিধে আশুতোষ, তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রাণাধিকা পার্ব্বতীর সহস্র দোষ ক্ষমা করত যত্নে প্রতিপালন করিবে, আমার প্রাণাধিকা পার্ব্বতী জন্মে জন্মেই তোমার পাদপদ্মের দাসী, তাহার স্বপ্নে কি জ্ঞানে শিব ব্যতীত অন্য চিন্তা নাই; হে মৃত্যুঞ্জয়! তোমার ভজন শ্রবণ মাত্র উমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত ও নয়ন হর্ষাশ্রু পূর্ণ হয় এবং নিন্দা শুনিলে মৃতার ন্যায় মৌনাবলম্বী হইয়া থাকে।” মেনকা ইহা বলিয়া রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন। এমত সময় হিমালয়ও তনয়াকে স্নেহবশতঃ বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, “বৎসে, হিমালয় শূন্য করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? বার বার তোমার গুণগান

স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।” শৈলেন্দ্র ইহা বলিয়া শিবহস্তে শিবাকে সমর্পণ করিয়া মুহুর্মুহু রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃপানিধি ভগবান শিব অধ্যাত্মবলে সকলকে প্রবোধ দিলেন। পার্ব্বতীও পিতামাতা ও গুরুজনকে প্রণাম করিয়া স্বামী সহ কৈলাসে যাত্রা করিলেন। তিনি ভগবান্ স্বামী হইতে বহুবিধ জ্ঞান ও যোগ শিক্ষা করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। শিব-দুর্গা সংবাদ সম্পূর্ণ লিখিত হইলে পুস্তকের আকার বহুশত পৃষ্ঠা হইয়া পড়িবে, তাই দেবী মাহাত্ম্য দেবীব্রত প্রভৃতি বিষয় লিখিতে অক্ষম হইয়া উমাচরিত এখানেই শেষ করিলাম। এ বিষয়ে পাঠকপাঠিকাগণ আমার ক্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

সীতা।

সীতা—ইনি মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের পালিতা কন্যা; মহাত্মা ভগবান্ রামের পত্নী। ইনি বহু শাস্ত্রজ্ঞা, সর্ব্বসৎগুণ-সম্পন্না সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং মহা সতী ও লক্ষণজ্ঞা ছিলেন। একদা রাজর্ষি জনক যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে লাঙ্গল-পদ্ধতি হইতে ইনি উত্থিতা হন্; এইজন্য ইঁহার নাম সীতা (লাঙ্গল পদ্ধতি) রাখা হয়। জনক-কন্যা বলিয়া ইনি জানকী নামেও বিখ্যাতা। এই অযোনীসম্ভবা কন্যা বীর্য্য শুল্কা ছিলেন, জনক-

রাজ শিব প্রদত্ত ধনুতে যে ব্যক্তি জ্যারোপণাদি করিতে পারিবেন তাঁহাকে কন্যা সমর্পণ করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইনি (সীতা) যৌবন সম্পন্না হইলে অনেক রাজা আসিয়াও সেই ধনু উত্থাপন বা পরিচালনাও করিতে পারিলেন না। তৎপর মহাত্মা রামচন্দ্র অক্লেশে শিবধনু ভঙ্গ করেন। এবং সীতার পাণিগ্রহণ করেন। জনকরাজ তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা উর্ম্মিলাকেও রাম-ভ্রাতা-লক্ষ্মণ নিকট দান করেন। এবং জনক-ভ্রাতা কুশধ্বজ তাঁহার মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তি নাম্নী কন্যাদ্বয়কে ভরত ও শত্রুঘ্নের হস্তে সমর্পণ করেন। অনন্তর রামচন্দ্র সস্ত্রীক ভ্রাতাদি সহ বাড়ীতে আগমন করেন। রাম মাতা কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজরাণীগণ হোমচিহ্ন ভূষিতা মহাভাগা সীতা, উর্ম্মিলা ও কুশধ্বজ-তনয়াগণকে মঙ্গল আলাপন পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, রাজকুমারীগণও অভিবাদ্যগণকে অভিবাদন করিয়া শীঘ্র দেবালয়ে পূজা করিলেন এবং পতিগণ সহ প্রমোদ সহকারে ক্রীড়া ও শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মনস্বী রাম সীতার গুণে সীতাগত প্রাণ হইয়া দ্বাদশ বৎসর কাল নির্ব্বিরোধে তাঁহার সহিত বিহার করিলেন। মূর্ত্তি-মতী লক্ষ্মীস্বরূপা দেবতার ন্যায় অলৌকিক রূপগুণ লাবণ্যবতী জনকাত্মজা সীতা শ্রীরামের হৃদয়াভিলাষ বিশেষরূপে জানিতে পারিতেন; সুতরাং পতির রূপ ও গুণ হইতে পতি তাঁহার হৃদয়ে দ্বিগুণতর রূপে বিরাজ করিতেন। রামও সেই মনোরমা ও অলৌকিক রূপগুণশালিনী, মনোমুগ্ধকারিণী রাজকুমারী সীতার

সহিত মিলিত হইয়া অতীব প্রমোদান্বিত হইলেন, এবং লক্ষ্মীর সহিত মিলিত অমরেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

রাম তাঁহার পিতার সকল পুত্র অপেক্ষা সমধিক স্নেহপাত্র ছিলেন, তিনি পরম রূপবান্, গুণশালী এবং বীর্য্যে স্বীয় পিতা দশরথের তুল্য ছিলেন, তিনি কখনও কাহাকে অসূয়া করিতেন না; পৃথিবীতে তাঁহার উপমার স্থান ছিলনা; তিনি সতত প্রশান্ত চিত্ত ছিলেন; সর্ব্বদাই বিনীতভাবে কথা কহিতেন; কেহ তাঁহাকে পরুষবাক্য বলিলেও তাহার প্রত্যুত্তর করিতেন না; তিনি এরূপ বিশুদ্ধাত্মা ছিলেন যে, কেহ যদি কখন তাঁহার কিঞ্চিৎ উপকার করিত, তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইতেন; কিন্তু শত শত অপকার করিলেও তাহা মনে করিতেন না। তিনি অস্ত্রশিক্ষা কালে পরিশ্রমের সময়েও বয়োবৃদ্ধ ও সৎস্বভাব সম্পন্ন সজ্জনগণের সহিত শিষ্টালাপ করিতেন। তিনি বুদ্ধিমান্, প্রিয়বাদী, বীর্য্যবান্, অতীব বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয় ও অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি অগ্রেই মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিতেন; তিনি স্বীয় বীর্য্যে গর্ব্বিত হইতেন না। তিনি প্রজাদিগের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন; প্রজাগণও অতি অনুরক্ত ছিল। তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলিতেন না; তিনি সকলের প্রতি বিশেষতঃ দীনের প্রতি সমধিক দয়াবান্ ছিলেন; তিনি সর্ব্বদাই শুচি থাকিতেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ মান্য করিতেন। তিনি কুলোচিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, সুতরাং শত্রু পরাজয় ও প্রজাপালন জনিত যশঃ হইতেই স্বর্গফল লাভ হয়, ইহা বোধ করিতেন। তিনি শাস্ত্র নিষিদ্ধ অমঙ্গল কার্য্য করিতেন না; এমন

কি শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথাও শ্রবণ করিতেন না। তিনি বৃহস্পতির ন্যায় স্বপক্ষ সংরক্ষণ নিমিত্ত উত্তরোত্তর হেতুবাদ করিতে পারদর্শী ছিলেন। সেই সদ্‌বক্তা দেশকাল তত্ত্বজ্ঞ, নীরোগ প্রশস্ত দেহ সম্পন্ন তরুণ বয়স্ক রাম এতাদৃশ সারজ্ঞ ছিলেন যে, বিধাতা যেন অদ্বিতীয় সাধুরূপে তাঁহাকে সৃজন করিয়াছেন, ইহা সকলেরই বোধ হইত। সেই অলৌকিক গুণশালী রাজকুমার রাম স্বীয় গুণে প্রজাদিগের অপর প্রাণের তুল্য ছিলেন ; তিনি যথানিয়মে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন, অধিক কি জ্যোতিষাদি সর্ব্ববিধ বিদ্যারই অপেক্ষিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। তিনি সমন্ত্র ও নির্মন্ত্র অস্ত্র বিজ্ঞান বিষয়ে পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন ; ক্ষণজন্মা, সরল স্বভাব, সত্যবাদী, সাধু চরিত্র, অদীন চিত্ত রাম, ধর্ম্মার্থদর্শী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অপরিমিত স্মৃতি শক্তি ও বুদ্ধির প্রতিভা ছিল ; তিনি ধর্ম্ম কামার্থ তত্ত্বজ্ঞ, লৌকিক ব্যবহার দক্ষ, সময়োচিত আচার কুশল, বিনীত স্বভাব, গূঢ়াভিপ্রায়, দৃঢ়ভক্তি সম্পন্ন, স্থিরপ্রজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, আলস্য শূন্য চিত্তজ্ঞানবিচক্ষণ ও দেশ কালাভিজ্ঞ ছিলেন! অনেক মন্ত্রজ্ঞ গুপ্তচর তাঁহার সহায় ছিল, তিনি কখনও দুর্ব্বাক্য বলিতেন না, তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনও ব্যর্থ হইত না। তিনি অর্থোপার্জ্জন ও ব্যয় করিবার প্রকৃত সময় অবগত ছিলেন ; তিনি স্বকীয় কি পরকীয় সকল দোষই জানিতে পারিতেন। তিনি যথোচিত অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতেন ; তিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন।

তিনি পোষ্য প্রতিপালন ও দুষ্ট দমন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি নানা শাস্ত্র ও প্রাকৃতাদি নানা ভাষা সমন্বিত নাটকাদি গ্রন্থ পরিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, সেই আলস্য বিহীন রাম ধর্ম্ম অর্থের অবিরোধে বিষয় সুখ ভোগ করিতেন। তিনি বিহারোপযুক্ত শিল্পকার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন; তিনি ধর্ম্মাদির উদ্দেশে অর্থ বিভাগ করিবার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ছিলেন; তিনি মনুষ্য লোকে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। তিনি খেলা পরিচালনে দক্ষ, শত্রুর অভিমুখে গমন করিয়া প্রহার করিতে পটু এবং গজ ও অশ্ব আরোহণ ও পরিচালন করিতে সমর্থ ছিলেন। সেই অজাত রোষ, সরল স্বভাব, অসূয়াবিহীন রাম কাহারও অবজ্ঞাভাজন ছিলেন না। ত্রিলোকবাসীরই অভিমত ছিলেন; সেই রাজনন্দন ক্ষমা প্রভৃতি গুণে পৃথিবীর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ও বীর্য্যে ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন। তৎপত্নী সীতাদেবীও স্বীয় পতি হইতে রণপাণ্ডিত্য ও শৌর্য্যাদি ব্যতীত প্রাগুক্ত প্রায় সমস্ত গুণই লাভ করিয়াছিলেন, অধিকন্তু তিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্মে অদ্বিতীয়া ছিলেন; তিনি লক্ষণাদি (সামুদ্রিক) বিদ্যাও শিক্ষা করিয়া ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে নিরন্তর মেঘের ন্যায় করুণাই বর্ষণ হইত; তিনি মূর্ত্তিমতী করুণাময়ী ছিলেন। মৃদুতা ও লজ্জাই তাঁহার স্বভাব ছিল। রাজর্ষি রাজা দশরথ রামের বহুগুণ ও শ্রদ্ধা দেখিয়া রামকে রাজত্ব প্রদানে অভিষেক করিলে, সহসা তৎপত্নী কৈকেয়ী (সুবেষা)* রামের চতুর্দ্দশ বৎসর

* কেকয় রাজার বহু কন্যা ছিলেন; ভরত-মাতার নাম সুবেষা।

বনবাস এবং ভরতের রাজ্য-প্রাপ্তি প্রার্থনা করেন। রাজা, ভরত-মাতা কৈকেয়ীর ঈদৃশ নিদারুণ বজ্রসদৃশ বাক্য শ্রবণে মূর্চ্ছিত হইয়া রোদন করিতে থাকেন, তৎকালে কৈকেয়ী মন্ত্রী দ্বারা রামকে রাজার অভিপ্রায় অনুসারে রামের বনবাস এবং ভরতের রাজ্যলাভ জ্ঞাপন করিলে, রাম ব্যথাশূন্য চিত্তে বন গমনে উদ্যত হইলেন। তৎকালে অযোধ্যার আবাল বৃদ্ধ সকলেই শোকে মৃতের ন্যায় অবশাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। সীতাদেবী স্বামিসহ পূর্ব্ব দিবসে উপবাস থাকিয়া ভগবান নারায়ণের উপাসনা করিতে-ছিলেন; তিনি পতির শুভ কামনা করিয়া বিধি পূর্ব্বক মস্তকে করিয়া ঘৃতপাত্র দ্বারা নারায়ণ উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন, অবশিষ্ট ঘৃত ভক্ষণ করিয়া একাগ্র-মনে নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রভাতকালে প্রাতঃসন্ধ্যা ও উপাসনাদি সমাপন করিলেন, "তিনি পতিকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন। লোক পতি ব্রহ্মা যেরূপ ইন্দ্রকে রাজসূয় সমুচিত অভিষেক করিয়াছেন, তদ্রূপ আজ দশরথ, ব্রাহ্মণগণ যাগনিষেবিত বাক্যে তোমাকে রাজসূয় সমুচিত অভিষেক করুন্; তোমাকে দীক্ষিত, নিয়ম সম্পন্ন শুচি, কুরঙ্গ শৃঙ্গধারী ও উৎকৃষ্ট চর্ম্ম পরিধায়ী দর্শন করত ভজনা করিব। তোমার পূর্ব্বদিক্ ইন্দ্র, পশ্চিমদিক্ বরুণ, উত্তরদিক্ কুবের এবং দক্ষিণদিক্ যম রক্ষা করুন," এই সকল বলিতে বলিতে দ্বার দেশ পর্য্যন্ত আগত হইলেন। এবং দেখিতে পাইলেন পথিমধ্যে চন্দন ও অগুরু ভূষিত খড়গ চাপধারী শ্রীসম্পন্ন রাম-

হিতাকাঙ্ক্ষী শূরেরা আহ্লাদ সহকারে রামাগমন পথ রক্ষা করিতেছে। মহিলাগণ ঘন ঘন জয়ধ্বনী করিয়া রামকে প্রীত করিবার উদ্দেশে জননী "হর্ষবর্দ্ধন" তোমার মাতা কৌশল্যা সফল মনোরথা হউন্, এবং রামপ্রেয়সী সীতা বহু তপস্যা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই রোহিণী চন্দ্রের ন্যায় রামের সহিত মিলিত হইয়াছেন; ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলাপ করিয়া ধান্য দূর্ব্বালাজ পূর্ণ কুম্ভ প্রভৃতি হস্তে দণ্ডায়মান। আরও দেখিলেন, অন্তঃপুর হইতে রাজপথ পর্য্যন্ত স্বর্গীয় পথের ন্যায় সজ্জিত, উৎকৃষ্ট চন্দন, উৎকৃষ্ট অগুরু ও অন্যান্য বহুবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সমুহ দ্বারা সুবাসিত পণ্যদ্রব্যে সমাকুল, নানাবিধ ভক্ষ দ্রব্যে পরিব্যাপ্ত, এবং নিচ্ছিদ্র মুক্তা, উত্তম স্ফটিক, পট্ট বস্ত্র ও কৌশাম্বর সমূহে শোভিত রহিয়াছে। অপিচ তৎ তৎ স্থান দধি, অক্ষত, হবিঃ লাজ, ধূপ, অগুরু চন্দন, অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যও মাল্য সমূহে সুশোভিত। পৃথিবীর সামন্ত রাজগণের আনন্দ-সৈন্য কোলাহলে সমস্ত নগর পরিপূর্ণ। নগরে যেন জন সমুদ্রের আনন্দ-কোলাহল-তরঙ্গ ছুটিতেছে। ধ্বজ, পতাকা, কদলী ও গুবাক তরু প্রভৃতি স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়াছে। বারনিতম্বিনী যুবতীগণ জলে পূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ লইয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। অযোধ্যা যেন আনন্দময়ী দ্বিতীয় স্বর্গপুরী।

এ দিকে রাম কৈকেয়ীর আদেশ শ্রবণে প্রথমতঃ মাতৃভবনে গমন করিয়া তৎপর সীতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন, অন্তঃপুরের প্রথম কক্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশিয়া

তথায় রাজ সৎকৃত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন পরে তিনি তৃতীয় কক্ষে প্রবেশিয়া বালা ও বৃদ্ধা মহিলাদিগকে দ্বাররক্ষা করিতে দেখিলেন সেই সকল মহিলারা রামের জয় হউক ইত্যাদি শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তঃপুরে সীতাকে রামাগমন জ্ঞাপন করিল। রাজ ধর্ম্মাভিজ্ঞা পট্টু মহিষী, কর্ত্তব্য কার্য্য জ্ঞান-ব্রতীব্রতপরায়ণা বিদেহনন্দিনী সীতা দেবী সেই নিদারুণ বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার মনে রামের রাজ্যা-ভিষেক হইবে ইহাই জাগরুক ছিল, তখন তিনি দৈবকার্য্য সাধ-নান্তে হৃষ্টচিত্তে রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। রাম লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া, সেই হৃষ্ট জন সমাকুল সম্যক্ বিভূষিত অন্তঃপুর কক্ষে প্রবেশ করিলেন; অনন্তর সীতাদেবী আসন হইতে উঠিয়া স্বামীকে শোকসন্তপ্ত ও চিন্তাকুলেন্দ্রিয় দেখিয়া কম্পিতা হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রামও তাঁহাকে দেখিয়া সেই মনোগত শোক গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। সুতরাং তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। স্বামীকে বিবর্ণ-বদন, ঘর্ম্মাক্ত ও ব্যাকুল দেখিয়া সীতাদেবী তাঁহাকে বলিলেন প্রভো, এই হর্ষের সময় তোমার এরূপ দুঃখিত ভাব কেন হইল? রঘু-নন্দন অদ্য পুষ্যানক্ষত্র সমন্বিত বৃহস্পতিবার; বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অদ্যই ত তোমার অভিষেক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তবে কেন তুমি দুঃখিত হইয়াছ তোমার মনোহর-বদন-মণ্ডল কেন শত শলাকা সমন্বিত ফেণ তুল্য স্বচ্ছ ছত্র সমাবৃত হইয়া বিরা-জিত হইতেছে না? তোমার পদ্মপত্র তুল্যনয়ন-সমন্বিত মুখমণ্ডল

কেন চন্দ্র ও হংস সদৃশ দ্যুতিযুক্ত উৎকৃষ্ট ব্যজন দ্বয় দ্বারা বীজিত হইতেছেনা? নরশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা পটু বন্দী সুত ও মাগধ দিগকে মাঙ্গল্য বাক্য দ্বারা কেন তোমার স্তব করিতে দেখা যাইতেছেনা? বেদ পারগ ব্রাহ্মণেরা কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি যথা বিধি প্রদান করিতেছেন না! মুখ্য মুখ্য সামাজিক, পৌর, জানপদ ও অমাত্যগণ কেন তোমার অনুগমন করিতেছেন না? তোমার অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, সুতরাং তোমার আনন্দের সময় উপস্থিত কিন্তু তোমার মুখবর্ণ পূর্ব্বে কখন যেরূপ দেখা যায় নাই, এক্ষণে তাদৃশ মলিন দেখা যাইতেছে ইহার কারণ কি?" রঘুনন্দন রাম সেইরূপ বিলাপ কারিণী সীতা দেবীকে কহিলেন, "সীতে! পূজ্যপাদ পিতা আমাকে বনে প্রেরণ করিতেছেন; মহাকুলসম্ভূতে, সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞে, ধর্ম্ম-চারিণী জানকী! সম্প্রতি যে প্রকারে এরূপ ঘটনা হইয়াছে তাহা তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পিতা সত্যপ্রতিজ্ঞ দশরথ আমার বিমাতা কৈকেয়ী দেবীকে দুইটী বর দিতে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন। এক্ষণে রাজার আদেশানুসারে আমার অভিষেকের আয়োজন হইলে, কৈকেয়ী দেবী সেই দুইটী বরের বিষয় শ্রবণ করাইয়া দিয়া রাজাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। আমার পিতা চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন এবং আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডক বনে বাস করিতে হইবে। অতএব আমি বনগমনে উদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি, তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিওনা, সমৃদ্ধিশালী পুরুষেরা

পরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না। এ জন্য তুমি ভরতের নিকট আমার গুণ সকলের প্রশংসা করিওনা। তোমাকে ভরণ করা ভরতের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য নহে, সুতরাং তোমাকে তাঁহার অনুকূল ব্যবহার করিয়াই তাঁহার নিকট থাকিতে হইবে। সীতে! রাজা দশরথ সনাতন যৌবরাজ্য ভরতকে প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তিনিই রাজা হইয়াছেন, অতএব তোমার বিশেষরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত। মনস্বিনি! আমি পরম গুরু পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ অদ্যই বনে যাইব। তুমি তজ্জন্য ব্যাকুল হইওনা, কল্যাণি, মুনিগণ সেবিত বনে গেলে, তুমি ব্রত উপবাস ও কৌলিক কার্য্য সমুদয় অনুষ্ঠান করত সময় অতি বাহন করিও। নিষ্পাপে, তুমি প্রত্যহ প্রত্যূষে উত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি দেবগণের পূজা করিয়া আমার পিতা রাজা দশরথকে বন্দনা করিও; মদীয় শোকে কাতরা বৃদ্ধা জননী কৌশল্যা দেবীকে তোমার সম্মান করা উচিত। সুতরাং তাঁহাকেও প্রত্যহ বন্দনা করিও। এবং আমার অপরাপর যে সকল মাতা আছেন তাঁহারাও তোমার বন্দনীয়া, কারণ তাঁহারা সকলেই স্নেহ প্রীতি ও প্রতিপালন করা প্রযুক্ত আমার তুল্য মাননীয়া। ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ই আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম, সুতরাং উহাদিগকে তোমার ভ্রাতা ও পুত্রের সমান দেখা উচিত। বৈদেহি, এক্ষণে ভরত এই দেশ ও আমাদিগের বংশের প্রভু হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করা তোমার উচিত নহে; যেহেতু প্রযত্ন পূর্ব্বক সেবা ও সচ্চরিত্র দ্বারা আরাধিত হইলেই রাজারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এবং তাহার

অন্যথা হইলেই কুপিত হন্। নরপতিগণ অহিতকারী ঔরসজাত পুত্রকেও পরিত্যাগ করেন, এবং হিতকারী সম্পর্কবিহীন ব্যক্তিকেও গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব কল্যাণ, তুমি ধর্ম্ম ও সত্যব্রত নিরতা এবং ভরতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া এ স্থানে বাস কর; প্রিয়ে, আমি এখনি মহা বনে গমন করিব; এবং তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে। ভামিনি; এক্ষণে তোমাকে আমার ইহাই বক্তব্য যে, যে সকল কার্য্যে কাহারও অনিষ্ট না হয়, তাদৃশ কার্য্যই তুমি করিও।"

প্রিয়বাদিনী বিদেহনন্দিনী সীতাদেবী পতি কর্ত্তৃক সেইরূপ সম্ভাষণ শুনিয়া প্রণয়হেতু কোপ-সমন্বিতা হওতঃ তাঁহাকে বলিলেন "নর-বরোত্তম. তুমি আমাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া একি বলিলে? তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে, নৃপ, তুমি যাহা বলিলে অস্ত্রশস্ত্রবিদ্ বীর রাজপুত্রদিগের তাহা বলা নিতান্ত অযশস্কর ও অনুচিত; অতএব তাহা শুনিবার যোগ্যই নহে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও বধূ ইহারা স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখ্যাদি ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরুষ শ্রেষ্ঠ! কেবল নারীরাই ভর্ত্তার ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করেন; অতএব আমিও বনবাসার্থ আদিষ্টা হইয়াছি, নারীর ইহকালে বা পরকালে সর্ব্বদা পতিই গতি, কোন কালেই পিতা মাতা, পুত্র কি সখিজন কেহই তাহাদিগের আশ্রয় স্থান নহে, রঘুনন্দন, যদি তুমি এখনই দুর্গম কাননে যাও তবে আমিও কুশকণ্টক সকল মর্দ্দন করত তোমার আগে আগে যাইব, বীর,

আমাতে কিছু মাত্র পাপ নাই, তুমি রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক হইয়া বৃহৎ কান্তার গামী ব্যক্তির পানাবশিষ্ট জল গ্রহণের ন্যায় আমায় গ্রহণ কর, স্বামী সদবস্থ বা দুরবস্থ হউন, তাঁহার পদতলে থাকাই নারীর পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখজনক বস্তু সমুদয় এবং অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি অপেক্ষাও সমধিক সুখজনক। স্বামীর প্রতি আমার যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা মাতা পিতা আমাকে যথাশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, এক্ষণে তোমায় আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না; আমি নিশ্চয়ই তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনুষ্যগণ বর্জ্জিত মৃগ-কুল-সমাকুল ও শার্দ্দুল-সমূহ-সেবিত দুর্গম বনে গমন করিব। আমি ত্রৈলোক্য বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পাতিব্রত্য ব্রত চিন্তায় নিমগ্না হইয়া বনে ও পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যেরূপ সুখে ছিলাম, সেইরূপ সুখে থাকিব। বীর আমি বিনয় পূর্ব্বক তপস্যা ও তোমার শুশ্রূষা করত তোমার সহিত মধুগন্ধে সুবাসিত বনসমূহে বিহার করিব। সম্মানপ্রদ, তুমি বনে থাকিয়াও সমুদয় জীবের প্রতিপালন করিতে পার, সুতরাং আমাকেও প্রতিপালন করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? মহাভাগ, আমি নিশ্চয়ই আজ তোমার সহিত বনে যাইব। বনগমনে আমার নিতান্ত উদ্যম হইয়াছে, সুতরাং তুমি আমাকে তাহা হইতে ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। আমি ফল ও মূল ভোজন করিয়াই তোমার সহিত বনে বাস করিব। আমার আহারাদির জন্য তোমাকে কোন ক্লেশ পাইতে হইবে

না। আমি তোমার আগে যাইব, এবং তোমার ভোজনের পর ভোজন করিব। ধীমন্! আমি তোমার নিকট থাকিয়া ভয় হীনা হইয়া শৈল, নদী, সরোবর ও পল্লব সকল দেখিব। বীর আমি তোমার সহিত মিলিতা সুখসমন্বিতা হইয়া হংস কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ এবং মনোহর পদ্ম পুষ্প সমূহে শোভিত সরোবর সকল দেখিতে ইচ্ছা করি। বিশাললোচন, আমি তোমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া সেই সকল সরোবরে স্নান করিব। রঘু-নন্দন, আমি এইরূপে তোমার সহিত শত বা সহস্র বৎসর কাল বনে বাস করিতেও কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিব না, কিন্তু আমার তোমা ব্যতিরেকে স্বর্গও বাঞ্ছিত হইবে না; নর-ব্যাঘ্র তোমার সঙ্গরহিত হইয়া স্বর্গেও যদি আমায় বাস করিতে হয়, তথাপি তাহাতে আমার অভিরুচি হইবে না, আমি তোমার আদেশানু-বর্ত্তিনী হইয়া বানর হস্তী ও মৃগগণ পরিব্যাপ্ত দুর্গম বনে গমন করিব এবং তথায় তোমার চরণ সেবা করত পূর্ব্বে পিতৃ-গৃহে যেরূপ সুখে ছিলাম, সেইরূপ সুখে থাকিব, তোমার প্রতি আমার হৃদয় নিতান্ত আসক্ত, কখনই আমার হৃদয়ে অন্যভাব উদিত হয় না, এজন্য তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, আমি নিশ্চয়ই জীবনত্যাগ করিব। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ কর, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তোমার কিছু মাত্র কষ্ট পাইতে হইবে না।"

ধর্ম্মবৎসলা সীতাদেবী সেইরূপ বলিলে নরবর রাম তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু তাঁহাকে

তদ্বিষয়ে নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত বনবাসের দুঃখ সকল বর্ণন করিলেন। বাষ্পপূর্ণলোচনা সীতাদেবীকে তদ্বিষয়ে সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন "সীতে, তুমি শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মিয়াছ, এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানেই ব্যাপৃতা রহিয়াছ; অতএব সীতে! আমি তোমাকে যাহা বলি তাহাই তোমার করা উচিত, তুমি এইখানে থাকিয়াই ধর্ম্ম আচরণ কর, তাহা হইলেই আমার মনে সুখ হইবে, অবলে! বনে নানাবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে, আমি সে সকল বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর। সীতে! গহন কানন বহু দোষের আকর বলিয়া মনীষীগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অতএব তুমি বনবাস বিষয়ক বাসনা পরিত্যাগ কর। বন চিরকালই দুঃখপ্রদ, কোন কালেই সুখপ্রদ নহে, ইহা আমি জানি, এইজন্যই আমি তোমার হিত আকাঙ্ক্ষা করিয়া তোমাকে ঐ বাক্য বলিতেছি; কাননে গিরিকন্দরবাসী সিংহদিগের ধ্বনি, গিরি নির্ঝর শব্দে মিলিত হইয়া শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, তাহাতে সকলেরই কষ্ট বোধ হয়, অতএব উহা অতি দুঃখ জনক, সীতে! নির্জ্জন বনে প্রমত্ত হইয়া ক্রীড়া-পরায়ণ মৃগগণ মানুষ দেখিলেই হনন করিতে ধাবিত হয়, অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ; যে সকল নদী অতিশয় পঙ্কিলা ও নক্র-সমাকুলা এবং প্রমত্ত হস্তীরাও যে সকল নদীর পর-পার গমনে অসমর্থ, বনে এইরূপ বহু নদী আছে। অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ; লতা ও কণ্টকে সমাকুল, এবং বনকুক্কুট শব্দে প্রতিধ্বনিত। বন্যপথ সকলে প্রায়ই জলাশয় দুর্লভ, সুতরাং ঐ সকল পথ দিয়া যাইতে

অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে; অতএব বন অতি দুঃখপ্রদ; রাত্রে বনে মানবদিগকে শ্রম-কাতর হইয়া বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত পত্রের শয্যাতে শয়ন করিতে হয়, অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ; সীতে! বনে মানবদিগকে নিরত চিত্ত হইয়া কি দিন কি রাত্রি সর্ব্বদাই কেবল বৃক্ষচ্যুত ফল ভক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। মৈথিলি! গার্হস্থ্য নিয়মানুসারে, সময় যাপনকারী মানবদিগকে বনেও দেব ও পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং নিয়ত সমাগত অতিথিদিগের পূজা করিতে হয়। বিশেষতঃ তথায় নিয়ত জটা ভারবহন, বল্কল পরিধান, সময়ে সময়ে তিনবার স্নান ও সাধ্যানুসারে উপবাস করিতে হয়; অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। সীতে! বনে মানবদিগকে নিজে ফুল তুলিয়া আর্য্য বিধানানুসারে বেদিতে পূজা করিতে হয়; অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। মৈথিলি! বন্য ফল মূলাদি যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই ভক্ষণ করিয়া বনবাসীদিগকে পরিতৃপ্ত হইতে হয়, অতএব বন অতি দুঃখপ্রদ। বনে প্রায় সর্ব্বদাই অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া থাকে, প্রবল বায়ু বহিয়া থাকে, এবং অত্যন্ত ক্ষুধাও হইয়া থাকে, সে সকল অতীব ভয়জনক, অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ।

ভামিনি! নানাবিধ রূপবিশিষ্ট সর্পগণ দর্প সহকারে বনে বিচরণ করিয়া থাকে, অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। নদীর ন্যায় কুটিলগামী নদী-মধ্যবর্ত্তী সর্পেরা মনুষ্যের গমনাগমনের পথ অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করে, অতএব বন অতি দুঃখপ্রদ। ভামিনি! কুশ-কাশ ও কণ্টকময় বৃক্ষ সকল আছে, এবং সে সকল

বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগ প্রায়ই কম্পিত হইতে থাকে, অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। অবলে! বনে, পতঙ্গ, বৃশ্চিক, মশক, দংশক ও কীট সকল নিয়ত মানবদিগকে কষ্ট দিয়া থাকে, অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। অরণ্যবাসী ব্যক্তিদিগের নানাবিধ শারীরিক কষ্ট ও বিবিধ ভয় হইয়া থাকে অতএব বন অতি দুঃখপ্রদ।

বনবাসী ব্যক্তিদিগের ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তপস্যাতেই দৃঢ় অধ্যবসায় কর্ত্তব্য এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও ভয় কর্ত্তব্য নয় অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ, সীতে! আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম বন বহু দোষের আকর সুতরাং তোমার হিতকর নহে, অতএব তোমার তথায় গমন করা উচিত নহে।" মহাত্মা রাম এইরূপ প্রবোধ বাক্য বলিলেও সীতাদেবী তাঁহার কথা রক্ষা করিলেন না, প্রত্যুত দুঃখিতা হইয়া বদন মণ্ডল নয়ন জলে প্লাবিত করত ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন "রঘুনন্দন, তুমি বনবাস বিষয়ে যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিলে আমার প্রতি স্নেহ থাকা প্রযুক্ত সেই সকল দোষই আমার পক্ষে গুণবৎ হইবে ইহা তুমি জানিও, সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী, মৃগ, করভ, গবয় ও অপর বনচারি—জন্তুগণ তোমার অদৃষ্ট পূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়াই পলায়ন করিবে। কারণ এ সকল প্রাণীই তোমাকে ভয় করিয়া থাকে। স্বামিন্! আমি তোমার বিরহে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। সুতরাং গুরুজনের অনুমতি লইয়া আমাকে তোমার সহিত যাইতে হইবে। রাঘব আমি তোমার নিকটে থাকিলে দেবগণের ঈশ্বর মহেন্দ্রও আমাকে ধর্ষণা করিতে

পারিবেন না। প্রভো! তুমি আমাকে তোমার বিরহ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে উপদেশ দিলে, কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী পতিবিহীনা হইয়া কখনই জীবন ধারণ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে পিতৃগৃহে বাসকালে আমি ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছি যে, আমাকে নিশ্চয়ই বনে বাস করিতে হইবে। মহাবল! সেই সকল সামুদ্রিক বিদ্যা পারদর্শী ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া আমারও তদবধি বনবাসে উৎসাহ আছে। এবং যখন লাক্ষণিক ব্রাহ্মণগণ আমাকে বনে বাস করিতে হইবে বলিয়াছেন এবং আমার সে সব লক্ষণও বিদ্যমান আছে তখন অবশ্যই আমাকে বনে বাস করিতে হইবেই হইবে। প্রিয়, আমি অবশ্যই বনে যাইব ইহার অন্যথা হইবে না। ব্রাহ্মণগণের বাক্য সফল হইবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগের বাক্য সফল হউক। আমি তোমার সহিত বনে যাইয়া তাঁহাদিগের বাক্য সফল করি।

বীর, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে, অবিশুদ্ধ মানবেরাই বনে নিয়ত নানাবিধ কষ্ট পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে কন্যাবস্থায় পিতৃগৃহে বাসকালে, আমি জননীর নিকট বিশুদ্ধাচার সম্পন্না ভিক্ষুকীর মুখে বনবাসের দোষ গুণ শুনিয়াছি; প্রভো! তোমার সহিত বনে বাস করা আমার চির অভিলষিত। তজ্জন্য পূর্ব্বে অনেকবার আমি তোমাকে প্রসন্ন করিয়াছি এবং বনবাস কালে তোমার পরিচর্য্যা করিতে অভিলাষিণী হইয়া নিয়তই তোমার বন গমনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। অতএব হে রঘুনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমাকে তাহাতে অনুমতি দেও।

হে বিশুদ্ধাত্মন্ স্বামিন্! তুমিই আমার দেবতা, সুতরাং প্রণয়-প্রযুক্ত তোমার অনুগমন করিয়াই আমি নিষ্পাপা হইব। এবং পরলোকেও তোমার সহিত সুখজনক সমাগম করিয়া পরিতৃপ্ত হইব। যেহেতু মহামতে! আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট এরূপ শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি যে, পিতা মাতা প্রভৃতি প্রতিপালকবর্গ কর্ত্তৃক স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে যে স্ত্রী যে পুরুষে প্রদত্তা হন্, সেই স্ত্রী ইহ-লোকে যেমন সেই পুরুষেই থাকেন, সেইরূপ পরলোকেও তাঁহারই থাকেন। কাকুস্থ, আমি তোমার ধর্ম্ম পত্নী তুমি কেন আমাকে সমভিব্যাহারে লইতে স্বীকার করিতেছ না? হে প্রাণ বন্ধো! প্রাণীগণের পক্ষে বন্ধু বিচ্ছেদ কষ্টকর হয়, পুত্র বিয়োগ তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর, কিন্তু প্রাণেশ্বর, পতির বিরহ অতি প্রিয় প্রাণ বিয়োগ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক; স্ত্রীগণের শত পুত্রের প্রতি যে প্রকার প্রীতি হয়, শত বৃত্রের প্রত্যেক প্রত্যেক রূপে অবস্থিত প্রীতি সমূহ হইতে স্বামীতে অধিক প্রীতি হয়, পতি সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম হওয়ায়, পণ্ডিতগণ পতিকে প্রিয় শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নাথ! আমার চরিত্রে কিছু মাত্র দোষ নাই, আমি তোমাকে ভজনা করত তোমারই সুখে সুখ তোমারই দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিতেছি, সুতরাং আমাকে তোমার সমভিব্যাহারে লওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামিন্! আমি নিতান্ত দুঃখিতা হইলেও যদি তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে লইতে অভিলাষ নাই কর, তবে মৃত্যুর নিমিত্ত বিষপান, অথবা অগ্নিতে কিম্বা জলে প্রবেশ করিব।”

জনকনন্দিনী এইরূপ নানা প্রকারে যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মহাবাহু রাম তাঁহাকে বিজন বনে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন না।. প্রত্যুত অরণ্য গমনাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে কহিলেন; অনন্তর সাধ্বী সীতা অত্যন্ত চিন্তাযুক্তা হইলেন এবং নয়ন বিগলিত উষ্ণ অশ্রুধারা দ্বারা পৃথিবীকে সিক্ত করিতে লাগিলেন। তখন বিশুদ্ধাত্মা রাম সেই চিন্তান্বিতা কুপিতা জনক-দুহিতা সীতাকে বনগমন হইতে নিবৃত্তা করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার সান্ত্বনা করিলেন। রাম কর্তৃক এইরূপে সান্ত্ব্যমানা হইয়া সীতা দেবী বনবাস গমনে অনুমতি লইবার নিমিত্ত, অতীব ভীতা হইয়া প্রণয় ও অভিমান বশতঃ রঘুনন্দন রামকে পুনর্ব্বার বলিলেন স্বামিন্! মদীয় পিতা মিথিলাধিপতি বৈদেহ তোমাকে জামাতা করিয়া পরে তুমি যে পুরুষ চিহ্ন মাত্র ধারণ করিয়াছ, কার্য্যে স্ত্রীলোকের মতন তাহা কি জানিতে পারিয়াছেন? রাম! প্রভা যেমন সূর্য্যের স্বাভাবিক, সেইরূপ অনুত্তম প্রভাও তোমার স্বভাব সিদ্ধ, তথাপি তুমি আমাকে সঙ্গে না লইলে, যদি লোক অজ্ঞানবশতঃ "রামের পরাক্রম নাই" এরূপ মিথ্যা অপবাদ রটায়, তাহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? স্বামিন্! তোমার কাহা হইতে ভয় আছে? তুমি কি ভাবিয়া বিষণ্ণ হইয়াছ যে, এই অনন্যপরায়ণা ললনাকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছ? নিষ্পাপ রঘুনন্দন! তুমি ইহা জানিও যে, যেরূপ সাবিত্রী দ্যুমৎসেন-নন্দন সত্যবানের বশবর্ত্তিনী ছিলেন, আমিও তদ্রূপ তোমার বশবর্ত্তিনী; আমি কুলনাশিনী কামিনীর ন্যায়

মনেও অপর পুরুষকে সন্দর্শন করি না, অতএব আমি তোমা ব্যতিরেকে এখানে থাকিতে পারিব না; আমি তোমার সহিত নিশ্চয়ই যাইব। রাম তুমি কি শৈলুষের ন্যায় কুমারী অবস্থায় পরিনীতা ও বহুকাল সহবাসিনী এই সতী পত্নীকে অপরকে প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছ? অনঘ রাম, যে ভরতের জন্য তোমার অভিষেক নিবারিত হইয়াছে, এবং যাহার হিত করিতে আমাকে উপদেশ দিলে, তুমিই তাহার বশবর্ত্তী হইয়া প্রিয় কার্য্য সমাধান কর।৮ স্বামিন! তোমার সহিত আমার তপোনুষ্ঠান বা স্বর্গে কি অরণ্যে বাস করা উচিত, অতএব আমাকে সঙ্গে না লইয়া তোমার বনে গমন করা বিধেয় নহে। যেরূপ বিহার শয্যায় শয়ন করিতে আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় না, সেইরূপ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনপথ দিয়া গমন করিতেও আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হইবে না। তোমার সহিত যাইবার সময় পথের কুশ, কাশ, শর, ইষিকা। কণ্টক, লতা ও বৃক্ষ সকল আমার পক্ষে তূলা ও মৃগ চর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ হইবে। মনোরমণ! মহাবায়ু পরিচালিত রেণু দ্বারা আমার অস্থি সমাকীর্ণা হইলে, আমি বোধ করিব যে, আমার শরীর সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত হইল; তোমার নয়ন পথে থাকিয়া তৃণ শয্যায় শয়ন করা অপেক্ষা, তোমার বিরহে বিচিত্র কম্বলাস্তরণে শোভিত শয্যায় শয়ন করা কি সমধিক সুখজনক হইতে পারে? অল্পই হউক বা অধিকই হউক, তুমি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া পত্র মূল কি ফল, যাহা দিবে, তাহাই আমার অমৃত তুল্য হইবে। বনে থাকিয়া গ্রীষ্মাদি

সময়ে তত্তৎকালীন পুষ্প ও ফল উপভোগ করত আমি মাতা পিতা বা অযোধ্যা নগরী স্মরণ করিবনা ; বনে আহারাদির জন্য তোমাকে বিরক্ত করিব না ; আমাকে ভরণপোষণ করিতে তোমার কোন কষ্ট হইবে না। তোমার সমীপে বাস করাই আমার স্বর্গধাম, এবং তোমা ব্যতিরেকে বাস করা আমার নরক বাস। আমার এরূপ দৃঢ় প্রণয় জানিয়া তুমি আমাকে লইয়া বনে গমন কর। আমি বনে গমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি কিন্তু যদি তুমি আমাকে সঙ্গে না লও, তবে শত্রুবর্গের বশীভূতা হইয়া থাকিব না, অদ্যই বিষপান করিব ; যেহেতু তুমি পরিত্যাগ করিবামাত্র আমার মৃত্যু হওয়া উত্তম, কেননা, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, তখনই আমার জীবন গেলেও তোমার বিয়োগ দুঃখ বহুকাল সহিতে হইবেনা। রাম! আমি মুহূর্ত্তকালও তোমার বিয়োগ জন্য শোক সহ্য করিতে পারিব না। সুতরাং চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার বিরহ কি প্রকারে সহ্য করিব ?”

শোকসন্তপ্তা খেদসমন্বিতা সীতাদেবী এইরূপ নানাবিধ সকরুণ বিলাপ করিয়া স্বামীকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি রামের বহুতর বাক্য-বাণে আহত হইয়া বিষলিপ্ত বাণবিদ্ধা করিণীরন্যায় অরণি বিনির্গত চিরনিরুদ্ধ বাষ্পবারি মোচন করিতে লাগিলেন ; তখন রাম সেই নিতান্ত দুঃখিতা সংজ্ঞাবিহীনা সীতাদেবীকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন “দেবি! যদি তোমার দুঃখ হয় তবে আমি স্বর্গও অভিলাষ করি না ; শুভাননে!

আমার কাহা হইতেও ভয় নাই, আমি অরণ্যেও তোমাকে রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু তোমার সকল অভিপ্রায় না জানিয়া তোমাকে অরণ্য বাসিনী করিতে অভিলাষ করি না, এখন জানিলাম যে, বিধাতা তোমাকে আমার সহিত বনবাসিনী হইবার নিমিত্তই তোমাকে জনক-কূলে সৃজন করিয়াছেন। সুতরাং আমি আর তোমাকে যেমন আত্মবান্ ব্যক্তি স্বাভাবিক প্রীতিকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ পরিত্যাগ করিতে পারি না; এ কারণে যেরূপ পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ সপত্নীক হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেইরূপ আমি সপত্নীক হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব। অতএব করিকরোরো! যেরূপ সুবর্চ্চলা দেবী আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ সূর্য্যদেবের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন, সেইরূপ তুমি আমার অনুবর্ত্তিনী হও। জনকনন্দিনি! আমি যে বনে যাইব না তদ্রূপ কখনই হইবে না, কারণ পিতার সেই প্রতিজ্ঞা বিষয়ক বাক্য অবশ্যই তোমাকে তথায় লইয়া যাইবে। সুনিতম্বে, পিতা ও মাতার বশীভূত হওয়া সনাতন ধর্ম্ম; সুতরাং তাঁহাদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না; সুলভ উপায়ে আরাধ্যনীয় প্রত্যক্ষ দেবতা পরম গুরু পিতা মাতাকে অতিক্রম করিয়া যম-নিয়মাদি কষ্টকর উপায়ে, আরাধ্যনীয় পরোক্ষদেবের আরাধনাতেই কি প্রকারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়? শুভাননে! পিতা ও মাতাকে আরাধনা করিলেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও ত্রিলোক লাভ করা যায়, সুতরাং তাঁহাদিগের তুল্য পবিত্র আর কেহই নাই। এই কারণেই আমি তাঁহাদিগের আরাধনা করিতেছি।

সীতে! পিতৃ সেবা যেরূপ পরলোক সুখ সাধিকা সত্য, দান, মান বা দত্তদক্ষিণ যজ্ঞ সকল তাদৃশ পরলোক সুখ সাধক নহে। পিতার সেবা করিলে স্বর্গ, ধন, ধান্য, বিদ্যা, পুত্র ও সুখ কিছুই দুর্ল্লভ হয় না; যে সকল মহাত্মারা পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকেন তাঁহারা দেবলোক গন্ধর্ব্ব লোক, গোলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন; সত্য ধর্ম্ম নিরত পিতার আদেশানুবর্ত্তী হওয়া সনাতন ধর্ম্ম, সুতরাং সত্য ধর্ম্ম পথাবলম্বী পিতা আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি সেইরূপেই চলিতে ইচ্ছা করি। সীতে! "আমি অরণ্যে বাস করিব" বলিয়া তুমি আমার অনুগামিনী হইতে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছ; সুতরাং তোমাকে দণ্ডকারণ্য লইয়া যাইতে আমার অভিপ্রায় হইয়াছে। অনবদ্যাঙ্গি! তোমাকে বন গমন করিতে আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি আমার অনুগামিনী হও এবং আমার সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আচরণ কর। প্রিয়ে, সীতে! তুমি যে আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ. ইহা তোমার এবং আমার বংশের উপযুক্ত হইয়াছে; তোমার অভিপ্রায় অতি উত্তম। গুরুনিতম্বে! তুমি এখনই বনবাস উদ্দেশে দানাদি কার্য্য সমাধানে যত্নকর। সীতে অধুনা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার আর স্বর্গে যাইতেও ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব তুমি ত্বরান্বিতা হইয়া ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকদিগকে প্রার্থনানুরূপ রত্ন ও ভোজন প্রদান কর, বিলম্ব করিও না। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে ধন রত্ন দান করিয়া, তোমার ও আমার যে সকল মহামূল্য ভূষণ, উত্তম উত্তম বস্ত্র, ক্রীড়া নিমিত্ত রমণীয় শিল্প দ্রব্য, শয্যা ও যান এবং যে সকল

অপরাপর ব্যবহার্য্য বস্তু আছে তৎসমুদয় স্বীয় ভৃত্যবর্গকে প্রদান কর।" সীতাদেবী বন গমন বিষয়ে স্বামীর অনুকূল অভিপ্রায় জানিয়া প্রমোদান্বিতা হইয়া যেন নব জীবন লাভ করিলেন, এবং তখনই সে সব প্রদান করিতে উপক্রম করিলেন। সেই মনস্বিনী যশস্বিনী সীতাদেবী স্বামীর কথা শুনিয়া সফল মনোরথা ও প্রমোদান্বিতা হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে ধনরত্ন প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমান লক্ষ্মণ, রাম ও সীতার কথোপকথন শুনিয়া শোকে অধীর হইলেন, এবং নয়নজলে প্লাবিত হইয়া মহাব্রত ভ্রাতা রামের চরণদ্বয় নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক সীতা দেবী ও রামচন্দ্রের সহ বন গমনের প্রার্থনা করিলেন! মহাত্মা রাম বহুবিধ প্রবোধ দিয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন তুমি বন্ধুবর্গের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আমার অনুগামী হও। লক্ষ্মণ সহর্ষে অস্ত্রাদিসহ তাঁহাদের অনুগামী হইলেন। অনন্তর সীতা দেবী পুরোহিত সুযজ্ঞকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া স্বকীয় হার, হেমসূত্র, কাঞ্চীদাম বলয় প্রভৃতি তাঁহার ভার্য্যাকে দেওয়ার জন্য সমর্পণ করিলেন। রামচন্দ্রও শত্রুঞ্জয় নামা হস্তী তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সুযজ্ঞ সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন।

তদনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সীতাদেবীর সহিত ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনদান করিয়া পিতাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, তখন শ্রীসম্পন্ন নাগরিকগণ, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও সপ্তভৌমিক গৃহের উপরি উঠিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত

দেখিয়া বহুপ্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহা-দিগকে পদব্রজে যাইতে দেখিয়া শোকাকুল চিত্তে বলিতে লাগিল, হায়! যাঁহার যাইবার সময় মহৎ চতুবর্গ সৈন্য অনুগমন করিত, অদ্য কেবল লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সেই রামের অনুগমন করিয়াছেন। হায়! পূর্ব্বে আকাশগামী প্রাণীরাও যে সীতা দেবীকে দেখিতে পাইত না, অদ্য রাজপথস্থিত মানবেরাও তাঁহাকে দেখিতেছে; হায়! যে সীতা রক্ত চন্দনাদি সুগন্ধি অনুলেপন দ্রব্যে রঞ্জিতা হইতেন সেই সীতা শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার বারিধারায় বিবর্ণ হইয়া যাইবেন; নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, রাজা দশরথ ভূতাবিষ্ট হইয়াই এরূপ বলিয়াছেন, নতুবা কি প্রকারে প্রিয় পুত্র রামকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, কেননা নির্গুণ পুত্রকেও ত্যাগ করা উচিত নয়। রাম ধর্ম্মপালন জন্যই, পিতৃবাক্য অবহেলা করিতে ইচ্ছা করিতে-ছেন না। যে পুত্র স্বীয় সদ্ব্যবহার দ্বারা সমুদয় লোক বশীভূত করিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে নির্ব্বাসন যোগ্য হইতে পারেন? হিংসা রাহিত্য, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চরিত্র, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও শান্তি এই ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠগুণেই রঘুনন্দন রাম শোভিত হইতেছেন। অতএব তাঁহার অভিষেকের ব্যাঘাতে যেরূপ গ্রীষ্মকালে জলের ব্যাঘাতে জলচর প্রাণিগণ পীড়িত হয়, সেই সমস্ত প্রজাই সাতিশয় পীড়িত হইয়াছে। এই মহাদ্যুতি জগৎপতি রাম মনুষ্যদিগের মূল স্বরূপ অপরাপর মনুষ্য সকল ইহার শাখা, পত্র, ফল ও পুষ্প স্বরূপ, অতএব যেরূপ মূলের ব্যাঘাতে ফল পুষ্প সমন্বিত সমস্ত বৃক্ষই ব্যাহত হয়, সেইরূপে ইহাঁর পীড়াতে সমস্ত জীবই পীড়িত

হইয়াছেন ; ঐ রঘু নন্দন রাম যে পথে যাইবেন চল আমরা লক্ষ্মণ ও সীতার ন্যায় পত্নী ও বান্ধববর্গের সহিত উহাঁর অনুগমন করি। নগর জনশূন্য শ্মশানের ন্যায় হইয়া থাকুক কৈকেয়ী বৃক্ষ ও ইন্দুর বিড়াল প্রভৃতির উপরেই রাজত্ব করুক্।

নগরবাসিগণের ইত্যাদি বহুবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহারা পিতৃ ভবনে উপস্থিত হইলেন। এবং পিতাকে প্রণামান্তর বিদায় চাহিলেন, রাজা তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন, কৈকেয়ী বলিলেন "আর বিলম্ব কেন" রাম রাজার আজ্ঞা চাহিয়া ছিলেন, রাজা সেদিন তথায় থাকিতে এবং রাজবেশে যাইতে বাসনা করিলেন, ধর্ম্মাত্মা রাম বলিলেন, "আমাকে বনজাত ফলমুল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে ; আমি নাগরিক ভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, অতএব আমার অনুগামী সৈন্য বা রাজবেশের আবশ্যক কি ? যে ব্যক্তি হস্তী দান করিয়াছে, তাহার রজ্জুতে মমতা রাখিয়া কি হইবে ? আমি ভরতকে সমস্ত বস্তু ও রাজত্ব দিয়াছি, আমার অনুগামী সৈন্যাদিতে এবং অপেক্ষার প্রয়োজন কি ? রাজন্! এক্ষণে দাসীদিগকে আমাদের জন্য চীর বসন আনিতে আদেশ করুন।" এই কথা বলিলে কৈকেয়ী নিজেই চীর আনিয়া সেই লোকগণের মধ্যে নির্লজ্জভাবে তাঁহাকে "পরিধান কর" বলিয়া তাহা দিলেন। তখন পুরুষ শ্রেষ্ঠ রাম, তাঁহার নিকট হইতে দুই খণ্ড মুনিপরিধেয় চীর গ্রহণ পূর্ব্বক সুক্ষ্মবস্ত্র ছাড়িয়া তাহা পরিধান করিলেন। লক্ষ্মণও নিজের পরিহিত শুভ বসনদ্বয় পিতার সম্মুখেই ছাড়িয়া

দুই খণ্ড মুনি পরিধেয় চীর পরিধান করিলেন। পরে কৌশেয় বসন পরিধারিণী সীতা নিজের পরিধানার্থ সেই চীর বসন দেখিয়া, মৃগী যেরূপ জাল দেখিয়া ভীতা হয় সেইরূপ ভীতা হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞানবতী, ধর্ম্ম দর্শিনী, শুভ লক্ষণা জানকী কৈকেয়ীর নিকট হইতে সেই দুই খণ্ড চীর লইয়া লজ্জান্বিতার ন্যায় অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, পরে তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে গন্ধর্ব্ব-রাজ সদৃশ স্বামীকে বলিলেন, "দেব, বনবাসী মুনি পত্নীরা কেমন করিয়া চীর পরিধান করেন।" এবং নিজের অকুশলতার জন্য পুনঃ পুনঃ মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বল্কল পরিধানে অনি-পুণা সীতাদেবী কণ্ঠ দেশে এক খণ্ড চীর বিন্যাস করিয়া অপর খণ্ড চীর হাতে লইয়া মহালজ্জিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে ধার্ম্মিকবর রাম, ত্বরায় সীতাদেবীর নিকট যাইয়া স্বয়ং তাঁহার কৌশেয় বস্ত্রের উপর সেই চীর খণ্ড বন্ধন করিলেন। রাম সীতাকে সেই উত্তম চীর পরাইতেছেন দেখিয়া অন্তঃপুর চারিণী মহিলাগণ নয়নবারি মোচন করিতে লাগিলেন এবং সখেদে রামকে বলিলেন "বৎস! এই মনস্বিনী সীতাদেবী এরূপ বনবাসে নিযুক্ত হন নাই, অতএব প্রভো! তুমি পিতৃবাক্যানুরোধে বনে যাইয়া যতদিন প্রতি নিবৃত্ত না হও, ততদিন আমাদিগের জীবন পরিতৃপ্তরূপ ইহঁার দর্শন সফল হউক, রাম তুমি সতত ধর্ম্মনিরত সুতরাং যদি স্বয়ং এখানে থাকিতে ইচ্ছা না কর তবে লক্ষ্মণের সহিত বনে যাও, এই সীতাদেবীর তাপসীর ন্যায় বনে বাস করা উচিত নহে। অতএব তুমি আমাদিগের প্রার্থনা পূরণ কর।

এই ভামিনী সীতাদেবী এখানেই থাকুন।" রাম তাঁহাদিগের কথা শুনিতে শুনিতে সীতাকে চীর পরিধান করাইলেন। সীতাদেবী চীর ধারণ করিলেন দেখিয়া বশিষ্ঠ কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করিয়া সীতার বনবাস অবিধেয় ইহা বুঝাইলেও; স্বামী রামের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণাভিলাষিণী সেই সীতাদেবীর সঙ্কল্পের কিছু মাত্র অন্যথা হইল না। সনাথিনী সীতাদেবীকে অনাথার ন্যায় চীর বসন পরিধান করিতে দেখিয়া তথাকার সকলেই দশরথ ও কৈকেয়ীকে ধিক্ দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজা দশরথ তাঁহাদের তাপস বেশ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইলেন। তৎপর রাজাজ্ঞায় সীতার চতুর্দ্দশ বৎসরের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রালঙ্কার প্রদত্ত হইল। সীতা বন গমনোদ্যতা হইয়া কৌশল্যা-দেবীর পদ বন্দনা করিলে শ্বশ্রূ কৌশল্যাদেবী তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, "যে সকল স্ত্রীলোকেরা স্বামী কর্ত্তৃক নিয়ত সৎকৃত হইয়া বিপৎকালে স্বামীর সম্মান না করে সকলে তাহাদিগকে অসতী বলিয়া কীর্ত্তন করে, সেই অসতী নারীদিগের এইরূপ স্বভাব যে, তাহারা পূর্ব্বে যথেষ্ট সুখ ভোগ করিয়া বিপৎকালে অত্যল্প মাত্র দুঃখ পাইয়াই স্বামীর প্রতি বহু দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। এমন কি অবশেষে স্বামীকে পরিত্যাগও করে। কেহই মন্দস্বভাবা, পাপ মনোরথা যুবতীদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় জানিতে পারে না। কেননা তাহাদিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দৃঢ় থাকে না; তাহারা ক্ষণমাত্রেই বিকার প্রাপ্তা হইয়া পূর্ব্বানুরাগ পরিত্যাগ করে।

তখন স্বামীর কুল, বিদ্যা, উপকার, ভূষণাদি দান এবং দোষ দেখিয়া উপেক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ তাহাদিগের মনোবৃত্তি রোধ করিতে পারে না। যাহারা গুরুদিগের আদেশক্রমে কুলোচিত নিয়মানুবর্ত্তিনী থাকেন, সেই সদাচারা, পতিব্রতা, সত্যবাদিনী রমণীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এক মাত্র স্বামীই পরম পুণ্যজনক। তাঁহা ব্যতীত আর কেহই সমধিক পুণ্য সম্পাদক নহে। অতএব তুমি আমার এই বনবাসিত পুত্রের অবমাননা করিও না; ইনি ধনীই হউন বা দরিদ্রই হউন, তোমার ইষ্টদেব তুল্য। সেই শ্বশ্রূ কৌশল্যাদেবীর পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মার্থ যুক্ত বাক্য শুনিয়া সীতাদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, "আর্য্যে! আপনি আমাকে যাহা যাহা আদেশ করিলেন, আমি তাহা সবই করিব। পরন্তু স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।

পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে মাতাপিতা আমাকে যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। আর্য্যে! আপনি আমাকে অসতীদিগের সহিত তুলনা করিবেন না, যেরূপ চন্দ্র হইতে প্রভা বিচলিত হয় না সেইরূপ আমিও ধর্ম্ম হইতে বিচলিতা হইব না। যেরূপ তন্ত্রহীন বীণা বাজেনা এবং চক্রহীন রথ যাইতে পারে না সেইরূপ পতিবিহীনা ললনা শতপুত্র সত্ত্বেও সুখভোগে সমর্থা হয় না। কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পুত্র সকলেই পরিমিত সুখ দিয়া থাকেন, স্বামীই অপরিমিত সুখ দেন; সুতরাং কোন্ ললনা তাঁহাকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারে? পূজনীয়ে! আমি গুরুদিগের মুখে

পতিব্রতাদিগের সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছি এবং "নারীদিগের স্বামীই দেবতা" ইহাও জানি ; আমি কি স্বামীকে অবমাননা করিতে পারি ?" সীতাদেবীর হৃদয়ানন্দজনক বাক্য শুনিয়া কৌশল্যাদেবীর লোচনদ্বয় হইতে যুগপৎ শোক এবং হর্ষজনিত অশ্রুধারা নির্গত হইল। রাম কৌশল্যাদেবীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আপনি দুঃখিত হইয়া পিতা দশরথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না, কেননা শীঘ্রই আমার বনবাস কাল ফুরাইবে, আপনি এই চতুর্দ্দশ বৎসর অতি শীঘ্রই অতিবাহিত করিয়া দিবেন, এবং আপনি আমাকে কুশলী ও বন্ধুবর্গের পরিবৃত হইয়া এখানে সমাগত দেখিবেন।" রাম স্বীয় জননী ও অন্যান্য সাড়ে সাত শত বিমাতাদিগকে সেইরূপ নীতি সম্মত কথা কহিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অভিবাদন করিয়া বনে গমন করিলেন। অযোধ্যার যাবতীয় নরনারী বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিয়া শোকাকুলহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাম বনে গমন করিলে দশরথ বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া তাঁহাদের শোকে প্রাণত্যাগ করেন। ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন, তিনি তথা হইতে আসিয়া ভয়ানক শোকাকুল হইয়া পিতৃ সৎকার সমাপন পূর্ব্বক রামকে আনিতে গিয়াছিলেন। রাম বহু প্রবোধ বাক্যে ভরতকে পুনঃ অযোধ্যায় প্রেরণ করেন। ভরত রামের পাদুকা উপরি স্থাপন পূর্ব্বক নিম্নে বসিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন।

লক্ষ্মণ রাম ও সীতাকে তৃণ শয্যা রচনা করিয়া দিতেন, সীতা ফল মূল আহার করিয়া পরম আহ্লাদে অরণ্যে স্বামিসহ শয়ন ও তদীয় চরণ বন্দনা করিতেন। রাম ভরতের পুনরাগমন আশঙ্কায় দ্রুত গতিতে বহু দূরস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এক স্থানে কখনও বহু দিন থাকিতেন না। সীতা বন্য নদী, বন্য হরিণশিশু, জলজপুষ্প, বনজাত লতা প্রভৃতি দেখিয়া বড়ই আমোদান্বিতা হইতেন, তৎপর তাঁহারা বহু স্থান বিচরণ করিয়া মহাত্মা অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, মুনি স্বীয় সাধ্বী পত্নী অনসূয়াকে কহিলেন "তুমি এই সীতাকে লইয়া যাও।" তখন রামচন্দ্র অনসূয়ার পরিচয় পাইয়া সীতাকে কহিলেন "রাজকন্যে! মহর্ষি যেরূপ আদেশ করিলেন তাহা তুমি শুনিলে অতএব নিজ কল্যাণজন্য ত্বরায় এই বৃদ্ধা তপস্বিনীর অনুগামিনী হও।" যশস্বিনী সীতা রামের কথা শুনিয়া সেই ধর্ম্মজ্ঞা পতিব্রতা অনসূয়ার সম্মুখে যাইয়া স্বীয় নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই মহাভাগা অনসূয়া সীতাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন 'জানকি! তুমি ভাগ্যবশতঃই ধর্ম্মমার্গ অবলোকন করিতেছ, মানিনি! তুমি সৌভাগ্য ক্রমেই, জ্ঞাতি, স্বজন, সম্মান ও সমৃদ্ধি ছাড়িয়া পিতার আদেশে বনবাসী পতির অনুগমন করিতেছ; পতি নগরেই বা বনেই বাস করুন, অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, —যাহাদিগের পতি পরম প্রিয়তম সেই সকল ললনাদিগের জন্যই মহোদয় লোক সকল সৃষ্টি হইয়াছে, পতি দুঃশীল স্বেচ্ছাচারী বা

নির্ধন যেরূপই হউন, তিনি সৎস্বভাবা নারীগণের পরম দেবতা-স্বরূপ। বৈদেহি! আমি বহু কাল বিবেচনার পর, পতি অপেক্ষা পরম হিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; পতিই ইহকাল ও পরকালের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান স্বরূপ, কামাসক্ত অসতী কামিনীগণ যাহারা কেবল ভরণার্থই ভর্ত্তাকে "ভর্ত্তা" বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষ গুণ না ভাবিয়াই স্বেচ্ছাচারিণী হয়। জানকি! এইরূপ অসদ্‌গুণ যুক্তা নারীরা অকার্য্যের বশীভূতা হইয়া ধর্ম্ম ভ্রষ্ট এবং নিন্দিতা হইয়া থাকে, আর তোমার ন্যায় সদ্‌গুণ সমূহে বিভূষিতা এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোক সকলের বিষয়ে জ্ঞানবতী রমণীরা পুণ্য-শীল পুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গ লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি এইরূপে পতির প্রতিপালিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সতীত্ব সমন্বিতা ও শুদ্ধচারিণী হইয়া স্বামীকে সর্ব্ব প্রধান জ্ঞান করত তাঁহার সহ ধর্ম্মচারিণী হও; তাহা হইলে অক্ষয় যশঃ ও অশেষ ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে।" অসূয়া বর্জ্জিতা সীতা অনসূয়ার এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার বাক্যের যথাবিধি সৎকার পূর্ব্বক মৃদু মন্দস্বরে বলিলেন "আর্য্যে! আপনি আমাকে যাহা শিক্ষা দিতেছেন তাহা আপনাতে অসম্ভব নহে; একমাত্র পতিই যে নারীর গুরু তাহা আজ আপনি ও যেরূপ বলিলেন আমিও সেইরূপ জানি। যদিও পতি অসচ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তথাপি মহিলাগণের সেইরূপ পতিতে দ্বিধা না করিয়া তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত; পরন্তু যিনি শ্লাঘ্য গুণ সম্পন্ন, সদয়, জিতেন্দ্রিয়,

স্থিরানুরাগ, ধর্ম্মাত্মা এবং আমার পিতা মাতার ন্যায় প্রীতিভাজন, এইরূপ পতির প্রতি আমি যে সমুচিত ব্যবহার করিব, তাহার আর বিচিত্র কি ? আমার মহাবল পতি দেবী কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুমিত্রা প্রভৃতি অন্যান্য রাজপত্নী গণের প্রতিও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করেন।

এমন কি মহারাজ দশরথ অভিমান পরিহার পূর্ব্বক একবার যে কামিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, ধর্ম্মজ্ঞ বীরবর আমার পতি তাঁহাদের প্রতিও মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি স্বামীর সহিত যখন এই ভয়ানক বিজন বনে আগমন করি, তখন আমার শ্বশ্রূ আপনার ন্যায় যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে অটল ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে ; পূর্ব্বে বিবাহ-কালে অগ্নি সম্মুখে আমার জননী আমাকে যে উপদেশ দিয়া-ছিলেন, সেই সকল কথা আমার মনে জাগরুক রহিয়াছে। ধর্ম্ম-চারিণি ! আমি আত্মীয়গণের উপদেশবাক্য বিন্দু মাত্র বিস্মৃত হই নাই। পতি শুশ্রূষা ব্যতীত রমণীদিগের অন্য তপস্যা বিহিত নহে। সাবিত্রী পতি-শুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন ; আপনিও স্বামী সেবা দ্বারা স্বর্গ লাভ করিবেন। অরুন্ধতী প্রভৃতি সমগ্র রমণীগণের অগ্রগণ্যা হইয়াছেন। স্বর্গীয় দেবী রোহিণী চন্দ্র বিহনে মুহূর্ত্ত কালও একাকিনী থাকেন না, ইহা দেখা যাই-তেছে। এই সকল শ্রেষ্ঠ নারীগণ পতির প্রতি দৃঢ় ব্রত হইয়া নিজ নিজ পুণ্য ফলে দেবলোকে দেবগণের ন্যায় পরম সুখে বাস করিতেছেন।” অনসূয়া কহিলেন “সীতে ! তোমার স্বামিভক্তি-

প্রদ বাক্যে অত্যন্ত প্রীতা হইলাম, আমি তোমাকে বর দিতে ইচ্ছা করি ; তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব বল ?" সীতা তাঁহার কথা শুনিয়া বিস্মিতা হইয়া মৃদু হাস্য করত তপোবল সমন্বিতা অনসূয়াকে কহিলেন "দেবি ! আপনার অনুগ্রহে আমার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে আমার অন্য কোনও প্রার্থনা নাই।" অনসূয়া সীতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে অধিকতর প্রীতা হইয়া কহিলেন "পবিত্রচরিতে সীতে ! লোভ শূন্যতা হেতু তোমার হৃদয়ে যে হর্ষ আছে, আমি তাহা সফল করিব, এই দিব্য মাল্য ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র অলঙ্কার সকল এবং এই মহামূল্য বিলেপন ও অঙ্গরাগ আমি তোমাকে সানন্দে দিতেছি। এই সব মাল্য প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিলেও নিয়ত অনুরূপ ও অম্লান থাকিবে। বৈদেহি ! এই দিব্য অঙ্গরাগ বরাঙ্গে লেপন করিয়া অব্যয় বিষ্ণুকে লক্ষ্মীর ন্যায় তুমিও স্বামীকে সুশোভিত করিবে।" পরে সীতা দেবী অনসূয়ার প্রীতি-প্রদত্ত প্রাগুক্ত বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অনসূয়াকে স্তুতি করিলেন। সীতা স্তুতি বিনতি করিতে প্রবৃত্ত হইলে অনসূয়া কহিলেন "সীতে ! শুনিয়াছি তোমার জন্ম ও স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্যজনক অতএব আমার নিকট তাহা বিস্তারিত প্রকাশ করিয়া বল।

সীতা "শ্রবণ করুন্" বলিয়া স্বীয় বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "মিথিলা দেশের অধিপতি বীর ও ধর্ম্মজ্ঞ জনক নামক রাজা, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত থাকিয়া ন্যায়ানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন, সেই নরপতির যজ্ঞভূমি কর্ষণ কালে

আমি ভূতল ভেদ করিয়া উঠিয়া তাঁহার দুহিতা হইয়াছি। নিম্ন ও উন্নত ভূমি সমান করিবার জন্য মৃত্তিকা মুষ্টি বিক্ষেপণে নিযুক্ত সেই ভূপতি ধূলি ধূসর সর্ব্বাঙ্গী আমাকে দেখিয়াই বিস্মিত হইলেন; তাঁহার সন্তান ছিল না সুতরাং স্নেহ পরবশ হইয়া তিনি স্বয়ং আমাকে ক্রোড়ে করত "এই আমার কন্যা" এই কথা বলিয়া সমস্ত স্নেহ আমাতে অর্পণ করিলেন।

"মহারাজ! এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ধর্ম্মতঃ এই কন্যা তোমারই হইল" আকাশে মনুষ্য বাক্য তুল্য এইরূপ দৈববাণী হইল। পরে আমার পিতা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তিনি আমাকে পাইবার পর অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করিলেন। মহারাজ প্রথমা মহিষীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন সুতরাং সেই পুণ্যকর্ম্ম পরায়ণার নিকট আমাকে প্রতিপালনার্থ প্রদান করিলে তিনিও মাতৃ-স্নেহ পরবশ হইয়া আমাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে পিতা আমার বিবাহ যোগ্য বয়স দেখিয়া দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ ধনহানি হইলে চিন্তিত হয় তদ্রূপ চিন্তিত হইলেন। সংসারে কন্যার পিতা ইন্দ্রতুল্য হইলেও যখন আপনার সদৃশ বা আপনা হইতে নিকৃষ্ট বর পক্ষীয় লোকের নিকট অসম্মানিত হন, তখন উৎকৃষ্ট পক্ষ হইতে যে অসম্মান হইবে ইহা বিচিত্র নহে। পোত যেমন মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া কূল পায় না, সেইরূপ ভূপতি আপনাতে সেই অসম্মান সন্নিহিত দর্শনে চিন্তা সাগরে পড়িয়া তাহার পরপার প্রাপ্ত হইলেন না। মহীপাল চিন্তা করত আমাকে অযোনীসম্ভবা

জানিয়া আমার কুলশীলাদি ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অনুরূপ বর পাইলেন না। সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে ইহাই উদিত হইল যে "তনয়ার জন্য ধর্ম্মতঃ স্বয়ম্বর সভা করিব।" পিতা স্বয়ম্বরে স্থির সংকল্প হইয়া আমার জ্যেষ্ঠতাত দেবরাজের মহাযজ্ঞে বরুণ-দেবদত্ত-মহৎ-ধনু—যে ধনু নৃপগণ স্বপ্নেও নত করিতে সমর্থ হন নাই, সেই ধনু রাজন্য বর্গের সাক্ষাতে রাখিয়া বলিলেন "যিনি এই ধনু উঠাইয়া গুণ সংযোজনা করিতে পারিবেন আমার কন্যা নিঃসন্দেহ তাঁহারই ভার্য্যা হইবে।" নরেন্দ্রগণ সেই পর্ব্বত তুল্য ভার বিশিষ্ট ধনু উত্তোলন করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াই প্রস্থান করিলেন। বহু কালের পর এই মহাদ্যুতি সত্য পরাক্রম রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রসঙ্গে মিথিলায় উপস্থিত হইয়া নিমেষ মাত্রে তাহা আনত করিয়া গুণযোজনা পূর্ব্বক আকর্ষণ করিবা মাত্র বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ানক শব্দ করিয়া মহৎ ধনু দ্বিখণ্ড হইল। পরে সত্যবদ্ধ পিতা উৎকৃষ্ট জলপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে রামকে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, রাম অযোধ্যাপতি পিতার অভিপ্রায় না জানিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে পিতা, আমার শ্বশুর বৃদ্ধরাজা দশরথকে আনয়ন করিয়া তাঁহার অনুমতি অনুসারে আমাকে রাজপুত্রকে সম্প্রদান করিলেন এবং সাধ্বী সুন্দরী উর্ম্মিলা নাম্নী আমার ভগিনীকে ভার্য্যার্থে লক্ষ্মণকে সম্প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই স্বয়ম্বরে পিতা স্বয়ং আমাকে রামকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আমি বীরবর পতির প্রতি সতত অনুরক্তা রহিয়াছি।"

অনসূয়া সীতার বাক্য শ্রবণে বলিলেন "মধুরভাষিণি মৈথিলি ! তোমার এই সকল কথায় আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে শুভ রজনীর সমাগমে আমি আদেশ করিতেছি তুমি রামের শুশ্রূষা করিতে যাও, বৎসে ! তুমি আমার সমক্ষে নিজে অলঙ্কৃতা হও এবং দিব্য ভূষণে ভূষিতা হইয়া আমার প্রীতি বর্দ্ধন কর। সীতা দিব্যভূষণে বিভূষিতা হইয়া অনসূয়াকে প্রণিপাত পূর্ব্বক রামের নিকটে গেলেন। তখন রঘুবর রাম সীতাকে তদ্রূপ বেশেভূষিতা ও তাপসীর প্রীতিদত্ত ভূষণাদি দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, পরে সীতা তাপসী প্রদত্ত ভূষণাদি প্রাপ্তির বিষয় রামকে সমুদয় নিবেদন করিলেন। রামও মহারথ লক্ষ্মণ জানকীর মনুষ্য লোকে দুর্ল্ভ সৎক্রিয়া দর্শনে যারপর নাই হৃষ্ট হইলেন। পরিশেষে রাম হিমাংশুমুখী সীতাকে দর্শন করত প্রীতমনে তাপসগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া রজনী যাপন করিলেন। তৎপর প্রভাতে তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিলে একদা সীতা সুমধুর বাক্যে রামকে কহিলেন "স্বামিন্ ! অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে দেখিবে, তুমি মহাত্মা হইয়াও অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছ ; কিন্তু যদি কামজন্য ব্যসনে পরাঙ্মুখ হও, তবে আর তোমার কোন অধর্ম্ম হয় না। ইহ লোকে কাম জন্য তিন প্রকার ব্যসন হইয়া থাকে ; প্রথম মিথ্যা। কথা, দ্বিতীয় পরস্ত্রী গমন, তৃতীয় বিনা শত্রুতায় প্রাণী হিংসা। প্রথম ব্যসন উৎকট দোষাবহ সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যসন তাহা অপেক্ষাও অধিক উৎকট। রঘুনন্দন ! কোন কারণেই তুমি মিথ্যা কথা বল নাই এবং ভবিষ্যতেও মিথ্যা বলিবে না।

নরবর অধর্ম্মজনক পরদার গমনও তোমার নাই—পূর্ব্বেও তাহা হয় নাই এবং পরেও হইবে না। রাজপুত্র তুমি নিয়তই নিজ পত্নীর প্রতি আসক্ত, তোমার মনেও পরকলত্র বিষয়ক অভিলাষ নাই। তুমি পিতৃ-আজ্ঞাপালক, ধার্ম্মিক ও সত্যনিরত; তোমতে ধর্ম্ম ও সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মহাবাহো যাঁহারা ইন্দ্রিয় পরাজয় করিয়াছেন তাঁহারা এই সকল সদ্‌গুণই বহন করিতে পারেন। শুভদর্শন! তুমি যে জিতেন্দ্রিয় একথা সকলেই জানেন; কিন্তু শত্রুতা ব্যতিরেকে মোহবশতঃ পরপ্রাণ হিংসারূপ অতি ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন তোমার এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে; বীর! তুমি দণ্ডকারণ্যস্থিত ঋষিদিগের রক্ষার জন্য "যুদ্ধভূমে রাক্ষসদিগকে বধ করিব" এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং এই কারণেই ভ্রাতার সহিত ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া দণ্ডক নামক বিখ্যাত অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছ; সেই কারণে তোমার প্রতিজ্ঞাপালনরূপ ব্রত তোমার ইহকালের ও পরকালের কল্যাণ জানিয়া চিন্তা করত আমার হৃদয় চিন্তাকুল হইয়াছে। বীর! সেই জন্য দণ্ডকারণ্য যাওয়া আমার অভিপ্রেত হইতেছে না, আমি তাহার কারণ বলিতেছি। যদি তুমি ভ্রাতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া সমস্ত বনচরদিগকে দেখিয়া বাণ ক্ষয় কর, তাহা হইলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কেন না যেরূপ তৃণ কাষ্ঠাদি দাহ্যবস্তু সকল অগ্নির নিকটস্থ হইয়া তাহার তেজোবৃদ্ধি করে, সেইরূপ ধনু ও অস্ত্রশস্ত্র ক্ষত্রিয়দিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের তেজোবৃদ্ধি করিয়া থাকে। মহাবাহো! পূর্ব্বে বিহগ ও মৃগসমূহে সমাকুল

এক পবিত্র কাননে জনৈক পবিত্রচেতা সত্যনিষ্ঠ তপস্বী ছিলেন, শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তপোবিঘ্নে অভিলাষী হইয়া যোদ্ধার আকার ধারণ করিয়া খড়্গ হস্তে সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এবং সেই উগ্রতপা মুনির নিকট সেই খড়্গ গচ্ছিত রাখিলেন। তপোধন খড়্গ লাভ করিয়া স্বীয় বিশ্বাস রক্ষা পূর্ব্বক গচ্ছিত বস্তু রক্ষায় যত্নবান্ হইয়া বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তিনি সেই গচ্ছিত বস্তু রক্ষায় এরূপ যত্নপর হইলেন যে, সেই খড়্গ ভিন্ন ফল বা মূল আহরণ করিতেও যাইতেন না। সেই তপোধন সতত সেই অস্ত্র বহন করত ক্রমে তপস্যার ঐকান্তিকতা ত্যাগ করিয়া ভীষণ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া পড়িলেন, পরে তিনি সেই অস্ত্র সংযোগে প্রমত্ত রৌদ্র কর্ম্মরত ও পাপাক্রান্ত হইয়া নরকে গেলেন। পূর্ব্বে শস্ত্র সংযোগ হেতু এরূপ ঘটিয়াছিল; এইজন্য পণ্ডিতেরা শস্ত্র সংযোগ অগ্নি সংযোগের ন্যায় বিকারের হেতু বলিয়া থাকেন। স্বামিন্! তুমি আমার প্রীতি ভাজন ও আদরণীয়; এই জন্য আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, শিক্ষাদিতেছি না। স্বামিন্! তুমি কোনক্রমে বিনা শত্রুতায় ধনুধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যস্থ রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না, কেন না কেহই কাহাকে বিনা অপরাধে বধকরা উপযুক্ত মনে করে না। ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়গণ আর্ত্তদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই ধনুধারণ করিয়া থাকেন। কোথায় শস্ত্র আর কোথায় বন, কোথায় ক্ষত্র-ধর্ম্ম আর কোথায় তপস্যা; অতএব আমাদিগের অনুষ্ঠানের বিষয় পরস্পর বিরোধী

হইয়াছে; সুতরাং তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা উচিত।

নিয়ত শস্ত্র ব্যবহার করিলে, সকলেরই নীচ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির ন্যায় ধর্ম্মবিরোধিনী বুদ্ধি জন্মে; অতএব অযোধ্যায় যাইয়া পুনরায় ক্ষাত্র ধর্ম্ম পালন করিও। তুমি রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসী হইয়াছ, এক্ষণে যদি মুনিদিগের পালনীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর তাহা হইলে আমার শ্বশুরও শ্বশ্রূর অক্ষয় আনন্দ হয়। ধর্ম্ম হইতে অর্থ এবং সুখ হয়; অধিক কি ধর্ম্ম দ্বারা সকল কামনাই পূর্ণ হয়, অতএব এজগতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সুদক্ষ মানবেরা অতিশয় যত্ন সহকারে নানারূপ নিয়ম দ্বারা শরীর কৃশ করিয়া ধর্ম্মলাভ করেন; কারণ শারীরিক সুখদায়ক উপায় দ্বারা সুখ হেতু ধর্ম্ম-লাভ করা যায় না; সুতরাং হে শুভদর্শন! তুমি সর্ব্বদা পবিত্র চিত্তে তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম্ম আচরণ কর। তুমি ত্রিলোক সম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয়ই জানিতেছ; অতএব তোমার নিকট ধর্ম্ম নিরূপণ করিবার কাহার সাধ্য আছে? আমি কেবল রমণীগণের স্বভাব সুলভ চপলতা বশতই এরূপ বলিলাম। তোমার ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিচার করিয়া যাহা উপযুক্ত বোধ হয় তুমি অবিলম্বে তাহাই কর।"

শ্রীরাম বলিলেন "ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ বশতঃ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের অনুরূপ হিতকর কথাই বলিয়াছ; দেবি! আমি তোমাকে আর কি বলিব? তুমি নিজেই বলিয়াছ "আর্ত্তরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়গণ ধনু ধারণ করে। সীতে! এই দণ্ডকারণ্যবাসী

মুনিগণ আর্ত্ত হইয়া আমাকে রক্ষাকর্ত্তা ভাবিয়া শরণ লইয়াছেন ; ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করে, এমন কি তাহারা তাঁহাদিগকে ভক্ষণও করিতেছে। তাঁহারা শাপ দ্বারা রাক্ষস বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াও, আমার নিকট তাহাদের রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। আমিও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া জীবিত থাকিতে কখনই অন্যথা করিতে পারিব না।

সীতে! আমি তোমাকে লক্ষ্মণকে, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারি কিন্তু কাহারও নিকট বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করিতে পারি না : সুতরাং নিশ্চয়ই আমাকে ঋষিদিগের রক্ষা করিতে হইবে। সীতে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ্য বশতঃ আমাকে যাহা বলিয়াছ তাহাতে আমি তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি, কেন না অপ্রিয় ব্যক্তিকে কেহই হিতোপদেশ দেয় না। শোভনে! তুমি আমাদের স্বীয় বংশের অনুরূপ সমুচিত বাক্যই বলিয়াছ।" ইহা বলিয়া রাম, ভ্রাতা, পত্নীসহ অবশেষে গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীবনে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। এই স্থান সমতল, পুষ্পিত বৃক্ষ-সমূহে সমাকীর্ণ ও অতীব শোভাশালী ; অনতিদূরে উজ্জ্বল সুগন্ধ পদ্ম, হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাকগণ সমাকীর্ণা মনোরম গোদাবরী নদী শোভা বিস্তার করিতেছে। সীতাদেবী এই স্থান দেখিয়া নিরতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া বসতি করিতে লাগিলেন। একদা রাম সীতা ও লক্ষ্মণ

ইহাঁরা সকলে স্নান করিয়া, গোদাবরী তীর হইতে তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়া, পূর্ব্বাহ্ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, পর্ণ-কুটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবাহু রাম, সীতার সহিত পর্ণকুটীরে উপবেশন করিয়া চিত্রার সহিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নানা প্রকার কথা কহিতে ছিলেন। এরূপ সময়ে রাবণের ভগিনী শূর্পনখা রাক্ষসী, রামের মনোহর রূপদর্শনে মদনাতুরা হইয়া, নিজেও মায়াবলে সুরূপা হইয়া এবং রামকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রাম অস্বীকৃত হন, তখন ঐ মায়াবিনী শূর্পনখা রাক্ষসীরূপ ধারণ করিয়া, সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণ খড়গাঘাতে তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। তৎপর ঐ রাক্ষসী ঐ বনস্থিত জনস্থানবাসী খরদূষণকে তাহার অবস্থা জানাইলে, খরদূষণ চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্যসহ রাম লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। তদনন্তর শূর্পনখা লঙ্কায় যাইয়া রাম লক্ষ্মণের অবস্থা, খরদূষণের সসৈন্য বিনাশ এবং আপনার দোষ গোপন করিয়া, স্বকীয় নাসাকর্ণ ছেদনের বিষয় বিজ্ঞাপন করিল! তখন রাবণ মরীচিকা সদৃশ বহু মায়াবী মারীচ নামক রাক্ষসের সাহায্যে, সীতাকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে জনস্থানে আগত হইয়া, সীতার দর্শনে মোহিত হয়। মারীচ রাবণের আদেশে রাম শরে নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়াও, বহুবর্ণ বিশিষ্ট মণিমুক্তা, চিত্রিতগাত্র, রজতবর্ণ রোমযুক্ত, মনোহর ওষ্ঠ দন্ত ও শৃঙ্গযুক্ত মৃগরূপ ধারণ করিয়া, সীতা যেখানে পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া অর্দ্ধ অর্দ্ধ লুক্কায়িত ভাবে

বিচরণ করিতে থাকে। সীতা সেই মৃগকে দেখিয়া অতীব আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"আর্য্যপুত্র ভ্রাতার সহিত এখানে আসুন, আসুন" এই বলিয়া স্বামী ও দেবরকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন সেই দুই বীরশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণ তথায় আসিয়া ইতঃস্ততঃ দৃষ্টি করত সেই হরিণকে দেখিতে পাইলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন "আর্য্য! আমি মৃগকে দেখিয়া সেই মারীচ রাক্ষস বলিয়া বোধ করিতেছি, মৃগয়াশীল অনেক রাজা কানন মধ্যে পাপাচারী মায়াবী রাক্ষসের ছলনায় বিনষ্ট হইয়াছেন। রঘুনন্দন এমন রত্ন চিত্রিত মৃগ পৃথিবীতে নাই, ইহা নিশ্চয়ই মায়াময়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

চারুহাসিনী সীতা সেই রাক্ষসের মায়ায় বিমোহিতা হইয়াছিলেন, অতএব তাদৃশ বাক্যবাদী কাকুৎস্থ লক্ষ্মণকে নিবারণ করিয়া আহ্লাদে স্বামীকে কহিলেন "আর্য্যপুত্র, এই হরিণ অতি-সুন্দর এ আমার মন হরণ করিতেছে, আপনি উহাকে আনয়ন করুন্, এ আমাদিগের ক্রীড়ার নিমিত্ত হইবে; আহা এই বিচিত্রা-বয়ব অদ্ভুত মৃগের কেমন রূপ, কেমন কান্তি ও কেমন মধুর স্বর! যদি আপনি ইহাকে জীবিত ধৃত করিতে পারেন তবে বড় চমৎকার হয়, এ আমাদিগের অনেক বিস্ময় উৎপাদন করিবে। বনবাস পরে যখন আমরা রাজ্যস্থ হইব, তখন এই হরিণ অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করিবে। প্রভো, এই দিব্য হরিণ আমার শ্বশ্রূদিগের ও আর্য্যপুত্র ভরতেরও বিস্ময় উৎপাদন করিবে, আপনি জীবিত ধরিতে না পারিলেও তথাপি একখানা অজিন হইবে, আপনি

মৃগবধ করিয়া কুশাসনোপরি ইহার স্বর্ণ চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া বসিবেন, আমিও অপর পার্শ্বে ঐ আসনে বসিব ; আমি পূর্ব্বে কখনও ক্ষমা তেজ দীপ্তি ও রূপে ইহার ন্যায় মৃগ আর দেখি নাই। এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারিত্ব মহিলাগণের পক্ষে অনুচিত ইহা জ্ঞানীদিগের অভিমত ; কিন্তু এই মৃগের তরুণ অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট মণিময় শৃঙ্গযুক্ত, স্বর্ণময়রোম সমন্বিত, তারকাপুষ্পেরন্যায় প্রভাশালী দেহ দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় হইয়াছে। সীতার কথা শুনিয়া রামের অন্তঃকরণও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তিনি সীতার অনুরোধে এবং মৃগের সৌন্দর্য্যে প্রলোভিত হইয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষক রাখিয়া ধনু ও তূণ ধারণ করিয়া মৃগ ধরিতে গমন করিলেন। লক্ষ্মণকে ইহাও বলিয়া গেলেন, 'আমি যতক্ষণ এই মৃগকে ধৃত বা বধ করিয়া না আসি ততক্ষণ তুমি যুদ্ধ সজ্জিত হইয়া এই স্থানে থাকিয়া মৈথিলী সীতাকে রক্ষা কর, যেহেতু ইহাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য।"

তদনন্তর মৃগরূপী রাক্ষস রামকে আসিতে দেখিয়া কখন অন্তর্হিত কখন বা নিকটবর্ত্তী হইয়া কখন আবার মহাবনের দিকে ধাবিত হইতেছে। এইরূপে রামকে বহু দূরদেশে লইয়া গেলে, রাম তাহার মায়া বুঝিতে পারিয়া এক সুতীক্ষ্ণ শরে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন, তখন বিকটাকার রাক্ষস স্বকীয় রূপ ধারণ করিয়া রাবণের বাক্য শ্রবণে রাবণের উপকারার্থ ঠিক রামেরস্বর অনুকরণে রামের স্বরে "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! এরূপ শব্দ

করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাম রাক্ষসকে ভূপতিত দেখিয়া, লক্ষ্মণের কথা স্মরণ করিয়া, মনে মনে সীতার বিষয় চিন্তা করি‐লেন ; লক্ষ্মণ আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন ইহা মারীচ রাক্ষসের ছলনা ইহা সত্য হইল। এই রাক্ষস উচ্চরবে আমার স্বরে 'হা সীতে ! হা লক্ষ্মণ বলিয়া জীবন ত্যাগ করিল। সীতা ইহা শুনিয়া কি করিবেন ? মহাবাহু লক্ষ্মণ বা কি অবস্থায় পড়িবেন ? এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং ত্বরান্বিত হইয়া আশ্রমাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

এদিকে সীতা স্বামীর কণ্ঠস্বরের ন্যায় আর্ত্তস্বর শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন "লক্ষ্মণ, তুমি অবিলম্বে যাও এবং রঘুনন্দন রামের বৃত্তান্ত অবগত হও, তাঁহার সেই উৎকট আর্ত্তস্বর শুনিয়া আমার দেহে জীবন থাকিতেছে না ; হৃদয় অস্থির হইয়াছে, তোমার ভ্রাতা বিষম বিপদাপন্ন হইয়া চীৎকার করিতেছেন, আমি তাঁহার স্বর শুনিতে পাইলাম, এখন বনমধ্যে চীৎকারকারী ভ্রাতাকে রক্ষা করাই উচিত। তোমার ভ্রাতা সিংহাক্রান্ত বৃষ‐ভের ন্যায়, রাক্ষস-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হও।" লক্ষ্মণ সীতার কথা শুনিয়া ও রামের আদেশ স্মরণ করিয়া গেলেন না। পরে জনকনন্দিনী সীতা ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন, "সুমিত্রা নন্দন ! অন্তরে তুমি ভ্রাতার যথার্থ শত্রু, কিন্তু বাহিরে মিত্রভাব অবলম্বন করিয়া আছ, কেননা এ সময়েও তুমি তাঁহার নিকট যাইতেছ না। লক্ষ্মণ ! তুমি আমার কারণেই রঘুনন্দন রামকে

বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি আমাকে পাওয়ার লোভেই তাঁহার অনুগামী হইতেছ না। আমার বোধ হয় তোমার ভ্রাতা মহাপ্রভাবশালী রামের প্রতি তোমার স্নেহ নাই; তাঁহার বিপদই তোমার প্রিয়; সেইজন্যই তুমি তাঁহাকে না দেখিয়া নিরুদ্বেগে আছ, যাঁহার অধীন হইয়া তুমি বনে আসিয়াছ, তিনি সংশয়াপন্ন হইলে, আমি এখানে থাকিয়া কি করিব?" লক্ষ্মণ, অশ্রুপূর্ণ, তিরস্কারবাদিনী, শোকবিহ্বলা, মৃগবধূরন্যায় ভীতা সীতাকে বলিলেন "বিদেহ রাজকন্যে! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, নাগ ও রাক্ষসেরা সকলে মিলিত হইয়াও আপনার স্বামীকে নিশ্চয়ই পরাস্ত করিতে পারেন না। দেবি, ইহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি সেই মহেন্দ্রতুল্য রামের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারেন? শোভনে, রাম যুদ্ধে অবধ্য, আপনাকে একাকিনী বনমধ্যে ফেলিয়া যাইতে পারি না; অতি বলবান্ লোকেরাও বিক্রমে রামকে অভিভূত করিতে পারেন না; অধিক কি ত্রিলোকবাসী প্রাণীরা দিক্‌পাল ও দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া যথাসাধ্য যত্ন করিলেও তাঁহার তেজ লঘু করিতে পারিবেন না। সুতরাং আপনি সন্তাপ করিবেন না, আপনার হৃদয় শান্ত করুন্। আপনি আর এরূপ কথা বলিবেন না। আপনার স্বামী মৃগকে বধ করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন; সেই কাতর স্বর নিশ্চয়ই তাঁহার বা কোনও দেবতার নহে; তাহা গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় রাক্ষসের মায়া। বরারোহে! মহাত্মা রাম আমার নিকট আপনাকে বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছেন, আমি আপনাকে এ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে

পারি না; কারণ আমরা খরদূষণকে বধ করিয়া রাক্ষসদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি; তথাপি ক্রীড়ার্থ প্রাণিঘাতক রাক্ষসেরা নিবিড় কানন মধ্যে নানা প্রকার শব্দ করিয়া থাকে, সুতরাং দেবি, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।" সীতা সেই অতি সত্যবাদী লক্ষ্মণের এইরূপ উক্তি শুনিয়া, ক্রোধে অত্যন্ত আরক্ত নয়না হইয়া দৃঢ় বাক্যে কহিলেন, "ওরে দুরাচার কুলদূষণ, তুই অনার্য্যদিগেরন্যায় দয়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, আমার বোধ হয় রামের গুরুতর বিপদ তোর প্রিয়, সেইজন্য তুই তাঁহার বিপদ দেখিয়া এই সকল কথা বলিতেছিস, লক্ষ্মণ তোর মত নিয়ত প্রচ্ছন্নচারী নির্দ্দয়-স্বভাব শত্রুর মনে যে জঘন্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? তুই যারপর নাই দুষ্ট চরিত্র; তুই ভরতের নিয়োগ ক্রমে, অথবা নিজেই আমাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করত অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকীই বনে রামের সঙ্গে আসিয়াছিস্। ওরে দুষ্ট সুমিত্রাসুত তোর বা ভরতের সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবে না, সেই ইন্দিবরতুল্য শ্যামবর্ণ নয়নাভিরাম রামকে আশ্রয় করিয়া আমি কি প্রকারে অন্য ব্যক্তিকে কামনা করিব? ওরে লক্ষ্মণ, এই পৃথিবীমধ্যে রাম ভিন্ন আমি এক মুহূর্ত্ত জীবিত থাকিব না; নিশ্চয়ই তোর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।" সীতা এইরূপে রোমহর্ষণ, অপ্রীতিকর বাক্য বলিলে, জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আমার দেবতা আমি আপনাকে ইহার উত্তর দিতে পারি না, মিথিলা রাজনন্দিনি! স্ত্রীলোকদিগের এরূপ অসঙ্গত কথা বলা

আশ্চর্য্য নহে। কেননা সকল লোক মধ্যেই তাহাদিগের এরূপ স্বভাব দেখা যায় যে, তাহারা চঞ্চলচিত্তা, ধর্ম্মপরিত্যাগিনী, তীক্ষ্ণচারিণী ও বিশ্লেষকারিণী হইয়া থাকে। জনকতনয়ে, আমি এইরূপ তপ্তনারাচতুল্য বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। আমি ন্যায় সঙ্গত কথা বলায় আপনি যেরূপ পরুষভাবে তিরস্কার করিলেন, বনবাসীরা সকলে আমার সাক্ষী হইয়া শুনুন্। আমি আমার গুরু রামের আজ্ঞাপালনে তৎপর রহিয়াছি, আপনি যখন স্ত্রীস্বভাব সুলভ দুষ্টভাববশতঃ আমার প্রতি এরূপ অন্যায় আশঙ্কা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই অদ্য বিনষ্টা হইবেন। আপনাকে ধিক্, বরাননে, কাকুৎস্থ রাম যেখানে আছেন, আমিও সেখানেই যাইতেছি, আপনার মঙ্গল হউক, বিশাললোচনে সমস্ত বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুন্, আমি নিকটে শাস্ত্রোক্ত যে সকল দুর্লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে রামের সহিত ফিরিয়া আসিয়া যে, আপনাকে দেখিলে পাইব এ বিষয়ে সন্দেহ হইতেছ।" লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে, সীতা তীব্র বাষ্পবারিতে দেহ প্লাবিত করত পুনর্ব্বার বলিলেন "লক্ষ্মণ, রাম ব্যতিরেকে আমি গোদাবরী নদীতে নিমগ্ন হইব অথবা উদ্বন্ধনে কিংবা উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিব ; আমি তীব্র গরল পান করিব, অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব, কিন্তু রঘুনন্দন রাম ভিন্ন কোনও পুরুষ স্পর্শও করিব না।" সীতা লক্ষ্মণের সমক্ষে এইরূপ শোকবিহ্বলা ও দুঃখিতা হইয়া রোদন করতঃ দুই হস্ত দ্বারা উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ সীতাকে আর্ত্তেরন্যায় রোদন করিতে

দেখিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন কিন্তু সীতা তাঁহাকে আর কোন কথাই বলিলেন না। তখন লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রামের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

রাবণ লক্ষ্মণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, সন্ন্যাসীরবেশে কুসুম্ভবসন পরিধান করিয়া, বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রামের ছিদ্রান্বেষী দশবদন রাবণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করত রামপত্নী যশস্বিনী সীতার নিকট যাইয়া, তাঁহার রূপ গুণের বহুতর প্রশংসা করিয়া তাঁহার পরিচয় ও কি কারণে তিনি রাক্ষস সেবিত নির্জ্জন বনে বাস করিতেছেন ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই পাপাত্মা ঐরূপে প্রশংসা করিলে সীতা ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত তাহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া আসনাদি দিয়া অতিথিজনোচিত সৎকার ও অর্চনা করিলেন, এবং বলিলেন "ব্রহ্মন্ এই সিদ্ধ অন্ন উপস্থিত, আপনি উপবেশন করিয়া ভোজন করুন্।" ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত রাবণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করত পুনরায় বলিলেন কল্যাণি! তুমি একাকিনী এই রাক্ষসপূর্ণ বিজন অরণ্যে কেন বিচরণ করিতেছ, তুমি কে? কাহার ভার্য্যা? কোথা হইতে এখানে আসিয়াছ?" সীতাকে হরণ করিতে কামনা করিয়া ছদ্মবেশী রাবণ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সীতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ইনি ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ অতিথি ইহার কথার প্রত্যুত্তর না দিলে অভিশাপ দিতে পারেন। তিনি এইরূপ ভাবিয়া সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় দিয়া পতি রাম এবং দেবর মৃগ-

য়ায় গিয়াছেন শীঘ্রই প্রচুর খাদ্যাদি নিয়া আসিবেন ইহা বলিয়া সেই সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাবণ তাঁহাকে তীব্রবাক্যে বলিতে লাগিল "সীতে! আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, দেব অসুর মানুষ প্রভৃতি সমস্ত লোকই আমার ভয়ে ভীত আছে। হে কৌশেয়বস্ত্র পরিধারিণি, অনিন্দিতে! তোমার লাবণ্য কাঞ্চন তুল্য, তোমাকে দেখিয়া নিজের পত্নীদিগের প্রতি অনুরাগ জন্মিতেছে না, আমি নানা স্থান হইতে অনেক সুন্দরী স্ত্রী আনিয়াছি, তুমি আমার মহিষী হইয়া সকলের প্রধানা হও, তোমার মঙ্গল হউক, সীতে! সমুদ্র পরিবেষ্টিতা, পর্ব্বত-শিখরোপরি 'লঙ্কা' নামে এক মহানগরী আছে, তাহাই আমার বাসস্থান।

সুন্দরি! তুমি বহুতর উপবনে আমার সহিত বিহার করিয়া বনবাসে আর অভিলাষিণী হইবে না। সীতে! তুমি আমার পত্নী হইলে বহুশত পরিচারিকা ও ধন রত্ন পাইবে।"

সীতা রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অবজ্ঞাপূর্ব্বক কহিলেন "মহাভূধরের ন্যায় অকম্পনীয়, মহাসাগরের ন্যায় অক্ষোভনীয়, মহেন্দ্রের ন্যায় পতি রামের প্রতিই আমার চিত্ত সর্ব্বদা অনুরক্ত রহিয়াছে, আমি সকল শুভলক্ষণশালী ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল, বিশালকায়, সিংহ তুল্যগমনকারী, মৃগেন্দ্র সদৃশ পরাক্রমী, জিতেন্দ্রিয়, বিশালকীর্ত্তি, পূর্ণচন্দ্রবদন রাজকুমার রামের প্রতিই অনুরক্ত রহিয়াছি। তাঁহারই অনুগামিনী হইয়া তাঁহারই অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকি। এবং তাঁহার মতানুসারেই এই

বনে আসিয়াছি, তুই ক্ষুদ্র শৃগাল, আমি সিংহী, তুই আমাকে পাইবার যোগ্য নহিস্; হা দুরাত্মন্! তুই আমাকে পাইবার ইচ্ছা করিতেছিস্? কিন্তু সূর্য্যপ্রভার ন্যায় তুই আমাকে কখনই স্পর্শ করিতে পারিবি না। হতভাগ্য রাক্ষস! তুই যখন রঘুনন্দন রামের পত্নীকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, তখন নিশ্চয়ই বৃক্ষ সকল স্বর্ণময় দেখিতেছিস্! তুই রঘুনন্দন রামের প্রিয়তমা পত্নীকে লাভ করিতে বাসনা করিয়া মৃগশত্রু বেগবান্ ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ও সর্পের মুখবিবর হইতে দন্ত উৎপাটন করিতে, কালকূট গরল পান করিয়া কল্যাণ সম্পন্ন হইয়া প্রস্থান করিতে বা হস্ত দ্বারা গিরিবর মন্দরকে উৎপাটন করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, এবং সূচী দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন ও জিহ্বা দ্বারা চক্ষু লেহন করিতেছিস্। তুই রামের প্রিয়তমা পত্নীকে ধর্ষণা করিতে কামনা করিয়া হস্ত দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে হরণ করিতে বা কাষ্ঠশিলা বাঁধিয়া সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিতেছিস্। তুই সুচরিতা রামপ্রিয়াকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া বস্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি লইতে বাসনা করিতেছিস্। তুই রামপত্নীকে লাভ করিতে বাসনা করিয়া লৌহময় শূল সমূহের উপরিভাগে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্। সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্রে ও ক্ষুদ্র নদীতে উৎকৃষ্ট সুরায় ও শৌবীরক মদ্যে, চন্দনে ও কর্দ্দমে, হস্তীতে ও বিড়ালে, স্বর্ণে ও লৌহে বা সীসায়, গরুড়ে ও কাকে, ময়ূরে ও মদ্‌গুপক্ষীতে এবং হংসে ও শকুনিতে যেরূপ প্রভেদ, রঘুনন্দন রামে ও তো'তে সেই প্রভেদ। সেই রঘুনন্দন রাম বর্ত্তমান থাকিতে

মক্ষিকা যেমন ঘৃত পান করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না পরন্তু মরিয়া যায়, সেইরূপ তুই আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবি না নিশ্চয় মরিবি।" সরল-স্বভাবা সীতা সেই রাক্ষসকে এই-রূপ পরুষবাক্য বলিয়া বায়ুবিতাড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিতা ও ব্যথিতা হইলেন। রাবণ তাঁহার ভয় উৎপাদনার্থ পুনর্ব্বার তাহার নিজের কুল, বল বীর্য্যাদি কীর্ত্তন করিয়া বলিল "সীতে! তুমি আমাকে ভজনা কর"।

রামলক্ষ্মণ শূন্য আশ্রমে অধিষ্ঠিতা রাজনন্দিনী সীতা রাবণের এইরূপ কথা শুনিয়া অতীবক্রোধে আরক্তলোচনা হইলেন এবং তাহাকে পরুষ বাক্যে বলিলেন—

"তুই দেবতার সম্মানিত কুবেরের ভ্রাতা হইয়া কেমন করিয়া এইরূপ অশুভকার্য্য করিতেছিস্! রাবণ! তুই নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি, রুক্ষ স্বভাব ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ; সুতরাং তুই যাহাদিগের রাজা সেই রাক্ষসেরা সকলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে, ইন্দ্রের পত্নী শচীকে হরণ করিয়া বরং জীবিত থাকা যাইতে পারে, কিন্তু আমি রামের পত্নী আমাকে হরণ করিয়া কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিবি না। রাক্ষস, তুই বজ্রধর ইন্দ্রের পত্নী শচীকে হরণ করিয়াও যদি বহুকাল জীবিত থাকিস্, তথাপি আমাকে ধর্ষণা করিয়া অমৃত পান করি-লেও মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবি না।"

রাবণ সীতার কথা শুনিয়া হস্তে হস্তে আঘাত করিয়া অতি বৃহৎ শরীর ধারণ করিয়া কহিল "উন্মত্তে! তুমি বোধ হয় আমার বীর্য্য ও পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ কর নাই, আমি আকাশে

থাকিয়া হস্ত দ্বারা পৃথিবী উত্তোলন করিতে পারি; সমুদ্রকে পান করিতে পারি, যমকে সংহার এবং সূর্য্যকেও তীক্ষ্ণ শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে ফেলিতে পারি। মূঢ়ে! তুমি অল্পায়ু মানুষের প্রতি প্রণয় পরিত্যাগ করিয়া আমাতে প্রণয় স্থাপন কর।" এই কথা বলিয়া সে বামহস্তে সীতার কেশ এবং দক্ষিণ-হস্তে পদদ্বয় ধারণ করিয়া আকাশে বুধগ্রহ যেমন রোহিণীকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তাঁহাকে গ্রহণ করিল এবং তাহার স্মরণমাত্র খরযোজিত মায়ারথ আসিলে তাহাতে আরোহণ করিল। সীতা তৎকর্ত্তৃক অপহৃতা ও দুঃখার্ত্তা হইয়া রাম রাম বলিয়া দূরগত রামকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তা, উন্মাদিনী ও পীড়িতা হইয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার ও রোদন করিতে লাগিলেন। "মহাবাহু গুরু চিত্ত প্রসাধক লক্ষ্মণ, কামরূপী রাক্ষস যে আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে ইহা তুমি জানিতে পারিতেছ না! হা রঘুনন্দন রাম, তুমি ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অর্থ, সুখ, অধিক কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাক, কিন্তু আমি অধর্ম্মানুসারে অপহৃতা হইতেছি, আমাকে দেখিতে পাইতেছ না। শত্রুদমন তুমি ত দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন কর, এরূপ ভীষণ পাপাচারী রাবণকে কেন শাসন করিতেছ না? নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের সদ্যই ফল পায়, কারণ শস্য সকলের পাকের ন্যায় কৃতকর্ম্ম সকলের ফলোৎপত্তি বিষয়েও কাল সহকারী কারণ, এইজন্যই কি এক্ষণে উপেক্ষা করিতেছ? ওরে রাবণ কালকর্ত্তৃক তোর চৈতন্য বিনষ্ট হইয়াছে; সেই জন্যই তুই এইরূপ কার্য্য করিলি।

অবিলম্বেই রাম হইতে জীবনান্তকারী ভয়ঙ্কর ব্যসন প্রাপ্ত হইবি। হায়, আমি যশস্বী ধর্ম্মপরায়ণ রামের পত্নী হইয়াও অপহৃতা হইতেছি। এক্ষণে কৈকেয়ী ও তাঁহার বান্ধবগণের মনোরথ পূর্ণ হইল, জলস্থল, হে পুষ্পিত বৃক্ষ সকল, হে গোদাবরী নদী, হে বনদেবতাগণ! তোমরা শীঘ্র রামকে সংবাদ দেও "রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে," যদি যমও আমাকে হরণ করে, তথাপি সেই মহাবল মহাবাহু রাম তাহা জানিতে পারিলে, যম-লোকে যাইয়াও বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমাকে আনয়ন করি-বেন।" রাবণ-গ্রস্তা সীতা দুঃখিতা ও ভীতা হইয়া এইরূপ রোদন করিতে করিতে বৃক্ষোপরে পক্ষীরাজ জটায়ুকে দেখিয়া বলিলেন—আর্য্য জটায়ু, আমি অনাথারন্যায় পাপাত্মা রাবণ-কর্ত্তৃক হৃত হইতেছি, আপনি ইহাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না, সুতরাং রাম ও লক্ষ্মণের নিকট আমার হরণ সমাচার অবশ্য অবশ্য বলিবেন।" তখন পক্ষীরাজ জটায়ু রাবণকে বহুবিধ ভৎ'সনা করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার রথ ও সারথী বিনষ্ট এবং তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। কিন্তু অবশেষে রাবণ তাঁহার পক্ষ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার আকাশগামী মায়ারথে গমন করিতে লাগিল। পরে বরাঙ্গনা সীতা নিকটস্থ লোক যাহাতে শুনিতে পায় সেইরূপ স্বরে "হে কাকুৎস্থ রাম, হে লক্ষ্মণ, তোমরা আমাকে রক্ষা কর, এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শরীর হইতে অলঙ্কার ও বসনাদি ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সীতা তখন উদ্বিগ্না অত্যন্ত ভীতা এবং ক্রোধ ও রোদন করত বলিতে

লাগিলেন "রে নীচকর্ম্মা রাবণ। দুরাত্মন্! তুই এই কার্য্য করিয়া লজ্জিত হইতেছিস্ না? তুই আমাকে রাম লক্ষ্মণ বিহীনা জানিয়া তস্করের ন্যায় পলায়ন করিতেছিস? দুরাত্মন্! তুই নিতান্ত ভীরু, তজ্জন্যই আমাকে হরণ করিয়া মায়াময় মৃগ-দ্বারা আমার স্বামীকে স্থানান্তরিত করিয়াছিস্ সন্দেহ নাই। ভবিষ্যদ্দর্শী মহাত্মা লক্ষ্মণের কথা সমস্তই সত্য হইল, ওরে রাক্ষসাধম, এক্ষণে যিনি আমার পরিত্রাণে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমার শ্বশুরের সখা সেই বৃদ্ধ খগরাজকেও তুই পরাস্ত করিয়া আমাকে পরাজিত করিলি? ও নীচ! অন্যের অসাক্ষাতে তাঁহার ভার্য্যাহরণরূপ নিন্দিত কার্য্য করিয়া লজ্জিত হইতেছিস্ না কেন? রে বীরাভিমানিন্! সমুদয় লোকের অধিবাসীরা তোর নিন্দিত অতি নৃশংস অধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবেন। তুই তখন যে বল বিক্রমের কীর্ত্তন করিয়াছিলি, তোর সেই বল বিক্রমে ধিক্। তুই অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিস্, অতএব এক্ষণে আমি তোর কি করিতে পারি? যদি মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করিস্ তবে আর প্রাণ নিয়া যাইতে পারিবি না। তুই সসৈন্যে রাজনন্দন রাম লক্ষ্মণের দৃষ্টি পথে পড়িলে মুহূর্ত্তকাল জীবিত থাকিতে পারিবি না। পক্ষী যেমন বন মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ তুই কোন মতেই তাহা দিগের বাণ স্পর্শ সহ্য করিতে পারিবি না। তুই মঙ্গলে মঙ্গলে তোর কল্যাণকর কার্য্যে রত হ, মঙ্গলে মঙ্গলে আমাকে পরিত্যাগ কর্। যদি আমাকে পরিত্যাগ না করিস্ তবে আমার স্বামী

ভ্রাতার সহিত ক্রোধান্বিত হইয়া তোর বিনাশে যত্নবান্ হইলে, তোর আর রক্ষা হইবে না। রে নীচ, তুই যে অভিলাষে আমাকে হরণ করিতেছিস্ তাহা তোর নিষ্ফল হইবে। আমি সেই দেব-তুল্য স্বামীকে না দেখিয়া শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া বহুদিন জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। তুই নিশ্চয়ই তোর পক্ষে হিতকর পথ্য বিষয় দেখিতে পাইতেছিস্ না, পরন্তু মৃত্যুকালে মনুষ্য যেমন বিপরীত কার্য্যে রত হয়, সেইরূপ তোর মৃত্যু সন্নিকট হওয়ায় বিপরীত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিস্। মুমূর্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই যাহা তাহাদের হিতকর তাহাতে রত হয় না; এই জন্য আমি তোর কণ্ঠদেশ কালপাশে বদ্ধ দেখিতেছি; দুরাত্মা রাক্ষস, তুই যেহেতু এই ভয়জনক কার্য্যেও ভীত হইতেছিস্ না, অতএব নিশ্চয়ই স্বর্ণময় বৃক্ষ সকল রক্তবাহিনী ভয়ঙ্করী 'বৈতরিণী নদী' ও খড়গরূপ পত্রযুক্ত বৃক্ষসমূহে সমাকুল ভীষণ বন দেখিতে পাইতেছিস্। ওরে নির্দ্দয়, কেহ বিষপান করিয়া যেমন বহুক্ষণ বাঁচে না, তেমনি তুই সেই মহাত্মা রামের বিষম অপ্রিয় কার্য্য করিয়া বহুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবি না। রাবণ! তুই দুশ্ছেদ্য কালপাশে আবদ্ধ হইয়াছিস্, আমার মহাত্মা স্বামীর অহিতাচরণ করিয়া কোথায় গিয়া সুখলাভ করিবি? যিনি ভ্রাতার সাহায্য না লইয়াও নিমেষমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধে সংহার করিয়াছেন, সেই মহাবল বীর্য্যশালী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ রঘু-নন্দন রাম অবশ্যই তোকে সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা নিধন করিবেন, সীতা এইরূপ বহুবিধ রোদন করিতে করিতে বহুবিধ বন পর্ব্বত,

সাগর, নদী, সরোবর ও নদী সমূহের আশ্রয় অক্ষয়সমুদ্র পার হইয়া রাবণ-কর্ত্তৃক লঙ্কায় নীতা হইলেন।

তৎপর রাবণ তাহার পুরীর বর্ণনা করিয়া বহুজন রক্ষিত বিবিধ হর্ম্ম্য-সমন্বিত অশোক-কাননে বহু রাক্ষসী দাসীগণকে রক্ষক রাখিয়া বলিল "তোমরা ইহার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবতী থাক, কোনও স্ত্রী বা পুরুষ কেহই যেন আমার অনুমতি ব্যতীত সীতাকে দেখিতে না পায়, ইনি যখন যাহা চাহিবেন মণি মুক্তা স্বর্ণ বস্ত্র অলঙ্কার তোমরা তখনই তাহা প্রদান করিও।"

তদনন্তর রাবণ সীতাকে আয়ত্ত করিবার বাসনায় অশোক-কাননে গমন করিয়া দেখিল যে, সীতা শোকভারে পীড়িতা, দুঃখার্ত্তা, দীনভাবে অধোমুখে অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাক্ষসীদিগের মধ্যে আসিয়া কুক্কুর দলে পরিবৃতা মৃগী ও সমুদ্র মধ্যে বায়ুবেগে চালিতা নৌকার ন্যায় দেখাইতেছেন।

তখন রাবণ বলিল "সীতে! আমার বত্রিশ কোটি ভীমকর্ম্মা রাক্ষস আছে; এই শত যোজন বিস্তৃতা লঙ্কা চতুর্দ্দিকে অলঙ্ঘনীয় সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ইহা দেবতারও অগম্য; সীতে তুমি হীনবল পাদচারী রামকে আর পাইতে পারিবে না; তুমি এক্ষণে আমাকে ভজনা কর, আমার জীবন ও রাজ্য তোমারই অধীন, তুমি আমার পত্নী হইয়া অন্য সকলের প্রধানা হও, তুমি আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার অনুরূপ স্বামী। তুমি রামের বাসনা ছাড়। তাহা হইলে আমি তোমার দাস হইব। বরারোহে! তোমার পদ্মের ন্যায় নির্ম্মল সুচারু নয়ন, চারুদর্শণ বদন, শোকে

মলিন হইয়া শোভা পাইতেছে না, তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর, আমি মস্তক সকল দ্বারা তোমার সুন্দর চরণদ্বয় পীড়িত করিতেছি।

সীতে! তুমি ধর্ম্মনাশের ভয় করিও না, যাহাতে ঋষিদিগের তোমার ও আমার প্রণয়ানুবন্ধ হইবে সেই বিবাহ ঋষিদিগের সম্মত। রাবণ কোন স্ত্রীকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করে না, কিন্তু নিতান্ত কামার্ত্ত হইয়া অদ্য এই সকল কথা বলিতেছি, যাহাতে বৃথা না হয় তাহাই কর।"

শোককৃশা সীতা, রাবণের সেই সকল কথা শুনিয়া উভয়ের মধ্যে তৃণাচ্ছাদন দিয়া নির্ভয়ে উত্তর দিলেন "রাজা দশরথ ধর্ম্মের পর্ব্বত তুল্য সেতুস্বরূপ ছিলেন, যিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তোর প্রাণ সংহার করিবেন, "সত্য প্রতিজ্ঞ সত্যবাদী" বলিয়া ভুবন বিখ্যাত, ধর্ম্মাত্মা, দীর্ঘবাহু, সিংহস্কন্ধ, বিশালচক্ষু, রঘুনন্দন সেই রাম তাঁহার তনয়। ইক্ষ্বাকু কুলসম্ভূত রাম আমার পতি ও দেবতা। যদি তুই আমাকে তাঁহার সম্মুখে বলপূর্ব্বক ধর্ষণা করিতে যাইতিস্, তবে যেমন জনস্থানবাসী খর নিহত হইয়াছে, তদ্রূপ তুইও নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতিস্। তুই যে মহাবল রাক্ষসদিগকে নির্দ্দেশ করিলি, গরুড়ের নিকট যেমন সর্পেরা হীনপ্রভ হয়, তদ্রূপ তাহারা সকলে রঘুনন্দন রামের নিকট হীন হইবে। গঙ্গার তরঙ্গ যেরূপ কূল ভেদ করে, তদ্রূপ তাঁহার ধনুগু'ণ নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ ভূষিত শর সকল তো'দিগের দেহ ভেদ করিবে। ওরে রাবণ! যদিও তুই দেবতা ও দানবগণের অবধ্য হইয়াছিস্,

তথাচ তাঁহার সহিত মহৎ শত্রুতা করিয়া প্রাণ থাকিতে পরিত্রাণ পাইবি না। সেই মহাবলবান্ রঘুনন্দন রাম তোর প্রাণ সংহার করিবেন। অতএব যূপবদ্ধ পশুর ন্যায় তোর জীবন দুর্ল্ভ হইয়াছে, রাক্ষস তিনি যদি ক্রোধদীপ্ত চক্ষুতে তো'কে দেখেন, তবে যেমন মহাদেবের ক্রোধদীপ্ত নয়নে কামদেব দগ্ধ হইয়াছে, তেমনি তুইও দগ্ধ হইবি। চন্দ্রকে যিনি আকাশ হইতে পাতিত ও নিহত এবং সমুদ্র শোষিত করিতে পারেন, তিনি আমাকেও এস্থান হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। তুই দুর্ব্বল, শ্রীভ্রষ্ট ও অবসন্নেন্দ্রিয় হইয়াছিস্, তোর অপরাধেই লঙ্কাপুরী বিধবা হইবে। তুই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে, বলপূর্ব্বক আমাকে আমার স্বামীর নিকট হইতে আনিয়াছিস্, তোর এই ভয়ঙ্কর পাপ কার্য্য ভবিষ্যতে সুখপ্রদ হইবে না। আমার স্বামী মহাদ্যুতি রাম, ভ্রাতার সহিত বীর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক, নির্ভয়ে বিজন দণ্ডক কাননে বাস করিতেন, তিনি বাণ নিক্ষেপ দ্বারা তোর দেহ হইতে বল, বীর্য্য, দর্প, ঔদ্ধত্য ও প্রাণ অপনীত করিবেন। তোর কার্য্যে দেখা যাইতেছে যখন প্রাণীগণের মৃত্যুকাল সমাগত হয়, তখন তাহারা কালের বশীভূত হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা শূন্য হইয়া থাকে। সুতরাং রাক্ষসাধম, তুই যখন আমাকে ধর্ষণা করিয়াছিস্, তখন তোর নিজের, রাক্ষসদিগের এবং অন্তঃপুরের বিনাশ কাল আসিয়াছে। পাপাচার, নীচ, রাক্ষস! যেরূপ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেদমন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত স্রুক্, প্রভৃতি ভাণ্ড সমূহে বিভূষিতা যজ্ঞ বেদি চণ্ডালের স্পৃশ্য নহে, সেইরূপ আমিও তোর

স্পর্শ যোগ্যা নহি; কারণ আমি নিয়ত ধর্ম্ম নিরত রামের ধর্ম্ম-পত্নী এবং আমার সঙ্কল্পও দৃঢ়। যে হংসী নিয়ত রাজহংসের সহিত পদ্ম সমূহের উপরিভাগে ক্রীড়া করে, সে কিরূপে তৃণ মধ্যবর্ত্তী মদ্‌গু পক্ষীকে দর্শন করিবে? রে রাক্ষস! আমার এই চেতনাবিহীন দেহ রক্ষণীয় নহে, আমি জীবন ত্যাগে প্রস্তুত আছি। তুই ইহাকে বন্ধন কর্‌, বা বধ কর্‌, আমি পৃথিবী মধ্যে স্বীয় কলঙ্ক বিস্তার ও অধর্ম্মাশ্রয় করিতে পারিব না।' বিদেহ রাজনন্দিনী সীতা ক্রোধবশতঃ রাবণকে উক্তরূপ পরুষ বাক্য বলিয়া নীরব হইলেন। অনন্তর রাবণ ভয় দেখাইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন সীতে!' চারুহাসিনি! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর, ভামিনি, তুমি যদি সংবৎসরের মধ্যে আমার অনুগত না হও, তবে পাচকেরা আমার প্রাতঃ ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।" এই কথা বলিয়া রাবণ, চেড়িদিগকে বলিল 'তোরা সকলে বন্য হস্তিনীর ন্যায় এই সীতাকে এই অশোক কানন মধ্যে ইহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া গুপ্তভাবে রক্ষা করত সান্ত্বনা পূর্ব্বক ও ঈষৎ ভর্ৎসনা বাক্যে আমার বশীভূত করিয়া দে।" এইরূপ বলিয়া রাবণ চলিয়া আসিলে সীতা রাক্ষসীদিগের বশীভূতা হইয়া ব্যাঘ্রীদিগের বশীভূতা হরিণীর ন্যায় সুখলাভ করিতেন না। তিনি বিরূপ নয়না রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া প্রিয়পতি ও দেবরকে স্মরণ করত শোকে ও ভয়ে সন্তাপিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে রাম মৃগরূপে বিচরণকারী কামরূপী মারীচকে নিধন

করিয়া ভাবিতে ভাবিতে দ্রুতগতিতে নানাবিধ অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া লক্ষ্মণকে দেখিয়া আরও ভীত হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার প্রতি সীতার কটূক্তি এবং মারীচের আর্ত্তনাদ ইত্যাদি বিষয় বলিয়া উভয়ে মহা উৎকণ্ঠিত চিত্তে আসিয়া কুটীর শূন্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, তদনন্তর রাম 'হা হতোস্মি' করিয়া বার বার মূর্চ্ছা ও চেতনা লাভ করিয়া বহুবিধ আক্ষেপ করিতে করিতে শেষে ভগ্ন রথাদির চিহ্ন ও জটায়ুকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তখন জটায়ু রাবণের সীতাহরণ ও তৎসহ যুদ্ধ ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তৎপর জটায়ুর সৎকার করিয়া কবন্ধ দৈত্যের উপদেশে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়া বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলেন এবং তাঁহারা সীতার নিক্ষিপ্ত উত্তরীয় এবং বিবিধ অলঙ্কার দেখাইলে, রাম সেগুলির পরিচয় পাইয়া বহুতর রোদন করিলেন। তৎপর রাম সুগ্রীবের শত্রু কিষ্কিন্ধাপতি বানররাজ বালীকে নিধন করিয়া সুগ্রীবকে তাহার হৃতরাজ্য দান করিলে সুগ্রীবও সীতার অন্বেষণে পৃথিবীর চারিদিকে বানরসৈন্য প্রেরণ করিলেন। রাবণের বসতি দক্ষিণ দিকে বিধায় সেদিকে হনুমান প্রভৃতি প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে প্রেরণ কবিলেন।

মহাবীর হনুমান সাগর লঙ্ঘন করত লঙ্কায় যাইয়া রাবণের প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ অন্বেষণ করিয়াও সীতার ন্যায় শোকাতুরা কোন রমণীই দেখিতে পাইলেন না। পরে হনুমান

ইন্দ্রের নন্দন কাননের ন্যায় আনন্দবর্দ্ধন, কুবেরের আলয়ের ন্যায় সুচারু মনোহর উদ্যান দেখিতে পাইলেন। ঐ কানন মধ্যে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ পাণ্ডুর বর্ণ এক প্রাসাদ দেখিলেন, তাহার সোপান পংক্তি প্রবাল বিরচিত, বেদিকা সমূহ বিশুদ্ধ কাঞ্চনময়, সুবিমল তেজঃ প্রভাবে যেন চক্ষু ঝলসিয়া যায়। তিনি ঐ প্রাসাদ-নিম্নে এক প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইলেন, উপবাস-হেতু শুক্লপক্ষীয় প্রতিপৎ চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণা, পীতবর্ণ জীর্ণ একমাত্র বস্ত্র পরিধানা, অলঙ্কার শূন্যা, কমল বিরহিতা মলিনা কমলিনীর ন্যায় শ্রীহীনা, শোক এবং চিন্তা বশতঃ দুঃখভোগে কাতরা, ধূম্রজাল সমাচ্ছন্না অনল শিখার ন্যায় দুর্লক্ষ্য কান্তিবিশিষ্টা এক স্বর্গীয়া রমণী ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। এবং কুক্কুরদলে পরিবেষ্টিতা হরিণীর ন্যায় রাক্ষসীগণ বেষ্টিতা হইয়া ভীতা ও ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিতেছেন। হনুমান ইহাকে দেখিয়াই সীতা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন ইনি চিরকাল সুখ ভোগ করিয়াছেন, কখন বিপদের মুখ দেখেন নাই, সেই কারণেই এই বিশাল লোচনা অত্যন্ত দুঃখবশতঃ অতিশয় ক্ষীণা ও মলিনা হইয়াছেন। কামরূপী নিশাচর ইহাঁকে যখন হরণ করিয়া আনে, তখন ইহাঁর রূপ লাবণ্য যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এখনও তদ্রূপই দেখিতেছি, মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, নয়ন যুগল পদ্ম পলাসের ন্যায় বিশাল, দীর্ঘ ও হরিণ শিশুর নয়নের ন্যায় রমণীয়, ভ্রুদ্বয় সুদীর্ঘ ও তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পক্ষদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ ও বক্র, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, নীল

ভুজঙ্গীর ন্যায় বেণী জঘন তলে লম্বিত রহিয়াছে। কণ্ঠদেশ ইন্দ্র নীল মণিময় হার প্রভায় নীলবর্ণ, উহাঁর পয়োধর বর্ত্তুল, আয়ত, ঈষৎ উন্নত ও সুগঠিত; কটিদেশ ক্ষীণ ও মনোহর; সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সুন্দর ও সুচারুরূপে সংযোজিত, অধিক কি অঙ্গ মাত্রই সুদৃশ্য। যিনি পূর্ব্বে মন্মথের রতির ন্যায় স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা দিক্‌চক্র আলোকিত করিতেন, তিনি এক্ষণে ব্রত-চারিণী ও তপস্বিনীর ন্যায় ভূতলে বসিয়া ভুজগরাজ বধূর ন্যায় মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ধূম্রজাল সমাচ্ছন্না অগ্নি-শিখা, সন্দিগ্ধাবুদ্ধি, অন্যায়াপহৃতা সম্পত্তি, নাস্তিক্য বুদ্ধিদ্বারা অপহৃতা শ্রদ্ধা, বাঞ্ছিত বিষয়ের অপ্রাপ্তিজনিত প্রতিহতা আশা, বিঘ্নরাশিপূর্ণ সিদ্ধি, কলুষীকৃতা বুদ্ধি ও মিথ্যাপবাদে নিপতিতা কীর্ত্তি যেমন প্রভাহীন হয় ইনিও সেইরূপ দুঃসহ শোকজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রতিভা শূন্যা হইয়াছেন। ভূষণ পরিধানে উপ-যুক্ত ইহাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভূষণে বঞ্চিত এবং শোকে মলিন হওয়ায়, কৃষ্ণবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্র এবং চর্চ্চা অভাবে প্রতিভাহীনা বিদ্যার ন্যায় ইনি নিষ্প্রভ হইয়াছেন। হনূমানের বিদায় সময়ে রাম সীতার অঙ্গের যে সকল ভূষণের নাম ও লক্ষণ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন তিনি বৈদেহীর অঙ্গে তাহাই দেখিতে পাইয়া আরও নিশ্চিত হইলেন; তিনি দেখিলেন সীতার কর্ণমূলে সুনির্ম্মিত কুণ্ডল যুগল, সুগঠিত ত্রিকর্ণক নামক কর্ণাভরণ ও হস্তে প্রবাল খচিত মণিময় আভরণ চিরকাল যথা স্থানে সংলগ্ন থাকিয়া মলিন হই-য়াছে। তখন তিনি মনে মনে বলিলেন পতিব্রতা রামমহিষী

যদিচ রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া অন্তরালে আছেন, তথাপি রাম তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতে পারেন নাই, দয়ালু রাম যাহার জন্য করুণা, শোক, নৃশংস ব্যবহার ও মদন তাপে যুগপৎ পীড়িত হইয়া সর্ব্বদা অনুতাপ ভোগ করিতেছেন ইনিই সেই পতিব্রতা সীতা ; ইহার জন্য যদি রামকে সমুদ্র পর্য্যন্ত মেদিনী ও বিশ্বসংসার অন্বেষণ করিতে হয়, তাহাও আমি উচিত বলিয়া মনে করি। হনুমান সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় কুসুমিত তরুরাজির আড়ালে প্রতীক্ষা করিতে করিতেই রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিলে, ষড়ঙ্গ বেদবিদ্ উৎকৃষ্ট যজ্ঞযাজী ব্রহ্মজ্ঞ রাক্ষস দিগের বেদধ্বনি শুনিলেন। তৎপর রাক্ষসরাজ রাবণকে সীতার অভিমুখে যাইতে দেখিলেন, সীতা রাবণকে দেখিয়াই বাতাহতা কদলীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে উরুদ্বয় দ্বারা উদর এবং করকমলদ্বয় দ্বারা স্তনযুগল আচ্ছাদন করত বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রাবণ ইঙ্গিত দ্বারা রাক্ষসীগণকে সরাইয়া সীতাকে মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন "সীতে, তুমি যখন আমায় দেখিয়াই স্তনমণ্ডল ও উরু আচ্ছাদিত করিলে, তখন বোধ হয় ভয়বশত দৃষ্টি পথের অন্তরালে যাইবার ইচ্ছা করিতেছ ? বিশাল লোচনে ! তুমি ভয় করিও না, কারণ আমি তোমারই কামনা করিতেছি ; সুতরাং প্রিয়ে আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও ; সর্ব্বগুণশালিনি ! সর্ব্বলোকমনোহারিণি ! সীতে ! আমি আসিয়াছি এখন অন্য পুরুষ আসিবে বলিয়া যদি তোমার ভয় থাকে, তবে তাহা দূর কর, এখন কোন মানুষ বা কামরূপী রাক্ষসেরও আসিবার শক্তি নাই।

ভীরু! বলপূর্ব্বক পরপত্নী হরণ বা পরস্ত্রী গমন ইহা রাক্ষসের সনাতন ধর্ম্ম; মৈথিলি! যদিও কন্দর্প আমার শরীরে যথেচ্ছাচারে বিচরণ করিতেছে, রাক্ষসগণের ঐরূপ নিয়মও আছে, তথাপি যখন আমার প্রতি তোমার ইচ্ছা হয় নাই, তখন আমি কদাচ তোমাকে স্পর্শ করিব না। দেবি! ভয় নাই, আমাকে প্রিয়জন বলিয়া বিশ্বাস ও সম্যক্‌রূপে সম্মান কর। পরতন্ত্রা হইও না; মলিন বসন পরিধান, এক বেণী ধারণ, ভূতলে শয়ন, চিন্তা এবং অকারণ উপবাস, এ সকল তোমার উপযুক্ত নহে। সুতরাং উহাতে বিরত হওয়াই তোমার উচিত। সীতে! তুমি আমার বশবর্ত্তিনী হইয়া মাল্য, চন্দন, অগুরু, নানাবিধ বস্ত্র, আভরণ, মহার্হ যান, আসন, শয্যা, নৃত্য গীত ও বাদ্য প্রভৃতি অভিলষণীয় দ্রব্য সকল উপভোগ কর। সুন্দরি! তুমি স্ত্রীরত্ন, এ অবস্থায় থাকা তোমার উচিত নহে, সুতরাং অলঙ্কার দ্বারা তোমার দেহ অলঙ্কৃত কর। সুশোভন যৌবন উদিত হইয়া অকারণ নষ্ট হইতেছে, যাহা যাইতেছে তাহা নদী স্রোতের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে, আর ফিরিয়া আসিবে না। বোধ হয় বিধাতা তোমার এই সুললিত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া রূপ নির্ম্মাণ কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন; কারণ তোমার মত রূপবতী ললনা আর কেহই বিদ্যমান নাই। তোমার যৌবন এবং রূপ মাধুরী দেখিয়া কোন্ পুরুষ না ক্ষুব্ধ হয়? অপরের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং ব্রহ্মাও তোমার যৌবন এবং শোভা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন।

ইন্দুনিভাননে! তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, আমার

চক্ষু সেই সেই স্থানে স্থির হইয়া আসিতেছে। মৈথিলি! আমার বশীভূত হইবে না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তোমার যে মোহ হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া আমার স্ত্রী হও। আমার সকল স্ত্রীগণের মধ্যে তুমিই প্রধানা হইবে। অদ্য তুমি আমাকে ভর্ত্তৃত্বে বরণ কর, তোমার মনোহর বেশভূষাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হউক। বরাননে! উজ্জ্বল ভূষণে সজ্জিত হইলে তোমার সৌন্দর্য্য আরও মনোহর হইবে। সুতরাং আমার প্রতি কৃপা করিয়া বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া সুসজ্জিতা হও। ভদ্রে! আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা কর। তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় তাহাই বল আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছি, যশস্বিনি! তুমি আমার বিক্রম, ধন, সম্পদ দেখ; চীরপরিধায়ী রামকে লইয়া তুমি কি করিবে। রাম আর তোমাকে দেখিতেও পাইবে না। চারুহাসিনি! সুপর্ণ যেরূপ নাগকুল হরণ করে, তদ্রূপ তুমিও আমার মন হরণ করিয়াছ। ললনে! তোমাকে আভরণ শূন্যা ক্ষীণাঙ্গী ও জীর্ণ বসন পরিধারিণী দেখিয়া, আমার ভার্য্যা মন্দোদরীতেও প্রীতিলাভ করিতে পারিতেছি না। জানকি! যাহাতে তোমার সুখ হয় আমার নিকট তুমি তাহাই প্রার্থনা কর এবং তোমার নিজের বান্ধব ও মনোমত জনে ধরা ও ধনরাজি দান কর। বিমলকনকহারভূষিতাঙ্গি! তুমি সমুদ্র তীরজাত বিস্তৃত কানন সমূহে আমার সহিত বিহার কর।"

তপস্বিনী পতিব্রতা সীতা রাবণের দুরাশা মনে করিয়া মনে মনে ঈষৎ হাস্য করত পতিকে স্মরণ করিয়া মধ্যে তৃণ ব্যবধান

(চিক) রাখিয়া ক্রমে ক্রমে বলিতে লাগিলেন। "রাবণ! তুমি আমা হইতে মনোবৃত্তি দমন করিয়া তোমার ভার্য্যার প্রতি সমর্পণ কর। কেননা পাপাচারী ব্যক্তি যেমন ব্রহ্মলোকে যাইতে পারে না, সেইরূপ তুমি আমায় লাভ করিতে পারিবে না। আমি মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পবিত্র সূর্য্যবংশের বধূ হইয়া এক পত্নী ব্রতে অবস্থিতা রহিয়াছি, সুতরাং সাধু বিগর্হিত তোমার সংস্পর্শ রূপ পাপ কার্য্য করা আমার উচিত নহে। রাক্ষস! আমি পতিব্রতা বিশেষতঃ পরের পত্নী, সুতরাং আমি তোমার উপ-ভোগের যোগ্যা নহি। ধর্ম্মকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া সাধুদিগের অনুষ্ঠিত সাধু ব্রতের অনুষ্ঠান কর। তোমার স্ত্রী মন্দোদরীকে যেমন তোমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ অপরের পত্নীকেও তোমার রক্ষা করা উচিত। আপনার স্ত্রী আপনাতে অনুরক্তা হইলে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ হয়, সুতরাং স্বীয় দৃষ্টান্ত অনুসারে নিজ স্ত্রীতে রত হও।

আর দেখ যে চপল স্বভাব চঞ্চলেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিজ ভার্য্যাতে সন্তুষ্ট না হয়, পরনারীগণ তাহার আয়ুঃক্ষয়রূপ পরাভব করেন। রাক্ষসপতে! এই লঙ্কা নগরীতে ইহকালের ও পরকালের হিত-বক্তা কি কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান নাই যে, তোমাকে সদুপদেশ দেয়, না কি তুমিই তাহাদের নিকট যাও না? অথবা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ হিতকার্য্য বলিয়া থাকিবেন তুমি রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্যই সেই সকল কথা মিথ্যা ভাবিয়া গ্রাহ্য কর নাই; তোমা দ্বারা এই লঙ্কা অচিরেই বিনষ্ট হইবে। রাক্ষস, তুমি ধন বা ঐশ্বর্য্য দ্বারা

আমাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না, কারণ সূর্য্যপ্রভা যেমন সূর্য্যকে ছাড়া থাকে না সেইরূপ আমিও রাঘব হইতে কখন বিভিন্না হইব না। সেই লোকনাথ প্রাণনাথের শোভনবাহু উপাধান করিয়া কি প্রকারে অন্য ব্যক্তির বাহু উপাধান করিব? আমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম বিদ্যার ন্যায়, সেই ব্রতস্নাত বিদিতাত্মতত্ত্ব নরপতিরই উপভোগ্যা ভার্য্যা। রাবণ! আমি নিতান্ত কাতরা হইয়াছি, আমাকে রামের সহিত মিলিত কর তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে, যদি তোমার লঙ্কা নগরী রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে এবং নিজের মৃত্যু ইচ্ছা না থাকে, তবে সেই পুরুষ প্রধান রামের সহিত তোমার মিত্রতা করা কর্ত্তব্য, তিনি সকল ধর্ম্মের ধর্ম্মজ্ঞ এবং শরণাগত বৎসল বলিয়া প্রসিদ্ধ। তুমি যদি বাঁচিতে বাঞ্ছা কর তবে তাঁহার সহিত তোমার মিত্রতা করা উচিত। আমাকে সমর্পণ করিয়া রঘুবীরের প্রসন্নতা সম্পাদন করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। রাবণ! যদি তুমি ইহা না কর, তবে ঘোরতর আপদ প্রাপ্ত হইবে, কেননা উৎকৃষ্ট বজ্র তোমাকে ত্যাগ করিতে পারে, যমও উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু সেই লোকনাথ রাঘব ক্রুদ্ধ হইয়া কখন তোমার ন্যায় ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিবেন না। তুমি অবিলম্বেই ইন্দ্র বিসৃষ্ট বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় রামের চাপসম্ভূত সুমহৎ প্রতি শব্দ শুনিতে পাইবে, পরন্তু রাম এবং লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত শোভন পর্ব্ব সমন্বিত শর সমূহ জ্বলিতাস্য সর্পের ন্যায় লঙ্কা নগরীতে শীঘ্রই নিপতিত হইবে এবং নগরীকে রাক্ষসহীনা করিবে। গরুড় যেমন মহাবেগে সর্পদিগকে উদ্ধৃত করে তদ্রূপ

রামরূপ গরুড় রাক্ষসরূপ সর্পদিগকে বধ করিবেন। বিষ্ণু যেমন ত্রিবিক্রম দ্বারা অসুরদিগের নিকট হইতে শ্রীকে পুনরায় আহরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই অরিন্দম আমার পতি রাম তোমার নিকট হইতে আমাকে অচিরেই লইয়া যাইবেন। রে রক্ষ! কুক্কুর যেমন ব্যাঘ্রের ঘ্রাণ পাইয়া সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না, সেইরূপ তুমিও রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহাদের সম্মুখে থাকিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি নিশ্চয় নির্জ্জিত হইবে। আমার প্রাণনাথ রাম, লক্ষ্মণকে সহায় করিয়া সূর্য্য যেমন অল্পমাত্র বারি শোষণ করেন, সেইরূপ শরজাল দ্বারা অচিরেই তোমার জীবন হরণ করিবেন। তুমি কুবেরালয় কৈলাস পর্ব্বতে অথবা বরুণ রাজের সভাতে যাইলেও কালাহত মহান্ বৃক্ষ যেমন বজ্রপাত হইতে রক্ষা পায় না, তদ্রূপ তুমিও দাশরথির আক্রমণ হইতে কোনক্রমেই রক্ষা পাইবে না।"

সীতার বাক্যাবসানে রাবণ কহিলেন "উত্তম সারথি যেমন বিপথ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থিত অশ্বকে সংযত করিয়া রাখে তদনুসারে তোমার প্রতি আমার যে কামনা হইয়াছে, সেই অভিলাষই আমার ক্রোধ বেগ সংবরণ করিতেছে। মনুষ্যদিগের ক্রূর প্রকৃতি বাসনা যাহার প্রতি নিবদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হইলেও তাহার দয়া ও স্নেহ জন্মিয়া থাকে। বরাননে! তুমি বধ ও অপমানের উপযুক্ত হইলেও এই কারণেই আমি তোমাকে বধ করিলাম না, মৈথিলি! তুমি নিষ্প্রয়োজনে ভোগ সুখে বিরতা হইয়া আমাকে যে সকল পরুষ বাক্য বলিয়াছ,

তাহার প্রতি কথাই তোমার নিদারুণ বধের হেতু হওয়া উচিত। বরবর্ণিনি আমি তোমার সহিত যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার দশ মাস অতীত হইয়াছে, আর অবশিষ্ট দুই মাস প্রতি পালন করিব। তৎপর আমার শয্যার উপর তোমাকে আরোহণ করিতে হইবে নতুবা তোমার দেহ সূদগণ খণ্ড খণ্ড করিবে।” রাবণের সহচারিণী দেবকন্যা এবং গন্ধর্ব্ব কন্যাগণ রাবণ-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত জানকীকে দেখিয়া বিষাদিত হইতে লাগিলেন, এবং রাবণ-পীড়িতা সীতাকে কেহ কটাক্ষ দ্বারা কেহ বা ওষ্ঠ ও মুখভঙ্গি দ্বারা ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করিতে লাগিল। পরে সীতা স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইয়া রাবণকে পুনর্ব্বার বলিলেন “রে রাক্ষস! বোধ হয় তোমার অভ্যুদয় আকাঙ্ক্ষী কেহই এই লঙ্কা নগরে নাই, কেননা এই অহিত কার্য্য হইতে কেহ তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছে না; আমি ইন্দ্রের শচীর ন্যায় ধার্ম্মিক রামের পত্নী, সুতরাং কথায় বলা দূরে থাকুক তুমি ভিন্ন ভুবন মধ্যে কেহ মনেতে কামনা করে নাই। রে অধম যখন তুমি আমাকে পাপ কথা বলিয়াছ, তখন আর কোথায়ও যাইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। রে নীচ, বলদৃপ্ত হস্তী ও শশক উভয়ে দৈবক্রমে বনে যুদ্ধাভিলাষী হইলে তাহাদের যেরূপ বৈষম্য দেখা যায়, তদ্রূপ তুমি রামের সহিত যুদ্ধার্থী হইলে রাম হস্তী তুল্য এবং তুমি শশক সদৃশ লক্ষিত হইবে। রে অনার্য্য! তুমি যে ক্রূর দৃষ্টি পিঙ্গলবর্ণ বিকৃত নয়নদ্বারা আমাকে দেখিতেছ, সুতরাং তোমার সে নয়নযুগল কেন ভূতলে পতিত হইতেছে না?

আমি ধর্ম্মাত্মা রামের পত্নী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ, তথাপি তুমি আমাকে এরূপ কটূক্তি করিতেছ, কিজন্য তোমার জিহ্বা পতিত হইতেছে না? আমি আমার দহনক্ষম সতীত্বতেজ দ্বারা তোমাকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতাম, কিন্তু রামের আদেশ না থাকায় এবং তপস্যার হানি হইবে মনে করিয়া, তোমাকে ভস্মসাৎ করিলাম না। আমি সেই ধীমান্ রামের পত্নী সুতরাং কিছুতেই আমাকে হরণ করিতে পারিতে না, কেবল বিধাতাই তোমার সংহারের জন্য এই বিধান স্থির করিয়া থাকিবেন। তুমি শূর কুবেরের ভ্রাতা ও বলবান্ হইয়া রামকে কৌশলক্রমে আশ্রম হইতে স্থানান্তর করত কেন তাঁহার ভার্য্যা হরণ করিলে?" সীতার বাক্য শ্রবণে রাবণ সক্রোধে বলিলেন "রামাভিলাষিণি! তুমি যখন রাজনীতি বিগর্হিত নিষ্প্রয়োজন মতাবলম্বী রামকেই কামনা করিতেছ, তখন সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন তাহার তেজদ্বারা প্রভাতকালীন অন্ধকার নষ্ট করেন, তদ্রূপ অদ্যই তোমাকে বধ করিব।" রাবণ এই কথা বলিয়া রাক্ষসীগণকে সীতাকে প্রবোধ দিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং ক্রোধে সীতাকে ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন, তখন ধান্যমালিনী রাক্ষসী সত্বর গমনে তাঁহার নিকটে যাইয়া রাজাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করত বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ রাক্ষসপতে! আপনি আমার সহিত ক্রীড়া করুন্, সীতা মানুষী, দুর্ব্বলা, ক্ষীণা, বিবর্ণা অথচ দীনা সুতরাং ইহাকে লইয়া আপনার কি হইবে? বোধ হয় ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনার ভুজবলে উপার্জ্জিত দিব্য উপভোগ সকল ইহার জন্য বিধান করেন নাই; যে

ব্যক্তি অকামাকে ভজনা করে তাহার শরীর সন্তাপিত হয়, আর যে সকামাকে ইচ্ছা করে তাহার সুশোভনা প্রীতি লাভ হইয়া থাকে।" ইহা বলিয়াই রাবণকে সে দূরে অপসারিত করিল। পরে রাবণ মৈথিলিকে ভৎ'সনা করিয়া নিজ ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর রাক্ষসীগণ রাবণের ইঙ্গিতে সীতাকে রাবণকে পতিত্বে বরণ করিতে অনেক কথা কহিলেও সীতা অধোমুখে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া নীরব রহিলেন। পরে বিনতা, বিকটা, চণ্ডোদরী ও অজামুখী প্রভৃতি বহু রাক্ষসীই "রাবণকে ভজনা কর নতুবা সীতে তোমাকে ভক্ষণ করিব" ইত্যাদি প্রকারে ভয় প্রদর্শন ও শাসন করিলে সীতাদেবী বলিলেন তোমরা যে লোক নিন্দিত মহাপাপকর পরপুরুষ সহবাসের উপদেশ দিতেছ, তাহা কখনই আমার মনোমধ্যে স্থান পাইবে না। সুবর্চ্চলা সূর্য্যের, শচী ইন্দ্রের, রোহিনী চন্দ্রের, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের, লোপা মুদ্রা অগস্তের, কেশিনী সগরের, সুকন্যা চ্যবনের, সাবিত্রী সত্যবানের দময়ন্তী নৈষধের যেমন, সহচারিণী ছিলেন তদ্রূপ আমি রামের চির অনুগামিনী থাকিব। "মানুষী কখনও রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না, সুতরাং যদি তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর তাহাও ভাল, তথাপি আমি তোমাদের কথা প্রতিপালন করিতে পারিব না।" তিনি "হা রাম, হা লক্ষ্মণ! হা শ্বশ্রূ কৌশল্যে! হা শ্বশ্রূ সুমিত্রে! তোমরা কোথায়। স্ত্রী বা পুরুষের অকাল মৃত্যু অতি দুর্লভ পণ্ডিতগণের অনুমোদিত এই লোক প্রবাদ যথার্থ; কেননা এই ক্রূরমতি রাক্ষসীগণ সর্ব্বদা আমাকে যন্ত্রণা

দিতেছে এবং দুঃখের একশেষ হইয়াছে, আমি রামবিরহে মুহূর্ত্ত-কালও বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না, তথাপি আমার মৃত্যু হইতেছে না। আমার অবস্থা অতি মন্দ এবং পুণ্যও অল্প, পরিপূর্ণা নৌকা যেমন বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত হয়, তদ্রূপ আমিও অনাথার ন্যায় নিহত হইব, একেত আমি রাক্ষসীগণের বশীভূতা হইয়াছি, বিশেষতঃ সেই ভর্ত্তাকেও দেখিতে পাইতেছি না, অতএব তরঙ্গাহত নদীকূলের ন্যায় অতিশয় কাতর হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, পদ্মপলাশনয়ন, প্রিয়ম্বদ, সিংহের ন্যায় গতি ও বিক্রম সম্পন্ন, আমার প্রাণপতি রামকে যাহারা দেখিতেছে তাহারাই ধন্য। কোন ব্যক্তি তীব্র গরল পান করিলে তাহার জীবন যেরূপ ক্ষণস্থায়ী হয়, রাম-বিরহরূপ গরল সংযোগে আমার জীবনও ক্ষণস্থায়ী হইবে। না জানি পূর্ব্বজন্মে কিরূপ পাপ করিয়াছি, যাহার ফলে এই নিদারুণ ঘোরতর ভয়ঙ্কর দুঃখ পাইলাম; রাক্ষসীগণ আমাকে রক্ষা করিতেছে; সুতরাং আমি আর রামের সহিত মিলিত হইব এরূপ প্রত্যাশা নাই; আমি এই গুরুতর শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু মানুষ ভাব এবং পরাধীনতা এমনি কষ্টকর যে, আপনার ইচ্ছানুসারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পারা যায় না। সুতরাং পরাধীনতায় ধিক্ এবং মানুষভাবকেও ধিক্।” সীতা এইরূপ বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া চেতনাপ্রাপ্তে পুনর্ব্বার রোদন করিতে করিতে প্রমত্তা ও ভ্রান্ত চিত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, “রঘুনন্দন রাম সমধিক গুণবান্, দয়ালু, বিদ্বান্ ও কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার ভাগ্য

বিপর্য্যয় ক্রমে তিনিও নির্দ্দয় মূর্খ, কৃতঘ্ন ও গুণহীন হইয়া থাকিলেন, যিনি জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে একাকীই নিধন করিয়াছেন, তিনি কি আমায় পুনরায় লাভ করিতে পারিবেন না? হীনবীর্য্য রাবণ আমাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু আমার পতি রাম রাবণকে অনায়াসে নিধন করিতে পারিবেন। যদিও এই লঙ্কা নগরী সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত বলিয়া অন্য কাহারও আক্রমণ করিবার সাধ্য নাই সত্য, কিন্তু রামের আক্রমণ হইতে ইহার রক্ষার সম্ভাবনা নাই : কিন্তু রামের বিপুল পরাক্রম থাকা সত্ত্বেও যে তিনি রাবণ-কর্ত্তৃক হৃতা দয়িতা-পত্নীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছেন না, তাহার কারণ কি? বোধ হয় আমি যে লঙ্কা নগরীতে অবরুদ্ধ আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই : নচেৎ সেই তেজস্বী রাম এই অবমাননা কখনই সহ্য করিতেন না। যিনি আমার হরণ বিবরণ অবগত হইয়া রামকে নিবেদন করিতেন, সেই বিহঙ্গবর জটায়ু রাবণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। যদি রঘুনন্দন রাম জানিতে পারেন আমি লঙ্কাতে রহিয়াছি, তবে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শরজালে অদ্যই ত্রিভুবন রাক্ষস শূন্য করিবেন, তিনি লঙ্কাকে দগ্ধ ও মহাসাগর শোষণ করিবেন। অধিক কি নীচাশয় রাবণের কীর্ত্তি ও নাম পর্য্যন্ত লোপ করিবেন, আমি যেমন নিয়ত রোদন করিয়া দিন যাপন করিতেছি, তদ্রূপ রাক্ষসগণ হত হইলে রাক্ষসীরাও রোদন করিবে সন্দেহ নাই।

রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কানগরী অনুসন্ধান করিয়া যখন আমার সংবাদ পাইবেন, তখন নিশ্চয়ই সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিবেন।

অধিক কি রিপুগণ তাঁহাদের সমক্ষে পড়িয়া মুহূর্ত্ত কালও প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না। লঙ্কা নগরী গৃধ্র সমূহে সমাকুলা ও চিতা-ধূমে আকীর্ণ হইবে। অল্পকাল মধ্যেই আমার কামনা পূর্ণ হইবে। বিশেষতঃ লঙ্কার যেরূপ অশুভ চিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে ইহাতে অচিরেই এই নগরী প্রভাহীনা হইবে।

পাপাচারী রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইয়া লঙ্কানগরী সত্বরেই পতিহীনা রমণীর ন্যায় শ্রীহীনা হইবে। রাক্ষস-বালাগণ অসহ্য দুঃখ বেগে সমাকুলা হইয়া প্রতি গৃহেই বিলাপ করিবে। যাঁহার নয়নপ্রান্ত প্রভৃতি অষ্ট স্থান রক্তবর্ণে রঞ্জিত সেই বীরশ্রেষ্ঠ রাম "আমি রাক্ষস গৃহে অবরুদ্ধা আছি" যদি ইহা জানিতে পারেন তবে লঙ্কানগরী দগ্ধ করিবেন। কিন্তু এখন আমার জীবন রক্ষার উপায় কি? নীচাশয় নৃশংস হৃদয় এই রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছে, সেই নির্ণীত সময় ত প্রায় উপস্থিত হইল, দুষ্টাশয় রাবণ এই সময়েই আমার মৃত্যু স্থির করিয়াছে, আর কোনরূপেই রক্ষার উপায় নাই; কারণ, এই পাপকর্ম্মে রত রাক্ষসগণ পাপ কাহাকে বলে জানে না, অতএব তাহারা পরস্ত্রী বলিয়া আমাকে রক্ষা করিবে কেন? পরন্তু সেই মাংসাসী রাক্ষসেরা ধর্ম্মতত্ত্ব জানে না, তাহারা পরস্ত্রীহত্যাজনিত যে শীঘ্র মহা উৎপাত হইবে গণনাই করে না। বরং রাবণ প্রাতঃকালীন ভোজন সামগ্রীর মধ্যে আমাকে গণনা করিবে সন্দেহ নাই। আমি তখন প্রিয়দর্শন রামের দর্শন না পাইয়া কি উপায় অবলম্বন করিব? যদি অদ্য আমাকে দয়া করিয়া কেহ বিষ প্রদান

করিত, তবে তাহা পান করিয়া পতির অদর্শনে সমন সদনে যাইতাম। আমি যে অসহ্য বিরহ যাতনা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছি, বোধ হয় রাম ও লক্ষ্মণ জানিতে পারেন নাই। আমি জীবিতা আছি ইহা জানিলে অবশ্যই আমাকে অন্বেষণ করিতেন। অথবা সেই প্রিয়তম রাম বিরহ-শোকে কাতর হইয়া, ভূতলে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে গিয়া থাকিবেন। অথবা রাম জীবমুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, পরম জ্ঞানী এবং নিবৃত্তি-ধর্ম্ম নিরত অতএব তাঁহার পত্নীতে প্রয়োজন নাই। যদি এরূপ হয় যে দৃষ্টির অন্তরাল হইলে সৌহার্দ্দ লোপ হয়, আর সম্মুখে থাকিলেই প্রীতি থাকে, তবে আমি এখন তাঁহার নয়ন পথের বহির্ভূতা হইয়াছি, অতএব তাঁহার আর সে ভাব নাই, ইহা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহারা কৃতঘ্ন তাহারাই পূর্ব্ব প্রণয় ভুলিয়া যায়, কিন্তু রাম ত কৃতঘ্ন নহেন, তিনি কখনও ভুলিবেন না। অথবা আমার পূর্ব্বজন্মকৃত কোনও গুরুতর পাপ থাকিবে, সেই জন্যই আমি এইরূপ রাম-বিরহিতা হইয়াছি। রামের বিরহে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণই আমার মঙ্গল। অথবা সেই নরবর ভ্রাতৃদ্বয় অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফলমূলভোজী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন; কিংবা রাক্ষসরাজ রাবণ ছলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিধন করিয়া থাকিবে। এই দুঃখের সময়ে সতত প্রাণত্যাগের সংকল্প করিতেছি কিন্তু এই অসহ্য সময়েও বিধাতা আমার মৃত্যু বিধান করিতেছেন না। যাঁহারা ব্রহ্ম ও আত্মার সাধন সমান জ্ঞান করিয়াছেন, ও যাঁহারা ইন্দ্রিয় সকল জয়

করিয়াছেন, সেই মহাভাগ মহাত্মা মুনিগণই ধন্য। কারণ তাঁহাদের প্রিয় এবং অপ্রিয়, সুখ বা দুঃখ, মিলন বা অমিলন-জনিত কষ্ট-সুখ কিছুই নাই; প্রিয় বস্তুর বিয়োগেও যাঁহাদের দুঃখ হয় না এবং অপ্রিয় ঘটনা ঘটিলেও যাঁহাদের দুঃখ হয় না এবং যাঁহারা প্রিয়-বিয়োগজ দুঃখ ও অপ্রিয় সংযোগজ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন আমি সেই মহাত্মাদিগকে বার বার প্রণাম করি; আমি পাপাত্মা রাবণের গৃহে রহিয়াছি, আত্মজ্ঞ রাম যদি আমাকে উদ্ধার না করেন, তবে আমি আনন্দের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। হায়! সাধুগণ বলিয়া থাকেন, অকালে মৃত্যু হয় না, একথা সত্য, কেননা আমি এমনি পাপিনী যে, এত কষ্ট ও তিরস্কারেও বাঁচিয়া আছি. আমার হৃদয় সুখহীন এবং বিষম শোকে আকুল হইয়াও বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন বোধ হয় ইহা নিতান্ত কঠিন। অপিচ আমার প্রাণ ত্যাগের চেষ্টা করাও অনুচিত; কেননা, রাবণই আমাকে বধ করিবে, নিজে আর আত্মহত্যা-জনিত দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না। হা রাম, হা লক্ষ্মণ! হা জননীগণ, আমার এরূপ দুর্ভাগ্য যে. এ দুরবস্থা সময়ে আপনাদিগকে দর্শন করিতে পারিলাম না। একেত আমি অসহ্য বিরহবেদনা সহ্য করিতেছি,আমার দুঃখ যে মৃত্যুর দুই মাস শীঘ্রই অতীত হইবে, তখন রাক্ষসীরা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা চিকিৎসক যেমন গর্ভস্থ ভ্রূণের অস্থি সকল অস্ত্র দ্বারা ছেদন করে তদ্রূপ ছেদন করিবে। হা সত্যব্রত রাম, তুমি জীবলোকের হিত ও প্রিয় কার্য্যে

রত, কিন্তু আমি রাক্ষসগণের বধ্য হইয়াছি, তুমি ইহা জানিতে পারিলে না।

কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগের উপকার করিলে উপকারী ব্যক্তিদিগের তাহা যেমন বিফল হয়, সেইরূপ পতিদেবতাত্ব, ধরাশয়ন, ধর্ম্মানুরাগ, পাতিব্রত্য এবং ক্ষমা এ সমস্তই আমার বিফল হইল। আমি তোমার বিরহবশতঃ মিলনে হতাশ হইয়া, নিতান্ত ক্ষীণা এবং বিবর্ণা হইয়াছি, তথাপি যখন তোমার দর্শন পাইলাম না, তখন আমার এই সকল ধর্ম্মাচার ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নিরর্থক। রাম তুমি নিতান্ত সচ্চরিত্র সুতরাং আমার বোধ হয় তুমি নিয়মানুসারে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করত বিশাল লোচনা স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়ায় রত হইবে। আমি নিয়ত তোমাতেই কামাভিলাষিণী, অতএব প্রাণনাশকর দুঃখ সহ্য করিব বলিয়াই, তোমাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলাম, এখন বিফল তপস্যা ও ব্রত করিয়া ভাগ্যহীন এই কদর্য্য প্রাণ ত্যাগ করিব। আমি বিষপানে বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব, কিন্তু এখন আমাকে কেহই বিষ বা অস্ত্র দিবে না" সীতাদেবী এইরূপে বহুতর বিলাপ করিতে করিতে শিংশপা বৃক্ষের নীচে উপবেশন করিলেন।

বীরবর হনূমান সীতার বিলাপাদি শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ? কি প্রকারে সীতার সহিত দেখা করি, কোন্ কথায় সীতার সহিত আলাপ করি ? বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা তিনি বুঝিবেন, কিন্তু তাহা হইলে ত আমাকে রাবণ বলিয়া অনুমান করিবেন। সীতা শোক-সন্তাপে অচেতন প্রায় হইয়াছেন

এখন যদি ইহাকে আশ্বস্ত না দিয়া যাই, তাহা হইলে আমার সকল চেষ্টা বিফল হইবে। সীতা যাহাতে আশ্বস্তা হন, আমার তাহাই করা কর্ত্তব্য। আমি গুপ্তচররূপে বিচরণ করিয়া রাবণের বলবীর্য্য প্রভাব সকলই অবগত হইয়াছি, রাক্ষসীদিগের সমক্ষে সীতার সহিত আলাপ করা উচিত নহে। এখন কি কৌশলেই বা কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি ত বিষম বিপদে পড়িলাম। যাহা হউক আমি যদি এই রাত্রি মধ্যে সীতাকে আশ্বস্ত না করি তবে সীতা নিশ্চয়ই রাত্রি শেষে প্রাণত্যাগ করিবেন। বিশেষতঃ রাম যখন জিজ্ঞাসা করিবেন "সীতা কি বলিলেন" তখন আমি কি বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিব? সুতরাং আমি রাক্ষসীদিগের অমনো-যোগের সময় এই তাপিতা সীতাকে ক্রমে ক্রমে আশ্বস্ত করিব, আমি ক্ষুদ্রকায় বানর হইয়া মানবদিগের ব্যবহৃত ব্যাকরণ দোষ বিহীন পরিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাতেই আলাপ করিব। কিন্তু আমাকে মানুষ ভাষাবিদ্ বানর দেখিয়া ভীতা হইবেন। সীতা ভয়ে চীৎকার করিলে রাক্ষসীগণ আসিয়া আমাকে জানিতে পারিলে রাবণকে জানাইবে, তখন তাহার সহিত যুদ্ধ হইলে আমি ধৃত ও অবরুদ্ধ হইতে পারি; তবে ত আর রামের কার্য্য সীতার উদ্ধার আর কিছুই হয় না, হায়, আমি কি করিব। সম্ভাষণাদি করিয়া সীতাকে প্রবোধ দিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য জানিয়া হনুমান বৃক্ষোপরি থাকিয়া রামানুরাগিনী সীতার কর্ণগোচরে ধীরে ধীরে রামের বংশ পরিচয়, গুণ, রামবনবাস, খরদূষণ নিধন, মায়ামৃগ বধ, সীতাহরণ, সুগ্রীব মিলন, সীতার অন্বেষণে লোক প্রেরণ এবং

রামের শোক ও সীতা প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; এবং ইহাও বলিলেন "আমি রামের দূত বানর হনুমান সীতার অন্বেষণে শত যোজন সমুদ্র পার হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমি রামের নিকট সীতার যেরূপরূপ বর্ণ ও লক্ষণ শুনিয়াছি ইহাকেও তদ্রূপ দেখিতেছি।" জানকী এই সব কথা শুনিয়া যারপর নাই বিস্মৃতা হইলেন, এবং সর্ব্বতোভাবে রামের ধ্যান করত নিরতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করত বৃক্ষোপরি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বানর মূর্ত্তি হনূমানকে দেখিতে পাইলেন। তথায় সীতাদেবী "এ অন্য আর কোন মায়া হইবে" এই ভাবিয়া নিতান্ত চঞ্চলা হইলেন; এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত ভয় বিহ্বলা হইয়া " হা রাম, হা লক্ষ্মণ তোমরা কোথায়" এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপর বানর হনূমানকে ক্রমে নিকটে আসিতে দেখিয়া "এ কি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর স্বপ্নই ভাবিয়া বলিলেন, "হায় স্বপ্নে বানর দেখাত অমঙ্গল কিন্তু আমার ত নিদ্রা হয় নাই, তবে কিরূপে স্বপ্ন হইবে, তবে এ দুরাত্মা রাবণ; এই ভাবিয়া আবার অচেতনা হইলেন। পুনঃ চেতনান্তে বানরকে দেখিয়া বলিলেন "এ ত স্বপ্নও নয়, এ ত প্রকাশ্য ভাবেই আমার সহিত কথা কহিতেছে, সুতরাং ইহা আমার রাম ধ্যানরূপ সঙ্কল্প ত নহে বাস্তবিক সত্য; আমি ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে প্রণাম করি, তাঁহাদের প্রসাদে এই বনবাসীর কথা যেন সত্য হয়।" তখন হনূমান আরও নিকটে আসিয়া বলিলেন

"দেবি, আপনি কে ? কিজন্যই বা অনিন্দ্য সুন্দরী হইয়া মলিন কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া বৃক্ষ শাখা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, সচ্ছিদ্র কলস হইতে যেরূপ অনবরত "জল ক্ষরণ হয়, তোমার নেত্রদ্বয় হইতে তদ্রূপ অবিরল অশ্রু নির্গত হইতেছে কেন ? বরাননে, তোমার শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি নিশ্চয়ই কোনও দেবতা হইবে। কিন্তু ভূমি স্পর্শ এবং নেত্র স্পন্দন না হওয়া প্রভৃতি দেবতাদের অলৌকিক ক্রিয়া সকল তোমাতে দৃষ্ট হইতেছে না। তুমি রাম নাম উচ্চারণ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ ! তুমি কি রামের পত্নী সীতা ? রাবণ যাহাকে জন স্থান হইতে ক্লেশ দিয়া আনিয়াছে। তুমি যদি সেই সীতা হও, তবে তোমার কল্যাণ হউক, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, স্পষ্ট করিয়া বল ; তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপ ও দৈন্যাবস্থা ও তাপসোচিত বেশ দেখিতেছি, তাহাতে তুমি অবশ্যই রাম-মহিষী হইবে তাহার সন্দেহ নাই।" সীতা হনূমানের মুখে রাম নাম শুনিয়া আহ্লাদ সহকারে বলিলেন ' আমি রাজচক্রবর্ত্তী দশরথের পুত্রবধূ, প্রজ্ঞাশালী রামের ভার্য্যা, আমার নাম সীতা, সত্যবাদী রাম পিতৃ-আজ্ঞায় বনবাসী হইলে আমি ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমরা তাঁহার সঙ্গে বন গমন করিলাম, রাম যখন দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে ছিলেন, তখন এই পাপাত্মা রাবণ আমাকে হরণ করিয়া আনিয়া আমার জীবন ধারণ করিবার জন্য দুই মাস সময় দিয়াছে, এই মাসদ্বয় অতীত হইলেই আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

হনূমান কাতরা সীতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক

বলিলেন "দেবি, আমি রামের দূত, তাঁহার আদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি। বৈদেহি-রাম কুশলে আছেন; তিনি আপনার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যিনি বেদ সকল ও ব্রহ্মাস্ত্র অবগত আছেন, সেই দশরথতনয় রাম আপনার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন. অপিচ আপনার পতির প্রিয় অনুচর মহাতেজা লক্ষ্মণ শোকাকুল হইয়া মস্তক অবনত করিয়া আপনাকে অভিবাদন করিয়াছেন।"

রাম লক্ষ্মণের কুশল সমাচার শুনিয়া সীতাদেবীর অঙ্গ আহ্লাদে রোমাঞ্চিত হইল, তিনি হনূমানকে বলিলেন "মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে শত বৎসর পরেও আনন্দানুভব করে, এই যে জনপ্রবাদ আছে, আজ আমি তাহা সত্য বলিয়া বোধ করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা পরস্পর বিশ্বস্তভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সেই সম্মিলনকালে অদ্ভুত প্রীতির উদয় হইল। কারণ সীতা রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ পাইয়া আনন্দিতা হইলেন, হনূমান ও সীতাকে দেখিয়া নিরতিশয় সুখী হইলেন। ক্রমে হনূমান সীতার আরও নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। তখন সীতা তাঁহাকে রাবণবোধে সন্দেহপূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন "হায় আমি কি কুকর্ম্মই করিলাম এই বানরের সহিত কথা কহিলাম, সেই রাবণই এই বানররূপ ধারণ করিয়াছে।" সীতা তখন কিছু সরিয়া উপবেশন করিলেন। হনূমান্ অভিবাদন করিলেন, সীতা ভয় ব্যাকুলা হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। সীতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "কামরূপী

রাক্ষস রাবণ, আমি অনাহারে দিন দিন ক্ষীণা হইতেছি, তথাপি তুমি তাহার উপর পুনরায় ক্লেশ দিতেছ, ইহা সঙ্গত হইতেছে না. অথবা আমি যে তোমাকে রাবণ বলিয়া ভয় করিতেছি, তাহাও উচিত নহে, কেননা—তোমাকে দেখিয়া আমার প্রীতির সঞ্চার হইতেছে, জ্যোতিষ মতে যাহাকে যে দেখিয়া প্রীতিলাভ হয়, তাহা দ্বারা শুভ ফল হইয়া থাকে, সুতরাং কপিবর তুমি যদি রামের দূত হইয়া আসিয়া থাক, তবে তোমার মঙ্গল হইবে। রামের কথাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়; রামই আমার জীবন, সাধো, প্রবল নদী-স্রোত যেমন নদীর তীরকে হরণ করে, তদ্রূপ তুমি রামের কথায় আমার মন হরণ করিতেছ, তুমি অতি মহোপকারী সুহৃদ্ হইবে, নতুবা প্রিয়দর্শন হইতে না, যাহাকে দেখিলে মনে আনন্দ জন্মে তাহা দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে না। আমি অনেক শুভ লক্ষণ পাইয়াছি, বানর, তুমি রাম-কথা কীর্ত্তন কর; অহো, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, নতুবা এ দুর্গম স্থানে রামদূতের সঙ্গে, আমি কথা কহিতেছি ইহা কি সত্য হইতে পারে? বোধ হয় এটি আমার ভ্রম; কিন্তু তুমি যখন সজীব দৃষ্টিপথে থাকিয়া আমার সহিত কথা কহিতেছ; ইহা ভ্রমও হইতে পারে না। বানর! রামের সহিত কোথায় তোমার দেখা হইয়াছিল, এবং লক্ষ্মণকেই বা কেমন করিয়া জানিলে? রাম ও লক্ষ্মণের যে সকল চিহ্ন আছে তাহা যদি তুমি সবিস্তারে বল, তাহা হইলে আর আমার সন্দেহ থাকিবে না। অপিচ রাম ও লক্ষ্মণের গুণ, শরীর গঠন, বাহু যুগল, উরুদ্বয় ও বর্ণ কিরূপ

তাহা আমার নিকট সঠিক বল।” হনূমান সীতার কথা শুনিয়া রামের যথাযথ রূপ বর্ণন করিতে লাগিলেন। “কমল লোচনে! আপনি আমাকে রামের জানিয়া পতি ও লক্ষ্মণের অবয়বের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন্, “রাম দাক্ষিণ্যাদি গুণে বিভূষিত ও রূপবান্, তাঁহার বদন মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল, নয়ন পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল, তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, শত্রু দমনকারী, ধরার ন্যায় ক্ষমাশীল, রাম বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও ইন্দ্রের ন্যায় যশস্বী, তিনি নিজ চরিত্র, ধর্ম্ম, স্বজন ও প্রকৃতি-পুঞ্জের রক্ষা করিয়া থাকেন; ভামিনি! রাম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের রক্ষক. সকল লোকের মান দাতা, অতি তেজস্বী রামকে সকলেই পূজা করে; রাম গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্যব্রতী, রাম, সুশীল, সুবিনীত, জ্ঞানী, রাজনীতি বিশারদ, বেদ পারগ, শাস্ত্রজ্ঞ, ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের তুষ্টিবর্দ্ধক। রামের মুখ অতি মনোহর, গ্রীবা কম্বুসদৃশ, স্কন্ধ বিপুল, বাহুযুগল দীর্ঘ, স্কন্ধ-সন্ধি গুপ্তভাবে সংলগ্ন, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, বর্ণ শ্যাম অথচ সুন্দর, স্বর দুন্দুভীর ন্যায় গভীর, অস্থি সকল সুগঠিত, শরীর যেরূপ দীর্ঘ তদনুরূপ প্রশস্ত, উরু ও মুষ্টি কঠিন, ভ্রূ ও বাহু লম্বমান, কেশাগ্র ও জানু সমান, নাভির মধ্যভাগ কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত; নয়নের প্রান্তভাগ নখ, কর ও পদতল রক্তবর্ণ, পদরেখা ও কেশ স্নিগ্ধ, স্বর গতি ও নাভি অতি গভীর, কণ্ঠ ও উদর ত্রিবলীশোভিত, পদতলের মধ্যভাগ পদ রেখা ও কুচাগ্র সম-ভাগে অবনত; গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব, মস্তক তিনটি আবর্ত্তে

শোভিত; অঙ্গুলির মূলদেশে চতুর্ব্বেদে অভিজ্ঞতা সূচক চারিটি রেখা; ললাটদেশে চারিটি রেখা, দেহ চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, বাহু, জানু, উরু ও গণ্ডস্থল সুগোল; ভ্রূযুগল, নাসাপুট দ্বয়, নয়ন যুগল, কর্ণ যুগল, ওষ্ঠদ্বয়, চুচুকদ্বয়, কফোনিদ্বয়, মনিবন্ধদ্বয়, জানুদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও স্ফিক্ যুগল পরস্পর সমান; উভয় দন্তপংক্তির মধ্যস্থ দন্তপংক্তি যুগলের উভয় পার্শ্বে চারিটী দংষ্ট্রা, তাঁহার গতি সিংহ, বৃষ, ব্যাঘ্র ও হস্তীর তুল্য; ওষ্ঠ মাংসল, হনূ উন্নত, অথচ পরিপূর্ণ, নাসিকা দীর্ঘ; বাক্য, নখ, মুখ মণ্ডল, লোম ও চর্ম্ম মসৃণ, বাহুযুগল, কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়, জঙ্ঘা-দ্বয় ও উরুদ্বয় সুদীর্ঘ; মুখ, মুখমধ্য, নয়ন, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, স্তন, নখ, হস্ত ও পদ কমলসদৃশ; উরঃ, শিরঃ, ললাট, গ্রীবা, বাহু, অংশ, নাভি, পদ, পৃষ্ঠ ও কর্ণ বিশাল; কক্ষ, কুক্ষি. চক্ষু. নাসিকা, স্কন্ধ ও ললাট উন্নত; অঙ্গুলি পর্ব্ব, কেশরোম, নখ, ত্বক, শ্মশ্রু, বুদ্ধি ও দৃষ্টি অতিশয় সূক্ষ্ম; মাতৃকুল ও পিতৃকুল পবিত্র, তেজস্বী, যশস্বী ও শ্রীমান্ সেই রাঘব সর্ব্বদা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সেবায় রত, তিনি সত্যধর্ম্মে রত থাকিয়া ধন সঞ্চয় এবং সৈন্যদিগকে অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহাদিগের দ্বারা প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া যশ বিস্তার করিতে-ছেন; রাম সকলকেই প্রিয় সম্ভাষণ করেন, এবং যেখানে যে সময়ে যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া অনুবর্ত্তী হন, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহ, রূপ ও গুণে তাঁহার তুল্য। অতীব যশস্বী শ্যামকান্তি রাম,

কনক তুল্য গৌরকান্তি লক্ষ্মণ উভয়ে আপনাকে দেখিবার ইচ্ছায় সমস্ত ভূমণ্ডল বিচরণ পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। বানর রাজা সুগ্রীব, ভ্রাতা বালী-কর্ত্তৃক রাজ্য ও পত্নীহারা হন। উভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মিত্রতা করেন। রাম বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবের রাজ্য ও পত্নী দেন, সুগ্রীবও তেজস্বী বানরগণকে আপনার অন্বেষণে পৃথিবীর সকল স্থানেই প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমার সঙ্গীয় অঙ্গদ প্রভৃতি বহু বানরগণ সমুদ্রের উত্তরপারে রহিয়াছেন। আমি বানরশ্রেষ্ঠ কেশরীর ক্ষেত্রজ অঞ্জনার গর্ভজাত পবনের ঔরস সন্তান, আমিই সাগর লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হই-য়াছি। আমার পরাক্রমও বায়ুর ন্যায়। দেবি, কাকুস্থ রাম কুশলে আছেন, আমি রামেরই দূত আমার সহিত সম্ভাষণ করুন্। আমি সকল বিষয়ই বলিলাম। রঘুনন্দন রাম আপনাকে অচিরেই লইয়া যাইবেন, আমি যথার্থই রামের দূত” এই বলিয়া হনূমান সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য রাম-প্রদত্ত তাঁহার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দিয়া বলিলেন “দেখুন মহাত্মা রাম ইহা আমাকে দিয়াছেন, আমি আপনার বিশ্বাসের জন্য ইহা আনিয়াছি এইবার আপনার দুঃখের অবসান হইয়াছে, সুতরাং আপনি আশ্বস্তা হউন।”

সীতা এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বিশ্বস্তা হইয়া যথার্থ অভিজ্ঞান রাম নামাঙ্কিত অঙ্গুলিভূষণ অঙ্গুরীয়ক হস্তে লইয়া যেন ভর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার সেই আরক্ত-প্রান্ত-শুক্ল-বিশাল-সুচারু-

নয়ন-যুক্ত বদন-মণ্ডল, তখন রাহুবিমুক্তা চন্দ্রমার ন্যায় হর্ষে অতি-শয় প্রফুল্ল হইল।

তখন তিনি একটু লজ্জিতা হইলেও স্বামীর সংবাদ প্রাপ্তি বশতঃ প্রীতা ও আনন্দিতা হইয়া সাদরে কপিবর হনূমানকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, "বানর শ্রেষ্ঠ তুমি দেশ ও কালের বিভাগক্রমে কার্য্য করিতে পটু, সকল শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ এবং বীর; কারণ তুমি একাকী শত যোজন সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের অধিকৃত স্থান বিমর্দ্দন করিয়াছ; তোমার বিক্রম প্রশংসার যোগ্য; রাম যখন তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তখন তোমার সহিত আমার আলাপের বাধা নাই; বিশেষতঃ রাম পরাক্রম না জানিয়া অপরীক্ষিত লোককে আমার নিকট পাঠান নাই; আমার সৌভাগ্য বশতঃই কাকুস্থ রাম ও লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, কিন্তু যদি রাম কুশলেই আছেন, তবে কেন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয় কালীন অগ্নির ন্যায় ধরাকে দগ্ধ করিতেছেন না? বোধ করি আমার দুঃখের মূলীভূত পাপের এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, সেই জন্য মৌনভাবে রহিয়াছেন। পুরুষ সিংহ রাম সন্তপ্ত ও ব্যথিত না হইয়া আমার মুক্তির জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন ত? দুঃখিত হইয়া ভ্রান্ত ও মোহিত হন নাই ত? পুরুষকার সকল অবলম্বন করিয়াছেন ত? শত্রু-দমন রাম বিজিগীষু হইয়া মিত্রগণের প্রতি সাম ও দান এবং শত্রুদিগের প্রতি ভেদ ও দণ্ড বিধান করিতেছেন ত? তিনি যত্ন পূর্ব্বক মিত্র সংগ্রহ করিতেছেন ত? মিত্রগণ, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন ত?

তাঁহারা সম্মানিত করিতেছেন ত? রাম দেবতাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া দৈব ও পুরুষকার উভয়ই অবলম্বন করিতেছেন ত? আমি দূরদেশে বাস করিতেছি বলিয়া রঘুনন্দন রাম আমার প্রতি স্নেহহীন হন নাই ত? এই নিদারুণ বিপদ হইতে তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন ত? রাম সতত রাজসুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন, কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, সুতরাং এক্ষণে দুঃখ পরম্পরা ভোগ করিয়া বিষণ্ণ হন্ নাই ত? মাননীয় রঘু নন্দন আমার বিয়োগ-জনিত শোকে ক্লান্ত ও বিমনা হন নাই ত? ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত আমার উদ্ধারের জন্য সুরক্ষিতা অক্ষৌহিণী সেনা পাঠাইবেন ত? সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীব-সহায়ে লঙ্কায় আসিয়া শরানলে রাক্ষসদিগকে দগ্ধ করিবেন ত? রামের অমোঘ অস্ত্রের আঘাতে সত্বরে সবান্ধবে রাবণকে নিহত দেখিতে পাইব ত? জল ক্ষয় হইলে পদ্ম যেমন রবিতাপে শুষ্ক হয়, সেইরূপ তাঁহার কনক-তুল্য গৌরবর্ণ কমল গন্ধবৎ সৌরভযুক্ত মুখমণ্ডল আমার অদর্শনে শুষ্ক হয় নাই ত?

যিনি ধর্ম্মের জন্য নিজে রাজ্যত্যাগ করিয়াও শোকাকুল হন নাই, পাদচারে আমাকে বনে আনিয়া আমার রক্ষার জন্য উদ্বিগ্নতা বা বনবাসের কষ্ট ভোগ করেন নাই, সেই পুণ্যাত্মা রাম অন্তরে ধৈর্য্যধারণ করিয়াছেন ত? কেননা তাঁহার মাতাপিতা বা অন্য কাহারও প্রতি আমা-অপেক্ষা অধিক স্নেহের কথা দূরে থাক্ সমান স্নেহও নাই। দূত! যে পর্য্যন্ত না প্রিয়তমের সংবাদ শুনি তত দিনই প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। রাম,

অন্বেষণে বিমুখ হইলেই আমাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে।” পতিব্রতা সীতা মধুর ও সার্থক বাক্য বলিয়াই পুনর্ব্বার রামের কথা শুনিবার জন্য বিরতা হইলেন। হনুমান সীতার প্রশ্ন শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন “দেবি, আপনি এখানে আছেন রাম তাহা জানেন না, সেই জন্যই আপনাকে সত্বর লইয়া যাইতে পারেন নাই। আমার মুখে সংবাদ পাইয়াই সমুদ্র বন্ধন পূর্ব্বক ত্বরায় আপনার উদ্ধার করিবেন, কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবে না। আর্য্যে! আপনার অদর্শনজনিত শোকে তিনি আকুল হইয়া সুখ লাভ করিতেছেন না। দেবি, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি অচিরেই ঐরাবত-পৃষ্ঠ-আসীন ইন্দ্রেরন্যায় রামের পূর্ণচন্দ্র-নিভাননে দেখিতে পাইবেন। রাম মধু পান ও মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যজাত ওদন মাত্র ভোজন করিয়া থাকেন। রাম তদ্গত অন্তরাত্মার সহিত সতত ধ্যানপরায়ণ ও শোকাকুল হইয়া গাত্র হইতে, ডাঁশ, মশক, কীট ও সরীসৃপ সকল ফেলিতে-ছেন না, সেই নরবর কামপীড়িত হইয়া অন্য কোনও চিন্তা না করিয়া আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন। তিনি প্রায়ই নিদ্রিত হন্ না। সামান্যমাত্র সুপ্ত হইলেই ‘সীতা’ এই মধুর বাণী উচ্চারণ করিয়া জাগরিত হন। ফল, পুষ্প বা স্ত্রীদিগের চিত্ত-প্রীতিকর অন্য কোনও দ্রব্য দেখিয়া হা প্রিয়ে বলিয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আপনাকেই ‘সীতে’ বলিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিলাপ করেন। সেই মহাত্মা রাজপুত্র সংযতব্রতাবলম্বী হইয়া আপনার পুনঃপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় যত্নপরায়ণ হইয়াছেন।”

সীতা রামের শোক কাহিনী শুনিয়া তাঁহারই শোকে শোকাকুলা হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বিবরণ শুনিয়া মেঘমুক্ত চন্দ্র দ্বারা শারদীয়া নিশার ন্যায় শোভা পাইলেন। তিনি বলিলেন "বৎস, তুমি বলিলে রাম অনন্যমনে কালযাপন করিতেছেন, তোমার এই কথাটি অমৃতের ন্যায় মধুর, আর যে তুমি বলিলে রাম শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন, এই কথাটি বিষবৎ। পুরুষ অতুল ঐশ্বর্য্যে বা ঘোরতর বিপদেই পড়ুন, কিন্তু যমরজ্জু দ্বারা তাঁহাকে নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিবে, প্রাণিগণ দৈবকে লঙ্ঘন করিতে পারে না, দেখ, রাম, লক্ষ্মণ এবং আমি আমরা তিন জনেই বিপদে অধীর হইয়াছি। সমুদ্রমধ্যে নৌকা ভগ্ন হইলে পুরুষ যেমন সাহস সহিত সন্তরণ পূর্ব্বক অতি কষ্টে পার প্রাপ্ত হয়, রাঘবও কথঞ্চিৎ এই লোকের পারপ্রাপ্ত হইবেন। আমার স্বামী রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন সত্য, কিন্তু এক বৎসর পর্য্যন্ত আমার জীবন থাকিবে, দশম মাস যাইতেছে, সম্বৎসর পূর্ণ না হইতেই তুমি তাঁহাকে সত্বর আসিতে বলিবে। দুরাত্মা দুই মাস মাত্র সময় দিয়াছে। কপিবর! বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা কলাবতী আমাকে তাঁহার মাতার নিকট হইতে জানিয়া এই সংবাদ দিয়াছে। বিভীষণ ধার্ম্মিক, সে আমাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে বলিয়াছিল, রাবণ কালের বশ হওয়ায় সে কথায় কর্ণপাতও করে নাই। মন্ত্রী মেধাবী অবিন্ধ্যও বলিয়াছিল তাহাও শুনে নাই। আমি আমার অঙ্গ লক্ষণাদি দ্বারা বুঝিতেছি আমার পতি আমাকে শীঘ্রই লাভ করিবেন;

বিশেষতঃ রামের উৎসাহ, পৌরুষ, বল, অক্রূরতা, বিক্রম ও প্রভাব প্রভৃতি বহুতর গুণ আছে, আমিও কোনও প্রকার পাপ করি নাই, আমি রামের ইন্দ্রতুল্য প্রভাব জানি।" সীতা ইহা বলিয়া অশ্রুমোচন করিতে থাকিলে,—হনূমান বলিলেন দেবি, আমি গিয়া বলিলেই তিনি মহতী বানর সেনা লইয়া আসিয়া আপনাকে উদ্ধার করিবেন। অথবা আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, তাহা হইলে আমি অদ্যই এই রাক্ষস কৃত কষ্ট হইতে আপনাকে মুক্ত করিব। অধিক কি আমি রাবণসহ এই লঙ্কাপুরীও বহন করিতে পারি। দেবি! রোহিণীর চন্দ্রের ন্যায় আপনি রামের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে অবিলম্বে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। রামের সহিত মিলিত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য" লঙ্কাবাসীরা আমার অনুসরণও করিতে পারিবে না"। হনূমানের কথা শুনিয়া সীতা আহ্লাদ সহকারে বলিলেন বৎস, তুমি আমাকে কিরূপে দূর পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর? তোমাকে ক্ষুদ্র বানর বোধ হইতেছে, বানরর্ষভ! তুমি কি সাহসে এখান হইতে আমাকে রামের নিকট লইয়া যাইতে চাও? হনূমান সীতার বাক্য শ্রবণে বৃক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলতুল্য প্রভাশালী হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘকায় হইতে লাগিলেন, দেবি আমি ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে পারি, আমি আপনাকে লইয়া যাইতে সমর্থ, আপনি ইহা স্থির ভাবিয়া আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন এবং রাম ও লক্ষ্মণের শোক দূর করুন।" এই বলিয়া হনুমান পূর্ব্বমূর্ত্তি ধরিলেন।

সীতা কহিলেন "কপিবর! বায়ুর ন্যায় গতিবল তোমার আছে জানি, তোমার অসীম বল না থাকিলে কে সমুদ্রপার হইয়া আসিতে পারে? কিন্তু তোমার সহিত আমর যাওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে, কেননা তোমার বেগ বায়ুর ন্যায় আমি বেগে অজ্ঞান হইয়া পড়িব, বিশেষতঃ আমাকে হরণ করিতে দেখিলে ভীমবল রাক্ষসেরা তোমাকে আক্রমণ করিবে, তখন আমাকে রক্ষা এবং রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা কঠিন হইবে, আমি তখন ভয়াকুল হইয়া পড়িয়া যাইব। যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই অস্থির। তোমার হস্ত হইতে রাক্ষসেরা আমাকে পাইলে বধও করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এত শ্রম বিফল হইবে। হে বীরবর, তোমার সঙ্গে মহাবাহু রাম আসিলেই সকল কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, দেখ বীর, রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীববংশ এবং তোমার জীবন মদধীন, আমার শোকে রাম লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করিবেন। বিশেষতঃ আমি স্বামীর প্রতি ভক্তি বশতঃ তাঁহা ছাড়া অন্যের দেহ স্পর্শ করিতে কখনও ইচ্ছা করি না। হে বানর শ্রেষ্ঠ! আমি স্ত্রীজাতি, অতি দুর্ব্বলা বিশেষতঃ রাম ও লক্ষ্মণ আমার কাছে না থাকায় রাবণ বলপূর্ব্বক আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছিল, অতএব সে বিষয়ে আর উপায় কি? আমি মহাধনুর্দ্ধররামচন্দ্রের কথা জানি তিনি সহজেই রাবণকে নিধন করিতে পারিবেন।"

হনুমান বলিলেন "দেবী, আপনি স্ত্রীজাতি সুলভ বিনয় স্বভাব সাধ্বী-জনোচিত বাক্যই বলিয়াছেন, আপনি স্ত্রীজাতি বলিয়া আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক শতযোজন বিস্তৃত সাগর পার

হইতে পারিবেন না। 'রাম ভিন্ন কাহারও শরীর স্পর্শ করিতে পারেন না এই দ্বিতীয় কারণ নির্দ্দেশ করিলেন, ইহা মহাত্মা রামের পত্নীর অনুরূপই হইয়াছে। এমন বিপদে আপনি ব্যতীত আর কে এরূপ কথা বলিতে পারে? 'দেবি, আপনি রামের প্রিয় চিকীর্ষায় কাতর হইয়া যাহা যাহা বলিলেন, আমি সমস্তই রামের নিকট বলিব, তিনি সত্বরে লঙ্কায় আসিয়া আপনার উদ্ধার করিবেন। দেবি! রামচন্দ্র যাহাতে জানিতে পারেন আপনি আমাকে তদ্রূপ অভিজ্ঞান প্রদান করুন্।' সীতা হনূমানের নিকট অভিজ্ঞানের কথা শুনিয়া বাষ্প গদ্ গদ্ স্বরে "শিরো-রত্ন-মণি হনূমান-হস্তে দিয়া বলিলেন ইহা রামকে দিও, এবং বলিও এবং বিলাপ জানাইও; জয়ন্ত কাক আমাকে কষ্ট দিয়া ছিল বলিয়া রামের ব্রহ্মাস্ত্রে এক চক্ষু হীন হইল, হায় আজ রাবণ আমাকে হরণ করিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছে?

হে নাথ রঘুনন্দন! তুমি থাকিতে আজ আমি অনাথার ন্যায় দৃষ্টা হইতেছি, আমি তোমারই নিকট শুনিয়াছি যে, দয়ার তুল্য ধর্ম্ম নাই, তবে কেন তুমি আমার প্রতি দয়া করিতেছ না, আমি জানি তুমি সাগরের ন্যায় গাম্ভীর্য্য-সম্পন্ন এবং ক্ষোভহীন ও অপার মর্য্যাদাশালী এবং বলবীর্য্য ও উৎসাহ পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ বাসবসদৃশ তুমি সসাগরা পৃথিবীর এক মাত্র অধীশ্বর, হে রাঘব, তুমি এতাদৃশ বলবান্ বুদ্ধিমান এবং অস্ত্রধারীগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও কি নিমিত্ত রাক্ষসদিগের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছ না, দেব নরশ্রেষ্ঠ প্রবলতর উৎসাহ অবলম্বন পূর্ব্বক দয়া প্রকাশ কর।

হে হনূমন্! কি দেবতা, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব প্রতিকূলে থাকিয়া কেহই রামের বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হইবেনা; সেই রামের যদি আমার প্রতি আদর থাকে তবে তিনি সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা রাক্ষসকুল নিধন করিতেছেন না কেন, শত্রুতাপন লক্ষ্মণই বা কেন তাঁহার অনুমতি লইয়া আমাকে পরিত্রাণ করিতেছেন না? বায়ু ও বাসব সদৃশ রামলক্ষ্মণ দেবতাদিগের অজেয়, তবে কি হেতু উপেক্ষা করিতেছেন? হায়, আমার কোনও বিপুলতর পাপ আছে। দূত তুমি লক্ষ্মণকে বলিবে সীতা তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।” হনূমান মণিগ্রহণ করিয়া বলিলেন “শপথ করিয়া কহিতেছি রাম আপনার বিরহজনিত শোকে সকল কার্য্যেই বিমুখ হইতেছেন, লক্ষ্মণ বিলাপ করিতেছেন। আমার নিকট সংবাদ পাইয়াই তাঁহারা অচিরে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া আপনার উদ্ধার করিবেন।” হনূমান ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলে রাক্ষসীগণ সীতাকে হনূমানসহ কথোপকথনের বিষয় অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছুই জানিতে পারে নাই, হনূমান সীতার নিকট হইতে মণিগ্রহণ করিয়া নিজের প্রতাপ জানাইবার জন্য, রাবণের পুষ্পোদ্যান, অশোককানন প্রভৃতি ভগ্ন, কতিপয় শূরবিনাশ, রাবণ পুত্র অক্ষয়কে নিধন ও লঙ্কাদাহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং অঙ্গদাদি সহ কিষ্কিন্ধায় যাইয়া সীতাদর্শনরূপ অমূল্য সংবাদ ও শিরোমণি প্রদান করিলে রাম প্রথমতঃ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, পরে বহু বিলাপ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। হনূমান প্রমুখাৎ সীতার নিদারুণ বিলাপ, রাম-ধ্যান, চিন্তা-বিরহ-ক্লেশ

ও রাবণের বলবিক্রম ও লঙ্কাদাহ প্রভৃতি বিষয় অবগত হইলেন। পরে বিপুলগ্রীব সুগ্রীব বাহিনীসহ সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন।

তখন একদা রাবণ সীতাকে বশীভূতা করিবার অভিপ্রায়ে রামের মায়ামুণ্ড দেখাইলে, সীতা রামের শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সাধ্বী সরমা ইহা রাক্ষসের মায়া বলিয়া রামের কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিলে সীতা শোক পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হইলেন। ওদিকে রাবণের ধার্ম্মিক ভ্রাতা বিভীষণ রামের সহিত মিলিত হইয়া ছিলেন। রামচন্দ্র বিভীষণ ও সুগ্রীবসহ ক্রমে ক্রমে বহুবার যুদ্ধ জয় করিতে লাগিলেন। একদা রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিত রামলক্ষ্মণকে বহুশরে বিদ্ধ করিয়া নাগপাশে বন্ধন ও অচেতন করত লঙ্কায় জয়সংবাদ ঘোষণা করিলে, রাবণ রাম-লক্ষ্মণের মৃতাবস্থা সীতাকে দর্শন করাইতে ত্রিজটা নাম্নী দাসীকে বলিলেন, "ত্রিজটে! তুমি সত্বরে পুষ্পকরথে সীতাকে লইয়া আজ তাহার পতির মৃতাবস্থা দেখাইয়া আন।" ত্রিজটা "যে আজ্ঞা বলিয়া সীতাসহ পুষ্পকরথে রণক্ষেত্রে গমন করিল। তৎপর জনকনন্দিনী দেখিলেন, রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ শর-পীড়িত ও সংজ্ঞা শূন্য হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, সেই বীরবর ভ্রাতৃদ্বয়ের গাত্রে বর্ম্ম নাই, হস্তের ধনু স্খলিত হইয়া রহিয়াছে; তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে বাণ সমাচ্ছন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন। সেই অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় তেজস্বী বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষপুঙ্গব ও পুণ্ডরীক লোচন ভ্রাতৃযুগল শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সেই

মনুজ পুঙ্গব বীরদ্বয়কে তাদৃশ অবস্থায় শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া সীতা সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন, অনিন্দ্যগাত্রী অসিতলোচনা জানকী দেবকুমারসদৃশ প্রভাবশালী ভ্রাতৃ-দ্বয়কে তাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া,"তাঁহারা নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া সাতিশয় শোকে কাতরা হইলেন এবং অশ্রু বিমোচন পূর্ব্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "হায়! যে সামুদ্রিক কার্ত্তান্তিকা লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমাকে "পুত্রবতী ও অবিধবা" বলিয়া ছিলেন, হায়! সেই জ্ঞানী পণ্ডিতগণ রাম নিহত হওয়ায় অদ্য মিথ্যাবাদী হইলেন। হায়! যে জ্ঞানিগণ বীর-রাজমহিষীগণ মধ্যে আমাকেই সুভগা ও শুভ লক্ষণা বলিয়া ছিলেন, হায় অদ্য রাম নিহত হওয়ায় তাঁহারা মিথ্যাবাদী হইলেন। হায়! পদদ্বয়ে যে পদ্মচিহ্ন থাকিলে কুলকামিনীগণ নরেন্দ্র স্বামীর সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এই আমার পদদ্বয় এবং পাণিতলে সেই পদ্মচিহ্ন রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! সামুদ্রিক মিথ্যা হইল? যে অলক্ষণ সকল থাকিলে রমণীগণ বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়, আমি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও আমাতে তাদৃশ অলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না; পরন্তু আমার সুলক্ষণ সকল দুর্লক্ষণে পরিণত হইল। হায়! লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোকের যে সব চিহ্নকে,"অমোঘ ফল" বলিয়া থাকেন, রাম নিহত হওয়ায় অদ্য আমার পক্ষে সে সমস্ত মিথ্যা হইল। আমার কেশ সকল সূক্ষ্ম, সমান এবং নীলবর্ণ; ভ্রূযুগল পরস্পর অসংশ্লিষ্ট; জঙ্ঘাদ্বয় সুগোল ও রোম শূন্য; দন্ত সকল বিরল; অপাঙ্গ-নেত্র, করযুগল,

পদদ্বয়, গুলফ ও উরুদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত এবং অঙ্গুলী সকলের মধ্যভাগ সমান অরুক্ষ ও আনুপূর্ব্বিক বর্ত্তুল নখ শোভিত।

আমার স্তনযুগল পরস্পর সংসক্ত পীন ও উন্নত এবং চুচুকদ্বয় মধ্যে নিমগ্ন। অপিচ আমার স্তন সমীপবর্ত্তী পার্শ্ব দেশ ও বক্ষঃস্থল বিশাল—নাভি-পার্শ্ব উন্নত ও মধ্যে সুগভীর। গাত্রের বর্ণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল; রোম সকল কোমল; পদাঙ্গুলীও পদতল সমতল। হায়! এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ আমাকে সুলক্ষণা বলিতেন। কন্যা লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমার পাণিতল ও পদদ্বয়কে সম ও সমগ্র-অচ্ছিদ্র-যব-সম্পন্ন এবং আমাকে মন্দস্মিতাদি শুভলক্ষণ সম্পন্না বলিতেন। হায়! জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণগণ কহিয়াছেন "আমি স্বামীর সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইব" কিন্তু এক্ষণে সমস্ত কথাই মিথ্যা হইল। হায়! কি আশ্চর্য্য! যাহারা জল স্থল নিষ্কণ্টক করিয়া তথায় রাক্ষসগণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, সেই ভ্রাতৃ-দ্বয় অক্ষোভ্য মহাসাগর পার হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন। হায়! এই বীরদ্বয়, বরুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য এবং ব্রহ্মশির নামক যে অস্ত্র লাভ করিয়া ছিলেন কি নিমিত্ত এ দুঃসময়ে তাহা স্মরণ করিলেন না? হায়! এই অনাথার নাথ ইন্দ্র সদৃশ রাম এবং লক্ষ্মণ মায়াবলে অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রণস্থলে নিহত হইয়াছেন! সম্মুখ যুদ্ধে কখনই এরূপ করিতে পারিত না। কারণ রণক্ষেত্রে রঘুনন্দনের দৃষ্টিপথে পতিত শত্রু, মনের ন্যায় বেগবান্ হইলেও জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে না। হায়! যখন রামও ভ্রাতার সহিত রণক্ষেত্রে

নিপতিত হইলেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে কালের অসাধ্য কর্ম্ম নাই; কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; কালই লোককে শুভাশুভ বিতরণ করিয়া থাকে। রাম, লক্ষ্মণ, জননী অথবা নিজের নিমিত্তও তাদৃশ শোক উপস্থিত হইতেছে না—কিন্তু হতভাগ্য শ্বশ্রূর পরিণাম চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! তিনি নিয়তই মনে করিতেছেন—রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা কখন বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিবে, কখন তাহাদের দেখা পাইব।" সীতা এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, রাক্ষসী ত্রিজটা বলিল "দেবি! তুমি আর বিলাপ করিওনা, কারণ তোমার স্বামী বাঁচিয়া আছেন; দেবি! এই ভ্রাতৃদ্বয় যে জীবিত আছেন, তাহার কারণ বলিতেছি শুন, এই দেখ বানরগণ সকলেই ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে এবং তাহাদের মুখে হর্ষ চিহ্নও দেখা যাইতেছে, রণস্থলে রাজা নিহত হইলে, সেনাগণের মুখে এরূপ হর্ষচিহ্ন দেখা যাইত না; আর যদি ইহারা জীবন ত্যাগ করিতেন তাহা হইলে এই পুষ্পক বিমান তোমার ন্যায় বিধবাকে কখনই ধারণ করিত না; অপিচ রাজার বধ হইলে সেনাগণ হতোৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া জলমধ্যগত কর্ণধার হীন নৌকার ন্যায় রণক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে থাকিত; পরন্তু এই বানর-বাহিনী অসম্ভ্রান্তা ও নিরুদ্বিগ্না হইয়া রঘুনন্দন দ্বয়কে রক্ষা করি-তেছে। সীতে! আমি প্রীতি ও স্নেহ বশতঃই তোমাকে এই সমস্ত কথা বলিলাম, অতএব তুমি আমার এই সুখজনক সত্য অনুমানে বিশ্বস্তা হইয়া আহত কাকুস্থ যুগলকে দেখ। মৈথিলি!

আমি পূর্ব্বে কখনই মিথ্যা কথা কহি নাই এবং কহিবও না; বিশেষতঃ তুমি চরিত্র ও স্বভাব গুণে আমার মন হরণ করিয়াছ; ইন্দ্রাদি দেবতা এবং অসুরগণও ইহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হন্ না; বিশেষতঃ আমি রাক্ষসীবিদ্যা-জ্ঞানে পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য সুলক্ষণ সমূহ দেখিয়াই তোমাকে এরূপ বলিলাম। মৈথিলি! আরও দেখ ইহাঁরা শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ হইয়া ভূপতিত হইয়াছেন তথাপি ইহাদের দেহ লাবণ্য বিহীন হয় নাই; এতদ্বারা নিশ্চয় বোধ হইতেছে ইহাঁরা বাঁচিয়া আছেন; কারণ মৃত ব্যক্তির মুখশ্রী বিকৃত হইয়া থাকে। আমি সেইজন্য বলিতেছি, জনকনন্দিনি! তুমি শোক ও মোহ পরিত্যাগ কর; রাম লক্ষ্মণের জন্য তোমার প্রাণত্যাগ কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে।”

সীতা ত্রিজটার কথা শুনিয়া কহিলেন “ত্রিজটে! তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমার শোক অনেক দূর হইল।” অনন্তর ত্রিজটা মনের ন্যায় বেগবান পুষ্পকবিমানে সীতাকে উঠাইয়া অশোক বনে প্রবেশ করিলে সীতা রামলক্ষ্মণের অবস্থা দর্শনে বিষণ্ণ মনে অশোকবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপর রাম-লক্ষ্মণ গরুড় কর্ত্তৃক আরোগ্য লাভ করিলে বানরগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; সীতা তৎশ্রবণে ও ত্রিজটার মুখে শুভ সংবাদ শ্রবণে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। তদনন্তর সরমা প্রভৃতির প্রমুখাৎ ক্রমে ক্রমে রাক্ষস সেনাপতিদের বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণে ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। পরিশেষে রামচন্দ্র বহু যুদ্ধের পর রাবণকে নিধন করিয়া হনূমানকে সীতার কুশল সংবাদ জানিবার জন্য

প্রেরণ করিলেন। হনূমান অশোক কাননে সীতার সমীপে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত কহিলেন "দেবি! রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সহিত কুশলে আছেন; বহু যুদ্ধের পর দুরাত্মা রাবণ নিধন হইয়াছে। দেবি! আপনাকে এই শুভ সংবাদ দিয়া আনন্দিত করিতেছি; মহাত্মা রামচন্দ্র আপনার পাতিব্রত্য প্রভাবেই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন "জানকি! ব্যথিত হইওনা, রাবণকে বধ করিয়াছি, লঙ্কা আমার বশীভূত হইয়াছে, আমি যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম, নিদ্রাদি সুখ পরিত্যাগ করত সে সব পূর্ণ করিয়াছি। প্রিয়তম সুহৃদ্ বিভীষণকে লঙ্কার সমগ্র ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে তুমি আর "রাবণ গৃহে রহিয়াছি" বলিয়া মনে মনে ভীতা হইও না" এই অশোককানন ও লঙ্কার দ্রব্য সম্ভার নিজের বলিয়াই মনে কর।"

হনূমানের বাক্য শুনিয়া আহ্লাদে সীতার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, কিছুই বলিতে পারিলেন না। সীতা কিছু বলিতেছেন না দেখিয়া হনূমান বলিলেন "দেবি! কথা কহিতেছেন না কেন? কি চিন্তা করিতেছেন?" সীতা তখন অতি কষ্টে হর্ষ গদ্‌গদস্বরে বলিলেন "পতির বিজয় সংবাদ শ্রবণে আনন্দে আমার বাক্‌রোধ হইয়াছিল, বানর তুমি যেরূপ প্রিয়সংবাদ দিলে তোমাকে কি যে পুরস্কার দিব তাহাও ভাবিতেছিলাম, বৎস, হিরণ্য, সুবর্ণ, রত্ন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বা ত্রিভুবনের রাজ্য প্রদানও তোমার উপযুক্ত হয় না।" হনূমান বলিলেন "অনিন্দিতে সীতে! আপনি পতি-

হিতৈষিণী, সতত স্বামীর বিজয়াভিলাষিণী, আপনার ন্যায় রমণীই এরূপ স্নেহপূর্ণ কথা বলিতে পারেন, রামচন্দ্রকে বিজয়ী দেখিয়াই আমার দেবরাজ্য পাওয়া হইয়াছে, দেবি, আমার আর একটী ইচ্ছা হইতেছে আমাকে এই বরটী দিন্, আপনাকে এই রক্ষিকা রাক্ষসীগণ অনেক পীড়া দিয়াছে, অনেক কটূক্তি করিয়াছে, আমার ইচ্ছা হইতেছে, ইহাদিগকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলি।"

সীতা হনূমানের কথা শুনিয়া কহিলেন, বৎস, দাসীগণ পরবশ, প্রভু যাহা আদেশ করেন তাহাই করিয়া থাকে, ইহারা রাজার আজ্ঞাক্রমেই তাদৃশ কার্য্য করিয়াছে সুতরাং ইহাদের উপর রাগ করা উচিত নহে, হনূমন্! সকলেই নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, আমি পূর্ব্বজন্মের পাপে এবং মন্দভাগ্য প্রযুক্তই এরূপ দুঃখ পাইলাম, দৈবের বিচিত্র গতি আমি নিশ্চয় জানি অবস্থানুসারে, সকল ফলই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তুমি আর এরূপ প্রস্তাব করিও না, পাপ কর্ম্মের পাপভাগ অন্যে গ্রহণ করে না, আমি যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা আর উল্লঙ্ঘন করিব না। চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ। আমি দাসীগণের দোষ মার্জ্জনা করিয়াছি, যেহেতু উহারা রাবণের আজ্ঞায়ই এরূপ করিয়াছিল, সে নিহত হওয়ায় উহারা ক্ষান্ত হইয়াছে। সাধু ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাপীকেও দয়া করিতে হয়, কারণ জগতে কে অপরাধী না হয়, বিশেষতঃ ইহাদের বৃত্তিই পরের হিংসা অতএব পাপকার্য্য করিলেও ইহাদের পক্ষে দোষণীয় নহে।"

সীতার কথা শুনিয়া হনূমান বলিলেন "দেবি, আপনি রাম-

চন্দ্রের উপযুক্ত গুণবতী ধর্ম্মপত্নী, আপনাকে আমি আর কি বলিব, এক্ষণে আমাকে আদেশ করুন রামের নিকট যাই।" বৎস, শীঘ্রই ধর্ম্মবৎসল পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করি সুতরাং যাও" বলিয়া সীতা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন হনূমান রামচন্দ্রকে বলিলেন যাঁহার জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ করা হইয়াছে, যিনি এই সকল কার্য্যের ফলস্বরূপ সেই শোকসন্তপ্তা সীতাদেবী আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি শীঘ্রই পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করি" রাম হনূমানের কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভূতলে দৃষ্টি করিয়া বিভীষণকে বলিলেন "সখে সীতাকে স্নান করাইয়া দিব্যালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া সভায় আনয়ন কর।"

বিভীষণ রামের আদেশে অন্তঃপুরে যাইয়া রমণীগণ দ্বারা সংবাদ দিয়া পরে নিজে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন "দেবি, আপনার মঙ্গল হউক, আপনার স্বামী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সুতরাং উত্তমরূপে অঙ্গরাগ করিয়া দিব্যাভরণভূষিত হইয়া শীঘ্র যানে আরোহণ করুন।"

সীতা বলিলেন, "রাক্ষসেশ্বর! আমি স্নান না করিয়াই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" তাঁহার কথা শুনিয়া বিভীষণ বলিলেন "আপনার স্বামী যাহা আদেশ করিয়াছেন আপনার তাহা করা উচিত।" সীতা "তাহাই হউক বলিয়া স্নানান্তে দিব্য-বস্ত্রাভরণে ভূষিতা হইয়া শিবিকায় উঠিলেন।

শিবিকার চতুর্দ্দিক কঞ্চুকিগণ বেষ্টিত হইয়াছিল। সমুদ্রের ন্যায় জনসমুদ্রকে সৈন্যগণ আঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিয়া পথ

মুক্ত করিতে থাকিলে হঠাৎ শোক হর্ষ ও ক্রোধে রামচন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত হইল, তিনি সক্রোধ দৃষ্টিতে বিভীষণকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন "কিজন্য আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ইহাদিগকে কষ্ট দিতেছ, ইহারা সকলেই আমার স্বজন, সুতরাং ইহাদের উদ্বেগ দূর কর, গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর অথবা এইরূপ লোকাপসরণ স্ত্রীলোকের প্রকৃত আবরণ নহে, স্বামীকর্ত্তৃক সম্মানিত হওয়াই তাঁহাদিগের আবরণ, জানকীর ত তাহা হইয়াছে; বিশেষতঃ বিবাহকালে, ব্যসনে, পীড়ায়, যুদ্ধে, স্বয়ম্বরে এবং যজ্ঞকার্য্যে কামিনীগণের জনসমাজের সম্মুখীন হওয়া দূষণীয় নহে; জানকীও বিপদ এবং সুমহৎ কষ্টে পড়িয়াছেন, সুতরাং এমন সময়ে বিশেষতঃ আমার সম্মুখে তাহার দর্শন দোষাবহ নহে। অতএব জানকী পদব্রজেই আমার নিকট আগমন করুন্ এবং এই বানরগণ সকলেই তাঁহাকে দেখুন।" লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞানুসারেই ঐ ভাবে আনিতে বলিলেন, লক্ষ্মণ সুগ্রীব প্রভৃতি রামের আদেশে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সীতা লজ্জায় যেন নিজ দেহ মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া বিভীষণের পশ্চাতে পশ্চাতে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বহুদিন পরে স্বামীর পূর্ণচন্দ্র তুল্য সুন্দর বদন অনিমেষ নয়নে দর্শন করিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন। তখন রামচন্দ্র জানকীকে পার্শ্বে দাঁড়াইতে দেখিয়া মনোভাব গোপনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "ভদ্রে, আমি রণস্থলে শত্রু জয় করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিলাম, পৌরুষ বলে যাহা করিতে হয়, তাহা সমস্তই করিলাম, ক্রোধের পার প্রাপ্ত হইয়াছি; তোমার অবমাননা জন্য

কলঙ্ক মোচন করিলাম, অপমান এবং শত্রু এককালে নষ্ট হইল আজ আমার পৌরুষ দেখান হইল, আজ আমার শ্রম সফল হইল, আজ আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল, আজ আমি স্বাধীন; আমি অনুপস্থিত থাকায় চলচ্চিত্ত রাক্ষস তোমাকে হরণ করিয়াছিল, সে দৈবকৃত দোষ আমি মানুষ হইয়া দূর করিলাম; যে ব্যক্তি অবমানিত হইয়া সেই অপমান ক্ষালন না করে, সেই লঘুচিত্ত ব্যক্তির পুরুষকারের প্রয়োজন কি? আজ সকল শ্রম সার্থক হইল।" সীতা অশ্রুপূর্ণ লোচনে হরিণীর ন্যায় চকিত হইলেন। রাম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আরও বলিলেন, "সীতে! তোমার ধর্ষণা ক্ষালন করিবার জন্য মানুষের যাহা কর্ত্তব্য আমি নিজের মান রক্ষার জন্য রাবণকে বধ করিয়া তাহা করিয়াছি। ভদ্রে, তুমি জানিও আমি সুহৃদ্‌গণের বীর্য্যবলে যে দারুণ রণ পরিশ্রম করিয়াছি, ইহা তোমার কারণ নহে; তোমার হরণ-জনিত অপবাদ অপনয়ন এবং বিখ্যাত বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ কার্য্য করিয়াছি; সীতে! তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে, অতএব তুমি আমার সম্মুখে থাকিয়া নেত্র রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখে দীপ শিখার ন্যায়, আমাকে যারপর নাই কষ্ট দিতেছ; অতএব জনকাত্মজে! এই দশ দিক্ দেখিতেছ ইহার যে দিকে ইচ্ছা হয় তুমি যাও, তোমাতে আর আমার প্রয়োজন নাই, যে স্ত্রী বহুকাল পরগৃহে বাস করিয়াছে কোন্ সুবংশজাত তেজস্বী পুরুষ সুহৃদ্বোধে সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে? রাবণ কুদৃষ্টিতে তোমাকে দেখিয়াছে, ক্রোড়ে

করিয়াছে, সে তোমার লোকাতীত মনোহর রূপ দেখিয়া তোমাকে যে ক্ষমা করিয়াছে এরূপ বোধ করি না, সুতরাং আমি তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া সুমহৎ কুল কলঙ্কিত করিতে পারি না, তোমাতে আমার আর প্রয়োজন নাই, তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।”

যিনি চিরকাল প্রিয় বাক্য শুনিয়াছেন, সেই মানিনী জনক-নন্দিনী স্বামীর মুখে এইরূপ অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া গজেন্দ্র শুণ্ড কর্ষিতা লতার ন্যায় মুহুর্মুহু কম্পিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তিনি ঈদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব নিদারুণ রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণে লজ্জায় যেন আপনার দেহ মধ্যেই লুক্কায়িত হইতে ইচ্ছা করিলেন, তিনি পতির বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া শল্য পীড়িতার ন্যায় যন্ত্রণা বোধ করত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে অশ্রুসিক্ত বদনমণ্ডল মার্জ্জন করিয়া ধীরে ধীরে গদ্ গদ্ স্বরে বলিতে লাগিলেন “ধীর! ইতর লোকেরা ইতরা মহিলাগণকে যেরূপ কথা বলিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি আমাকে এরূপ নিদারুণ রূঢ় কথা শুনাইতেছেন কেন? মহাবাহো! আপনি আমাকে যেরূপ মনে করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি, আমি আমার চরিত্রের দিব্য করিয়া বলিতেছি আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, আর্য্যেতরা অবিজ্ঞা সাধারণী রমণীর চরিত্র দেখিয়া আপনি স্ত্রী জাতির উপরে আশঙ্কা করিতেছেন, কিন্তু আপনি আমাকে বারবার পরীক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং এ আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন, প্রভো, আমি আত্মবশে না থাকায়, রাবণের সহিত আমার যে, শরীর সংস্পর্শ

ঘটিয়াছিল তাহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে; দৈবই সে বিষয়ে অপরাধী। নাথ! যাহা আমার অধীন সেই হৃদয়কে ত কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, হৃদয় সর্ব্বদা সমভাবে আপনাতেই অনুরাগী রহিয়াছে; কিন্তু গাত্র আমার বশীভূত নহে, সুতরাং রক্ষক না থাকায় অরণ্যে রাবণ তাহা স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতে আমার অপরাধ কি? হায়! বহুকাল একত্র থাকিয়া আমাদের অনুরাগ এক কালে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আপনি যে তাহাতেও আমার চরিত্র অবগত হইতে পারেন নাই, তাহাতেই আমি অপার দুঃখে পড়িলাম। বীর, যখন হনুমান আমার অন্বেষণে গিয়াছিল, তখন হনুমান এ পরিত্যাগ সংবাদ জানাইলে, তাহার সম্মুখেই প্রাণ ত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আর আপনাকে প্রাণ সংশয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিতে হইত না। রাঘব! আপনি ক্রোধান্বিত হইয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আমার কেবল স্ত্রীত্বই বিবেচনা করিলেন, আমি রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমি হইতে উৎপন্না বলিয়াই লোকে আমাকে জানকী বলিয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে জনকের ঔরসজাতা নহি—পৃথিবীর গর্ভে আমার জন্ম। বৃত্তজ্ঞ! আপনি আমার চরিত্রসম্বন্ধে সমুচিত সমালোচনা করিলেন না। বাল্যকালে শাস্ত্রানুসারে আমার পাণী গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ও আপনি দেখিলেন না। আপনার প্রতি আমার কিরূপ ভক্তি এবং কিরূপ স্বভাব তাহা ও বিবেচনা করিলেন না।" সীতা এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে লক্ষ্মণকে বলিলেন "সৌমিত্র, এরূপ মিথ্যাপবাদগ্রস্তা হইয়া আমি আর প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি

না, এক্ষণে চিতাই এ ঘোরতর বিপদের ঔষধ, অতএব তুমি চিতা-প্রস্তুত কর। স্বামী আমার গুণে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, সুতরাং আমি এক্ষণে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আমার কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিব।" লক্ষ্মণ সীতার কথা শুনিয়া ক্রোধাকুল দৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিলে রামের ইঙ্গিতে লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত করিলেন, সীতা দেবী রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া চিতার নিকট যাইয়া অগ্নিকে বলিলেন "অগ্নে! যখন আমার মন, রাম হইতে কখনও বিচলিত হয় নাই, তখন লোকসাক্ষী সর্ব্বশুচি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিবেন, আমার চরিত্র বিশুদ্ধ হইলেও, স্বামী যেরূপ দুষ্টা মনে করিতেছেন, সেইরূপ সকল লোকের পাপপুণ্যের সাক্ষী ভগবান্ পাবক আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন্। আমি কায়মনোবাক্যে কখনও ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দনকে অতিক্রম করি নাই, সুতরাং বিভাবসো আমাকে রক্ষা করুন্।" সীতা এই বলিয়া নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে সর্ব্বলোকসমক্ষে অগ্নিতে প্রবেশ করিলে, সর্ব্ব প্রাণীই তাঁহাকে সুবর্ণময়ী বেদীর ন্যায় দেখিতে লাগিল; ত্রিভুবনবাসী সকল লোক মহাভাগা সীতাকে পূর্ণাহুতির ন্যায় অনলে পতিতা হইতে দেখিল। ত্রিলোকবাসী রমণীগণ সীতাকে যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত বসু ধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে দেখিয়া রামকে নিন্দা করিতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং দানবগণ শাপগ্রস্ত হইয়া স্বর্গ হইতে নরকপতিতা

সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় জনকনন্দিনীকে পতিত হইতে দেখিলেন, তখন বানর এবং রাক্ষসগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল।

তখন ধর্ম্মাত্মা রাম জনমণ্ডলীর ঘোর হাহাকার শ্রবণে অশ্রুপূর্ণ নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে, বৈশ্রবণ পিতৃগণ যম, দেবরাজ, জলেশ্বর, ত্রিলোচন, বরুণ, মহাদেব এবং ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ বিমানে লঙ্কানগরীতে গমন করিলেন, এবং রামকে বলিলেন "রাম আপনি সকল লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, তত্ত্বজ্ঞানিগণের ধ্যেয়, এবং বিভু হইয়াও হুতাশন পতনোন্মুখী হইয়াও উপেক্ষা করিতেছেন কেন? পরন্তু, আপনি দেবশ্রেষ্ঠ সীতাকে আপনার এরূপ বিস্মৃতি কেন? বীর, আপনি ভূতগণের আদিতে এবং অন্তেতে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ হইয়া এক্ষণে সাধারণ মানুষের ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন?"

রাম তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া বলিলেন "আমি মহাত্মা দশরথ পুত্র রাম, সাধারণ মনুষ্য বই নহি।"

তবে আমি কে?

ব্রহ্মা রামকে বহুবিধ স্তব করিয়া বলিলেন "আপনি স্বয়ং বিষ্ণু—রাবণকে নিধন করিবার জন্যই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছেন। আর সেই সীতাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আপনারা যে দুষ্কর কার্য্যের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন হইয়াছে। সুতরাং আর কিয়ৎকাল মনুষ্য লোকে বিচরণ করত ব্রহ্মলোকে

আরোহণ করিবেন ; ব্রহ্মার এতাদৃশ শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে রোদন করিলেন। ইত্যবসরে অগ্নি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সেই চিতা অপসারিতা কাল সূর্য্য সদৃশী, তপ্ত কাঞ্চন ভূষণা, রক্তাম্বরধারিণী, নীল কুঞ্চিত কেশী, অম্লান মালা শোভিতা, অবিকৃতরূপা অনিন্দিতা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া উত্থিত হইয়া তাঁহাকে রামের নিকট দিয়া বলিলেন "রাম এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর ইহাতে পাপের লেশমাত্র নাই, চরিত্র গর্ব্বিন্! এই শুভলক্ষণা সচ্চরিত্রা সীতা, বাক্য, মন, বুদ্ধি অথবা চক্ষু দ্বারাও কখন তোমাকে অতিক্রম করে নাই। যখন ইনি নির্জ্জন কাননে একাকিনী ছিলেন, তখন রাবণ ইহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া তাহার অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়াছিল, তথায় রাক্ষসীগণ অর্চ্চিতা ও প্রলোভিতা করিলেও একমাত্র তোমাতে অনুরক্তা জানকী ক্ষণমাত্রও রাবণকে চিন্তা করে নাই। তিনি নিরন্তর এক মনে তোমাকেই ধ্যান করিতেন। রাঘব! আমি আদেশ করিতেছি এই পাপবিহীনা বিশুদ্ধস্বভাবা সীতাকে গ্রহণ কর ইহাকে আর কোনও কথা বলিও না।"

ধর্ম্মাত্মা রাম অগ্নির বাক্য শুনিয়া বলিলেন "ইনি যে লোক সকলের মধ্যে সমধিক পবিত্রা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইনি রাবণের অন্তঃপুরে বহুকাল ছিলেন, যদি ইহাকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত রাম নিতান্ত কাম পরতন্ত্র, এবং সাংসারিক ব্যবহারে অনভিজ্ঞ, জনকনন্দিনী সীতাকে অনন্যহৃদয়া এবং আমাতেই তিনি একান্ত

অনুরাগিনী তাহা আমি জানিতাম, সূর্য্যের প্রভা যেরূপ সূর্য্য হইতে অভিন্না, তদ্রূপ সীতাও আমা হইতে অভিন্না, নিজ তেজো-বলে নিজেই রক্ষিতা এই বিশালাক্ষী সীতাকে যেরূপ মহাসাগর বেলাভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না তদ্রূপ কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই, প্রদীপ্ত অনল শিখার ন্যায় এই অনন্যলভ্যা সীতাকে দুরাত্মা মনে মনেও ধর্ষণা করিতে পারে নাই। যেরূপ আত্মবান্ ব্যক্তি কীর্ত্তি ত্যাগ করিতে পারেনা, সেইরূপ আমিও ত্রিলোকবিশুদ্ধা সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আপনারা এবং হিতবাদী লোকপালগণ নানা স্নেহসহকারে যে যে মঙ্গল বাক্য কহিলেন, তাহা আমার অবশ্যই পালন করা উচিত।” রাম এই কথা কহিয়া লোকপালগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইলেন এবং সীতাকে গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। তৎপর পুষ্পক বিমনারোহণে রাম সীতাকে যুদ্ধস্থল, সেতুবন্ধ বিশাল সমুদ্র, বিপুলা লঙ্কা, সেনানিবাস স্থান, অদ্ভুত সেতু, কিষ্কিন্ধা নগরী, পম্পানদী, ঋষ্যমুক্ পঞ্চবটী, জনস্থান, গোদাবরী, শরভঙ্গাশ্রম, চিত্রকূট, ভরদ্বাজ আশ্রম, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা প্রভৃতি স্থান দেখা-ইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন; অযোধ্যা নগরী মহানন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। চারিদিকে আনন্দের স্রোত ছুটিতে লাগিল। তখন রাম রাজা ও সীতা রাজপত্নী হইয়া বহু বৎসর বিহার করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ইন্দ্রের নন্দনকানন এবং ব্রহ্মার চৈত্ররথ যেমন সুন্দর তদ্রূপ মনোহর অশোক কানন প্রস্তুত করিয়া সীতা সহ তথায় যাইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

তিনি তথায় সীতার সহিত উপবেশন করিয়া বসিষ্ঠের সহিত অরুন্ধতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ; মহাত্মা রামচন্দ্র ও সীতা বিবিধ ভোজ্য বস্তু উপভোগ ও বিহার করিয়া সপ্তবিংশতি বৎসর অতিবাহিত করিলেন, ধর্ম্মশীল রাম বিধি অনুসারে পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মবিহিত কার্য্য করিয়া দিবসের অর্দ্ধভাগ অন্তঃপুরে অতিবাহিত করিতেন। সীতা দেবীও পূর্ব্বাহ্ণে দেবপূজায় রত থাকিয়া শ্বশ্রূদিগের সেবা করিতেন। একদা দেববালার ন্যায় সীতা নিকটে উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র সীতার গর্ভ লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন, এবং "সাধু" "সাধু" বলিয়া প্রশংসা করত সীতাকে বলিলেন। "জানকি ! তোমার গর্ভ লক্ষণ স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং বরারোহে ! তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব ? আর কোন্ বিষয়েই বা তোমার ইচ্ছা হয় ?" পরে বৈদেহী মৃদু হাস্য করিয়া সুমধুর স্বরে কহিলেন "রঘুনন্দন, পবিত্র তপোবন দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কামনা হইয়াছে, দেব ! ফলমূলাহারী উগ্রতেজা গঙ্গাতীরবাসী ঋষিগণের চরণ-তলে অবস্থিতি করিতেও ইচ্ছা হয়, কাকুৎস্থ ফলমূলভোজী মুনিগণের তপোবনে অন্ততঃ একরাত্রিও বাস করি এই আমার একান্ত ইচ্ছা।" অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম তাহাই হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত তাঁহাকে বলিলেন "বৈদেহি ! তুমি আশ্বস্তা হও, কল্যই তপোবনে যাইতে পাইবে সংশয় নাই" তদনন্তর রাম বাহিরাঙ্গনে রাজসভায় আগমন করিলেন। তখন বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ,

মঙ্গল, কুল, সুরাজী, ভদ্র, কালীয়, সুমাগধ, দন্তবক্র প্রভৃতি বিচক্ষণ সভ্যগণ সহাস্যে রহস্যাদি করিতেছিলেন। বহু প্রসঙ্গের পর জিজ্ঞাসা করিলেন "সভ্যগণ! রাজ্যে বা তপসাশ্রমে, কাননে পৌর ও জনপদবাসী ব্যক্তিরা আমার সম্বন্ধে কোন্ কোন্ কথা নিয়া আলোচনা করিয়া থাকে অথবা সীতা ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, এবং বিমাতা কৈকেয়ী বিষয়েই বা কোন্ কোন্ কথার আলোচনা করিয়া থাকে? "রাম একথা বলিলে ভদ্র দণ্ডায়মান হইয়া কর-যোড়ে বলিলেন "রাজন্! পৌর জনপদবাসীরা অনেক শুভ কথারই উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু সৌম্য! রাবণবধ নিয়া গৃহেগৃহে নানা কথারই আলোচনা হয়" রাম বলিলেন "পৌর-বাসিগণ ভাল মন্দ যে কথাই বলিয়া থাকে তাহা আনুপৌর্ব্বিক বল, তুমি মনে কোনরূপ দ্বিধা বা কষ্ট না করিয়া বিশ্বস্ত এবং নির্ভয়চিত্তে বল।" ভদ্র, সশঙ্কিতে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "তাহারা বলে রাম মানবের সাধ্যাতীত সাগরে দুষ্কর সেতু বন্ধন করিয়াছেন, রাম সৈন্যসহ অজেয় রাবণকে বধ করিয়াছেন, তাঁহার গুণে ভল্লুক, রাক্ষস, এবং বানরগণ বশে আসিয়াছে। আমরা পৌর-জনপদবাসী তাঁহার শাসনে থাকিয়া স্বর্গীয় সুখভোগ করি-তেছি। কিন্তু রাবণ যে সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিল, রাম তজ্জন্য কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া পুনরায় সীতাকে নিজ পুরীতে আনিয়া তাহার সহিত সম্ভোগ করিতেছেন, রামের হৃদয়ে সীতা সম্ভোগ-জনিত সুখ কি প্রকার হইতেছে? সীতা রাক্ষসগণের বশীভূত হইয়া অশোকবনে ছিল, তথাচ রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণা করেন

না? রাজা যাহা করেন প্রজারা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং আমাদিগকেও স্ত্রীগণের এই দোষ সহিতে হইবে।” রাম বলিলেন “সভ্যগণ! ভদ্র যাহা বলিতেছে, সকলেই কি তাহা বলে?” তখন তাঁহারা সকলে অবনত মস্তকে দুঃখিতান্তঃ-করণে বলিলেন “ভদ্র যাহা কহিলেন তাহা সত্য ইহাতে সংশয় নাই।” রাম তখন সভা ভঙ্গ করিয়া, ভ্রাতৃগণসহ মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। রামের মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিন দেখিয়া তাঁহারা ত্রাসিত হইলেন। রাম অশ্রুনেত্রে কুমারগণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “ভ্রাতৃগণ! তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন; নরেশ্বরত্রয়, তোমরা সর্ব্বশাস্ত্র পার-দর্শী; তোমাদের মঙ্গল হউক, আমি যাহা বলিব তাহার অন্যথা-চরণ করিও না শুন।” রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কি বলিবেন, ভাবিয়া আকুল হইলেন। রাম বলিলেন. “আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বিখ্যাত বংশে জন্মিয়াছি, সীতা ও মহাত্মা জনকের পবিত্রকুলে জন্মিয়াছেন সুতরাং পুরবাসী ও জনপদ-বাসীরা আমার ও তাহার যে নিরতিশয় অপবাদ দেয় সেই নিন্দা-বাদই আমার নিদারুণ মর্ম্মবেদনা দিতেছে, সৌম্য লক্ষ্মণ! বিজন দণ্ডককাননে রাবণ যেরূপে সীতাকে হরণ করিয়াছিল এবং তাহাকে যেরূপে আমি বধ করিয়াছি তাহা তুমি জান, সেই সময়ে এই বিষয় আমার মনে উদয় হইয়াছিল যে, ‘সীতাকে কিরূপে ঘরে লইয়া যাইব?” লক্ষ্মণ! তখন সীতা পতিব্রতা ধর্ম্মের পরীক্ষা দিবার জন্য তোমার সাক্ষাতেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া

ছিলেন, তখন অগ্নি দেবতাগণের নিকট মৈথিলীকে নিষ্পাপ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, অধিক কি চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ুও জানকীর পবিত্রতার পরিচয় দিয়াছেন, তখন, দেবরাজ মহেন্দ্রও লঙ্কা-দ্বীপে এইরূপ সুপবিত্রচরিত্রা সীতাকে আমার করে সমর্পণ করেন, বিশেষতঃ আমার অন্তরাত্মাও যশস্বিনী সীতাকে শুদ্ধ বলিয়া জানে। এই জন্যই আমি সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় আসিয়াছি; কিন্তু পুর ও জনপদবাসীদিগের এইরূপ ঘোরতর নিন্দাবাদ শুনিলে আমার মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ইহলোকে অকীর্ত্তি অর্জ্জন করে, এবং সেই কীর্ত্তি যত দিন বিদ্যমান থকে, ততদিন সেই অকীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি অধম লোকে পতিত হইয়া থাকে, দেবগণ অকীর্ত্তির নিন্দা করেন, আর সুকীর্ত্তি সর্ব্ব লোকেই পূজিতা হয়, এই জন্য মহাত্মাগণ সুকীর্ত্তির জন্যই লালায়িত, ভ্রাতৃগণ। আমি লোক নিন্দা ভয়ে নিজের জীবন বা তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, জানকীরত কথাই নাই।

এক্ষণে তোমরা দেখ আমি কিরূপ অকীর্ত্তি শোকসাগরে পড়িয়াছি, বিশেষতঃ ইহা অপেক্ষা দুঃখ কোন জীবেই কিছু মাত্র দেখি না, লক্ষ্মণ! কল্যই সীতাকে রথে লইয়া গঙ্গার পর পারে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ কর। প্রত্যুত সীতা পরিত্যাগ করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বা প্রতিবাদ করিও না, এবিষয়ে কোন বিচার না করিয়াই আমার বাক্য পালন কর, কল্যই প্রস্থান কর। আমার আদেশ মত কার্য্য না করিলে আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখান

হইবে। আমি তোমাদিগকে পদদ্বয় ও প্রাণের দিব্য দিয়া বলি যদি তোমরা আমার অধীনে থাকিতে চাও তবে আদেশ পালন কর। সীতাও পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছেন আমি গঙ্গাতীরে মুনিগণের আশ্রম দেখিব,' সুতরাং তাঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ কর।" রাম এই কথা বলিলে ভ্রাতৃগণ অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে লক্ষ্মণ দুঃখিত হইয়া রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক সীতার নিকট যাইয়া বলিলেন "দেবি! আপনি মহারাজের নিকট আশ্রমদর্শনের প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব আপনাকে আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, সুতরাং দেবি, আপনি গঙ্গাতীরে মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে অবিলম্বে গমন করুন্, আমি রাজার শাসনানুসারে আপনাকে মুনিনিসেবিত তপোবনে লইয়া যাইব।" সীতা লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন, এবং বলিলেন "আমি বহু মূল্য ধন মুনিপত্নীদিগকে দান করিব" ইহা বলিয়াই বহু ধনরত্নাদি নিয়া লক্ষ্মণ সহ রথে আরোহণ করিলেন। তখন সীতা দেবী লক্ষ্মণকে কহিলেন "রঘুনন্দন, অমি কেন অনেক অশুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, সৌমিত্র, আজ আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত, দেহ কম্পিত এবং হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে।

আমি নিতান্ত ধীর হইয়াছি, ধরিত্রী সুখশূন্যা দেখিতেছি, দেবর! তোমার সেই ভ্রাতা কুশলে আছেন ত? বীর, আমার শাশুড়ীরাত সকলেই ভাল আছেন—নগরে এবং জনপদে প্রাণিবর্গের কুশল ত?" এই কথা বলিয়া সীতা দেবী দেবতার নিকট সকলের

মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। লক্ষ্মণ চিন্তাকুল হৃদয়ে বলিলেন "সমস্ত কুশল।" ক্রমে তাঁহারা পাপবিনাশী গঙ্গার তীরে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন লক্ষ্মণ ভাগীরথীর জল প্রবাহ দেখিয়া দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মশীলা সীতা লক্ষ্মণকে খিদ্যমান দেখিয়া বলিলেন "লক্ষ্মণ, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি আমার চিরাভিলষিত জাহ্নবী তীরে আসিয়াছ, সুতরাং তোমার আহ্লাদিত হওয়া উচিত, তুমি এসময়ে কাঁদিয়া আমাকে বিষাদিত করিতেছ কেন? পুরুষ শ্রেষ্ঠ! তুমি নিয়ত রামের পার্শ্বে থাক, তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছ বলিয়া কি দুঃখিত হইয়াছ? ভ্রাতৃ-বৎসল, রাম আমার প্রাণাপেক্ষা ও প্রিয়, তথাপি আমি এরূপ শোক করিতেছি না আর তুমি এরূপ বিহ্বল হইলে কেন? গঙ্গার ওপারে লইয়া চল, আমি মুনিপত্নীগণকে বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিব। এবং তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া পুরীতে প্রত্যাগমন করিব। কমললোচন সিংহোরস্ক রমণপ্রবর রামকে দেখিবার জন্য মনও ত্বরান্বিত হইয়াছে।" চক্ষু মুছিয়া লক্ষ্মণ নাবিকগণকে ডাকিলেন, তাঁহারা নৌকাযোগে তাহা পার করিয়া-ছিল। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে নদীর অপর পারে রাখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে করযোড়ে সীতাদেবীকে কহিলেন "বৈদেহি! ধীমান্ আর্য্য আমাকে লোকনিন্দিত নিদারুণ এই ক্রূর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া লোক সমাজে আমাকে নিন্দাভাজন করিয়াছেন, সুতরাং আমার হৃদয়ে সুমহৎ শল্য বিদ্ধ হইতেছে; এখন এ অবস্থায় আমার মূর্চ্ছা বা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। শোভনে! আমার দোষ লইবেন

না, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" লক্ষ্মণ এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। সীতাদেবী লক্ষ্মণের এরূপ অবস্থা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি তোমার ক্রন্দনের কোনও কারণই বুঝিতেছি না, সুতরাং কি হইয়াছে যথার্থ করিয়া বল, তোমাকে অসুস্থ দেখিতেছি, মহারাজের মঙ্গলত ? আমার বোধ হইতেছে, রাজা তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার নিকট সকল কথা যথাযথ বল।" সীতাদেবীর বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অধোবদনে বলিলেন "দেবি! জনপদে এবং নগরে আপনার নিদারুণ অপবাদের কথা শুনিয়া রাম সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইয়া আমার নিকটে ব্যক্ত করত গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, দেবি! রাজা আমার নিকট আপনার নির্দ্দোষিতার বিষয় বলিয়াছেন, কেবল পুরবাসীর নিন্দাভয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং আপনি তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে করিবেন না, গর্ভিণীর দোহদ পূরণ এবং রাজার আজ্ঞা পালন অবশ্যকর্ত্তব্য ইহা আমি জানি, এই কারণে আমি আশ্রম প্রান্তে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব, শুভে! গঙ্গাতীরে মহর্ষিগণের এই তপোবন, ইহা পরম রমণীয় এবং অতি পবিত্র; মহাযশযশা-দ্বিজবর মুনিপুঙ্গব মহাত্মা বাল্মীকি আমার পিতা মহারাজ দশরথের পরমবন্ধু; সুতরাং দেবি! আপনি সেই মহর্ষির পাদমূলে উপনীতা হইয়া একাগ্র চিত্তে উপাসনা করত সুখে বাস করুন্। দেবি, আপনি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া

হৃদয়ে সর্ব্বদা রামের ধ্যান করুন্। তাহা করিলেই আপনার মঙ্গল হইবে।” সীতাদেবী লক্ষ্মণের নিদারুণ কথা শুনিয়া ভূতলে পতিতা হইলেন, এবং সংজ্ঞাহীনা হইলেন। পরে চেতনা পাইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে করুণস্বরে বলিলেন “লক্ষ্মণ! বিধাতা দুঃখ ভোগের জন্যই আমাকে সৃজন করিয়াছেন, সেই কারণে আজ আবার দুঃখ রাশি মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল, আমি পূর্ব্ব জন্মে কোনও মহাপাপ করিয়াছিলাম, অথবা কোনও ব্যক্তির স্ত্রী বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, সেই কারণ বশতঃ আমি সতী এবং পবিত্র স্বভাবা হইলেও, রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে আমি স্বেচ্ছায় রামের সহিত বনবাস-ক্লেশ সহিয়াও রামের পদছায়ায় বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সৌম্য এখন আমি প্রিয়জন বিরহে একাকিনী কিরূপে আশ্রমে বাস করিব? এবং একান্ত দুঃখিতা হইয়াই বা বিজন বনে কাহাকে দুঃখের কাহিনী কহিব? হায়! ‘মহাত্মা রঘুনন্দন রাম তোমাকে কি জন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তুমিই বা কি অসৎ-কার্য্য করিয়াছ?’ মুনিগণ এই কথা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আমি কি উত্তর দিব? লক্ষ্মণ! আমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে প্রাণত্যাগ করিলে, আমার স্বামীর বংশলোপ হইবে, তাহা না হইলে আজই জাহ্নবী জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম; লক্ষ্মণ! রাজা তোমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহা তুমি পালন কর, আমি নিতান্ত দুঃখিনী, সুতরাং আমাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া রাজ-আদেশ পালন কর; আর আমার একটী

কথা শুন, তুমি আমার প্রতিনিধিস্বরূপ নতমস্তকে মহারাজের চরণযুগলে প্রণামপূর্ব্বক শ্বশ্রূদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, ধর্ম্মশীল রাজাকে বলিবে 'রঘুনন্দন! সীতা কিরূপ শুদ্ধ স্বভাবা, আপনার প্রতি কিরূপ ভক্তিমতী এবং আপনার কিরূপ হিতাভিলাষিণী তাহা আপনি বিশেষরূপে জানেন, আপনি যে নিন্দাভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি, বিশেষতঃ আপনিই আমার পরম গতি, সুতরাং যাহাতে আপনার নিন্দা বা অপবাদ হয়, এরূপ কার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য নহে, আপনি ভ্রাতৃগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, পুরবাসিগণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবেন, রাজন্! পৌরজনের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় হইবে, আপনার তাহাই ধর্ম্ম, এবং তাহাতেই আপনি অক্ষয়া কীর্ত্তি লাভ করিবেন।

নরবর! আমি পৌরজনের নিন্দাবাদ এবং আপনার জন্য যেরূপ অনুশোচনা করি, আমি নিজের দেহের জন্য সেরূপ করি না। পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, পতিই গতি, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু; সুতরাং প্রাণ দিয়াও সর্ব্বতোভাবে পতির প্রিয় কার্য্য করা উচিত।' লক্ষ্মণ! তুমি আমার এই কথাগুলি সংক্ষেপে তাঁহাকে বলিবে; আর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ হইয়াছে তাহাও দেখিয়া যাও।"

সীতার বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াও রুদ্ধবাক্য হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, পরে অনেকক্ষণ পরে বলিলেন "দেবি! আপনি কি বলিতেছেন? পূর্ব্বে আর কখন

ও আপনার রূপ দেখি নাই, কেবল পদ-যুগল দেখিয়াছি মাত্র, তাই ঋষ্যমুখে পদ-নূপুর ভিন্ন আপনার নিক্ষিপ্ত অলঙ্কার আমি চিনিতে পারি নাই; বিশেষতঃ রাম এখানে নাই এ সময়ে আপনাকে একাকিনী কিরূপে দেখিব? লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া সীতাকে প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিলেন এবং সীতাকে বারংবার দেখিতে দেখিতে দূরে প্রস্থান করিলেন। সীতাও লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিলেন, পরে লক্ষ্মণ অদৃশ্য হইলে দুঃখভারে অবসন্না হইয়া বিষম দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন আশ্রমবাসী মুনিকুমারগণ সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া মহাত্মা বাল্মীকির নিকট বলিল, ভগবন্! লক্ষ্মীর ন্যায় এক পরম রূপবতী রমণী তপোবনে রোদন করিতেছেন, ইনি বোধ হয় স্বর্গ-ভ্রষ্টা কোন দেবী হইবেন। সুতরাং আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন্। জ্ঞান-চক্ষু সম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে ত্বরায় গিয়া রোরুদ্যমানা সীতাকে "অয়ি পতিব্রতে! তুমি রামের প্রিয়তমা মহিষী, দশরথের পুত্রবধূ, জনকরাজের কন্যা, তোমার কুশল ত? তুমি আসিতেছ যোগ বলে আমি পূর্ব্বেই ইহা জানিয়াছি; এবং তোমার আসিবার কারণও অবগত আছি, মহাভাগে! ত্রিভুবন মধ্যে যে কিছু ঘটনা ঘটে তাহা যোগবলে অবগত হওয়া যায়, সুতরাং তোমার শুদ্ধ চরিত্রও আমি যথার্থতঃ জানি। সীতে! তপোলব্ধ দিব্য চক্ষু প্রভাবে আমি তোমাকে নিষ্পাপা বলিয়া জানি; সুতরাং বৈদেহি! তুমি আশ্বস্তা হও, এক্ষণে আমার আশ্রয়ে থাকিবে,বৎসে! আমার আশ্রমের নিকটই

তাপসী সকল তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারা সতত তোমাকে সন্তানের ন্যায় পালন করিবেন, তুমি এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তথায় আপনার বাড়ীর মত নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বস্তভাবে বসতি কর, দুঃখ করিও না।” সীতা বাল্মীকির অদ্ভুত কথা শুনিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার পদ যুগল বন্দনা করিয়া বলিলেন “তাহাই করিব” পরে সীতা মুনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। তাপসী-গণ মুনিকে দেখিয়া বলিলেন মহর্ষি! আপনার শুভাগমন হউক, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি, কি কার্য্য করিব অনুমতি দিন্। বাল্মীকি বলিলেন এই সীতা আসিয়াছেন ইনি ধীমান্ রামচন্দ্রের পত্নী, ইনি পতিপরায়ণা, ইহাঁতে পাপের লেশমাত্র নাই, তথাপি ইহাঁর স্বামী ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি আমার যত্ন পূর্ব্বক পালনীয়া হইয়াছেন, তোমরা ইহাঁকে সবিশেষ স্নেহ-চক্ষে দেখিবে, আমার আদেশে তোমরা ইহাঁকে পরম সমাদরে রক্ষা করিবে। মহাতপা মহাযশা বাল্মীকি পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া সীতা দেবীকে তাপসীদিগের নিকটে রাখিয়া তপস্যায় নিজ আশ্রমে আসিলেন। সীতাও অতি যত্নে তাপসীদের সেবা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ অযোধ্যায় আসিয়া রামচন্দ্রকে নিতান্ত শোকাতুর দেখিয়া বিবিধরূপে প্রবোধ দিয়া আনুপূর্ব্বিক সীতার কথিত সমস্তই বলিলেন। রামচন্দ্রও সীতার বিরহে দীন মনে রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

একদা রাম লবণ রাক্ষসকে নিধন করিবার জন্য শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করেন, শত্রুঘ্ন রাস্তায় বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থান করেন।

যে রাত্রিতে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন, সেই রাত্রিতেই সীতা দেবী দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করেন। মুনিবর নবকুমার দ্বয়কে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তাহাদের রাক্ষস এবং বালগ্রহ বিনাশ রক্ষা করিলেন। কতকগুলি কুশ লইয়া মধ্য-ভাগে কাটিলেন তাহার অগ্রভাগ কুশমুষ্টি এবং অধো ভাগ লব বলিয়া উক্ত হয়। বাল্মীকি বৃদ্ধাগণের হাতে কুশ সমূহ দিয়া বলিলেন "যে বালকটী অগ্রে জন্মিয়াছ তাহাকে সাগ্র কুশ দ্বারা মার্জ্জন করিতে হইবে তাহার নাম কুশ হইবে এবং যে বালক পরে জন্মিয়াছ তাহাকে অধোভাগ লব দ্বারা মার্জ্জন করিবে, তাহার নাম লব হইবে। আমা কর্তৃক রক্ষিত শিশুদ্বয় কুশ ও লব নামে বিখ্যাত হইবে। এদিকে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সীতার শুভ পুত্রপ্রসব. রামের নাম কীর্ত্তন ও শিশুদের নাম প্রভৃতি কীর্ত্তন হইতে লাগিল। পর্ণকুটীরে শয়ন করিয়া শত্রুঘ্ন সমস্তই শুনিলেন এবং মনে মনে সীতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন 'মা সৌভাগ্য ক্রমে আজ দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছ"। রামের দুটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করাতে শত্রুঘ্নের আর আনন্দের সীমা রহিল না। পরে শত্রুঘ্ন প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক মুনিকে প্রণাম করিয়া লবণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। শত্রুঘ্ন মথুরায় যাইয়া লবণকে বধ করিয়া তথায় দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে তিনি সসৈন্য অযোধ্যায় যাইতে পুনর্ব্বার বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থান করিলেন, মুনিবর শত্রুঘ্নকে লবণ রাক্ষসের নিধনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, রাঘব তুমি অতি দুষ্কর

কার্য্যই করিয়াছ; রামও বহু কষ্টে রাক্ষসকে নিহত করিয়াছিলেন তুমি অক্লেশে মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া জগতের প্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছ। আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিব।" বলিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং যতদূর পর্য্যন্ত রামচরিত প্রকাশ হইয়াছিল, ততদূর পর্য্যন্ত ঘটনা লইয়া মহাত্মা বাল্মীকি এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন আহারান্তে সেই মনোহর :রামচরিত গান শুনিতে লাগিলেন; রাম-জীবনীর যথাযথ সত্য কাহিনী শুনিয়া সসৈন্য শত্রুঘ্ন বিমোহিত হইলেন, কিন্তু কে গায়ক তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। এবং মুনির আশ্রমে বিস্তর আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়া থাকে এই ভাবিয়া মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। প্রাতে শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। এবং রাম চন্দ্রের নিকট সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিত বিবৃত করিলেন।

পরে মহাত্মা রাম এক মহা যজ্ঞ করিলেন, ঐ যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি সশিষ্য কুশ লবকে নিয়া রাম-সদনে উপস্থিত হইলেন। কুশ ও লব বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। রাম বালক যুগলের গানে বিমোহিত হইয়া তাহাদের সভায় উপস্থিত করিলেন সভার সমস্ত লোক বালক দ্বয়ের রূপে বিমোহিত হইয়া নির্নিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। এবং ইহারা যেন রামেরই পুত্র এরূপ: অনুমান করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় বিংশতি স্বর্গ পর্য্যন্ত রামায়ণ গান করিলেন। তখন সকলেই গানে মোহিত হইলেন। রামচন্দ্র ভরতকে বলিলেন ইহাদিগকে অষ্টা-

দশ সহস্র সুবর্ণ এবং ইহাদের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য দ্রব্য দেও, ভরত ধনদানে উদ্যত হইলে, তাঁহারা তাহা লইলেন না, বলিলেন "ইহা লইয়া কি করিব? আমাদের বন্য ফল মূলই জীবিকা নির্ব্বাহের যথেষ্ট। আমাদের ধনের প্রয়োজন নাই;" মুনি-কুমারদের বাক্য শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তৎপর তাঁহা-দের কাব্যের প্রণেতা কে এবং পরিমাণ কত জিজ্ঞাসা করিলে, বালকদ্বয় বলিলেন এই গ্রন্থ মহাত্মা বাল্মীকি রচনা করিয়াছেন; ইহার পরিমাণ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক, ইহাতে রামচরিত্র সম্পূর্ণ আছে। আপনারা শুনিতে চাহিলে আমরা গান করিতে পারি। পরে রামের আজ্ঞায় যখন প্রায় শেষভাগ গান করিলেন তখন তিনি কুশ ও লবকে সীতার পুত্র জানিয়া সুখী হইলেন। তৎপর রামচন্দ্র বলিলেন হে দূতগণ। ভগবান, বাল্মীকির নিকট যাইয়া আমার এই কথা গুলি বল "জানকীর চরিত্র যদি বিশুদ্ধ এবং নিষ্পাপ হয় তাহা হইলে তিনি মহর্ষির অনুমতি লইয়া তাঁহার বিশুদ্ধতার পরিচয় দিন, তোমরা সীতার অভিপ্রায় জানিয়া আমাকে বল।" দূতগণ বাল্মীকিকে জানাইলে; তিনি বলিলেন "রামচন্দ্র :যাহা বলিলেন তাহাই হইবে" বলিয়া বাল্মীকি সীতাকে নিয়া জনসমূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বলিলেন "রাম! সীতা পতিব্রতা-ধর্ম্ম-চারিণী হইলেও তুমি লোক নিন্দা ভয়ে, ইহাঁকে আমার আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, কিন্তু মহাব্রত! তুমি লোকাপবাদ ভয়ে ভীত, অতএব লোকাপবাদ ভয় যাহাতে দূর হয়, ইনি তোমাকে এমন প্রত্যয় দিবেন, তুমি ইহাঁকে অনুমতি দাও। আমি সত্য

বলিতেছি, জানকীর গর্ভজাত দুর্দ্ধর্ষবালকদ্বয় তোমারই পুত্র। রাম! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা বলি নাই সুতরাং আমি নিশ্চয় বলিতেছি ইহারা তোমারই তনয়। আমি, মুনি হইয়াও শপথ করিয়া বলিতেছি সীতা কুচরিত্রা নয়। আমি বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া যে তপস্যা করিয়াছি তাহা নষ্ট হইবে। জানকী যদি নিষ্পাপা না হন, তাহা হইলে আমি কায়মন ব্যক্যে যে পাপ করি নাই তাহারও ফল ভোগ করিব। তুমি লোক নিন্দা ভয়ে ভীত হইয়াছ বলিয়াই আজ এই শুদ্ধচারিণী পতিব্রতা সীতা তোমার সম্মুখে প্রত্যয় দান করিবেন।"

বাল্মীকি এই কথা বলিলে রামচন্দ্র সেই লোক সমূহ মধ্যে মহর্ষিকে বলিতে লাগিলেন "হে মহাভাগ!" আপনি যাহা বলিলেন সেইরূপই বটে, আপনার নির্ম্মলবাক্যে আমার বিশ্বাস জন্মিতেছে, বৈদেহী পূর্ব্বেও দেবগণের মধ্যে প্রত্যয় প্রদান এবং শপথ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি ইহাকে গৃহে আনিয়া ছিলাম। ব্রহ্মন্! লোক নিন্দা অতি বলবান, সেই ভয়েই আমি সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন্। তথাপি বৈদেহী ত্রিভুবন বাসী সকলের নিকটে বিশুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা এবং প্রীতি-পাত্রী হউন্। লবকুশ যে আমার পুত্র তাহাও আমি জানি, তথাপি সকলকে সন্তুষ্ট করুন্।" শপথবিষয়ে তখন রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ সিদ্ধগণ, মহর্ষিগণ ও দেবগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাম

পুনরায় বলিলেন "সীতার বিশুদ্ধতা বিষয়ে যদিও আমার অনু-মাত্রও সন্দেহ নাই,তথাপি সীতা আপনাদের নিকট বিশুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা হউন্।"

রামচন্দ্র ইহা বলিলে দিব্য গন্ধ মনোহর শুভ সূচক পবিত্র বায়ু বহিয়া সেই জন সমূহকে আনন্দিত করিল। পূর্ব্বতন সত্য যুগের ন্যায় ত্রেতা যুগেও সেই অভাবনীয় অদ্ভুত বায়ু বহিতে লাগিল, পরে কাষায় পরিধারিণী সীতা সকলকে উপস্থিত দেখিয়া নত মুখে কর যোড়ে বলিতে লাগিলেন "আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখন মনেও স্থান দেই নাই, এই সত্য বলে ভগবতী বসুন্ধরা তাঁহার গর্ভে আমাকে বিবর দান করুন্, আমি কায়মনো-বাক্যে কেবল রামেরই অর্চ্চনা করিয়াছি, সেই সত্য বলে ভগবতী বসুন্ধরা তাঁহার গর্ভে আমাকে স্থান দান করুন্। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি রাম চন্দ্র ব্যতীত আমি আর কাহাকেও জানিনা, এই সত্য বলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে স্থান দান করুন্।" সীতা এইরূপ শপথ করিতে থাকিলে এক অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। ভূগর্ভ হইতে এক অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল, অমিত বিক্রম দিব্য দেহ নাগগণ ঐ সিংহাসন লইয়া উঠিলেন। বসুন্ধরা দেবী দুই হস্ত দ্বারা সীতাকে সেই সিংহাসনে তুলিয়া লইয়া, স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং অভিবাদন করত আসনে বসাইলেন, তখন স্বর্গ হইতে সীতার উপর পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেব ও জনগণ হইতে উচ্চরবে সাধুবাদ উত্থিত হইল। অন্তরীক্ষস্থ দেবগণ সীতার পাতাল প্রবেশ দেখিয়া

যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সীতে, তোমার চরিত্র সাধু! সাধু! পরমপবিত্র! এইরূপ নানা কথা বলিতে লাগিলেন। যজ্ঞ ভূমিতে উপস্থিত মহর্ষিগণ ও রাজগণ বিস্ময় সাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

আকাশস্থিত স্থাবর জঙ্গম ও ভীমকায় দানবগণ এবং পাতাল বাসী নাগগণের মধ্যে কেহ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল, কেহ মুদিত নেত্রে চিন্তা করিতে লাগিল, কেহ রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল এবং কেহ বা নিশ্চল ভাবে সীতারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, অধিক কি সীতার সেই পাতাল প্রবেশ দেখিয়া, সেই সময়ে সকলেরই মনের ভাব অদ্ভুত হইয়াছিল, মুহূর্ত্ত কালের জন্য সমস্ত জগৎ যেন মোহিত হইয়া গিয়াছিল।

সীতা পাতাল প্রবেশ করিলে রাম বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া আর স্থির হইতে পারিলেন না। তিনি উন্মত্তের ন্যায় বসুধার প্রতি ক্রোধ করিলেন। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া পূর্ব্বজ্ঞান স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনিও অল্পদিন পরেই সীতার পুত্র কুশ ও লবকে রাজ্য দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

শশি-কলা।

শশিকলা—ইনি কাশিরাজ সুবাহুর কন্যা ও অযোধ্যাধিপতি সুদর্শনের পত্নী। ইনি ভগবতী দুর্গার ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। ইনি লোকমুখে শুনিলেন অযোধ্যাধিপতি মহারাজ ধ্রুব সন্ধির পুত্র, অরণ্যে ভরদ্বাজ আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার নাম সুদর্শন, তিনি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, সকলের প্রিয়পাত্র শৌর্য্যশালী ও দেখিতে কন্দর্পতুল্য। এইরূপ শুনিয়া ভাবীপতি সুদর্শনকে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। এবং একদা স্বপ্নেও দেখিয়া আশ্বাস পাইলেন। পরে স্বপ্ন বৃত্তান্ত এক সখীর নিকট প্রকাশ করিলেন। তৎপর একদা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম হইতে এক ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মুনিবর, ভরদ্বাজাশ্রমে আশ্চর্য্য কি আছে?' ব্রাহ্মণ বলিলেন অয়ি সুশ্রোণি! সেখানে ধ্রুবসন্ধির পুত্র শ্রীমান্ সুদর্শন বাস্তবিকই সুদর্শন, যে ব্যক্তি সেই সুকুমার সুদর্শনকে না দেখিয়াছ, তাহার চক্ষু নিষ্ফল রহিয়াছে, সে জগতের আশ্চর্য্য বস্তু দেখে নাই, বিধাতা যেন সৃষ্টি করিবার কৌতুকবশতঃ গুণনিচয়ের আকর করিবার জন্যই সুদর্শনরূপ একাধারে সমুদয় গুণ নিহিত করিয়াছেন। বামোরো! সেই নৃপ কুমারই তোমার ভর্ত্তা হইবার উপযুক্ত। বিধাতাও বোধ হয় মণি কাঞ্চনের ন্যায় তোমাদিগের উভয়ের সংযোগ বিধান করিয়াছেন।"

শশিকলা ব্রাহ্মণ মুখে তদ্‌বাক্য শ্রবণ করিয়া সুদর্শনের

প্রতি অধিকতর প্রেমযুক্তা হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই অনুরাগ বশতঃ সুদর্শনের প্রতি আসক্ত-হৃদয়া শশিকলা দ্বিজবর গমন করিবার পর প্রেম নিবন্ধন চঞ্চল-চিত্তা: ও কামবাণে পীড়িতা হইয়া প্রিয়তমা সখীকে কহিলেন, "সখি, যিনি অদ্যাপি প্রেমরস অবগত নন্, সেই নবযুবা সৎকুলোদ্ভূত নৃপনন্দনের বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার-সর্ব্বাঙ্গে যে কাম বিকার উৎপন্ন হইল, পাপিষ্ঠ মদন যে আমায় সমধিক সন্তাপ দিতে আরম্ভ করিল! হায়! এখন কি করি কোথায় যাই, সখি, দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় মোহন মূর্ত্তি সেই রাজকুমার স্বপ্নাবস্থায় আমাকে দেখা দিয়া আমার মনকে যে নিরতিশয় সন্তপ্ত করিতেছেন। তাঁহার বিরহে যে আমার হৃদয় নিরতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। ভামিনি! অধিক কি বলিব আমার সংলগ্ন চন্দন বিষবৎ, পুষ্পমালাও সর্পবৎ, এবং সুশীতল চারু চন্দ্রকলাও অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। হর্ম্ম্য, বন, দীর্ঘিকা ক্রীড়া পর্ব্বত কোথাও যে আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। সখি, কি দিবা, কি রজনী কোন সময়েই কোন প্রকার সুখকর বস্তুতেই আমার সুখ বোধ হইতেছে না। শয্যা বল, তাম্বুল বল, গীত বল, বাদ্যবল কিছুতেই আমার মনের বা নেত্রের প্রীতি নাই! সখি যেখানে আমার হৃদয় চোর শঠ সুদর্শন আছেন, আমি এখনই তথায় যাইতাম, কেবল কুললজ্জা হইতেই ভীতা হইতেছি, বিশেষতঃ আমি পিতার অধীন, এক্ষণে পিতা যদি আমার স্বয়ম্বর না করেন তবে কি করিব বল? তিনি যদি সুদর্শনের সহিত আমার বিবাহ দেন তাহা হইলে আমি এখনই

সেই রাজকুমারকে রতি দান করি। আশ্চর্য্য দেখ, অন্যান্য মতে সহস্রগুণে মহাসমৃদ্ধিশালী নৃপতি সকল ত রহিয়াছেন, কিন্তু তাহা দিগকে আমার রমণীয় বোধ হয় না। সেই সুদর্শন রাজ্যহীন বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পক্ষ হইতে পরাজিত হইয়া বনবাসী হইয়াও আমার মনোমত হইয়াছেন।

এদিকে সুদর্শন মাতার সহ ভরদ্বাজাশ্রমে ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। এবং মুনিগণ হইতে পুনঃ রাজ্য প্রাপ্তির বর পাইলেন। সুদর্শন মহামুনি ভরদ্বাজ হইতে সামবেদ, ধনুর্ব্বেদ ও নীতি শাস্ত্র সকল রীতিমত শিক্ষা করিলেন। শশিকলা দিন দিন বিরহ পীড়িতা হইয়া ক্ষীণা হইতে লাগিলেন; তখন তৎপিতা কাশীরাজ সুবাহু কন্যাকে স্বামী প্রার্থিনী জানিয়া অবিলম্বে স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিলেন। বিদ্বদ্গণ যে ত্রিবিধ স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করিয়াছেন উহা রাজগণেরই যোগ্য, অন্যের নহে। প্রথম ইচ্ছা স্বয়ম্বর, দ্বিতীয় পণযুক্ত স্বয়ম্বর (যেমন হরধনু ভঙ্গ) তৃতীয় শৌর্য্য—শুল্ক উহা শৌর্য্যশালী বীরগণের পক্ষেই কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নৃপবর সুবাহু ইচ্ছাস্বয়ম্বর করিতে উদ্যোগ করিলেন। শিল্পিগণদ্বারা মনোহর আস্তরণে আবৃত মঞ্চ সকল এবং সভ্যগণের বাসোপযোগী মণ্ডপনিচয় প্রস্তুত করাইলেন। এইরূপে শশিকলার বিবাহার্থ সভাগৃহাদি নির্ম্মিত হইলে ও দ্রব্যাদি বহুলরূপে সংগৃহীত হইলে চারুলোচনা শশিকলা দুঃখিত হইয়া সখীকে কহিলেন, সখি, তুমি নির্জ্জনে আমার মাতাকে এই কথা বল যে আমি নৃপতি ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুলক্ষণান্বিত সুদর্শনকে মনে মনে

বরণ করিয়াছি, আমি সুদর্শন ভিন্ন আর কাহাকেও বরণ করিব না। দেবী ভগবতীই সেই নৃপনন্দনকে আমার ভর্ত্তা করিয়া দিয়াছেন। সখী ত্বরায় শশিকলার মাতার নিকট যথাযথ কহিলে তিনি সমস্তই পতির নিকট অবিকল বলিলেন। রাজা সুবাহু সেই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া হাস্য করত ভার্য্যা বৈদর্ভীকে কহিলেন, হে শুভে! তুমিত জান যে, সে বাল্যাবস্থা-তেই রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া মাতার সহিত নির্জ্জনে বনমধ্যে বাস করিতেছে, এবং তাহারই জন্য যে যুধাজিত কর্ত্তৃক তৎমাতামহ নৃপতি বীরসিংহ নিধন হইয়াছেন, প্রিয়ে! তাহাওত শুনিয়াছ। অতএব হে চারুলোচনে! সেই নির্ধন বালক কিরূপে তাহার ভর্ত্তার যোগ্য হইতে পারে? তুমি শশিকলাকে বলিও "তুমি আর এরূপ কথা বলিও না, স্বয়ম্বর সভায় অনেকা-নেক রাজকুমার আগমন করিবেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা বরণ করিও।"

রাজ্ঞী বৈদর্ভী স্বামী কর্ত্তৃক এইরূপ কথিতা হইয়া, মধুর হাসিনী শশিকলাকে ক্রোড়ে বসাইয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন, সুদতি! কি জন্য তুমি বৃথা এরূপ অপ্রীতিকর বাক্য বলিতেছ? হে সুব্রতে! তোমার পিতা তোমার এরূপ কথায় অতিশয় দুঃখবোধ করিতেছেন, সুদর্শন অতি দুর্ভাগ্য, সে রাজ্য-ভ্রষ্ট, নিরাশ্রয় বল-কোষ-হীন ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে এক্ষণে তাহার মাতার সহিত বনে অবস্থান করত ফল মূলাদি ভক্ষণে জীবন ধারণ করিতেছে; সুতরাং সেই

হতভাগ্য কৃশকায় বনবাসী সুদর্শন তোমার যোগ্যবর নহে। পুত্রি, সকলের নিকট সম্মান ভাজন পরম রূপবান্, ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্নে অলঙ্কৃত, কৃতবিদ্য অপর কতশত রাজপুত্র তোমার উপযুক্ত রহিয়াছেন, ঐ সুদর্শনেরই এক ভ্রাতা আছেন তিনি সর্ব্ব সুলক্ষণান্বিত ও পরমরূপবান্, এবং কোশল দেশে রাজত্ব করেন। হে সুভ্রু! আমার নিষেধ করিবার আরও একটী কারণ আছে, তাহা আমি যেমন শুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। ভূপতি যুধাজিৎ সর্ব্বদা সেই সুদর্শনকে সংহার করিবার জন্য সচেষ্ট আছেন। সেই বীর যুধাজিৎই ভীষণ সংগ্রাম করিয়া বীর সেনকে সংহার পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করত নিজ দৌহিত্র সুদর্শনের ভ্রাতাকে পিতৃরাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি যুধাজিৎ, সুদর্শনের বিনাশ কামনায় মুনিবর ভরদ্বাজের আশ্রম পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন! পরে মুনিবর নিবারণ করায়, তিনি নিজগৃহে গমন করেন।” মাতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে শশিকলা কহিলেন “মাতঃ! নৃপনন্দন সুদর্শন বনবাসী হইলেও আমার অভিমত। দেখুন, স্বীয় পিতা শর্য্যাতির বাক্যানুসারে পতিব্রতা সুকন্যা যেমন বৃদ্ধ চ্যবনকে পতিত্বে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ সুদর্শনের পরিচর্য্যা করিব। রমণীগণের এক মাত্র স্বামী-সেবাই স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ, এজন্য যে নারী অকপটভাবে পতিসেবা করে, তাহার যে অসীম সুখলাভ হয় তাহাতে সংশয় কি? আর এক কথা দেবী ভগবতী আমার স্বপ্নাবস্থায় সেই পরম শোভন পতিনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন;

সুতরাং সেই সুদর্শন ভিন্ন আমি অপর রাজপুত্রকে আর কিরূপে আশ্রয় করিতে পারি।

ভগবতীই আমার চিত্ত পটে সুদর্শনকে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। জননি! আমি সেই কমনীয় কান্তি সুদর্শন ব্যতীত কোন ক্রমেই অপরকে আশ্রয় করিতে পারিব না।"

রাজ মহিষী বৈদর্ভী শশিকলা কর্তৃক এইরূপে বহুনিদর্শন দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হইয়া, ভর্ত্তাকে কন্যার সমস্ত কথাই বলিলেন।

এদিকে শশিকলা বিবাহের পূর্ব্ব দিবস কোন বিশ্বস্ত জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে সত্বর ভরদ্বাজাশ্রমে প্রেরণ করিলেন এবং এই কথা বলিয়া দিলেন প্রভো! যাহাতে পিতা মাতা জানিতে না পারেন; আপিন এই ভাবে অবিলম্বে ভরদ্বাজাশ্রমে সুদর্শনের নিকট গিয়া আমার কথানুসারে বলিবেন যে, আমার পিতা আমার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর উদ্যোগ করিয়াছেন, ঐ সভায় সসৈন্য অনেকানেক রাজগণ আগমন করিবেন! কিন্তু হে সুরোপম! দেবী ভগবতী স্বপ্ন যোগে আমাকে আদেশ করায় আমি আপনাকে প্রীতি পূর্ব্বক মনে মনে বরণ করিয়াছি এজন্য পিতা মাতা আমায় অপরকে বরণ করিতে বলিলেও কিছুতেই আমি অপরকে বরণ করিব না। আপনাকে না পাইলে. হয় আমি বিষপান করিব না হয় প্রজ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপ দিব। আমি কায়মনোবাক্যে আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। ভগবতীর প্রসাদে অবশ্য, আমরা সুখী হইব। সচরাচর অখিল জগৎই যে দৈবের অধীন, আপনি সেই দৈবকে পরম বল বিবেচনা করিয়া কল্য অবশ্য অবশ্য

এখানে আগমন করিবেন। নিশ্চয় জানিবেন, ভগবতীর আদেশ মিথ্যা হইবে না। হে ব্রাহ্মণ! আপনি নির্জ্জনে সেই রাজ-কুমারকে এই সকল কথা বলিবেন। হে অনঘ! যাহাতে আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়, আপনি তাহাই করিবেন।"

শশিকলা এইরূপ বলিয়া দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিলেন। তিনি ত্বরায় সুদর্শনের নিকট যাইয়া ব্যক্ত বিষয় অবিকল নিবেদন পূর্ব্বক অবিলম্বে ফিরিয়া আসিলেন। সুদর্শন সেই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, স্বয়ম্বরে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলে মুনিবর ভরদ্বাজও পরম আদরের সহিত গমনে অনুমতি করিলেন। অনন্তর মনোরমা পুত্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া পুত্রের সহিত অনেকের শত্রুতা আছে, ভাবিয়া বলিলেন, "বৎস সুদর্শন! আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, কারণ আমি তোমা ভিন্ন নিমিষার্দ্ধকালও থাকিতে পারিব না, অতএব তুমি যেস্থানে যাইতে চাহিয়াছ, তথায় আমাকেও সঙ্গে নিয়া চল।" মনোরমা এই কথা বলিয়াই ধাত্রীর সহিত সঙ্গে চলিলেন। সুদর্শন রথে আরোহণ করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। নৃপতি সুবাহু জানিতে পারিয়া সৎকারোপযোগী দ্রব্যাদি দ্বারা সুদর্শনের যথা-বিধি সৎকার করিলেন। তিনি অগ্রে পরিচর্য্যার নিমিত্ত সেবক নিযুক্ত করিয়া পরে থাকিবার জন্য গৃহ ও অন্ন পানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতঃপর নানা দেশাধিপ রাজগণ তথায় মিলিত হইলে যুধাজিৎও দৌহিত্রের সহিত উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বহু রাজা ও ত্রিষষ্টি অক্ষৌহিণী বাহিনী সমবেত হইল।

অনেকে যুধাজিৎ কর্ত্তৃক পরাজিত সুদর্শনকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য এখানে যে কুমার সুদর্শনও মাতার সহিত রথারোহণে আসিয়াছেন। উনি কি বিবাহার্থই আসিয়াছেন? রাজকুমারী কি এই সকল অস্ত্রধারী সৈন্যগণ পরিবৃত বহুদেশাধিপতি রাজকুমারগণকে পরিত্যাগ করিয়া সুদর্শনকে বরণ করিবেন? তিনি কি জানেন না যে ধ্রুবসন্ধির মনোরমা ও লীলাবতী নামে দুই স্ত্রী ছিলেন। সুদর্শন মনোরমার পুত্র এবং বীরসেনের দৌহিত্র; শত্রুজিৎ লীলাবতীর পুত্র ও যুধাজিতের দৌহিত্র। রাজা ধ্রুবসন্ধির মৃত্যু হইলে নিজ দৌহিত্রের রাজত্ব লাভের জন্য যুধাজিৎ ও বীরসেনের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে বীরসেন নিহত হন, যুধাজিৎ তাহার দৌহিত্র শত্রুজিৎকে অযোধ্যার রাজত্ব দেন। সুদর্শন মাতার সহিত বনবাসী হন। এখনও যুধাজিৎ তাহাকে বধ করিতে চেষ্টিত আছেন। ঐ যে যুধাজিৎও এখানে আসিয়া সুদর্শনকে নিধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কেবল অন্যান্য রাজগণ স্বয়ম্বর স্থলে যুদ্ধ বিধেয় নয় বলিয়া নিবারণ করিতে বলিলেন। রাজকুমারী শশিকলা বা সুদর্শন ইহারা কি কিছুই অবগত নহে?

সভামধ্যে নৃপগণের ঐরূপ ও নানাবিধ বাদানুবাদ ও কথোপকথন হইতে থাকিল, সভ্যগণ নৃপবর সুবাহুকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন "রাজন্! এই বিবাহে আপনার পণ নির্দ্ধারণরূপ নীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আপনার অভিপ্রায় কি? আপনি কাহাকে কন্যাদান করিতে অভিলাষ করিতেছেন? হে নৃপ, আপনি সমাহিত চিত্তে তাহা বলুন।"

সুবাহু কহিলেন, "মদীয় কন্যা সুদর্শনকে মনে মনে বরণ করি· য়াছে,এজন্য আমি তাহাকে বিস্তর নিষেধ করিলেও, সে কিছুতেই আমার কথা গ্রহণ করে নাই; কি করি বলুন, কন্যার মন ত আর আমার বশ নাই এবং তজ্জন্যই সুদর্শনও নিরাকুল হৃদয়ে একাকী এখানে উপস্থিত হইয়াছে। সুবাহু ইহা কহিলে পর, সমাগত প্রধান প্রধান নৃপতিগণ সুদর্শনকে কহিলেন "হে মহাভাগ রাজকুমার, তুমি যে একাকী এই রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছ, তোমাকে কে আহ্বান করিয়াছে? তোমার সৈন্য মন্ত্রী সহায় বা সম্পত্তি ত কিছুই নাই, অতএব হে মগ-মতে তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছ বল? এই মহা সমারোহ বহুল নৃপবৃন্দ রাজ নন্দিনীর নিমিত্ত যুদ্ধ কামনায় সসৈন্যে অবস্থিত আছেন, অতএব তুমি এ স্থলে কি করিতে ইচ্ছা কর? তোমার ভ্রাতা শত্রুজিৎ ও যুধাজিৎ সহ সেই নৃপ-নন্দিনীকে পাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার বল যে অপরিমেয় তাহা ত তুমি জান? তোমার সৈন্যাদি নাই বলিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিলাম। এক্ষণে তুমি অগ্রে গমন কর! না হয় এ স্থানেই থাক, ফলে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" সুদর্শন কহিলেন "হে নৃপগণ! আমার সৈন্য, সহায় কোষ, দুর্গ, মিত্র, সুহৃদ্ বা রক্ষক কেহই নাই এ স্থানে স্বয়ম্বর হইবে শুনিয়া দর্শনাভিলাষেই উপস্থিত হইয়াছি। আর এক কথা দেবী ভগবতী আমায় স্বপ্নযোগে আসিতে আদেশ করি-য়াই প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার আর কোনও কর্ত্তব্য

ইচ্ছা নাই। হে পার্থিবগণ! জয় পরাজয়ে আমার লজ্জা নাই, তবে সতী যাহাকে আশ্রয় করেন, তাহার পরাজয় হইতে পারেনা।"

রাজগণ বলিলেন, "তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, তথাপি উজ্জয়িনীপতি যুধাজিৎ তোমাকে সংহার করিবার বাসনা করিয়াছেন। তোমাকে শিশু ও ধর্ম্মবিৎ বলিয়া আমরা তোমার প্রতি দয়াবিষ্ট হইয়া তোমার হিতার্থই এ সব কথা বলিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা যুক্তিবোধ হয় তাহাই কর।

সুদর্শন কহিলেন, "হে মাননীয় নৃপসত্তমগণ! আপনারা সুহৃদভাবে কৃপা করিয়া অতি সদুপদেশই দিয়াছেন। কিন্তু জানিবেন কেহ কাহারও মৃত্যু ঘটাইতে পারে না, এই স্থাবর জঙ্গম ময় অখিলজগৎই দৈবের অধীন, কোন প্রাণীই আত্মবশ নহে, সকল ব্যক্তিই সতত স্ব স্ব কর্ম্মের বশতাপন্ন, তত্ত্বদর্শী বিদ্বৎগণ ঐ কর্ম্মকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন, সঞ্চিত, বর্ত্তমান ও প্রারব্ধ। ঐ ত্রিবিধ কর্ম্ম, কাল ও স্বভাব এই তিনের দ্বারাই এই অখিল জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে; সময় উপস্থিত না হইলে দেবতাও মনুষ্যকে বিনষ্ট করিতে পারেন না, অগ্রে কোন নিমিত্ত কারণে স্বতঃই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে সনাতন কাল তখন নিহত করিয়া থাকেন। দেখুন আমার পিতা অশেষ শত্রু সংহারক হইয়াও সেই নিয়মানুসারে বন্য পশু সিংহের হস্তে এবং মাতা-মহও যুধাজিতের হস্তে নিহত হইয়াছেন। মানব জীবনের জন্য

কোটি যত্ন করিলেও দৈবযোগে বিনষ্ট হয়, এবং শরীর রক্ষায় উপেক্ষা করিলেও সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। এজন্যই আমি কখনও যুধাজিৎ হইতে ভীত নহি। আমি দৈবকেই সর্ব্বপ্রধান বিবেচনা করিয়া, সততই নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থিতি করিয়া থাকি। শুভই হউক, আর অশুভই হউক যাহা পূর্ব্বার্জ্জিত তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যাহারা এ বিষয় অবগত আছে তাহারা আর নিজকৃত কর্ম্মের ভোগ হেতু কিরূপে শোক করিবে। যে ব্যক্তি ইহা বুঝে না, সেই অল্পবুদ্ধি মানবই স্বীয়কর্ম্মযোগে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া কোন নিমিত্ত বশতঃ অন্যের সহিত শত্রুতা করিয়া থাকে। আমি সেরূপ ধীরতা, শোক বা ভয় কিছুই জানিনা বলিয়াই, নিঃশঙ্ক চিত্তে অত্যুত্তম স্বয়ম্বর দর্শনাভি-লাষে একাকী এই নৃপতি সমাজে উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে যাহা হইবার হইবে, কিন্তু আমি ভগবতীর আজ্ঞায় আসিয়াছি, তাঁহার বাক্যই প্রমাণ. তিনি আমায় যেরূপ সুখ দুঃখ বিধান করিয়াছেন, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না, হে নৃপসত্তম-গণ! যুধাজিৎ সুখী হউন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই; যিনি আমার প্রতি বিদ্বেষ করিবেন, তিনি তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেন।" সুদর্শনের এবম্বিধ যুক্তি গর্ভ ভক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে নৃপতিগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। নৃপতিগণ মনোহর রাজ-অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া কখন সেই নৃপনন্দিনী শশিকলা আগমন করিবেন এবং কাহাকে নাজানি বরণ করেন, ইহাই উদ্‌গ্রীব চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাজবাটীতে

তুমুল বিবাহ বাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন কাশীরাজ সুবাহু, মধুক পুষ্পমালা ধারিণী, ক্ষৌমবস্ত্রপরিধায়িনী, সুন্দররূপে সমালঙ্কৃতা, বিবাহোপযুক্তা, সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় দিব্যরূপ লাবণ্যবতী, চারুবদনা, দিব্য স্নাতা নিজতনয়া শশিকলাকে মহা চিন্তান্বিতা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "পুত্রি! গাত্রোত্থান কর, এবং হস্তে মঙ্গলকরমাল্য লইয়া এক্ষণে সভামণ্ডপে গমন পূর্ব্বক নৃপবৃন্দকে সন্দর্শন কর। অয়ি শুভগে! রূপ গুণশালী, সৎকুলসম্ভূত যে নৃপবরই তোমার মনোনীত হইবেন তুমি তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিও। হে সুমধ্যমে দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত সমুদয় নৃপতিগণই সুসজ্জিত মঞ্চোপরি উপবিষ্ট আছেন, দেখ, যাহাকে ইচ্ছা হয় বরণ কর।"

পিতা এইরূপ বলিলে মিতভাষিণী বালা শশিকলা তাঁহাকে এইরূপ ধর্ম্ম সঙ্গত মধুর বাক্য বলিলেন "পিতঃ! আমি রাজগণের দৃষ্টি পথে গমন করিব না। ব্যভিচারিণী রমণীগণই কামুক নরবরদিগের সমক্ষে গমন করিয়া থাকে; হে তাত! ধর্ম্মশাস্ত্রে এই কথা আছে, পতিব্রতা নারী একমাত্র স্বামীকেই নিরীক্ষণ করিবে, অন্যের প্রতি কদাচ দৃষ্টিপাত করিবে না। যে রমণী বহু জনের দৃষ্টি পথে গমন করে, তাহার সতীত্ব বিনষ্ট হয়; কারণ সে সময়ে সকলেই 'এই রমণী যেন আমার ভোগ্যা হয়' মনে মনে এই কামনা করিয়া থাকে। যে কোনও নৃপবালা যখন হস্তে বরমাল্য ধারণ করিয়া, স্বয়ংবর সভায় গমন

করে, তখন সে কুলটার ন্যায় সকলেরই পত্নী হয়। কারণ, বারাঙ্গনা যেমন বিপণিতে গিয়া তত্রত্য মানবগণকে সন্দর্শন পূর্ব্বক নিজ মানসে প্রত্যেকের গুণাগুণ নির্ব্বাচন করিয়া থাকে, রাজবালাকেও স্বয়ম্বর সভাস্থলে সেইরূপ করিতে হয়। বেশ্যা যেমন কাহারও প্রতি স্থিরভাব না হইয়া বৃথা কামুক মাত্রের প্রতিই দৃষ্টিপাত করে; আমি সেইরূপ সভায় গিয়া কিরূপে বারবনিতার ন্যায় আচরণ করিব? বৃদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্বয়ম্বর ধর্ম্ম নির্দ্ধারিত থাকিলেও আমি এক্ষণে তাহার অনুসরণ করিতে পারিব না। আমি পতিব্রত্য রূপ ধারণ করিয়া সাধ্বী পত্নীগণের আচরণীয় ব্রতেরই সম্যক্ আচরণ করিব। সাধারণ রাজকুমারী যেমন সভায় গমন পূর্ব্বক প্রথমে বহু ব্যক্তিকে মনে মনে সঙ্কল্প করত পশ্চাৎ এক ব্যক্তিকে বরণ করে; আমি এক্ষণে কি প্রকারে সেইরূপ বরণ করিব? হে পিতঃ! আমি যখন পূর্ব্বে সুদর্শনকে মনে মনে সর্ব্বপ্রকারে বরণ করিয়াছি, তখন এক্ষণে তাঁহাকে ভিন্ন অপরকে বরণরূপ অন্যথাচরণ করিতে কোন ক্রমেই ইচ্ছা করি না। অতএব হে নৃপতে! যদি আমার শুভ কামনা করেন, তাহা হইলে শুভ দিনে শাস্ত্রোক্ত বিবাহ-বিধি অনুসারে সুদর্শনকে কন্যাদান করুন্।”

কাশীরাজ কন্যার ঈদৃশ ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণে কি করা কর্ত্তব্য এইরূপ চিন্তাবিষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদি আমি এক্ষণে মঞ্চোপরি উপবিষ্ট মহাবলশালী ভূপালগণকে বলি যে, আমার কন্যা সভায় আসিতেছে না, তাহা হইলে

তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে সংহার করিবে! আমার সেরূপ সৈন্য বা দুর্গবল নাই যে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারি, বিশেষতঃ সুদর্শনও একাকী শিশু তাহাতে আবার দরিদ্র উহার কেহই সহায় নাই, হায়, আমি একেবারে দুঃখসমুদ্রে ডুবিলাম। নৃপতি এরূপ চিন্তাকুল হইয়া নৃপ-গণের নিকট গমন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিয়া বিনয় নম্রভাবে কহিলেন "হে মহাত্মা নৃপগণ! এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য বলিয়া দিন, আমার কন্যাকে আমি এবং তাহার গর্ভধারিণী বহু প্রকারে অনুরোধ করিলেও, সে কোনও ক্রমেই সভায় আসিতে সম্মত নহে, আমি আপনাদিগের দাস, আমি অবনত মস্তকে সমুদয় রাজগণের চরণতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আজ আপনারা আমার প্রতি কৃপা করিয়া মদ্দত্ত পূজাদি গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনে গমন করুন্। আমি আপনা-দিগকে বহুল রত্ন, বস্ত্র, গজ ও রথ সমূহ প্রদান করিতেছি, আপনারা দয়া প্রকাশ করিয়া সেই সমুদয় লইয়া স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হউন।

কি করি আমার কন্যা আমার বশবর্ত্তিনী নয়, বিশেষতঃ সে বালিকা, বল প্রয়োগ করিলে যদি দুঃখিতা হইয়া বিষাদি সেবনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে আমার অধিকতর দুঃখ উপস্থিত হইবে, এই নিমিত্ত চিন্তায় আকুল হইতেছি; আপনারা সকলেই সৌভাগ্যশালী মহাতেজস্বী, বিশেষতঃ দয়াবান্ অতএব আমার প্রতি দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখুন আমার এই

দুর্ব্বিনীতা মন্দবুদ্ধি কন্যা লইয়া আপনাদিগের কি হইবে? আমি আপনাদিগের দাস সুতরাং অনুগ্রহের পাত্র, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার কন্যাকে স্বীয় কন্যা বলিয়াই বিবেচনা করিবেন।

সুবাহুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে কোন ভূপতিই কিছু বলিলেন না। কেবল যুধাজিৎ ক্রোধে লোহিত লোচন হইয়া কহিলেন "রাজন্! তুমি মূর্খ, অগ্রে গর্হিত কার্য্য করিয়া এক্ষণে কি বলিতেছ? যদি এরূপসংশয়ই ছিল, তবে কেন মোহবশে স্বয়ম্বর করিলে? যখন নৃপগণ নিমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ম্বর সভায় মিলিত হইয়াছেন তখন কিরূপে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন? তুমি সমুদয় নৃপবৃন্দকে অবমাননা করিয়া সুদর্শনকে কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ওঃ ইহা অপেক্ষা অন্যায় কার্য্য আর কি হইতে পারে? যে পুরুষ আপনার শুভ বাসনা করে, তাহার অগ্রে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। তুমি না বুঝিয়াই একার্য্য করিয়াছ; আর এক কথা রাজন্! এই বলবাহন সমন্বিত নৃপগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য তুমি এক্ষণে সুদর্শনকে কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, অতএব হে পাপিষ্ঠ নৃপ, তুমি নিশ্চয় জানিও আমি অগ্রে তোমাকে ও পরে সুদর্শনকে সংহার পূর্ব্বক দৌহিত্রকে তোমার কন্যা দান করিব। নির্ধন দুর্ব্বল বালক সুদর্শন ত কি? আমি থাকিতে কন্যা হরণ ইচ্ছা করে এমত কে আছে? আমি পূর্ব্বে মুনিবরের গৌরব রক্ষার্থই ভরদ্বাজাশ্রমে সুদর্শনকে

ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আজ আর আমি কোনও কারণেই বালকের জীবন রক্ষা করিব না, অতএব তুমি ভার্য্যা ও কন্যার সহিত সম্যক্ বিচার করিয়া মদীয় দৌহিত্রকে সুলোচনা কন্যা সম্প্রদান কর; তুমি এই মনোরমা কন্যাকে মদীয় দৌহিত্রে দান করিয়া আমার কুটুম্ব হও; আত্ম শুভাভিলাষী ব্যক্তির উচ্চাশ্রয় করাই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তুমি এই রাজ্যভ্রষ্ট, নিঃসহায় সুদর্শনকে প্রাণপ্রিয়া কন্যা দান করিয়া কি সুখের অভিলাষ করিতেছ? কুল, ধন, বল, রূপ, রাজ্য, দুর্গ ও সুহৃদ্ দেখিয়া কন্যা দান করিতে হয়; নতুবা কিছুতেই কেহ সুখী হয় না, অতএব তুমি ধর্ম্ম ও চিরন্তন রাজনীতির বিষয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক, যথা যোগ্য কার্য্য কর। অন্য প্রকার বুদ্ধি করিও না। রাজন্! তুমি আমার পরম সুহৃদ্ বলিয়াই, তোমাকে হিতকথা বলিতেছি। এক্ষণে স্বীয় কন্যাকে সখিগণ পরিবেষ্টিতা করিয়া স্বয়ম্বর সভায় আনয়ন কর। তদীয় তনয়া সুদর্শন ভিন্ন অপর যে কোন ব্যক্তিকে বরণ করিলে আমার কিছুমাত্র বিরোধের বিষয় নাই, তখন তুমি স্বীয় ইচ্ছানুসারেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিও। কিন্তু ইহার অন্যথা হইলেই অদ্য আমি তোমার সেই সুলক্ষণা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিব। অতএব দেখ, ভীষণ বিপদে পতিত হইও না।” যুধাজিৎ এরূপ বলিলে সুবাহু সাতিশয় দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ভার্য্যাকে

কহিলেন, "অয়ি সুধর্ম্মজ্ঞে! তুমি তোমার তনয়াকে এই কথা বলিবে, সুলোচনে! তোমার পিতা বলিতেছেন রাজগণের সহিত বিবাদ ঘটিলে আমি কি করিব, যাহা কর্ত্তব্য হয় তুমিই কর, আমি এক্ষণে তোমার বশতাপন্ন হইয়াছি।" রাজমহিষী পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যার নিকটে গিয়া বলিলেন, "বৎসে! তোমার পিতা আজ বড়ই দুঃখার্ত্ত হইতেছেন, অদ্য তোমার জন্য সমুদয় রাজগণের সহিত নিশ্চয়ই বিরোধ ঘটিবে, অতএব হে সুশ্রোণি! সুদর্শন ভিন্ন অপর যাহাকে হয় বরণ কর; বৎসে, তুমি যদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সুদর্শনকে বরমাল্য দাও, তাহা হইলে বিপুল সৈন্যশালী ভুজবলপ্রমত্ত প্রতাপবান্ রাজা যুধাজিৎ তোমাকে, আমাকে এবং সুদর্শনকেও সংহার করিবে, সুতরাং বিবাদ উপস্থিত হইলে পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই তোমার পতি হইবে, অতএব হে মৃগলোচনে! যদি তুমি নিজের ও আমার সুখ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সুদর্শনকে পরিত্যাগ করিয়া অপর যে কোনও নৃপবরকে বরণ কর।" মাতা এইরূপ বুঝাইলেন এবং স্বয়ং রাজা সুবাহুও কন্যাকে বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু শশিকলা উভয়ের বাক্য শ্রবণান্তে নির্ভয়ে বলিলেন, "হে নৃপবর! আপনি সত্যই বলিয়াছেন, কিন্তু আপনি ত আমার ব্রত জানেন না যে, আমি সুদর্শন ব্যতীত কখনও অন্য ভূপালকে বরণ করিব না, হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি নৃপগণ হইতে ভীত ও কাতর হইয়া থাকেন, তবে আমায়

সুদর্শনকে দান করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিন্। সুদর্শন আমাকে রথে লইয়া আপনার নগর হইতে নির্গত হইবেন ; পরে যেরূপ ভবিতব্য তাহাই হইবে। কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। হে নৃপোত্তম, ভবিতব্য বিষয়ে আপনার চিন্তা করা উচিত নহে। দেখুন যাহা হইবার তাহা যে হইবেই হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।" রাজা বলিলেন, "পুত্রি! বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের কদাচ দুঃসাহস করা উচিত নয়, বেদবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, বহুলোকের সহিত বিরোধ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। আর এক কথা, আমি রাজকুমার সুদর্শনকে কন্যাদান করিয়া কিরূপেই বা একাকী বিদায় করিব ? সমুদয় রাজগণ শত্রু হইলে, কোন্ অকার্য্য না করিতে পারেন ? অতএব বৎসে! যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত পূর্ব্বকালে জনক রাজা যেমন সীতার স্বয়ম্বরে পণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করি ; হে তন্বঙ্গি ! তিনি যেমন হরধনুভঙ্গরূপ বিষম পণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ যাদৃশ পণ নির্দ্ধারণ করিলে রাজগণের বিবাদ প্রশমিত হইতে পারে, এমত কোনও দুঃসাধ্য পণ নির্দ্ধারণ করিতে পারি; পরে যে ব্যক্তি সেই পণ পালন করিতে পারিবে, সেই তোমার ভর্ত্তা হইবে ; তাহাতে সুদর্শনই হউন, আর যে কোনও বলশালী ব্যক্তিই হউন্ পণ রক্ষা করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন; আমার বিবেচনায় এরূপ করিলে নৃপতিগণেরও বিবাদ শান্তি পাইবে এবং পরে সুখে আমিও

তোমার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব।” শশিকলা কহিলেন, “তাত! আমি আপনার বাক্যে এক্ষণে সন্দেহসাগরে নিমগ্ন হইতেছি; কারণ আপনি যাহা বলিলেন উহা ত মূর্খের কার্য্য, যাহাই হউক আমি যখন পূর্ব্বেই সুদর্শনকে চিত্তপটে অঙ্কিত ক।রয়াছি, তখন কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। হে মহামতে! মনই যখন পাপ পুণ্যের কারণ, তখন যাহাকে মনোমধ্যে ধারণা করিয়াছি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে অপর লোককে বরণ করিয়া আবার মনে স্থান দিব। মহারাজ পণ নির্দ্ধারণ করিলেও আমি সকলেরই বশীভূতা হইয়া পড়িলাম, তখন যদি এক বা দুই অথবা বহু ব্যক্তি পণ রক্ষা করিতে পারে, তাহাতেও তো কে পাইবে বলিয়া বিবাদ ঘটিলে আমি কি করিব বলুন দেখি? অতএব হে তাত! ওরূপ সংশয়াধিষ্ঠিত কার্য্যে কিছুতেই আমি সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না। হে রাজেন্দ্র! আপনি চিন্তা করিবেন না, আপনি যথাবিধি বিবাহ কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক সুদর্শনকে আমায় দান করুন্। ভগবতীই আমাদের মঙ্গল করিবেন। পিতঃ! আপনি এক্ষণে নৃপতিগণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলুন, আপনারা সকলে কল্য স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইবেন; হে নৃপ, আপনি এই কথা বলিয়া সমুদয় রাজগণকে আবাসে পাঠাইয়া দিয়া বেদবিধি অনুসারে অদ্য রাত্রেই আমার বিবাহ দিন্ এবং যথাযোগ্য দান দ্রব্য দিয়া সুদর্শনকে বিদায় করুন্; তাহা হইলে সেই মহাত্মা ধ্রুব সন্ধির পুত্র সুদর্শন

আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে যদি নৃপগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিতে উদ্যত হন, তবে সুদর্শনও সেই রাজপুত্রদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ভগবতীকৃপায় জয়ী হইবেন। আর যদি দৈবক্রমে সুদর্শন সমরে পতিত হন, তবে আমিও জীবন ত্যাগ করিব। পিতঃ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমায় সুদর্শনকে দান করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে অবস্থান করুন। আমি একাকিনীই তাঁহার সহিত গমন করিব!"

রাজা কন্যার বাক্য শ্রবণে তদনুরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া নৃপতিগণকে কহিলেন "হে ভূপালগণ! অদ্য আপনারা শিবিরে যান, কল্য কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব। আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মদ্দত্ত অন্ন-পানাদি গ্রহণ করুন। আগামী দিবসে আপনারা এই সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যবস্থা করি-বেন। হে ভূপতিগণ, আমি কি করি বলুন। আমার কন্যা আজ কিছুতেই সভামণ্ডপে আসিতেছে না, আমি প্রাতঃকালে তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া আনয়ন করিব। অতএব অদ্য আপনারা স্ব স্ব শিবিরে গমন করুন। বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিজ সন্তানের প্রতি কৃপা করাই বিধেয়, কখন বিরোধ করা কর্ত্তব্য নয়, আমি কল্য প্রবোধ দিয়া নিশ্চয়ই কন্যাকে আনয়ন করিব।" নৃপগণ সুবাহুর কথা শুনিয়া সত্য বোধে স্ব স্ব আবাসে গমন পূর্ব্বক নগরের

চতুষ্পার্শ্ব রক্ষা করিয়া মধ্যাহ্নকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করিলেন।

এদিকে নৃপবর সুবাহুও মাননীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া:বিবাহ কালোচিত কর্ত্তব্য সকল নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে সুগুপ্ত একটী গৃহ মধ্যে কন্যাকে ডাকাইয়া বেদবিদ্ শ্রেষ্ঠ পুরোহিতবর্গ দ্বারা বরের স্নানাদি কার্য্য সমাপনান্তে জামাতাকে আনয়ন পূর্ব্বক যুগ্ম আসন, আচমনীয়, অর্ঘ্য, ক্ষৌরবসন একটী গো ও কুণ্ডল-যুগল প্রদান করিয়া বেদিকার উপরে বসাইয়া অর্চ্চনা পুরঃসর কন্যা দান করিলেন, সুদর্শনও সেই সকল দ্রব্য ও রাজতনয়া শশিকলাকে গ্রহণ করিলেন। পরে বরবধূ বিধিবৎ লাজহোম সমাপনান্তে অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মৌলিক ও গোত্রানুযায়িক সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যই যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। অনন্তর রাজা সুবাহু বহুবিধ যৌতুক দান করিয়া সুদর্শনের জননী মনোরমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পূজনীয় রাজসূতে! আমি আপনার দাস, এক্ষণে আপনার যাহা মনোগত ভাব তাহা বলুন। মনোরমা কহিলেন "হে মাননীয় ভূপ! আপনি আমার পুত্রকে রত্ন স্বরূপা তনয়া দান করিয়া আমার সমধিক সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন, হে নৃপ! আমি বন্দি-পুত্রী বা স্তুতিবাদিকা নহি, সুতরাং আমি আর ভবদ্বিধ মহত্ত্বরজনকে আর কি স্তুতিবাদ করিব? এই মাত্র বলিতে পারি,নৃপকুলাগ্রগণ্য আপনি আমার পুত্রের শ্বশুর হইয়া তাহাকে

সুমেরুর ন্যায় শ্লাঘ্য ও বর্দ্ধিত করিলেন ; ফলে আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র ; কারণ আজ আপনি সমাগত অখিল নৃপবৃন্দকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী, পিতৃহীন, ধনসম্পত্তিবিবর্জ্জিত, সৈন্যাদিশূন্য ফলভোজী মদীয় পুত্রকেও প্রশংসনীয় কন্যা দান করিলেন। হে ভূপ! সকল রাজাই আত্মতুল্য ধন সম্পত্তি কুল ও বলশালী ব্যক্তিকেই কন্যা দান করে, কেহই আমার ন্যায় নির্ধন রাজকুমারকে পরম রূপগুণশালিনী কন্যা দান করিতে চায় না। যখন প্রধানত সৈন্যগণের সহিত শত্রুতা করিয়াও আমার সুদর্শনকে কন্যা দিলেন তখন আর আপনার ধৈর্য্যের বিষয় কি বর্ণনা করিব ?"

নৃপবর মনোরমার সুমধুর বাক্য শ্রবণে বলিলেন, রাজ্ঞি! আপনি আমার রাজ্য গ্রহণ করিয়া পুত্রের সহিত রাজত্ব করুন্। আমি আপনার সেনাপতি হই ; এই সুপবিত্র বারাণসীবাস ত্যাগ করিয়া আপনি বনে বা অন্য নগরে বাস করেন, ইহা আমার মনোমত নহে ; নৃপগণ ক্রোধান্বিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক বিনয় বচনে সান্ত্বনা করিব, তাহাতে ক্রোধ শান্তি না হইলে দান ও ভেদরূপ অপর উপায়দ্বয় অবলম্বন করা যাইবে। তাহাতেও না হইলে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব, যদিচ জয় পরাজয় দৈববশ, কিন্তু তথাপি ধর্ম্মের অনুসরণেই নিশ্চয় জয় হয়, অধর্ম্মে কখন হয় না, নৃপতিগণ অধার্ম্মিক, আমার অনুনয় বিনয়ও

শুনিতেছেন না তখন তাহাদিগের কিরূপে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।” মনোরমা নৃপতির ধর্ম্মগর্ভ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া বলিলেন, রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক আপনি নিজ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্ভয়ে রাজ্যভোগ করুন্। আমার পুত্রও নিশ্চয় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অযোধ্যা নগরীতে সুখে বিচরণ করিবে। এক্ষণে আমাদিগকে স্বস্থানে গমন নিমিত্ত অনুমতি দিন্।

নৃপবর সুবাহু ও মনোরমা এইরূপে বিবিধ কথোপকথনে রজনী অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে “বিবাহ হইয়া গিয়াছে” ইহা শুনিয়া নৃপবৃন্দ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এ দিকে মহারাজ সুবাহু তাঁহাদিগের নিকট গিয়া প্রণিপাত করত কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলেন, “অদ্য আপনারা ভোজনার্থ মদীয়গৃহে আগমন করুন্। মদীয় তনয়া স্বয়ং সেই রাজ-কুমার সুদর্শনকে ববণ করিয়াছে, অতএব এ বিষয়ে আমি আর কি হিতাহিত বিধান করিব বলুন্। আপনারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না, মহৎ ব্যক্তিগণ স্বতঃই দয়ালু হইয়া থাকেন। নৃপতিগণ সুবাহুর বাক্য শ্রবণে “আহার হইয়াছে, আপনি স্বগৃহে গমন করুন, আমরা সুদর্শনকে নিহত করিয়া আপনার কুমারীকে হরণ করিব” বলিয়া নীরব হইলে মহারাজ সুবাহু নিজনিকেতনে প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে কোনও নৃপতি যুদ্ধ করিব না কেহ কেহ বা কৌতুক দেখিব ইত্যাদি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যুধাজিৎ প্রভৃতি

কতিপয় নৃপতি নগর অবরুদ্ধ করিয়া সুদর্শনের বহির্গমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা সুবাহু ছয় দিবস জামাতাকে নিজালয়ে রাখিয়া কন্যা সহ বহু সৈন্য ও ধন প্রভৃতি যৌতুক দিয়া বিদায় করিয়া নিজেও যুদ্ধাশঙ্কায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিপুল সৈন্য সহ গমন করিলেন! তখন উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, যুধাজিৎ ও সুদর্শনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শত্রুজিৎ নৃপতিগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সুদর্শনকে আক্রমণ করিলেন। তখনও শশি-কলা একান্ত মনে ভগবতীরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহু যুদ্ধের পর সতীর ভাগ্যে দেবীর কৃপায় যুধাজিৎ ও শত্রুজিৎ নিহত হইলেন।

সুদর্শন জয়লাভ করিয়া শশিকলা ও মাতা সহ অযোধ্যায় গমন করত বিমাতা শত্রুজিতের গর্ভ ধারিণী লীলাবতীকে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে শোকবিহীনা করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। শশিকলাও মাতৃনির্ব্বিশেষে শাশুড়ী মনোরমা ও লীলাবতীর শুশ্রূষা ও স্বামী-সেবা করত রাজরাণী হইয়া স্বামীসহ দেবীপূজায় নিবিষ্টচিত্তা হইলেন।

মালতী।

ইনি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা এবং মহাত্মা উপবর্হণের পত্নী; ইনি মালাবতী নামেও অভিহিতা হইয়াছেন। ইনি জ্ঞানে ও পাতিব্রত্যে শ্রেষ্ঠতমা ছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ উপবর্হণ বহু বৎসর এই মহাসাধ্বী মালতী ও বহু পত্নীসহ রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া একদা পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া গান করিয়াছিলেন। তখন ঐ দেবসভায় রম্ভা নাম্নী অপ্সরাও নৃত্য করিতেছিলেন; দৈবাৎ বায়ুযোগে বস্ত্রান্তরিত হইলে রম্ভার রম্ভাসদৃশ উরুদেশ ও স্তনমণ্ডল দর্শনে দৈত্যরাজ অধীর হইলেন এবং তাঁহার রেতস্খলন হইল। তিনি তখন মধুর হরিসঙ্কীর্ত্তনে বঞ্চিত হইয়া সাধারণ কামুকের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইলেন। সভাস্থ দেবগণ তাঁহার ঐ ভাব দেখিয়া হাস্য করিলেন; পিতামহ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন "অরে নীচাশয়, গন্ধর্ব্বকুমার! তুই নিজ দুষ্কর্ম্মের ফলস্বরূপ এই গন্ধর্ব্বযোনি ত্যাগ করিয়া শূদ্রযোনিতে জন্ম-গ্রহণ কর্। পরে বৈষ্ণব-সংসর্গ লাভ করিয়া পুনরায় আমার পুত্র হইতে পারিবি। হে বৎস, তুমি ইহাতে দুঃখিত হইও না, কারণ দেখ বিপত্তি ভোগ না করিলে পুরুষের মহিমা বৃদ্ধি পায় না, সকলেরই ক্রমে সুখ দুঃখ হইয়া থাকে।" বিধাতা এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ সেই সময় সকলকে অদ্ভুত ঘটনা দেখাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

গন্ধর্ব্বরাজ প্রথমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও অজ্ঞাখ্য নামে ষট্‌চক্রভেদ করিয়া, পরে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, মেধা, প্রাণহারিণী, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদা, মনঃ-সংযমনী, বিশুদ্ধা, নিরুদ্ধা, বায়ুসঞ্চারিণী, তেজঃপুষ্করিণী, জ্ঞানজৃম্ভণকারিণী, সর্ব্বপ্রাণহরা ও পুনর্জ্জীবনকারিণী এই ষোড়শ নাড়ীকেও ভেদ করিয়া যোগবলে মনের সহিত জীবাত্মাকে হংসরূপে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়নপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকালমাত্র পরমাত্মার সহিত যুক্ত করিলেন পরে মহাপুরুষের ন্যায় পূর্ব্বদিকে মস্তক ও পশ্চিমদিকে চরণদ্বয় রাখিয়া শয়ান হইয়া পরমব্রহ্ম 'কৃষ্ণ'নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে সহসা চক্ষু নিমীলন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্তর তাঁহার পত্নীগণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং সকলেই অপার শোক-সাগরে ভাসমান হইয়া বহু বিলাপের পর স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তাঁহার পঞ্চাশৎ পত্নীগণের মধ্যে অতি প্রিয়তমা সাধ্বী প্রধানা মহিষী মালতী (মালাবতী) সেই মৃত পতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভয়ঙ্কর রোদন করিতে লাগি-লেন এবং অতিশয় শোকবিহ্বলা হইয়া কান্তকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "হে বিদগ্ধ রসিকেশ্বর! হে রমণ-শ্রেষ্ঠ! হে নাথ! হে বন্ধো! এই হতভাগিনীকে শোকসাগরে ফেলিয়া কোথায় গেলেন? একবার দর্শন দিন! হে জীবনকান্ত! যে স্থান চন্দনকাননের সৌরভে চারিদিকে আমোদিত হইয়াছে এবং যে স্থল নির্ম্মল প্রবাহিণীর জলকণায় নিরন্তর সুশীতল,

সেই পুষ্পভদ্রা নদীর পুষ্পোদ্যানমধ্যে, আর যে স্থানে সুগন্ধ চন্দনানিল নিরন্তর জীবন-মনকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, সেই মলয়াচলের নিকটবর্ত্তী মনোহর চন্দনকাননস্থ চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পশয্যায় এবং যে স্থানে সতত পুংস্কোকিলগণ মধুর কুহুরবে আমাদিগের কর্ণ কুহরে সুধাবর্ষণ করিত ও যে স্থান মন্দ মন্দ বায়ু সঞ্চালিত মালতীর জলকণায় নিরন্তর সুস্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হইত, সেই স্রোতস্বতীর পুলিনাবস্থিত সুরম্য গন্ধমাদনশৈলের একদেশে, আর যে স্থান পূর্ব্বে কমলার সহিত কমলাপতির পদব্রজে বিচরণ করায় অতিশয় পবিত্র ও তাঁহাদিগের পাদচিহ্নিত হইয়াছে; সেই শ্রীশৈলে শ্রীনিবাস-নিষেবিত অতি কমনীয় শ্রীচরণের অভ্যন্তরেও বসন্ত-সমাগম হইলে নির্জ্জন বলিয়া এই হতভাগিনী প্রণয়িনীর সহিত যে সমুদয় ক্রীড়া করিয়াছেন, সে সমস্তই আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া এক কালে আমাকে অতিশয় ক্লেশ দান করিতেছে। পূর্ব্বে তুমি যে সুধা-সদৃশ মধুর-বাক্য-বর্ষণে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ হওয়ায় আমার জীবন যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। জীবিতনাথ! দেখুন এক দুর্লভ সাধুসঙ্গ বৈকুণ্ঠবাস অপেক্ষা সুখকর, কিন্তু আবার সাধুবিচ্ছেদ জনিত দুঃখ, মরণ হইতেও ক্লেশজনক বলিয়া বোধ হয়, সেই সাধুবিচ্ছেদ দুঃখ অপেক্ষা বন্ধুবিচ্ছেদ দুঃখ প্রাণিগণের আরও ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে; আর সেই বন্ধুবিচ্ছেদদুঃখ হইতে সন্তান-বিয়োগ দুঃখ যে কি ভয়ানক তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় মরণ জন্য দুঃখ তাহার নিকটে নিরতি-

শয় তুচ্ছ; কিন্তু এ সকল দুঃখ অপেক্ষাও কুলকামিনীদিগের এক পতিবিচ্ছেদ যন্ত্রণাই ভয়ঙ্কর অসহ্য। হে নাথ! অধিক কি শয়ন ভোজন জাগরণ প্রভৃতি সমুদয় অবস্থাতেই পতি-প্রাণা কুলকামিনীদিগের পতিবিয়োগজনিত দুঃখ যেন প্রতিদিন নূতন রূপ ধারণ করিয়া মর্ম্মকে আহত করিতে থাকে। উক্ত সতী ললনা একমাত্র স্বামীর সহবাসেই সমুদয় সন্তাপ বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ বন্ধু আর দেখি না, যাহাকে দর্শন করিয়া অপার পতি-বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে পারা যায়। প্রাণবল্লভ! স্বয়ং কমলযোনি ব্রহ্মা বলিয়াছেন, সাধ্বী কুলললনাদিগের পতি অপেক্ষা বিশিষ্ট বান্ধব আর কেহই নাই। অতএব হে প্রাণকান্ত! আমি আর কি করিয়া, কার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অকূল শোক-সিন্ধু হইতে নিস্তার পাইব?" এই বলিয়া আবার দ্বিগুণ রোদন করিতে করিতে বলিলেন "হে ধর্ম্ম! হে দিক্‌পালগণ! হে প্রজাপতে! হে গিরিশ! হে কমলাকান্ত কৃপা করিয়া আমাকে আমার পতি-দান করুন্।" অনন্তর চিত্ররথ-কন্যা মালতী রোদন করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যমধ্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন এবং কান্তকে বক্ষে ধারণ করিয়া অচৈতন্য অবস্থায়ই সমস্ত দিবা রজনী অতি-বাহিত করিলেন, দেবগণ তাঁহাকে অলক্ষিতভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভাত হইলে পুনরায় চেতনা লাভ করিয়া সর্ব্বদুঃখবিনাশন হরিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে জগন্নাথ! আমি এক্ষণে অনাথা হইয়াছি, আমার পক্ষে সমুদয়

বিশ্বসংসার শূন্য হইয়াছে, কিন্তু আপনি ত সকলের রক্ষাকর্ত্তা, তবে এই হতভাগিনীকে কি জন্য রক্ষা করিতেছেন না ? আমি মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই, "ইনি আমার ভর্ত্তা" আমি ইঁহার পত্নী বলিয়া রোদন করিতেছি, কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনিই এই বিশ্ব ব্রাহ্মাণ্ডের একমাত্র ভর্ত্তা ও সকলের আদিকারণ। হে দয়াময়! নিজ কর্ম্মবলেই এই গন্ধর্ব্ব-নন্দন আমার কান্ত হইয়াছেন। এবং আমি ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম বশতঃ ইঁহার পত্নী হইয়াছি; কিন্তু নাথ! জানি না যিনি আমাকে পূর্ব্বে ক্ষণকাল না দেখিতে পাইলে ব্যাকুল হইতেন, তিনি আজ কি কারণে এই অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়াছেন। প্রভো! সত্যই কে কাহার পতি ? কে কাহার পুত্র ? কেবা কাহার প্রিয়া ? কেবল বিধাতাই নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ মিলিত ও বিয়োজিত করিয়া থাকেন। নিশ্চয় জানি, জগতে মূর্খ লোকেরাই সংযোগ বিয়োগ হইলে প্রাণ-সঙ্কট-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু পরমাত্মা কখনই সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সুহৃৎ-সংযোগে হৃষ্ট ও বন্ধুবিয়োগে দুঃখিত হন্ না। এই ভূমণ্ডলে সমুদয়ই বিনশ্বর, এবং সত্য সত্যই বন্ধু বান্ধবও বিষয় ভোগ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু নাথ! তথাপি যিনি সার বুঝিয়া স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন্, তিনিই কেবল সুখ লাভ করিতে পারেন। অন্যে বলপূর্ব্বক সেই সকল ত্যাগ করাইলে তাহাতে কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের এইরূপ দোষ দর্শন করিয়াই মহাপুরুষগণ অতিশয়

বাঞ্ছনীয় হইলেও সমুদয় ঐশ্বর্য্য ভোগ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দিবানিশি একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদুঃখবিনাশন নিত্যানন্দময় নিরাপদ পরমেশ্বরের পাদপদ্ম ধ্যানেই নিমগ্ন থাকেন। প্রভো! ভূমণ্ডল মধ্যে সাধু পুরুষেরাই জ্ঞানী হইয়া থাকেন, বলুন দেখি স্ত্রীলোক কোথায় জ্ঞান লাভ করিয়াছে? এই জন্যই আপনার নিকট সজল-নয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি এই বিমুগ্ধ রমণীকে বাঞ্ছিত সুফলদানে সুখিনী করুন। হে দীনবাঞ্ছা! আমি অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব বা মোক্ষপদ অভিলাষ করি না কেবল ইহাই আমার প্রার্থনা এই কান্তাভিলাষিণীকে কান্তদানে চরিতার্থ করুন্। হে জগদীশ্বর! আমি হতভাগিনী হইয়াও একাংশে ভাগ্যধরী তাহার সন্দেহ নাই; কারণ, দেখুন দেখি, জগতে যাবতীয় কামিনী আছে, তাহার মধ্যে কাহাকে বিধাতা এরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্বামী দান করিয়াছেন? বিধাতা আমার স্বামীকে অমরত্ব ব্যতীত সমুদয় গুণ, অলৌকিক সৌন্দর্য্য, ও সর্ব্বপ্রকার সাধুশীলতা দান করিয়াছেন। আমার স্বামী কি রূপে, কি গুণে, কি বলে, কি জ্ঞানে বা কি শান্তিগুণে কি সন্তুষ্টি প্রভৃতি যাহাতেই বলুন, তিনি সর্ব্ব প্রকারেই সর্ব্বগুণ-ধাম ভাগবান্ নারায়ণের সমান ছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার হরির সমান ঈশভক্তিও সাগরসমান গাম্ভীর্য্য-গুণ ছিল; হে জগদীশ! তিনি সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী এবং বিশুদ্ধতায় বহ্নির অনুরূপ ছিলেন। তিনি চন্দ্রের সদৃশ সুদৃশ্য ছিলেন এবং মনোহর সৌন্দর্য্যে কন্দর্পকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি বৃহস্পতির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ ছিল, তাঁহার শুক্রাচার্য্যের

ন্যায় অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি ছিল; অধিক কি তিনি সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর ন্যায় সর্ব্ব প্রকার শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার প্রতিভা ভৃগুদেবকেও লজ্জা দিয়াছিল, তাঁহার কুবেরতুল্য ধন সম্পত্তি এবং তিনি বদান্যতা গুণে মনুকেও উপহাস করিতেন. তিনি ধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্মশীল ও সত্যানুষ্ঠানে সত্যব্রত হইতেও অধিক ছিলেন; তাঁহার তপোনুষ্ঠান সন্দর্শন করিলে সনৎকুমারকেও লঘু বলিয়া বোধ হইত, আর তাঁহার সাধু আচার দর্শনে ব্রহ্মাও লজ্জিত হইতেন, তিনি সুরপতি ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী, এবং তাঁহার ক্ষমাগুণে সর্ব্বংসহা পৃথিবী ও আত্মগ্লানি করিতেন। অতএব হে দয়াময় দীনবন্ধু এইরূপ গুণাকর প্রাণকান্তকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়াও কি কারণ আমার দগ্ধপ্রাণ নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছে, বলিতে পারি না।" পতিপরায়ণা মালতী এইরূপ বলিতে বলিতে ক্রোধে অধীর হইয়া দেবগণের প্রতি বলিতে লাগিলেন "রে নিষ্ঠুর দেবগণ! তোমরা যে আপনাদিগকে যজ্ঞাংশভাগী বলিয়া বৃথা ঘৃত ভোজন করিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাক, আজ আমি তোমাদিগকে যজ্ঞাংশের অনধিকারী করিব; হে সর্ব্বব্যাপক নারায়ণ! আপনি না ত্রিজগতের রক্ষাকর্ত্তা, কিন্তু আমিও ত আপনার জগৎ-ছাড়া নহি, এই জন্য বলিতেছি যে, শীঘ্র আমার প্রাণকান্তের জীবন দান করিয়া আমাকে রক্ষা করুন্। নতুবা এই মুহূর্ত্তে আপনাকেও অভিসম্পাত করিব। প্রজাপতে! ব্রহ্মন্! আপনার ব্রহ্মাণ্ডে যে অধিকারিত্ব আছে, তাহাও বিনষ্ট করিব! হে জ্ঞানিবর

শম্ভো! আমি এখনই অভিসম্পাত দ্বারা আপনার তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত করিব। হে ধর্ম্ম! আপনাকেও অনায়াসে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারি কিনা দেখুন্। আমার শাপে এক্ষণে যমরাজকেও অধিকার-শূন্য হইতে হইবে সন্দেহ নাই, সত্যই সত্যই কালকে ও মৃত্যু-কন্যাকেও অভিসম্পাত করিব। এক্ষণে সমস্ত দেবতাকেই শাপ-গ্রস্ত করিব তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অনন্তর মালাবতী দেবগণকে অভিসম্পাত করিতে কৃতনিশ্চয়া হইয়া নিজবক্ষে শবরূপী পতিকে বহন করিয়া কৌশিকী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন! পরে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সাধ্বী মালাবতীকে শাপ প্রদানে উদ্যত দেখিয়া সকলে ভয়ব্যাকুলচিত্তে মন্ত্রণা করিয়া ভগবান্ নারায়ণকে বিপ্রবেশে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন এবং তাঁহারা ও কৌশিকী-তীরে মহাসাধ্বী মালাবতীর সমীপে যাইয়া দেখিলেন তাঁহার পরি-ধান বস্ত্র বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ, তিনি শরচ্চন্দ্র-সদৃশ দেহ-প্রভায় দশ দিক্ প্রকাশিত করিতেছেন, পতি সেবারূপ মহৎ ধর্ম্মসঞ্চিত তেজঃপুঞ্জে তাঁহার শরীর যেন প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া মৃতপতির কলেবর হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে স্বামীর সুরম্য ত্রিতন্ত্রী বীণা বিরাজ করিতেছে এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি ও স্নেহ বশতঃ যোগমুদ্রান্বিত তর্জ্জনীও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা বিশুদ্ধ স্ফটিকের মালা ধারণ করিতেছেন, তাঁহার বর্ণ চম্পক-সদৃশ ও ওষ্ঠাধর বিম্বফলের ন্যায় মনোহর। তাঁহার কণ্ঠদেশে রত্নের মালা দোদুল্যমান। তাঁহাকে দেখিলে স্থিরযৌবনা ও ষোড়শী বলিয়া বোধ হয়; তাঁহার

নিতম্বভাগ অতি বৃহৎ এবং পয়োধর ও জঙ্ঘাস্থল অতি মাংসল, তিনি নির্নিমেষদৃষ্টিতে শবরূপী নিজ পতিকে দর্শন করিতেছেন, দেবগণও তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার ও পতিভক্তি দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পতিব্রতা মালাবতী দেবগণকে দেখিবা মাত্র প্রণাম করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় অতি সুন্দর জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমার দেবগণের সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ-কুমার বলিলেন "কিজন্য এ স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণের সমাগম হইয়াছে? কি কারণে জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বয়ং বিধাতা উপস্থিত? ভগবান্ শম্ভুই বা কেন? কি আশ্চর্য্য ত্রিজগতের সাক্ষী ধর্ম্মই বা কেন? কি জন্যই বা চন্দ্র, সূর্য্য, হুতাশন, এমন কি স্বয়ং কাল, মৃত্যুকন্যা এবং যমাদি দেবগণই বা কি কা৷ণ এ অরণ্যে? সতি! মালতি! তোমার ক্রোড়েই বা এ শুষ্ক শবটি কে? তোমাকে ত জীবিতা দেখিতেছি কিজন্য তবে তোমার নিকট এ মৃত পুরুষ রহিয়াছে?" ব্রাহ্মণ-কুমার এবম্বিধ কহিয়া বিরত হইলে, মালতী ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন "যে ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত জল পুষ্পে সমস্ত দেবতা ও ভগবান্ হরি তুষ্টি লাভ করেন, আমি সেই বিপ্ররূপী জনার্দ্দনকে আনন্দের সহিত প্রণাম করি। হে বিভো! আমি অতি শোকার্ত্তা, আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন শ্রবণ করুন্, দয়াবান্ ব্যক্তির কখনও যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়া দয়ার ইতর বিশেষ হয় না; হে বিপ্রবর! আমি উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের পত্নী ও চিত্ররথের কন্যা সকলে আমাকে মালতী বা মালাবতী বলিয়া সম্বোধন করিয়া

থাকেন। আমি এই স্বামীর সহিত নানা স্থানে দিব্য লক্ষ যুগ বিহার করিয়াছি। হে ব্রাহ্মণ! আপনি পণ্ডিত, সাধ্বী রমণীদিগের পতির প্রতি কি প্রকার স্নেহ, আপনি শাস্ত্রানুসারে সমুদয়ই জানেন, আমার এই পতি ব্রহ্মার শাপ হেতু অকস্মাৎ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, আমিও স্বামীর জীবন লাভের নিমিত্ত দেবগণের নিকট বহুতর বিলাপ করিয়াছি; কিন্তু জানিলাম এই ভূমণ্ডলে সকলেই স্বার্থ তৎপর, নিজকার্য্য সাধনের জন্যই নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত; কেহই পরের দুঃখ জানিতে চায় না। হে ব্রাহ্মণ! মানবগণের সুখ দুঃখ, ভয়, সন্তাপ, ঐশ্বর্য্য, আনন্দ, জন্ম এবং মৃত্যু প্রভৃতি যাহাই বলুন্ দেবতারাই সকলের জনক ও সকল কর্ম্মের ফলদাতা, এবং দেবতারাই অনায়াসে কর্ম্মরূপ বৃক্ষের উন্মূলন করিতে পারেন। দেবতা হইতে উৎকৃষ্ট বন্ধু আর নাই, দেবতাই সকল অপেক্ষা বলবান্, দেবতা হইতে বলবান্ বা দাতা আর কেহই নাই; এই কারণেই আমি সকল দেবতার নিকটে একমাত্র বাঞ্ছনীয় পতি ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, বিশেষতঃ জানি যে দেবতারূপ বৃক্ষ হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ফললাভ হয়; আমি এক্ষণে বলিতেছি যদি দেবগণ আমার প্রার্থনীয় পতিদান করেন, উত্তম, নতুবা নিশ্চয় তাহা দিগকে স্ত্রীবধের ভাগী করিব এবং সকলকেই আমি ভয়ঙ্কর দুর্ণিবারক অভিসম্পাত প্রদান করিব, দেখি অনিবার্য্য সতী-শাপ দেবগণ কোন্ তপস্যায় নিবারণ করেন?" শোকার্ত্তা স্বাধ্বী মালতী এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে ব্রাহ্মণ কহিলেন "সতি

মালতি! দেবগণ কর্ম্মের ফলদাতা সত্য, কিন্তু কৃষক যেরূপ বীজ-বপন মাত্রে ফলদানে অক্ষম, ইঁহারাও সেই প্রকার সময়ে ফলদান করিয়া থাকেন, সদ্য কাহারও ফলদানে সাধ্য নাই। সতি! গৃহী ব্যক্তি যেরূপ কৃষকদ্বারা ক্ষেত্রে ধান্য বপন করিলে সময়ে তাহার অঙ্কুর সময়েই তাহার ফল হইয়া থাকে এবং সময় হইলেই যেমন তাহা সুপক্ক হয় ও যথাসময়ে গৃহী যেমন প্রাপ্ত হয়, সমুদয় কর্ম্মফলকেও সেইপ্রকার জানিও। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে বহু কাল যে তপঃসঞ্চয় করেন, দেবতারা তাহার ফলদান করেন ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মুখরূপ উর্ব্বর-ক্ষেত্রে যিনি যাহা ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করেন, পরে তিনি তাহা নিশ্চয় পাইয়া থাকেন। বল, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, ধন, পুত্র, স্ত্রী, সৎপতি প্রভৃতি যাহাই বল, তপস্যা ব্যতীত কিছুই হয় না। যিনি মূল প্রকৃতিদেবীকে অথবা একমাত্র কারণ আনন্দময় শিবকে আরাধনা করেন তিনিই বিনীতা, সর্ব্বগুণান্বিতা সুন্দরী ভার্য্যা, অচলা লক্ষ্মী, পুত্র, পৌত্র, ভূমি, বল, প্রজা, বিদ্যা, জ্ঞান, কবিত্ব, এবং স্ত্রী হইলে সৎকান্ত ইত্যাদি পাইয়া থাকেন। কিন্তু যে মূঢ় জগদীশ্বরের ভজনা না করে সেই বহু বিপদে বিড়ম্বিত হয়। সতি! নারায়ণ-ভক্তের কোনও প্রকার বিপত্তি থাকিতে পারে না, হরি-ভক্ত মানবদেহ ত্যাগ করিয়া অন্তিমে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া গোলোকে গমন করেন। সতি! তোমার স্বামীর কোন্ রোগে মৃত্যু হইয়াছে বল। আমি একজন চিকিৎসক, আমি সকল রোগেরই চিকিৎসা করিয়া থাকি; আমি রোগহেতু মৃততুল্য

বা মৃত হইলেও সাত দিনের মধ্যে মহাজ্ঞানদ্বারা জীবন দান করিতে পারি; আমি মনে করিলে ব্যাধগণ যেরূপ পশুকে আনয়ন করে তদ্রূপ জরা, মৃত্যু, যম, কাল ও ব্যাধিগণকে বন্ধনপূর্ব্বক নিকটে উপস্থিত করিতে পারি; সুন্দরি: দেহী ব্যক্তির যে প্রকারে শরীরে কোন প্রকারে রোগ না হইতে পারে এবং যে যে রোগের যে যে কারণ তাহা আমি সমুদয় বিদিত আছি। অমঙ্গলজনক দৃশ্য ব্যাধির কারণ যেরূপে উপস্থিত হইতে না পারে শাস্ত্রানুসারে তাহার ও উপায় আমি জানি। যে ব্যক্তি কোনরূপ খেদনিবন্ধন যোগদ্বারা দেহত্যাগ করেন, তাহারও উপায় আমি যোগ-ধর্ম্ম দ্বারা বিদিত আছি।

অনন্তর সাধ্বী মালাবতী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন "কি আশ্চর্য্য! এই বালকের মুখে কি অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিলাম, এই বিপ্র দেখিতে শিশু কিন্তু জ্ঞানে যোগবিদ্গণেরও বিস্ময়জনক। হে ব্রহ্মন্! যখন আপনি আমার পতির জীবন দানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন তিনি জীবিতই হইয়াছেন, কারণ সাধুর বাক্য কখনই অন্যথা হয় না। হে বেদবিদ্বর! পরে আমার পতির জীবন দান করিবেন, এক্ষণে সন্দেহবশতঃ যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দান করুন্। কারণ এই সভা মধ্যে অগ্রে আমার স্বামীকে জীবিত করিলে নিকটে তিনি উপস্থিত থাকিতে আমি আর আপনাকে প্রশ্ন করিতে সক্ষম হইব না। এই সভায় ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আপনিও উপস্থিত আছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে আমার

নিয়ন্তা কেহই নাই। আপনিত সমস্তই জানেন, নারীকে ভর্ত্তা রক্ষা করিলে, কেহই তাহার খণ্ডন করিতে পারে না, এবং তিনি শাস্তি দান করিলে কাহারও রক্ষার ক্ষমতা নাই; যোষিদ্‌গণের স্বামীই কর্ত্তা, এইরূপ স্ত্রী-পুরুষভাব চিরপ্রসিদ্ধ। স্ত্রীলোকের স্বামীই কর্ত্তা, স্বামীই পোষক ও রক্ষক, স্ত্রীগণের স্বামী সদৃশ গুরু আর নাই, তাহাদিগের অভীষ্ট দেবতা ও পূজ্য স্বামী ব্যতীত কেহই নাই। যে রমণী সৎকুলে জন্ম লাভ করেন তিনিই স্বামীর বশবর্ত্তিনী হন এবং যিনি অসৎকুলে জন্ম গ্রহণ করেন নিশ্চয় তিনিই কেবল পতির নিন্দা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! আমি উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা, চিত্ররথের কন্যা এবং গন্ধর্ব্ব-রাজের বধু, আমি স্বামী ব্যতীত আর কিছুই জানি না, সেই জন্যই আমার এ অবস্থা ঘটিয়াছে। হে বেদবিদ্বর! আপনি ত সকলই করিতে পারেন এজন্য প্রার্থনা করিতেছি, আমার নিকটে একবার কাল, যম ও মৃত্যু কন্যাকে আনয়ন করুন।” ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আনয়ন করিলে মহা সাধ্বী মালাবতী তাহাদের সকলকে দর্শন কবিয়া হৃষ্টবদনে প্রথমতঃ যমরাজকে কহিলেন “হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত; অতএব হে প্রভো! কি জন্য অসময়ে আমার কান্তকে হরণ করিলেন?” মালাবতীর বাক্য শ্রবণে যমরাজ কহিলেন, “হে সাধ্বি! কেহই এই ভূমণ্ডলে কালপ্রাপ্ত না হইয়া মৃত হয় না, এবং আমিও কোন ক্রমে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভিন্ন কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারি না। আমি যম, মৃত্যু-কন্যা ও দুর্জ্জয় ব্যাধিগণ আমরা সকলেই ঈশ্বরের

আজ্ঞায় কাল-প্রাপ্ত-জীবগণকেই গ্রহণ করিয়া থাকি ; আরও দেখ, এই বিচারজ্ঞা মৃত্যুকন্যা পরমায়ুর নিঃশেষ বশতঃ যাহাকে গ্রহণ করেন, আমি তাঁহাকেই গ্রহণ করিয়া থাকি।" তৎপর মালতী মৃত্যুকন্যাকে কহিলেন মৃত্যুকন্যে! তুমিও রমণী, অবশ্যই স্বামীবেদনা জান, তবে কি জন্য আমি জীবিতা থাকিতে আমার স্বামীকে হরণ করিলে ?" মৃত্যুকন্যা কহিলেন, "হে সতি! বিধাতা আমাকে এই কার্য্যের জন্যই সৃজন করিয়াছেন, আমি বহু তপস্যায়ও ইহা পরিত্যাগে সমর্থা নহি, যদি কোনও পরম তেজস্বিনী মহা সাধ্বী, আমাকে ভস্ম করিতে পারেন তবেই আমার সকল আপদ দূর হয়। পরে স্বামী পুত্রের যাহা হয় হইবে। সাধ্বি! তুমি নিশ্চয় জানিও আমার বা আমার পুত্রগণের কোন দোষ নাই, আমরা সকলে কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকি। ভদ্রে! তুমি সকলের সমক্ষে মহাত্মা কালকেই জিজ্ঞাসা কর।" অনন্তর মালতী কহিলেন, "ভগবন্! কাল! আপনি সকল কার্য্যের সাক্ষী ও কর্ম্মরূপী সনাতন এবং আপনি নারায়ণের অংশ সুতরাং আপনি সকলের উৎকৃষ্ট আপনাকে নমস্কার। হে কৃপানিধে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সকলের দুঃখই বুঝিতে পারেন, তবে কি কারণে আমার জীবন থাকিতে আমার কান্তকে হরণ করিলেন ?" তচ্ছ্রবণে কাল বলিলেন, "সাধ্বি! আমি বা কে ? যমই বা কে ? আর মৃত্যুকন্যা ব্যাধিগণই বা কে ? আমরা সকলেই পরমেশ্বরের আজ্ঞায় বিচরণ করিয়া থাকি। মালতি! তুমি সেই পরমেশ্বরকে চিন্তা কর সেই কৃপানিধিই

তোমার সকল অভীষ্ট ও স্বামী দান করিবেন। তিনিই সকল সম্পদের দানকর্ত্তা।" এই বলিয়া কাল বিরত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে শুভে! এই ত সকলকে জিজ্ঞাসা করিলে আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে ত বল।"

সতী মালতী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে কহিলেন "হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছেন ব্যাধিগণ প্রাণিগণের প্রাণহরণরূপ অহিতাচরণ করিয়া থাকেন, এবং সেই ব্যাধিগণের নানা প্রকার কারণ বেদে নিরূপিত আছে; অতএব মহাত্মন্! উক্ত অশুভাবহ দুর্নি-বার ব্যাধিসমূহ যাহাতে দেহীর দেহে বিচরণ করিতে না পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় বলুন্ এবং যাহা আমি জানি বা না জানি তৎসমস্তই আমাকে বলুন্।" তখন সেই বিপ্ররূপী জনার্দ্দন মালতীর বাক্য শ্রবণে বৈদিকী সংহিতা ও সংহিতার্থ বলিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন "প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ দর্শন করিয়া, তাহার অর্থ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদনামে আর এক খানি বেদের স্থষ্টি করিয়া উক্ত পঞ্চম বেদ ভাস্করদেবকে দান করিলেন। ভাস্করদেব সেই আয়ুর্ব্বেদ হইতে এক খানি সংহিতা প্রস্তুত করিয়া শিষ্যগণকে নিজকৃত সংহিতার সহিত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। তাঁহারা (শিষ্যগণ) প্রত্যেকে এক এক খানা সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, আমার নিকট সেই সব পণ্ডিতগণের এবং সেই সব তন্ত্র সকলের নাম শ্রবণ কর। ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি পৈল,

করথ, অগস্ত্য এই ষোড়শজন ভাস্করদেবের শিষ্য এবং সকলেই বেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং রোগশান্তিকারক।

হে সতি! ধন্বন্তরি চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান, দিবোদাস চিকিৎসা-দর্শন, কাশীরাজ চিকিৎসা-কৌমুদী, অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসার তন্ত্র, নকুল বৈদিক-সর্ব্বস্ব, সহদেব ব্যাধি-সিন্ধু-বিমর্দ্দন, যমরাজ জ্ঞানার্ণব, চ্যবন জীবদান, জনক বৈদ্যক সন্দেহভঞ্জন, বুধ চন্দ্রসার, জাবাল তন্ত্রসারক, জাজলি বেদাঙ্গসার, পৈল নিদান, করথ সর্ব্বধর এবং অগস্ত্য মহাশয় দ্বৈধনির্ণয় নামে সংহিতা রচনা করেন। এই ষোড়শ তন্ত্রই চিকিৎসা-শাস্ত্রের বীজ-স্বরূপ। উক্ত পণ্ডিতগণ, আয়ুর্ব্বেদরূপ-পয়োনিধিকে জ্ঞান-মন্ত্রদ্বারা মন্থনপূর্ব্বক তাহা হইতে নবনীত-স্বরূপ ব্যাধিনাশের কারণ ও বলাধানকারী এই ষোড়শ তন্ত্র উত্তোলন করিয়াছেন। সুন্দরি! আমি ক্রমশঃ এই সকল শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ ও ভাস্কর সংহিতা দর্শন করিয়া রোগের বিষয় সমস্ত বিদিত আছি। সাধ্বি! বৈদ্যের বৈদ্যত্ব-প্রকাশক দুইটী লক্ষণ আছে।

ব্যাধির নিরূপণ ও বেদনার নিগ্রহকারিতা, ফলতঃ বৈদ্য আয়ুদানে সমর্থ নন্। যিনি আয়ুর্ব্বেদের বিজ্ঞাতা, চিকিৎসা বিষয়ে যথার্থবেত্তা এবং ধর্ম্মিষ্ঠ ও দয়ালু তাঁহাকেই বৈদ্য বলা যায়। শোভনে! সকল রোগের মধ্যে এক জ্বরই ভয়ঙ্কর ও দুর্ব্বার। জ্বর হইতেই সকল রোগের উৎপত্তি হয়, সেই জ্বর নিষ্ঠুর ও বিকৃতাকার; তাহার তিন পাদ, তিন মস্তক, ছয় হস্ত, নব লোচন; এই ভস্মপ্রহরণ জ্বর, অতি রৌদ্র ও কালান্তক যম-সদৃশ। সেই

জ্বরের জনক মন্দাগ্নি ও মন্দাগ্নির পিত্ত,শ্লেষ্মা ও বায়ু এই তিন জনক এই তিন বিকৃত হইয়া প্রাণিগণকে দুঃখ দান করে। জ্বর প্রথমতঃ তিন প্রকার, বায়ুজ পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ ; আর এক ত্রিদোষজ এবং পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, শোথ, প্লীহা, শূল, জরাতিসার, গ্রহণী, কাশ, ব্রণ, হলীমক, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, বিষমেহ, কুব্জ, গোদ, গলগণ্ডক, ভ্রমরী, সান্নিপাত, নিদারুণ, বিসূচী, প্রভৃতি ইহাদের ভেদ-প্রভেদ দ্বারাই ব্যাধিগণ চতুঃষষ্টি সহস্র প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ব্যাধিগণ সকলেই মৃত্যুকন্যার পুত্র এবং জরা তাঁহার কন্যা উক্ত জরা তাহার ভ্রাতাগণের সঙ্গে নিয়ত ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। হে মালাবতি! কিন্তু ইহারা উপায়বেত্তা সংযত ব্যক্তির নিকটে গমন করে না। বরং গরুড়-দর্শনে সর্পগণের সদৃশ সেই উপায়বেত্তাকে দেখিবামাত্র পলায়ন করে। চক্ষুতে জলসেক, ব্যায়াম, পাদতলে তৈলমর্দ্দন, মস্তকে ও কর্ণরন্ধ্রে তৈল দান করিলে জরা ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি বসন্ত কালে ভ্রমণ, অল্প পরিমাণ বহ্নিসেবন ও সময়ে বালা স্ত্রী সংসর্গ করেন, তাঁহাকে জরা ত্যাগ করে। যে ব্যক্তি খাতাদির শীতল জলে স্নান এবং চন্দন-বিলেপন ও গ্রীষ্ম-কালে উষ্ণোদকে স্নান করেন বৃষ্টিজল সেবা করেন না প্রত্যহ যথা সময়ে সমান আহার করিয়া থাকেন, হেমন্তে খাতজলে স্নান ও যথাকালে অগ্নির সেবা করেন এবং নবোষ্ণান্নসেবী ও উষ্ণোদকস্নায়ী হন ও যিনি শরৎকালে রৌদ্র সেবা ও ভ্রমণ ত্যাগ করেন তাঁহার জরা হয় না। যে ব্যক্তি সদ্যোমাংস ও নূতন অন্ন-

ভক্ষণ, যুবতীর সেবা, দুগ্ধপান ও ঘৃত ভোজন করেন তাহার নিকট জরা গমন করে না। যিনি ক্ষুধা হইলে উত্তম অন্ন ও প্রত্যহ তাম্বুল ভোজন করেন, তৃষ্ণার সময় যাহার জলপানে আলস্য হয় না, যিনি প্রত্যহ দধি, পূর্ব্বদিনের দুগ্ধের ঘৃত নবনীত এবং গুড় ভোজন করেন তাহাকে জরা স্পর্শ করে না। যিনি শুষ্ক মাংস পঞ্চাদিনাতীত দধি ভক্ষণ ও বৃদ্ধা স্ত্রী গমন এবং কন্যা-রাশিস্থ সূর্য্যকিরণ সেবন করেন, জরা তাহার নিকটে হৃষ্টান্তঃ-করণে গমন করে। যিনি রাত্রে দধি ভোজন ও কুলটা ও রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করেন তাঁহাকে জরা আক্রমণ করে। রজস্বলা, কুলটা, অবীরা, জারদুতিকা, শূদ্রযাজকপত্নী ও ঋতুহীনা স্ত্রীর অন্ন ভোজন করিলে মহাপাতক হয় এবং সেই পাপসহ জরা আক্রমণ করে। হে সাধ্বি! পাপের সহিত ব্যাধিগণের নিরন্তর মিত্রতা আছে এবং পাপই সকল ব্যাধি ও জরার কারণ ও বিঘ্নের উৎপাদক। অধিক কি জীবগণের পাপ হইতে ব্যাধি, জরা, দৈন্য ও ভয়ঙ্কর শোক এবং দুঃখ হইয়া থাকে। এই জন্য ভারত-বাসী সাধুগণ নিরন্তর ভীত হইয়া সেই অমঙ্গলজনক দোষকর ও মহাশত্রু পাপ হইতে বিরত থাকেন। যিনি নিরন্তর স্বধর্ম্মাচরণ নিযুক্ত, দীক্ষিত ও হরিসেবক যাঁহার গুরু, দেবতা, অতিথির প্রতি ভক্তি আছে, যিনি তপঃ সাধনে সমর্থ এবং ব্রতোপবাসযুক্ত ও নিয়ত তীর্থসেবী, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সমুদয় রোগ পলায়ন করে। এই প্রকার সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে জরা বা দুর্জ্জয় ব্যাধিসমূহ কেহই অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু এ সকল

নিয়ম শুভ সময়ে জানিও, অসময় উপস্থিত হইলে কিছুতেই নিবারণ হইবে না। হে সাধ্বি! পূর্ব্বোক্ত সকল রোগের মধ্যে জ্বরই সকল রোগের কারণ, সেই জ্বর, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। সাধ্বি, এই জ্বরাদি রোগ যেরূপে দেহিগণের দেহে প্রবেশ করে, তাহার বিবিধ কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অতি-শয় ক্ষুধার সময় আহার না করিলে প্রাণিগণের মধুপূরক চক্রে পিত্ত উৎপন্ন হয়। এবং তাল বা বিল্বফল ভোজন করিয়া জল পান ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক পিত্তরূপে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি শরৎকালে উষ্ণোদক বিশেষতঃ ভাদ্র মাসে তিক্ত রস সেবা করিয়া থাকেন তাঁহার পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে হে শোভনে! শর্করা-মিশ্রিত জলযুক্ত ধন্যাক-চূর্ণ, চণক এবং দধি ও তক্রব্যতীত সকল প্রকার গব্য, পক্ক বিল্ব ও তাল ফল, ইক্ষু হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুআর্দ্রক, মুদ্গযূষ ও সশর্করতিলপিষ্টক এই সকল বস্তু সদ্যঃ পিত্তক্ষয়কর ও বলপুষ্টিপ্রদ; এইত তোমার নিকট পিত্ত-নাশে উপায় ও তাহার কারণ সকল বলিলাম।

ভোজনের পর স্নান, তৃষ্ণাব্যতীত জল পান, তিল তৈল, স্নিগ্ধ তৈল, স্নিগ্ধ আমলকীরস, পর্য্যুষিতান্ন, তক্র, পক্ক রম্ভাফল, দধি, বৃষ্টি, শর্করার জল, অতিশয় স্নিগ্ধ জলপান, নারিকেল জল পান, পুর্য্যুষিত জলে রুক্ষ স্নান, পক্ক তরমুজ, কর্কটী (কাঁকুড়) বর্ষাকালে খাত জলে স্নান এবং মূলক, এই সকল ব্যবহার করিলে শ্লেষ্মা হয় ও ব্রহ্মরন্ধ্রে তাহার উৎপত্তি, এবং সেই শ্লেষ্মা হইতে মহদ্‌বলও নষ্ট করে। বহ্নি স্বেদ, ভৃষ্ট দ্রব্য চূর্ণ, পক্ক

তিল তৈল বিশেষ, ভ্রমণ, শুষ্ক ভক্ষণ, শুষ্ক অথচ পক্ক হরিতকী, অপক্কাপিণ্ডারক, অপক্ক রম্ভা ফল, বেশবার, সিন্ধুবার, অনাহার, জলপান না করা, সঘৃত রোচনা চূর্ণ, সঘৃত শুষ্ক শর্করা, মরীচ, পিপ্পলী, শুষ্ক আর্দ্রক, এবং জীরক ও মধু এই সমুদয় ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ শ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়। এক্ষণ বায়ুর কারণ শ্রবণ কর-ভোজনের পরেই গমন বা ধাবন, ছেদন, অগ্নির উত্তাপ, বারংবার ভ্রমণ, বারংবার স্ত্রীসহবাস, বৃদ্ধা স্ত্রীর সংসর্গ, মনস্তাপ, অতিরুক্ষ সেবা, অনাহার, যুদ্ধ, কলহ, কটুবাক্য, এবং ভয় ও শোক এই সমস্ত কারণে আজ্ঞাখ্য চক্রে বায়ুর জন্ম হয়। এক্ষণে তন্নি-বারক ঔষধ শ্রবণ কর। সবীজ পক্ক রম্ভাফল, শর্করার জল, নারিকেল জল, অপর্য্যুষিত তক্র, সুপিষ্টক, শর্করাযুক্ত অথবা শুদ্ধ মাহিষ দধি, সদ্যোজাত অন্ন, সৌবীর, শীতল জল, পক্ক তৈল, বিশুদ্ধ তিল তৈল, নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর রস, আমলকী-রস, শীতল অথচ উষ্ণ উদকে স্নান, সুস্নিগ্ধ চন্দন বিলেপন, স্নিগ্ধ পদ্ম পত্রের শয্যা এবং সুস্নিগ্ধ ব্যজন এই সমুদয় সব বায়ু নাশক। হে বৎসে! এই বায়ু আবার ক্লেশ সন্তাপ ও কামজন্য বলিয়া তিন প্রকার। হে সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকটে ব্যাধি সমূহ ও তাহার বিনাশ কারণ সাধু বিরচিত শাস্ত্র সকল কীর্ত্তন করিলাম। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতগণ সে সমস্ত রসায়নাদি সুদুর্ল্লভ উপায়বিষয়ক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা এক বৎসর বলিয়াও শেষ করিতে পারিব না, এক্ষণ বল দেখি তোমার স্বামী কোন্ রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। হে শোভনে তাহা

হইলে যে উপায়ে তিনি জীবিত হন, সেই উপায় করিব। মালতী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে পুনরায় বলিলেন বিপ্রবর! শ্রবণ করুন্, আমার স্বামী দেব সভায় লজ্জিত হইয়া ব্রহ্মার শাপ হেতু যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনার মুখে সমুদয় মনোহর শুভাখ্যান শ্রবণ করিলাম, ইহা যথার্থ বটে যে ভূমণ্ডলে কেহই বিপদে না পড়িয়া মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না; হে বিচক্ষণ! এক্ষণে আমার প্রাণকান্তকে দান করুন্ আমি স্বামীর অহিত আপনাদিনাকে নমস্কার পূর্ব্বক আনন্দ চিত্তে গৃহে গমন করি।"

পরে সেই বিপ্ররূপী জনার্দ্দন দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন হে দেবগণ! এই কন্যা উপবর্হণের ভার্য্যা ও চিত্ররথের তনয়া, ইনি অতিশয় শোকর্ত্তা হইয়া স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিতেছেন; অতএব হে দেবগণ এক্ষণে কিরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য? আপনারা সময়ানুযায়ী বাক্য আমাকে বলুন সেই তেজস্বিনী সাধ্বী সমুদয় দেবতাকেই শাপদানে উদ্যতা হইয়াছে, আমি আপনাদের মঙ্গলের জন্য আসিয়া বহুক্ষণ ক্ষান্ত রাখিয়াছি; আর সেই দেব দেব বিষ্ণুই বা কেন এস্থলে আগমন করিলেন না "তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিলেন দ্বিজবর! আপনি যে বলিলেন, বিষ্ণু এস্থানে আসেন নাই, ইহা আপনার ভ্রম, কারণ তিনি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বব্যাপী তাঁহার আবার শরীর কি? যিনি স্বেচ্ছাময়, পরম ব্রহ্ম ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ দেহ ধারণ করেন তিনি সকল দেখিতেছেন ও সকল জানিতেছেন এবং সেই সনাতন সকল

স্থানেই বিরাজমান। ‘বি’ ও ‘ষ’ শব্দে ব্যাপ্তি এবং নু শব্দে সমস্ত বোধ হয় এইজন্যই পণ্ডিতগণ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্মাকে বিষ্ণু বলিয়া থাকেন, তিনি সকলের স্রষ্টা হর, সংহার কর্ত্তা ও ধর্ম্ম কর্ম্মের সাক্ষী, তাঁহার আজ্ঞায় যমরাজও ভীত হন। ইত্যাদি বহুবিধ আলাপের পর ব্রাহ্মণ কুমার বলিলেন “এক্ষণে গন্ধর্ব্ব কুমারকে শীঘ্র জীবিত করিতে চেষ্টা করুন্। পরে ব্রহ্মা মালতীর নিকট গমন করিয়া শব গাত্রে কমণ্ডলু জল প্রক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনঃসঞ্চার ও দেহের সুন্দর কান্তি হইল, অনন্তর জ্ঞানানন্দ স্বয়ং শিব, তাঁহাকে জ্ঞান দান এবং স্বয়ং ধর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মণ জীবদান করিলেন। তৎপরে বহ্নি দেবের দর্শন মাত্র সেই গন্ধর্ব্বের জঠরানল ও কাম দেবের সন্দর্শনে সর্ব্ব প্রকার কামের আবির্ভাব হইল, এবং জগতে প্রাণ রূপ প্রাণস্বরূপ বায়ু দেবের অধিষ্ঠান হেতু তাঁহার নিশ্বাস ও প্রাণের সঞ্চার হইল। পরে সূর্য্যের অধিষ্ঠান মাত্র দৃষ্টিশক্তি, বাণী দর্শনে বাক্য ও স্ত্রীদর্শনে শোভা প্রকাশিত হইল, তথাপি পরমাত্মার অনধিষ্ঠান হেতু বিশিষ্ট বোধ বা উত্থানশক্তি হইল না, জড়ের ন্যায় শয়ান রহিলেন। অনন্তর সাধ্বী মালতী ব্রহ্মার বাক্যানুসারে শীঘ্র নদীজলে স্নান ও ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, মালতী বলিলেন “যে পরমেশ্বর বিনা এই ভূমণ্ডলে প্রাণিগণ শববৎ প্রতীয়মান হয়, আমি সেই সর্ব্বকারণ পরমাত্মাকে বন্দনা করি।

যিনি সকলের সকল কর্ম্মেই নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষীরূপে অব-

স্থিত ও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া কাহারও দৃশ্য নহেন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিরও প্রসবকর্ত্রী ত্রিগুণাত্মিকা, পরাৎ-পরা, সর্ব্বাধারা, প্রকৃতির ও সৃজনকারী, স্বয়ং ব্রহ্মা যাঁহার সেবায় নিরত হইয়া জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিষ্ণু পালনকারী ও স্বয়ং শঙ্কর সংহারক হইয়াছেন, সমুদয় দেবতা মুনি মনু, ও সিদ্ধগণ এবং সাধু যোগিগণ প্রকৃতি হইতে অতীত যে পরমেশ্বরকে নিয়ত ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি স্বেচ্ছাময় কিন্তু কখন সাকার ও নিকার হন এবং যিনি সকলের উৎকৃষ্ট ও বরেণ্য, যাঁহা হইতে সকল বর লাভ করা যায়, ও যিনি বর কারণ তপস্যার ফল ও বীজ স্বরূপ এবং যাহা হইতেই তপস্যার ফললাভ হয়, যিনিই তপস্যার স্বরূপ ও সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে বিরাজমান, সকল পদার্থই যাহাতে অবস্থিত ও উৎপন্ন: হইয়াছে, যিনি কর্ম্ম ও তাঁহার ফলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যে পরমেশ্বর কর্ম্ম সমূহের ফল দাতা ও বীজস্বরূপ, যিনিই কেবল সকলের ক্ষয় কারণরূপে অবস্থিত এবং শরীর ব্যতীত সেবা কার্য্য সম্পন্ন হয় না বলিয়াই ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ যিনি স্বয়ং তেজঃ স্বরূপ শরীর ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার তেজ কোটি সূর্য্য সদৃশ উজ্জ্বল ও মণ্ডলাকার এবং সেই তেজ মধ্যে যাঁহার নবঘনশ্যাম অতি মনোহররূপ বিরাজ করিতেছে, যাঁহার লোচনদ্বয় শরৎ পঙ্কজের ন্যায় সুন্দর, মুখমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণ শশধরের অনুরূপ ও সহজ ঈষৎ হাস্য যুক্ত, যাঁহার অতি মনোহর লাবণ্য কোটি কন্দর্পের ন্যায় এবং সমুদয় অস্থি চন্দন ও রত্ন ভূষণে ভূষিত,

যিনি দ্বিভুজ মুরলীহস্ত, ও পীত বস্ত্র পরিধান, এবং কিশোর বয়স্ক, শান্ত ও রাধাকান্ত, যাঁহার অন্তক কেহই নাই, যিনি কখন নির্জ্জন বনে গোপাঙ্গনায় পরিবৃত ও কখন রাসমণ্ডলস্থ হইয়া রাধা কর্ত্তৃক পরিসেবিত হন্, এবং কখন শত শৃঙ্গ নামক পর্ব্বত পরিশোভিত রমণীয় বৃন্দাবন বনে গোপ বালকের সহিত মিলিত হইয়া গোপবেশ ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি কোন স্থানে বা শিশুরূপ ধারণ করিয়া কামধেনু সকলকে রক্ষা করেন এবং কখন গোলোকধামে বিরজা নদীর তীরবর্ত্তী পারিজাত বনে গোপী-গণের সম্মোহনের নিমিত্ত মধুর মুরলী বাদন করিয়া থাকেন; যিনি কখন নিরাময় বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ পার্শ্বদগণে বেষ্টিত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত চতুর্ভুজরূপে বিরাজ করেন এবং যিনি জগতের পালন জন্য শ্বেতদ্বীপে স্বকীয় অংশরূপে বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক পদ্মা-কর্ত্তৃক সেবিত হন্, এই ব্রহ্মাণ্ডে যিনি স্বীয় অংশ কলায় ব্রহ্মারূপে বিরাজ করেন এবং স্বকীয় অংশ দ্বারা মঙ্গলরূপী মঙ্গলপ্রদ শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন, যে বিরাটরূপের প্রতি লোমকূপে বিশ্বসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে, যিনি আপনার ষোড়শ ভাগের একভাগ দ্বারা সকলের আধার পরাৎপর সেই মহৎ বিরাটরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি জগতের পালন নিমিত্ত লীলা প্রসঙ্গে আপনার অংশ ও কলাদ্বারা নানা অবতার রূপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সকলেরই কারণ সনাতন ব্রহ্ম যে পরমেশ্বরই, কোথাও সাধু যোগীদিগের হৃদয়ে অবস্থান ও কোথাও প্রাণীগণের প্রাণ-রূপে বিরাজ করিতেছেন; যিনি বাক্য ও মনের অগোচর এবং

নিরীহ নিলক্ষ্য ও জগতের সার, সেই নিগুণ পরমেশ্বর পরমাত্মাকে আমি অবলা হইয়া কি প্রকারে স্তব করিতে সমর্থা হইব? যাঁহাকে স্তব করিতে অনন্ত দেব সহস্র বদনেও সমর্থ নহেন, এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, প্রভৃতিও যাঁহার স্তবে অক্ষম অধিক কি স্বয়ং মায়াও যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া স্তবে অসমর্থা, স্বয়ং লক্ষ্মী সরস্বতীও যাঁহাকে স্তব করিতে অক্ষম; বেদবিদ বিদ্বান্ কি স্বয়ং বেদ সমূহই যাঁহার স্তবে পরাঙ্মুখ, আমি সামান্যা স্ত্রীলোক তাহাতে শোকার্ত্তা হইয়া সেই পরাৎপর নিরীহ পরমেশ্বরকে কি প্রকারে স্তব করিব?" মালাবতী এইরূপ বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে মালাবতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ভয়ব্যাকুলচিত্তে পরমাত্মা পরমেশ্বরকে বারংবার প্রণাম করায় নিরাকৃতি পরমাত্মা ঐশ শক্তির সহিত তাঁহার স্বামীর অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করিবা মাত্র গন্ধর্ব্ব কুমার তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া স্নান ও বস্ত্র যুগ্ম পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বমত বীণা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে প্রণাম করিলে দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল এবং দেবগণ সেই মিলিত গন্ধর্ব্ব দম্পতীর উপর পুষ্প বৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সতীমালতী পতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে কোটি কোটি রত্ন ও নানা প্রকার ধন সকল দান করিলেন এবং বেদ পাঠ ও মঙ্গলকার্য্য সকল সমাধা করাইয়া মঙ্গলকর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন রূপ বিবিধ মহোৎসব করাইতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে

দেবগণ ও বিপ্ররূপী জনার্দ্দন স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এবং মালাবতীকৃত স্তব, স্তবরাজ নামে প্রসিদ্ধ হইল। যে ব্যক্তি পূজার সময় পুণ্যজনক এই স্তব পাঠ করেন সেই বৈষ্ণব হরিভক্তি ও হরিদাস্য লাভে সমর্থ হন্, যে আস্তিক, বর প্রার্থী হইয়া পরম ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফললাভে সমর্থ হন্ এবং বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন ভার্য্যার্থী ভার্য্যা, পুত্রার্থী পুত্র, ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মও যশঃ প্রার্থী যশঃ লাভ করিয়া থাকেন; এই স্তব পাঠ করিলে রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য ও প্রজাভ্রষ্ট প্রজা লাভে সমর্থ হন্, ও রোগী রোগ হইতে ও বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে ত্রাণ পান, নষ্ট ধন ধন লাভে, সমর্থ হন, এবং যে জন ভয়ানক অরণ্য মধ্যে দস্যু বা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত বা দাবাগ্নি পতিত অথবা সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হইয়া এই স্তব পাঠ করেন তিনিও স্তব প্রভাবে মুক্ত হইয়া থাকেন। অনন্তর মালাবতী স্বামীসহ স্বীয়পুরে গমন করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে ধনদান পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য বিবিধ বেশ বিন্যাশ পূর্ব্বক সময়োচিত স্বামীর পূজা ও শুশ্রূষায় রত হইলেন। রসিকা সাধ্বী মালাবতী পরমাহ্লাদে প্রিয়তম স্বামীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বহু-কাল পরে পূর্ণমনস্ক হইয়া যথা সময়ে গন্ধর্ব্ব রাজ উপবর্হণ প্রাণত্যাগ করিলে সাধ্বী মালতীও ভারতীয় পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মার যজ্ঞ কুণ্ডে বাঞ্ছিত কামনা পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন।

লোপামুদ্রা।

ইনি বিদর্ভ রাজ কন্যা, মহাত্মা মহর্ষি অগস্তের সাধ্বীপত্নী। বিদর্ভরাজ, সন্তান জন্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, পরে কাল ক্রমে এই সুভগা কন্যা রাজগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া শরীর সৌন্দর্য্যে সৌদামিনীর ন্যায় কান্তিমতি হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, বিদর্ভরাজও সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা দেখিয়া, দ্বিজাতি দিগকে বিজ্ঞাপন করিলেন, দ্বিজগণ ঐ কন্যার নাম লোপামুদ্রা রাখিলেন। কন্যা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত এক শত কন্যা ও এক শত দাসী ঐ কন্যাটীর বশবর্ত্তিনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, উৎকৃষ্ট রূপবতী লোপামুদ্রা পাবক শিখা ও সলিলস্থ উৎপলিনীর ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধমানা হইতে লাগিলেন। সচ্চরিত্রা ও সদাচারসপন্না লোপামুদ্রা যৌবন-বতী হইলেও বিদর্ভরাজের ভয়ে কোন পুরুষই তাঁহাকে প্রার্থনা করিল না, অপ্সরা অপেক্ষাও রূপবতী সত্যশীলা লোপামুদ্রা স্বীয় সুশীলতাদ্বারা পিতা ও স্বজনদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগি-লেন, তাঁহার পিতাও তাহাকে তদ্রূপ শীলাচারসম্পন্না যুবতী দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ঈদৃশী কন্যা কাহাকে প্রদান করি? তদনন্তর একদা অগস্ত্য ঋষি লোপা-মুদ্রাকে প্রকৃত সুশীলা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপযুক্ত বোধ করিয়া পুত্রোৎপাদনার্থ বিদর্ভনাথের নিকট, তাঁহাকে প্রার্থনা

করিলেন। রাজা মুনির কথা শ্রবণে হতজ্ঞান হইলেন, পরে তিনি ভার্য্যার নিকট গিয়া কহিলেন, ইনি বীর্য্যবান মহর্ষি ইঁহাকে কন্যাদান না করিলে কুপিত হইয়া শাপানলে দগ্ধ করিতে পারেন, অথচ আমি এই সুলক্ষণা সর্ব্বগুণশীলা কন্যা কিরূপে কাননবাসী তাপসের হাতে সম্প্রদান করি? অতএব হে শুভাননে! তোমার অভিপ্রায় কি বল? রাজ্ঞী রাজার বাক্য শ্রবণে কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। পরে লোপামুদ্রা রাজা ও রাণাকে চিন্তাকুল ও দুঃখিত দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে গমনপূর্ব্বক তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন "হে পিতঃ! আমার নিমিত্ত আপনি কখনই দুঃখিত হইবেন না। আপনি আমাকে অগস্ত্য ঋষিকে সম্প্রদান করিয়া আত্মরক্ষা করুন। হে নরপাল তদনন্তর বিদর্ভ-ভূপাল দুহিতার বচনানুসারে অগস্ত্য ঋষিকে লোপামুদ্রাকে দান করিলেন। ঋষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যা লাভ করিয়া কহিলেন, "কল্যাণি; তুমি এই মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার সকল পরিত্যাগ কর।" আয়ত-লোচনা-রম্ভোরু লোপামুদ্রা পতির আজ্ঞানুসারে মহামূল্য সুদৃশ্য সূক্ষ্ম বসনাভরণ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক চীর, অজীন ও বল্কল গ্রহণ করিয়া স্বামীর সমান ব্রতচারিণী হইলেন। পরে ঋষি-সত্তম ভগবান্ অগস্ত্য গঙ্গাদ্বারে আগমনপূর্ব্বক সহধর্ম্মিণী সহ উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন লোপামুদ্রা প্রীতমনে স্বামীর পরিচর্য্যা ও তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ অগস্ত্য ও ভার্য্যার প্রতি পরম প্রীতি সহকারে ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা ভগবান অগস্ত্য তপঃ-প্রদীপ্তা লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার পরিচর্য্যা, শুচিতা, জিতেন্দ্রিয়তা শ্রী ও রূপ-লাবণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রতি মানসে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, অনন্তর সেই ভাবিনী লোপামুদ্রা তখন অত্যন্ত লজ্জান্বিতার ন্যায় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সপ্রণয় বচনে কহিলেন "হে ব্রহ্মন্! স্বামী সন্তানের নিমিত্তই ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ইহাতে সংশয় নাই;—সংসারে যে কিছু সারবস্তু আছে, তাহার মধ্যে বন্ধুগণের সৌহার্দ্দ বর্দ্ধক পতিই সার, রমণীগণেরব ন্ধুবর্গের মধ্যে ভর্ত্তা অপেক্ষা অন্য বন্ধু আর দৃষ্ট হয় না। তিনি কামিনীগণের ভরণ পোষণ ও পালন হেতু পতি; শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, সর্ব্ব বিষয়ের অভিলাষ-সাধক বলিয়াই কান্ত, সুখবর্দ্ধন করেন এই নিমিত্ত বন্ধু, প্রাণের ঈশ্বর নিমিত্ত প্রাণনাথ, রতি দান হেতু রমণ নামে প্রসিদ্ধ, প্রীতি-প্রদান হেতু প্রিয়, পতি হইতে প্রিয় আর কেহই নাই, এই প্রিয়ের শুক্র হইতে পুত্রের উৎপত্তি হেতু পুত্র ও প্রিয় হয়। স্বামিন্! আপনার প্রতি আমার যেরূপ প্রাতি আছে, আমার প্রতি ও আপনার তদ্রূপ প্রীতিকরা উপযুক্ত হয়; আমার মানস যে আমায় পিতৃগৃহে প্রাসাদোপরি যাদৃশ শয্যা ছিল, এখানে তাদৃশ শয্যাতে আপনি আমার সহিত সঙ্গত হন, এবং আপনি নিজেও আভরণ এবং মাল্যদামে সজ্জিত হন, আমিও যথাভিলষিত সমস্ত দিব্যাভরণে বিভূষিতা হইয়া আপনার সমীপে গমন করি। নতুবা আমি চীরকাষায় বাস পরিধান করিয়া আপনার সমীপ-

বর্ত্তিনী হইতে পারি না, হে বিপ্রর্ষে! রতিকালে অলঙ্কার ধারণ করিলে তাহা কোনও প্রকারে অপবিত্র হয় না।” অগস্ত্য কহিলেন “হে লোপামুদ্রে! কল্যাণি! সুমধ্যমে! তোমার পিতার যে প্রকার ধন-সম্পত্তি আছে, তদ্রূপ ধন-সম্পত্তি না তোমারই আছে, না আমারই আছে?” লোপামুদ্রা কহিলেন “হে তপোধন! জীব লোক মধ্যে যাবতীয় ধন আছে, আপনি ক্ষণ মধ্যে সেই সকল ধনই তপোবলে আহরণ করিতে পারেন।” অগস্ত্য কহিলেন “তুমি যেরূপ বলিলে “তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাতে আমার তপোব্যয় হইবে, অতএব যাহাতে তপঃক্ষয় না হয়, এরূপ কোন উপায় প্রদর্শন কর।”

লোপামুদ্রা কহিলেন “তপোধন এক্ষণে আমার ঋতুকাল ষোড়শ দিবসের অল্প দিবস অবশিষ্ট রহিয়াছে কিন্তু অলঙ্কারাদি ব্যতীত ও আপনার নিকটবর্ত্তিনী হইতে ইচ্ছা হইতেছে না এবং কোনরূপে আপনার অসুখ বা ধর্ম্ম লোপ করিবারও আমার মানস নহে, অতএব যাহাতে ধর্ম্ম লোপ না হয় এরূপে আমার যথাভি-লষিত সম্পাদিত করুন।” অগস্ত্য কহিলেন “হে ভগে! সুভগে যদি তোমার বুদ্ধিতে ইদৃশ অভিলাষ নিশ্চিতই হইয়াছে, তবে আমি ধনাহরণ করিতে যাত্রা করি, তুমি এখানে থাকিয়া যথা-ভিলাষ আচরণ কর।”

অনন্তর মহাত্মা অগস্ত্য শ্রুতর্ব্বা মহীপালকে সকল রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া প্রথমে তাহার নিকট গিয়া তাহার আয় ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করিলে প্রাণিগণের সর্ব্ব-

প্রকারে ক্লেশেরসম্ভাবনা বিবেচনা করিলেন! রাজা শ্রুতর্ব্বা ধনদানে স্বীকৃত হইলেও ধনগ্রহণে স্বীকৃত না হইয়া তৎসহ মুধ্রশ্ব, পুরু-কুৎস,সুত,মহৈশ্বর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় রাজগণের নিকট গমন করিলে তাঁহারাও ধনদানে স্বীকৃত হইলে মুনি তাহাদের আয়ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করিলে প্রাণিগণের সর্ব্বথা পীড়া হইবে বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিলেন না। তৎপরে রাজাদের নিকট ইল্বাল দানব সর্ব্বাপেক্ষা ধনী শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে ইল্বল যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করতঃ তদ্‌ভ্রাতা মেষরূপ বাতাপী দৈত্যকে বধ করিয়া তাহাদের ভোজন করাইলেন। বহুবার এইরূপে মেষরূপ বাতাপী অনেকের উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইত। ইল্বল এবার ও বহু বার আহ্বান করিয়া বলিল, বাতাপে! সত্বর বাহির হও, অগস্ত্য বলিলেন সে আমার উদরে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। তাহার আর বহির্গত হওয়ার সমর্থ্য নাই। হে অসুর আমরা তোমাকে বিপুল ধনশালী এবং সর্ব্বা-বিষয়ে ক্ষমতাবান্ বলিয়া জ্ঞাত আছি, আমার সমভিব্যহারী রাজারাও বিপুলধনশালী নহেন এবং আমার ও ধনের অত্যন্ত প্রয়োজন, অতএব তুমি অন্যের হানি না করিয়া বিভাগানুসারে উদত্ত ধন হইতে আমাদিগকে ধন দান কর।" ইল্বল ঋষিকে অভিবাদন পুরঃসর কহিল, "আমি যাহা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা যদি আপনার বিদিত থাকে (অর্থাৎ আপনি যদি আগেই গণিয়া বলিতে পারেন) তবে আমি ধন দান করিব।" অগস্ত্য কহিলেন হে বিজ্ঞ মহাসুর তুমি রাজাদিগের প্রত্যেককে

দশসহস্রসংখ্যক, ও সুবর্ণমুদ্রা আর আমাকে তাহার দ্বিগুণ গো, সুবর্ণ ও মনোজবগামী অশ্বদ্বয় ও হিরন্ময় দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।” পরে ইল্বাল তাহাই সত্য বলিয়া মুনিবর্ণিত প্রচুর এবং বিরাব ও সুরাব নামক অশ্বদ্বয়যুক্ত সুবর্ণময় রথ দান করিলেন। দান গ্রহণ করিয়া মনোজব গামী রথে নিমেষ মধ্যে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষিরাও ঋষির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। মহাত্মা অগস্ত্য প্রচুর ধনরত্নাদি দ্বারা এইরূপে লোপামুদ্রার মনোভিলষিত কর্ম্ম সম্পাদন করিলে লোপমুদ্রা কহিলেন “ভগবন্! আপনি আমার অভিলষিত সমস্ত নিষ্পাদন করিলেন এক্ষণে আমার গর্ভে একটী বীর্য্যবন্ত সন্তান উৎপাদন করুন।” অগস্ত্য কহিলেন, হে শোভনে! হে কল্যাণি! তোমার সচ্চরিত্র ভাব দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, পরন্তু তোমার সন্তান বিষয়ে যে বিচারণা করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তোমার সহস্র পুত্র হইবে, কি প্রত্যেক দশ পুত্র তুল্য ক্ষমতাশীল শত পুত্র হইবে, কি প্রত্যেক শত পুত্র সদৃশ ক্ষমতাশীল দশটী পুত্র হইবে; কিংবা সহস্র ব্যক্তিকে জয় করিতে পারে এতাদৃশ একটী পুত্র হইবে?” লোপামুদ্রা কহিলেন “হে তপোধন! সহস্র-জন-বলজ্ঞানশালী একটি পুত্রই আমার হউক। যে হেতু অসাধু বহু সন্তান অপেক্ষা সাধু ও বিদ্বান্ একটী সন্তান ও ভাল অগস্ত্য তথাস্তু বলিয়া তাহা স্বীকারপূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রদ্ধান্বিতা সম শিলিনী লোপামুদ্রার সহিত যথা সময়ে সঙ্গত হইলেন এবং গর্ভাধান করিয়া বন মধ্যে গমন করিলেন, ঋষি বনগমন করিলে

সেই গর্ভ ক্রমে ক্রমে সাত বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সপ্তম বৎসর অতীত হইলে, "দৃঢ়স্যু"-নামা মহাকবি স্বপ্রভাবে প্রদীপ্তপ্রায় হইয়া গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইলেন। অগস্ত্য ঋষির সেই তেজস্বী পুত্র মহাদ্বিজ ও মহাতেজা হইয়াই সঙ্গোপনিষদ্ পাঠ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই তেজস্বী শিশু বাল্যাবস্থাতেই পিতৃগৃহে ইন্ধন-ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন বলিয়া 'ইধ্মবাহ' নামে বিখ্যাত হইলেন। তখন অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা পুত্র দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং সেই সর্ব্ববেদবিদ্ তথাবিধ গুণযুক্ত বিবেকী পুত্র দ্বারা তাঁহারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহাদের পিতৃলোকেরাও যথোচিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন। লোপামুদ্রাও স্বামী সহ তপস্যায় নিরতা রহিলেন।

মাদ্রী।

ইনি মদ্ররাজের কন্যা, ইনি মহাত্মা রাজাধিরাজ ভারতাধিপতি পাণ্ডুর পত্নী, ইনি অতি রূপবতী ও পরমা সতী ছিলেন। ইনি দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানদ্বয় সপত্নীকরে সমর্পণ করিয়া পতির সহ গমন করেন। মহাত্মা পাণ্ডু পৃথিবী জয় করিয়া বহু ধন ও বহু রাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজসংসার প্রীতিকর বোধ হইত না, তিনি অপরিসীম ধনরাশি ভীষ্মদেবকে সম্প্রদান করিয়া মাদ্রী ও কুন্তী দুই পত্নী সহ অরণ্যবাসী হইয়া

হিমালয়ের সানুদেশে বাস করিতে লাগিলেন। তখন মাদ্রী স্বামি-পরিচর্য্যা গুণে কুন্তী হইতে সমধিক প্রিয়া হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মুনিপত্নীদের ন্যায় তাপসাচারে হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা মহারাজ পাণ্ডু রাজধর্ম্ম-নিবন্ধন মহারণ্যে বিচরণকারী মৈথুনাসক্ত এক যূথপতি মৃগকে পঞ্চশর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। কোন মহাতেজস্বী ঋষিপুত্র মৃগরূপ ধারণ করতঃ স্বীয় ভার্য্যার সহিত ঐরূপ সঙ্গত হইয়াছিলেন। তিনি সেই মৃগীতে সংযুক্ত থাকিয়াই শরাঘাতে ক্ষণকাল মধ্যে ভূতলে পতিত হইয়া মনুষ্য-বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে পাণ্ডুরাজকে কহিলেন যে, "কাম-ক্রোধ-যুক্ত, বুদ্ধিহীন, পাপরত ব্যক্তিরাও ঈদৃশ নৃশংস কর্ম্ম করে না; পরন্তু মানব-বুদ্ধি দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না, দৈবই মানব-বুদ্ধিকে অতিক্রম করে; হে ভারত! তুমি চিরধর্ম্মাত্মাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু তোমার মতি কি প্রকারে এরূপ কাম-লোভে অভিভূত হইল?" পাণ্ডু কহিলেন "রাজগণ শত্রুবধকালে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, মৃগবধকালেও তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অতএব মোহ হেতু আমাকে ঈদৃশ তিরস্কার করা তোমার উচিত নয়। মৃগগণ মত্তই থাকুক বা অপ্রমত্তই থাকুক, লোকে বিবিধ উপায়ে তাহাদিগকে বধ করে; তাহাতে আমার দোষ কি?" মৃগরূপী ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি মৃগ বধ করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু এই সময়ে নিষ্ঠুরতাচরণ না করিয়া আমার মৈথুনকাল অপেক্ষা করা তোমার উচিত ছিল।

রাজেন্দ্র! আমি আহ্লাদপূর্ব্বক এই মৃগীতে সন্তান উৎপাদন করিতেছিলাম, তুমি তাহা বিফল করিলে। এই মহৎ নৃশংস কর্ম্ম অবশ্য অবশ্য অধর্ম্ম্য ও সর্ব্বলোক-বিগর্হিত হইয়াছে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি শাস্ত্রদর্শী ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও শম-পরায়ণ ফলমূলাহারী মুনিকে বধ করিলে, এই কারণ আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন স্ত্রীপুরুষের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছ, তেমনি স্বয়ং যখন কাম-মোহিত হইয়া প্রিয়ার সহিত সংসর্গ করিবে, তখনই প্রেতলোক প্রাপ্ত হইবে, তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপ হইবে না। হে অরিন্দম! তুমি যে কান্তার সহিত সংসর্গ করিবে, সেই প্রণয়িণী সর্ব্বলোক-দূরতি-ক্রমণীয় প্রেতলোকে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার অনুগামিনী হইবে। আমি যেরূপ সুখানুভব-সময়ে তোমা কর্ত্তৃক দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম, সেইরূপ তুমিও সুখানুভব-সময়ে দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।” মহা-মুনি কিমিন্দম ইহা বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা পাণ্ডু শোক ও দুঃখভরে বহু বিলাপ করিয়া সংসারা-শ্রমে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। এবং মুনিদের ন্যায় ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক তপস্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি তাঁহার ভার্য্যাদ্বয়কে হস্তিনায় যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারাও স্বামিসহ প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন। ভর্ত্তাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন “হে ভরতর্ষভ! অন্য অনেক আশ্রম আছে, তাহা অবলম্বন করিলে আপনি এই ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের সহিত মহৎ তপস্যা করিতে পারিবেন, এবং শরীর

পরিহারের নিমিত্ত স্বর্গীয় মহাফল প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে স্বর্গেও স্বামী হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরাও উভয়ে ভর্তৃলোকপরায়ণা হইয়া ইন্দ্রিয় সকল দমন পূর্ব্বক কামনা ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া বিপুল তপস্যাচরণ করিব। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণত্যাগ করিব।” মহারাজ পাণ্ডু বলিলেন, “আমি অদ্য হইতে ফলমূলাহার করিয়া কঠোর তপস্যাচরণ করিব।” এই বলিয়া তিনি আপনার রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া অনুচরদিগকে বিদায় দিলেন। তখন মাদ্রী ও কুন্তী তাঁহাদের হার কেয়ূর ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বস্ত্রালঙ্কারাদি দীনদরিদ্রদিগকে দান করিলেন। পাণ্ডুরাজ ফলমূলাহারী হইয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত হিমালয় অতিক্রম করিয়া গন্ধমাদনে উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি সম ও বিষম স্থানসমূহ প্রাপ্ত হইলেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও হংসকূট অতিক্রম পূর্ব্বক শতশৃঙ্গ নামক পর্ব্বতে ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বীর্য্যবান্ পাণ্ডু পরমোৎকৃষ্ট তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া গুরুশুশ্রূষু, সংযতাত্মা, অহঙ্কারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বর্গ গমনের উপযোগী পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন, ঋষিগণও তাঁহাকে ভ্রাতা পুত্র ও শিষ্য নির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে লাগিলেন।

একদা ঋষিগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছেন দেখিয়া, মহাত্মা পাণ্ডুও ভার্য্যাদ্বয় সহ শতশৃঙ্গ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর মুখে শৈলরাজের ঊর্দ্ধে চির-তুষারাবৃত, বৃক্ষ ও পশুপক্ষীশূন্য,

দুরাসদ, পক্ষীদেরও অগম্য মেরু-সান্নিধ্যে যাইতে উদ্যত হইলে মুনিগণ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তোমার পুত্রলক্ষণ আছে, তুমি অপত্যোৎপাদনে যত্নবান্ হও। নর-ব্যাঘ্র! তুমি কার্য্য দ্বারা দেবতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর, অবশ্যই প্রীতিকর সর্ব্বগুণালঙ্কৃত তনয় লাভ করিতে পারিবে। তোমার ফল দৃষ্ট হইতেছে।''

পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য শ্রবণে এবং শাপ দ্বারা পুত্রোৎপত্তিরুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া চিন্তাকুল হইয়া, গমনে ক্ষান্ত থাকিলেন। পরে পাণ্ডু পুত্রাভাবে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে অক্ষম হইয়া নির্জ্জনে দ্বাদশবিধ পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রণীত বা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উত্তম ব্যক্তির অনুগ্রহে স্বীয় স্ত্রীতে জাত পুত্রই প্রণীত পুত্র। তখন তিনি বহু শাস্ত্রো-পদেশে বাধ্য করিয়া প্রথমা পত্নী কুন্তীতে ধর্ম্ম, পবন এবং ইন্দ্র হইতে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং অর্জ্জুন এই তনয় লাভ করেন।

মহারাজ পাণ্ডু মাদ্রীকে সমধিক ভাল বাসিতেন, কিন্তু মাদ্রীর পুত্র না হওয়ায় মনে মনে বড়ই দুঃখিত ছিলেন। একদা মাদ্রী-দেবী নির্জ্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন "হে পরন্তপ! আপনি আমার প্রতি প্রতিকূল হওয়াতে তাদৃশ সন্তাপ নাই; হে অনঘ! কুন্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া চিরকাল অশ্রেষ্ঠরূপে থাকিতেও আমার দুঃখ নাই; পরন্তু ইহাই আমার মহদ্দুঃখ যে, আমরা দুই সপত্নী তুল্য; অথচ আমার সন্তান হইল না; এক্ষণে যদি কুন্তী আমায় সন্তান উৎপত্তির উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার প্রতি

অপরিসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয় এবং তাহাতে আপনারও হিতানুষ্ঠান হইতে পারে। কুন্তিসুতা আমার সপত্নী এজন্য তাহাকে স্বয়ং বলিতে অভিমান হয়, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তবে আপনিই তাহাকে অনুমতি করুন।"

পাণ্ডু কহিলেন "হে মাদ্রি! এই বিষয় আমিও সর্ব্বদা মনে মনে আন্দোলন করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা তোমার ইষ্ট কি অনিষ্ট, তাহা জানিবার অপেক্ষাতে তোমাকে বলিতে সাহসী হই নাই। অধুনা তোমার মত জানিতে পারিলাম, অতঃপর তদ্বিষয়ে যত্ন করিব। বোধ করি, আমি বলিলে কুন্তী তাহা স্বীকার করিবেন।"

অনন্তর পাণ্ডু পুনর্ব্বার নির্জ্জনে কুন্তীকে কহিলেন, "কল্যাণি! যাহাতে আমার বংশ বিচ্ছিন্ন না হয়, আমার প্রীতির নিমিত্ত কল্যাণজনক এমত কার্য্য কর। হে ভামিনি! তুমি যশের নিমিত্ত এই দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তা হও। দেবরাজ যশের নিমিত্তই যোগানুষ্ঠান করেন; ব্রাহ্মণগণ যশের নিমিত্তই দুষ্কর কর্ম্ম করিতেছেন; তুমি সন্তানরূপ উড়ুপদ্বারা মাদ্রীকে উদ্ধার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন কর।" কুন্তী তখন একবারের জন্য দেবতাকে আহ্বানের মন্ত্র দান করিলে মাদ্রী স্বীয় বুদ্ধিবলে বহু বিবেচনা করিয়া অশ্বিনীকুমারযুগলকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার-দ্বয় তথায় আগমন করিয়া, নকুল ও সহদেব নামক নিরুপম রূপ-সম্পন্ন যমজ পুত্র দুইটী উৎপাদন করিলেন। তখন আকাশবাণী হইল যে, "সত্ত্বরূপগুণোপেত এই কুমারদ্বয় তেজ ও রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অতিক্রম করিতেছে।"

অনন্তর পাণ্ডুরাজ পুত্রগণকে দর্শন করিয়া শৈলারণ্য মধ্যে মহানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা প্রাণিগণের সম্মোহনকারী বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, বিবিধ পুষ্পসমূহে সুশোভিত বন মধ্যে ভার্য্যার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন চতুর্দ্দিকে কূজিত ভ্রমরকুলে আবৃত পলাশ, তিল, চূত, চম্পক, পারিভদ্রক, কর্ণিকার, কেশর, অতিমুক্ত, অশোক, কুরুবক, মঞ্জরিত পারিজাত বন ও অন্যান্য পাদপগণ নানাবিধ ফল-পুষ্পপুঞ্জে অলঙ্কৃত হইয়াছে; কোকিলকুল মুহুর্মুহুঃ কুহুরবে ধ্বনি করিতেছে, মধুকর-নিকর গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতেছে, এবং নানাস্থানীয় জলাশয় সকল প্রফুল্ল পঙ্কজবনে শোভা পাইতেছে। হৃদয়োন্মাদকারী সেই বন দর্শন করিতে করিতে, পাণ্ডুরাজের হৃদয় মন্মথের বশতাপন্ন হইল। উত্তম-বসন-পরিধায়িনী ভুবনমোহিনী মাদ্রী একাকিনী প্রফুল্লান্তঃকরণে রাজার পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। তখন সূক্ষ্মাম্বর-পরিধানা বয়স্থা মাদ্রীকে দেখিয়া, যেমন অরণ্য মধ্যে অগ্নি উত্থিত হয়, তাহার ন্যায় সেই রাজার হৃদয়ে মদনাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তিনি সেই নির্জ্জন স্থানে সেই কমললোচনা ললনাকে একাকিনী অবলোকন করিবামাত্র একবারে কামের বশীভূত হইলেন, কোন ক্রমেই কামকে বশীভূত রাখিতে পারিলেন না। সুতরাং অসহায়া ধর্ম্মপত্নীকে বল পূর্ব্বক ধারণ করিলেন। তখন মাদ্রীদেবী যতদূর সাধ্য ও যতদূর বল, প্রতিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজা তখন কামমোহিত হইয়াছেন, সুতরাং জীবনান্তকারী পূর্ব্বোক্ত অভিশাপের ভয়

তাঁহার মনোমন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হইল না। তৎকালে মদনের আজ্ঞানুবর্ত্তী পাণ্ডু বিধিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শাপজন্য ভয় পরিত্যাগ করত বলপূর্ব্বক মাদ্রীকে ধরিয়া মৈথুন-ধর্ম্মের অনুগামী হইলেন। সেই কামাত্মা পুরুষের বুদ্ধি সাক্ষাৎ কালকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম মন্থন পূর্ব্বক চৈতন্যের সহিত প্রণষ্টা হইল, সুতরাং সেই মহারাজ পাণ্ডু ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইয়া কালধর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন। অনন্তর মাদ্রী হতচেতন রাজাকে আলিঙ্গন করিয়াই পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী পুত্রগণ সহ তথায় উপস্থিত হইতে যাইতেছিলেন দেখিয়া, মাদ্রী কুন্তীকে বলিলেন "পুত্রগণকে রাখিয়া একা আইস।" কুন্তী তখন রাজার অবস্থা দেখিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "মাদ্রি! আমি এই জিতেন্দ্রিয় বীরকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছি, ইনি ঋষির শাপ জ্ঞাত থাকিয়াও কি প্রকারে তোমাকে আক্রমণ করিলেন? হে মাদ্রি! এই ভূপতিকে রক্ষা করাই তোমার উচিত ছিল, তাহা না করিয়া তুমি কি নিমিত্ত নির্জ্জনে ইহাকে প্রলোভিত করিলে? হায়! ইনি শাপগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন, নির্জ্জনে তোমাকে পাইয়া কি প্রকারে ইঁহার হর্ষোদয় হইল? হে বাহিনীকি! তুমি আমা অপেক্ষা ধন্যা ও ভাগ্যবতী; যে হেতু তুমি কামাসক্ত পতির প্রফুল্ল বদন দর্শন করিলে।" মাদ্রী কহিলেন "দেবি! আমি বিলাপ করিতে করিতে পুনঃপুনঃ প্রতিষেধ করিতেছিলাম, কিন্তু রাজা শাপ জন্য দুরদৃষ্ট সফল করিবার নিমিত্তই আপনাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।"

অনন্তর কুন্তী কহিলেন, "আমি জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, প্রধান ধর্ম্মফল আমারই হইয়া থাকে, অতএব হে মাদ্রি! আমাকে নিবারণ করিও না, আমি পরলোকগত ভর্ত্তার অনুগামিনী হইব, তুমি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই বালকগণকে প্রতিপালন করিও।" মাদ্রী কহিলেন, "আমি ভর্ত্তাকে ধরিয়াই রাখিয়াছি, পলায়ন করিতে দিই নাই, আমিই ইঁহার অনুগামিনী হইব, কারণ আমি কামরসে পরিতৃপ্তা হই নাই, তুমি জ্যেষ্ঠা অতএব আমাকে অনুমতি কর; এই ভরতকুলপ্রদীপ আমাতে গমন করিয়াই কাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, অতএব আমি যম-সদনে ইঁহার কামকে কি প্রকারে উচ্ছিন্ন করিব? হে আর্য্যে! আমি জীবিতা থাকিলে তোমার পুত্র-গণকে স্বসুত-নির্ব্বিশেষে পালন করিতে পারিব এমত বোধ হয় না; সুতরাং সে জন্য আমাতে পাপস্পর্শ হইতে পারে; অতএব হে কুন্তি! তুমি আমার এই শিশুপুত্রদ্বয়ের প্রতি স্বপুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে। এই রাজা আমাকেই কামনা করিয়া পর-লোকে গমন করিয়াছেন, এই হেতু ইঁহার শরীরের সহিত আমার এই শরীর আবৃত করিয়া দগ্ধ করিবে। হে আর্য্যে! আমার এই অতিপ্রিয় কার্য্যটী করিতে অসম্মতা হইও না; অপিচ তুমি আমার হিতকারিণী হইয়া বালকগণের প্রতি অবহিতা হইবে, ইহা ব্যতীত আমার আর যে কিছু বলিতে হইবে, তাহা দেখি না।" মহামতি ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী মাদ্রী ইহা বলিয়া অনতিবিলম্বে চিতা-গ্নিস্থ মহাত্মা পাণ্ডুর অনুগামিনী হইয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করিলেন। মুনিগণ, বালকগণসহ কুন্তীকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিলেন।

অনসূয়া।

ইনি মহামুনি অত্রির সাধ্বী পত্নী. ইনি অতি দয়াবতী, দাত্রী, তপস্বিনী, সদাচার-সম্পন্না, জ্ঞানশীলা, বুদ্ধিমতী, পরিচর্য্যা-পরায়ণা, শাস্ত্রজ্ঞা ও সতীপ্রধানা ছিলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কামদ নামক বিখ্যাত বনে ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, তৎপত্নী সাধ্বী অনসূয়ার সহিত তপস্যা করিতেন। এই বনে পূর্ব্বে কোন কালে শত-বার্ষিকী অনাবৃষ্টি হওয়াতে, প্রাণিগণ দুঃখিত হইয়াছিল ; জল পৃথিবীতে দেখাই যায় নাই ; বৃক্ষ শুষ্ক হইলে শাখাপল্লব শুষ্ক হইল ; নিত্যকর্ম্মের জন্যও জল পাওয়া গেল না ; দশ দিকে বায়ু খরতররূপে বহিতে লাগিল, বৃক্ষ সকল পত্রবিহীন হওয়াতে ছায়ারহিত হইল। ইহাতে ঋষি প্রাণিগণের প্রলয়কাল উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীও বলিলেন, "আমার এ দুঃখ সহ্য হয় না ; সত্বরে সকলের দুঃখ দূর করিতে হইবে।" মহাত্মা অত্রি সতীর কথা শুনিয়া, তিন বার প্রাণায়াম করিয়া আসনোপবিষ্ট হইয়া, সমাধিস্থ হইলেন এবং আত্মস্থ পর-জ্যোতিকে আত্মা দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বামী ধ্যানস্থ হইলে, শিষ্যেরা অন্নাভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইল। তখন একাকিনী অনসূয়া হর্ষ সহকারে তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিলেন। সতী অনসূয়া তাঁহার অগ্রে সুন্দর পার্থিব শিব নির্ম্মাণ করিয়া সংস্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি মন্ত্র দ্বারা ও মানসোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকারে স্বামীর সেবাও করিতে

লাগিলেন। বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শিব ও স্বামীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। দৈত্যদানবেরা তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিহ্বল হইল। যেমন অগ্নি দেখিয়া লোক দূরে অবস্থান করে, তাহারাও তদ্রূপ. তাঁহার তেজে দূরে রহিল; নিকটে আসিতে তাহাদের শক্তি হইল না। মহামুনি অত্রির তপস্যা হইতে সাধ্বী অনসূয়ার তপস্যার আধিক্য হইতে লাগিল; যেকালে সেই দেবী অনসূয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের অগ্রে সেখানে অন্য কেহই ছিল না, কেবল মাত্র সেই দম্পতিই ছিলেন। এই প্রকারে কাল অতিক্রম হইতে লাগিল, ঋষিসত্তম অত্রি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সাধ্বী অনসূয়াও স্বামী ও শিবের আরাধনায় আসক্তা থাকায় তিনিও কিছুই জানিতে পারিলেন না। সেই দম্পতির কঠোর তপস্যায় দেবতা, ঋষিগণ ও গঙ্গানদী, সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, উভয়ের তপস্যার মধ্যে কাহার তপস্যায় ক্লেশ ও ফল অধিক? অত্রি ও অনসূয়ার তপস্যা সমালোচনা করিয়া অনসূয়ার তপস্যাকেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। পূর্ব্ব ঋষিরা দুষ্কর তপস্যা করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ অদ্ভুত তপস্যা কেহই করিতে পারেন নাই; এই ঋষি ধন্য ও এই অনসূয়াও ধন্যা; যেহেতু এই অদ্ভুত তপস্যা ইঁহারাই করিতেছেন। এ প্রকার শুভকার্য্য কখন্ কে করিয়া থাকে? তাঁহাদিগের এই প্রকার তপস্যা দেখিয়া তাঁহারা যথাস্থানে গমন করিলেন। কেবল গঙ্গা ও মহাদেব গমন করিলেন না।

গঙ্গাদেবী সাধ্বীর ধর্ম্মে বিমোহিত হইয়া স্থির করিলেন যে, উহার কোন উপকার করিয়া যাইব। মহাদেবও ধ্যানাকৃষ্ট হইয়া ইঁহাদের প্রতি কৃপা করিবেন স্থির করিলেন। ক্রমে ৫৫ বৎসর গত হইল, তথাপি বৃষ্টি হইল না। যে পর্য্যন্ত অত্রি ধ্যানাবলম্বী ছিলেন, সে সময়ে অনসূয়াও আহার গ্রহণে ইচ্ছা করেন নাই। তৎপরে কোন সময়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদাংবর অত্রি, জাগরিত হইয়া অনসূয়ার প্রতি জল যাচ্ঞা করিলেন। সাধ্বী অনসূয়া কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া বনে গমন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, কোথা যাই, কোথা যাইলে জল পাইব। গঙ্গাদেবী তাঁহাকে এই প্রকারে ভাবিতা দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "হে দেবি! আমি প্রসন্না হইয়াছি, তোমার কোন্ আজ্ঞা পালন করিব?" ঋষিপত্নী অনসূয়া তাঁহার বাক্য শুনিয়া কহিলেন, "হে কমলপত্রাক্ষি! তুমি কে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" তখন গঙ্গা বলিলেন, "তোমা কর্ত্তৃক স্বামীর ও শিবের সেবা এবং তোমাকে সাধ্বী ও ধর্ম্মবতী দেখিয়া আমি বিস্মিতা হইয়াছি। হে শুচিস্মিতে! আমি গঙ্গা তোমার তপস্যা দেখিতে এখানে আসিয়াছি এবং অত্যন্ত প্রীতা হইয়াছি, তুমি যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।"

সাধ্বী অনসূয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আমাকে জল দান করুন।" গঙ্গা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে একটা গর্ত্ত করিতে আদেশ করিলেন, অনসূয়াও তৎক্ষণাৎ গর্ত্ত করিলে, গঙ্গা তাহাতে

প্রবেশ করিয়া জলময়ী হইলেন। তখন অনসূয়া অতি আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক লোক-সুখের জন্য এই কথা বলিলেন, ''যদি আপনি প্রসন্না হইয়া থাকেন এবং আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত আমার স্বামী না আসিতেছেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি এস্থানে থাকুন।'' গঙ্গা বলিলেন, "হে দেবি! আমি সত্য কহিতেছি শ্রবণ কর; আমি থাকিতে পারি, যদি তুমি তোমার তপস্যার একমাসের ফল আমাকে দেও।" তিনি অম্লান বদনে তাহা স্বীকার করিলেন। তখন সাধ্বী অনসূয়া সকল দেহীর দুর্ল্লভ সেই জল আনিয়া স্বামীকে দিয়া নত ভাবে অগ্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঋষি যথাবিধি আচমন করিয়া সেই নির্ম্মল জল পান করতঃ বড় সুখানুভব করিলেন। অত্যন্ত সুখলাভ হওয়াতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঋষি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য, নিত্য যে জল পান করি, সে জল তো নয়; এই ভাবিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, বৃক্ষ সকল শুষ্ক, দিক্‌সকল রুক্ষতর; তখন পত্নীকে কহিলেন, "প্রিয়ে! বর্ষণ তো হয় নাই!" পত্নী স্বামীকে কহিলেন, "বর্ষণ হয় নাই।" ঋষি পুনর্ব্বার কহিলেন, "তুমি তবে কোথা হইতে জল আনয়ন করিলে?" তখন সাধ্বী অনসূয়া বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যদি আমি সত্য বলি, তাহা হইলে আমার উৎকর্ষ খ্যাপন হয়। যদি না বলি, তাহা হইলেও আমার সত্যব্রত ভঙ্গ হয়, এক্ষণে যাহাতে উভয় রক্ষা হয় তাহাই করিতে হইবে। অনসূয়া যে সময়ে এবংবিধ চিন্তা করিতেছেন, ঋষিও সে সময়ে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিলেন। অনসূয়া কহিলেন, "হে স্বামিন্! যথার্থ বলিব শ্রবণ করুন; শঙ্করের কৃপায় ও আপনার সেবায় গঙ্গা-দেবী এস্থানে আসিয়াছেন, তাঁহারই এই নির্ম্মল জল।" মুনি এই বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, "হে সুন্দরি! তুমি সত্য কহিতেছ কি মিথ্যা কহিতেছ? আমি যথার্থ ঠিক পাইতেছি না, যেহেতু এই জল অত্যন্ত দুর্ল্লভ। যোগীর যাহা সাধ্য নয়, দেবতারা যাহা করিতে পারেন না, তাহা অন্ত কিরূপে হইল? এজন্য আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যদি তুমি গঙ্গাকে আমায় দেখাইতে পার, তাহা হইলে বিশ্বাস করি।" সাধ্বী অনসূয়া স্বামীর বাক্য শুনিয়া কহিলেন "হে নাথ! যদি আপনার দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন।" এই বলিয়া অনসূয়া যেখানে গঙ্গা ছিলেন স্বামীর সহিত সেখানে যাইলেন এবং গর্ত্তে তাঁহাকে দেখাইলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ সেখানে যাইয়া আকণ্ঠ সুন্দর জল-পূর্ণ গর্ত্ত দেখিয়া নিজ পত্নীকে ধন্যবাদ দিলেন এবং কহিলেন, আমার তপস্যাই বা কি অন্যের তপস্যাই বা কি? প্রকৃত পক্ষে এই সাধ্বীর তপস্যাই তপস্যা। তখন পুনঃপুনঃ স্তব করিয়া সেই সুভগ দুর্ল্লভ জলে স্নান ও আচমন করত পুনঃ-পুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন। অনসূয়াও সেই জলে স্নান করিলেন, এবং উভয়ে নিত্য কর্ম্মও সম্পন্ন করিলেন। তখন গঙ্গা কহিলেন, "আমি এখন চলিলাম।" গঙ্গা এই বাক্য কহিলে সাধ্বী অনসূয়া কহিলেন, "হে দেবি! উচিত অনুচিত

যাহাই হউক না কেন, যে কার্য্য স্বীকার করিবে, তাহা পরিত্যাগ না করা মহৎ ব্যক্তিগণের স্বভাব; যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, এবং যদি আমার প্রতি আপনার দয়া থাকে, তবে একটী বিনয় স্বীকার করিতে হইবে। নদীশ্রেষ্ঠে! আমাকে দয়া করিতে হইবে।" এই বলিয়া প্রণিপাত ও স্তব করিতে লাগিলেন। অত্রি ঋষিও স্তব করিয়া, গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমার প্রতি কৃপা করুন। তাঁহারা উভয়েই গঙ্গাকে কহিলেন "হে সরিদ্বরে! আপনি তপোবনে অবস্থিতি করুন।" তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া, গঙ্গা কহিলেন, "হে সাধ্বী অনসূয়ে! এক বৎসরের শঙ্করারাধনার ও স্বামিসেবার ফল যদি আমাকে দেও, তাহা হইলে লোকোপকারের নিমিত্ত আমি তপোবনে অবস্থিতি করি। পতিব্রতা দর্শনে আমার যেরূপ সন্তোষ হয়, দান, পুনঃপুনঃ স্নান, যজ্ঞ এবং যোগ দ্বারাও সেরূপ তুষ্টি হয় না; পতিব্রতা দর্শনে আমারও পাপ নাশ হয়। লোকের হিতের নিমিত্ত, তুমি যদি বর্ষসঞ্চিত পুণ্যফল প্রদান কর ও শুভ প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আমি এস্থানে অবস্থিতি করি।" অনসূয়া গঙ্গার এবংবিধ বাক্য শুনিয়া বর্ষসঞ্চিত পুণ্য তাঁহাকে দান করিলেন। পরের হিতাকাঙ্ক্ষা মহাত্মাদিগেরই স্বভাব। দৃষ্টান্ত দেখ—সুবর্ণ, চন্দন, ইক্ষু, ইহারা আত্মাকে পীড়িত করিয়া অন্যের উপকার করে। গঙ্গা পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া তাহাই স্থির করিলেন। অন্য কিছু বিচার করিলেন না। অনন্তর শম্ভু পার্থিবরূপে অবস্থিতি করিয়া কহিলেন, "হে অনসূয়ে!

বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার নিকট অতি প্রিয়া হইয়াছ।” তিনি পঞ্চবক্ত্রাদিসংযুক্ত হরকে দেখিয়া অতি বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, “হে দেবেশ! যদি আপনি ও জগদম্বিকা গঙ্গা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে লোকের সুখের নিমিত্ত এই বনে বাস করুন ও লোক সকলের সুখবিধান করুন।” গঙ্গা ও মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া, ঋষি যে স্থানে থাকিতেন সেই স্থানে স্থিতি করিলেন। এই জন্য ঈশ্বর পরদুঃখহারী অত্রীশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। সেই অবধি সেই গর্ত্তে জল অক্ষয় হইয়া রহিল। স্বর্গীয় ঋষিরা সেই অক্ষয়-জল-গর্ত্তের নিকটে সস্ত্রীক আসিয়া বাস করিলেন। যাঁহারা তীর্থান্তরবাসী, তাঁহারাও সেখানে বাস করিলেন, এবং সে স্থানে যব, ধান্য, বিবিধ ফল হইতে লাগিল। দেবতারাও সতীর কর্ম্মে তুষ্ট হইয়া পরিমিত বৃষ্টি করিতে লাগি-লেন এবং জগতের অনাবৃষ্টি ঘুচিয়া পরমানন্দ লাভ হইল।

একদা কৌশিক-পত্নী মহাসাধ্বী পতিব্রতার শাপে সূর্য্য-দেবের উদয় রহিত হইলে, দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট সৃষ্টিরক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, “তেজঃ দ্বারা তেজঃ ও তপ দ্বারা তপের বিনাশ হয়। পতিব্রতার মাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না। অতএব যদি তোমরা সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রি-পত্নী অনসূয়াকে প্রসন্না কর।” অনন্তর এই মহাসাধ্বী দেবগণকর্ত্তৃক প্রসাদিতা হইয়া কহিলেন,—“পতিব্রতার কথা মিথ্যা হইবার নহে; যাহা হউক যাহাতে পতিব্রতার স্বামী বিনষ্ট না হয় এবং

যাহাতে পুনরায় অহোরাত্রের সংস্থাপন হয় সেইরূপ করিব।” অনসূয়া এই বলিয়া পতিব্রতার আলয়ে গমন করিলেন. তৎপর পতিব্রতাকে নানাবিধ বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, কল্যাণি! মাণ্ডব্য মুনি শাপ দিয়াছেন, সূর্য্যোদয় হইলে তোমার স্বামীর মৃত্যু হইবে সে জন্য তুমি সূর্য্যোদয়ে বাধা দিয়া স্বামীর মুখদর্শনে আহ্লাদিত হইতেছ এবং সকল দেবতা হইতে স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছ। দেখ, আমিও কেবল পতি শুশ্রূষার দ্বারাই মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধি হেতু বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক সকল তিরোহিত হইয়াছে। হে সাধ্বি! পুরুষগণ সর্ব্বদা পঞ্চ প্রকার ঋণ শোধ করিবে—স্বীয় বর্ণের ধর্ম্মানুসারে ধন সঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত অর্থ উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিবে। আর সর্ব্বদা, সত্য, সরলতা, তপঃ, দান ও দয়া যুক্ত হইয়া প্রতিদিন শ্রদ্ধা সহকারে অনুরাগসহ দ্বেষ-বিবর্জ্জিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সকলের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে। পতিব্রতে! পুরুষণ এইরূপ মহাক্লেশে স্বজাতি-বিহিত লোক সকল প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোক সকলে গমনাগমন করিতে পারে; কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী সকল এক মাত্র পতিসেবা দ্বারাই পুরুষের বহু কষ্টার্জ্জিত ঐ পুণ্য সকলের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয়; স্ত্রীলোকের পক্ষে যজ্ঞ বা উপ-বাসের পৃথক বিধান নাই; কেবল স্বামী শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম, কারণ স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম গতি। তপস্বিনি! তুমি প্রসন্ন হও, জগৎকে রক্ষা কর।” পতিব্রতা কহিলেন, মাণ্ডব্য মুনি

ক্রোধভরে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন, "সূর্য্য উদিত হইলেই তোমার প্রাণত্যাগ হইবে"। অনসূয়া কহিলেন "যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিব তিনি নব কলেবর প্রাপ্ত হইবেন, হে বরবর্ণিনি! পতি-রতা রমণীর মহিমা সর্ব্বতোভাবে আমার আরাধনীয়; সুতরাং আমি তোমার সম্মান করি।" তখন পতিব্রতা তথাস্তু বলিলে সূর্য্য উদিত হইলেন, এদিকে কৌশিক ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিয়া যেমনি ভূমিতে পতিত হইলেন, অমনি পতিব্রতা তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মহাশোকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অন-সূয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন "ভদ্রে! পতিগত প্রাণে! তুমি বিষণ্ণা বা ব্যাকুলা হইও না, পতিব্রতা বিধবা হইতে পারে না। আমি বহুকাল পতিসেবা দ্বারা যে তপোবল লাভ করিয়াছি, অচিরেই তাহা তোমার নয়নগোচর হইবে; রূপ, শীল, বুদ্ধি, বাক্য ও মধুরতা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা কখনও কোনও পুরুষকে যদি স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে আজ এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত যুবা হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করতঃ পত্নীর সহিত শতবর্ষ জীবিত থাকুন। আমি যদি অন্য দেবতাকে স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই সত্য দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ নিরাময় হইয়া পুনর্ব্বার জীবিত হউন। কায়মন বাক্যে যদি স্বামীর আরাধনায় আমার উদ্যম থাকে, তবে এই দ্বিজবর জীবিত হউন্।" অনন্তর দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া যুবকলেবরে সমুত্থিত হইলেন। তখন অন-

সূয়ার সতীত্বমাহাত্ম্যে দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। অনসূয়া ব্রাহ্মণের জীবন দান ও সূর্য্যের নিয়মিত উদয় বিধান করিয়া বিদায় হইলেন।

একদা রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহামুনি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন, অত্রি তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদের জন্য পবিত্র আতিথ্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া স্বীয় অনুগামিনী মহাভাগা, ধর্ম্মচারিণী, সর্ব্বজন সৎকৃতা, তপস্বা-নিরতা অনসূয়া নাম্নী পত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সীতাকে দেখাইয়া "তুমি এই বৈদেহীকে লইয়া যাও" ইহা বলিলেন। পরে রামের নিকট সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসীর পরিচয় দিতে লাগিলেন, বলিলেন "পূর্ব্বে দশ বৎসর নিরন্তর অনাবৃষ্টি হইলে, যিনি মন্ত্র সিদ্ধি প্রভাবে ফল মূলের সৃষ্টি করিয়া এবং এই আশ্রমে জাহ্নবীকে আবাহন করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক ঋষিগণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি উগ্রতপস্যা ও কঠোর নিয়ম সমূহে অলঙ্কৃতা হইয়া দশ হাজার বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, বৎস! যাঁহার কঠোর ব্রত দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন দূর হইয়াছে এবং যিনি দেব কার্য্য বশতঃ দশ রাত্রিকাল সূর্য্যের উদয় বন্ধ হইলে তাঁহার নিয়মিত উদয়ের বিধান করিয়াছিলেন, সেই অনসূয়া তোমার মাতার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন; ইনি সর্ব্বভূতের পূজ্যা; এক্ষণে জানকী এই বৃদ্ধা তপস্বিনীর নিকট গমন করুন।" রাম তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া সীতাকে বলিলেন "রাজকন্যে

মহর্ষি যেরূপ আদেশ করিলেন তাহা শুনিলে, অতএব নিজ কল্যাণের জন্য এই তপস্বিনীর অনুগামিনী হও। যিনি নিজ কর্ম্ম দ্বারা লোক মধ্যে অনসূয়া নামে বিখ্যাত হইয়াছেন তুমি অবিলম্বে সেই জ্ঞান বৃদ্ধা সাধ্বীর অনুগামিনী হও।” রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণে সীতা সেই ধর্ম্মজ্ঞা অত্রি পত্নীর সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, বার্দ্ধক্যবশতঃ সেই তপস্বিনীর শরীরের অস্থি সকল শিথিল হইয়াছে, চর্ম্ম লোল ও কেশপাশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে এবং তাহার সর্ব্বশরীর বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় কাঁপিতেছে।

সীতা সেই স্থিরভাবে অবস্থিতা মহাভাগা পতিব্রতা অনসূয়াকে নিজ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তখন সেই বৃদ্ধা তাপসী সেই পতিসম ধর্ম্মচারিণী মহাভাগা সীতাকে দেখিয়া বলিলেন “তুমি সৌভাগ্যবশতঃই ধর্ম্মমার্গ অবলোকন করিতেছ; মানিনি! তুমি অতি সৌভাগ্য ক্রমেই জ্ঞাতি, স্বজন, সম্মান, সমৃদ্ধি ছাড়িয়া পিতার আদেশে বনবাসী পতির অনুগমন করিতেছ। পতি নগরেই থাকুন বা বনেই বাস করুন, অনুকূলই হউন অথবা প্রতিকূলই হউন,—যাহাদিগের পতিই পরম প্রিয়তম, সেই সকল ললনাদিগের জন্যই মহোদয় লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী বা নির্ধন যেরূপই হউন, তিনিই সৎস্বভাবা নারীগণের পরম দেবতা স্বরূপ। বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনার পর পতি অপেক্ষা পরম হিতৈষী বন্ধু আর দেখিতে পাইলাম না। পতিই ইহকাল ও পরকালের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান স্বরূপ। কামাসক্ত

অসতী কামিনীগণ—যাহারা কেবল ভরণ পোষনার্থই ভর্ত্তাকে "ভর্ত্তা" বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষ গুণ না জানিয়াই স্বেচ্ছাচারিণী হয়। জানকী! ঐরূপ অসদ্ গুণযুক্ত নারীরা অকার্য্যের বশীভূতা হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং নিন্দিতা হইয়া থাকে। আর তোমার সদ্গুণ সমূহে বিভূষিতা এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোক সকলের বিষয়ে জ্ঞানবতী রমণীরা পুণ্যশীল পুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এইরূপে পতির প্রতিপালিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সতীত্ব সমন্বিতা ও শুদ্ধচারিণী হইয়া স্বামীকে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হও। তাহা হইলে অক্ষয় যশ ও অশেষ ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে।" তাঁহার সদুপদেশপূর্ণ সারগর্ভ সুমধুর বাক্য শ্রবণে সীতা মৃদু মন্দ স্বরে বলিলেন "আর্য্যে! আপনি আমাকে যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহা আপনাতে অসম্ভব নহে, একমাত্র পতিই যে নারীর গুরু, তাহা আপনিও যেরূপ বলিলেন আমিও সেইরূপ জানি। যদ্যপি পতি অসচ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তথাপি আমার ন্যায় মহিলাগণের পতিতে দ্বিধা না করিয়া তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত। আমি স্বামীর সহিত যখন এই বিজন বনে আগমন করি, তখন আমার শ্বশ্রূ আপনার ন্যায় যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমার হৃদয়ে অটল ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে; পূর্ব্বে বিবাহকালে অগ্নিসম্মুখে আমার জননী আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল কথাও আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে।

হে ধর্ম্মচারিণি! পতি-শুশ্রূষা ব্যতীত রমণীগণের অন্য তপস্যা বিহিত নহে, সাবিত্রী পতি-শুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন, আপনিও স্বামিসেবা দ্বারা স্বর্গলাভ করিবেন। অরুন্ধতী রোহিণী প্রভৃতি স্বামী ব্যতীত মুহূর্ত্তকালও একাকিনী থাকেন নাই; এই সকল শ্রেষ্ঠ নারীগণ পতির পতি দৃঢ়ব্রতী হইয়া নিজ নিজ পুণ্য কর্ম্মফলে দেবলোকে দেবগণের ন্যায় পরম সুখে বাস করিতেছেন।" দেবী অনসূয়া সীতার এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতা হইয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হর্ষোৎপাদন করত বলিলেন "পবিত্র চরিতে সীতে! বিবিধ নিয়ম দ্বারা উপার্জ্জিত আমার সুমহৎ তপস্যা সঞ্চিত আছে, আমি সেই তপোবল প্রভাবে তোমাকে বর দিতে অভিলাষ করিতেছি। জানকি! তোমার কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত ও পবিত্র, আমি তোমার এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম, এক্ষণে তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব তাহা বল।"

সীতা বলিলেন "দেবী আপনার অনুগ্রহে আমার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে আমার কোনও প্রার্থনা নাই।" সীতা এইরূপ বলিলে ধর্ম্মজ্ঞ অনসূয়া তাহার লোভশূন্য বাক্য শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতা হইয়া বলিলেন "বৈদেহি! লোভশূন্যতা হেতু তোমার হৃদয়ে যে হর্ষ আছে, আমি তাহা সফল করিব। এই দিব্য মালা (মাল্য ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া) ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র অলঙ্কার সকল এবং মহামূল্য বিলেপণ ও অঙ্গরাগ আমি তোমাকে সানন্দে দিতেছি; এই সকল দ্রব্য

তোমার বরাঙ্গ শোভিত করুক্। এই মাল্য প্রভৃতি ও অলঙ্কার সমূহ অঙ্গে ধারণ করিলেও নিয়ত অনুরূপ ও অম্লান থাকিবে।

জনকনন্দিনি! এই দিব্য অঙ্গরাগ বরাঙ্গে লেপন করিয়া অব্যয় বিষ্ণুকে লক্ষ্মীর ন্যায় তুমি স্বামীকে সুশোভিত করিবে।' জনকনন্দিনী সীতা অনসূয়ার প্রীতি-প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ, অঙ্গরাগ ও মাল্য গ্রহণ করিলেন। তৎপরে অনসূয়া সীতাকে তাঁহার স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত বলিতে আদেশ করিলে সীতাদেবীও আদ্যন্ত সবিস্তারে বর্ণন করিয়া বলিলেন। ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া সেই কথা শুনিয়া সীতার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "স্বয়ম্বর যেরূপে হইয়াছিল, আমি সেই সকল অপরিস্ফুট পদযুক্ত বিচিত্র মধুর বাক্য শুনিলাম; মধুরভাষিণী মৈথিলি! তোমার এই সকল কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। সম্প্রতি শুভ রজনীর সমাগমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, সমস্ত দিন আহারার্থ বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে নিদ্রার্থ নিজ নীড়ে নিলীন হইবার নিমিত্ত বিহঙ্গগণের ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। এই সকল জলার্দ্র বল্কলধারী মুনিগণ মিলিত হইয়া অবগাহন পূর্ব্বক সিক্ত দেহে স্ব স্ব সলিলপূর্ণ কলস লইয়া আশ্রমে যাইতেছেন—ঋষি কর্ত্তৃক বিধি পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র সকল হুত হওয়াতে কপোত কণ্ঠবৎ শ্যামবর্ণ, বায়ুবেগে উদ্ধত ধূম দেখা যাইতেছে। অল্পপত্র বিশিষ্ট তরুরাজীও অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইয়া দূরবর্ত্তী দেশে দিক্ সকলকে অপ্রকাশিত করিতেছে। নিশাচর জীব সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। মৃগগণ

পুণ্যক্ষেত্র তুল্য বেদির উপরে শয়ন করিতেছে। সীতে! ঐ দেখ নক্ষত্রমালামণ্ডিতা যামিনী আগমন করিতেছে; গগনমণ্ডলে জ্যোৎস্নাভরণে ভূষিত হইয়া চন্দ্রদেব উদিত হইতেছেন। অতএব আমি আদেশ করিতেছি, তুমি এক্ষণে রামের শুশ্রূষা করিতে যাও। তোমার মধুর বাক্যে আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। বৎসে মৈথিলি! তুমি আমার সমক্ষে নিজে অলঙ্কৃতা হও এবং দিব্যভূষণে ভূষিতা হইয়া আমার প্রীতি বর্দ্ধন কর।" সীতা দেবীও অনসূয়ার আদেশে দিব্যভূষণে ভূষিতা হইয়া অনসূয়ার চরণে প্রণিপাত করিয়া রামের নিকটে গেলেন। রামচন্দ্র তাপসীর প্রদত্ত ভূষণে সীতাকে অলঙ্কৃতা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তপস্বিনী তাহাদিগকে ফল, মূল ও পুষ্পাদি প্রদান পূর্ব্বক এ সমস্তই আপনাদের এইরূপ বলিয়া যথাবিধি উপচারে পরিতৃপ্ত করিলেন, তাঁহারা প্রভাতে স্থানান্তর গমন করিলে অনসূয়াও পতিশুশ্রূষা ও তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

শকুন্তলা।

শকুন্তলা—ইনি বিশ্বামিত্র মুনির ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা কণ্বমুনি ইঁহাকে পালন করেন। কণ্বমুনিই ইঁহার পালনকারী পিতা; বিশ্বামিত্র ইঁহার জনক। ইনি সম্রাট্ দুষ্মন্তের সাধ্বী পত্নী। ইনি অতিশয় বিদুষী জ্ঞানবতী ও পতিভক্তিপরায়ণা ছিলেন।

ইনি, অতি শৈশবে (জাতমাত্রই) জনকজননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া মহাত্মা কণ্বমুনি দ্বারা প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। কণ্ব, স্বীয় অপত্য-নির্ব্বিশেষে ইহাঁকে যত্ন ও শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ইঁহার আমায়িকভাবে বন্য হরিণশিশুগণও অকুতোভয়ে ইহাঁর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিত। আতিথ্য সৎকার, সত্য, নিষ্ঠা, দয়া, তপস্যা, বিনয় ও অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মভাব শৈশবকাল হইতেই ইঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

একদা মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গিয়া একাকী গমন করিতে করিতে কণ্ব ঋষির আশ্রমে উপনীত হইলেন। তখন তিনি ঋষিকে দেখিতে না পাইয়া "এখানে কে আছ" এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিলে, সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী তাপসীবেশধারিণী শকুন্তলা সেই নির্জ্জন আশ্রম হইতে বহির্গতা হইলেন।

তদনন্তর তিনি দুষ্মন্তকে দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ অভ্যর্থনা করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন হে রাজন্! এই দীনা কন্যা আপনাকে আসন পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছে; আর কি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বলুন।" রাজা যথা-বিধানে পূজিত হইয়া সেই অনবদ্যাঙ্গী মধুরভাষিণী স্মিতমুখীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি মহাভাগ কণ্বঋষিকে উপাসনা করিতে আসিয়াছি, হে শোভনে! তিনি এখন কোথায় গমন করিয়াছেন, বল" শকুন্তলা কহিলেন, 'ভগবান পিতা ফল আহরণ করিতে গিয়াছেন, আপনি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন্

তাঁহাকে প্রত্যাগত দর্শন করিবেন।” তখন রাজা মধুরভাষিণী চারুহাসিনী তপোদম দ্বারা শরীর সৌন্দর্য্যবতী, রূপ-যৌবন-সম্পন্না, বিদূষী কন্যাকে কহিলেন “হে সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? কোথা হইতেই বা আসিয়াছ? দর্শনমাত্রই তুমি আমার মন হরণ করিলে; হে সুশোভনে! আমি তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।” রাজা এইরূপ কহিলে, সাধুশীলা শকুন্তলা মধুরাক্ষর যুক্ত বাক্যে কহিলেন “হে রাজন্! আমি ধর্ম্মাত্মা তপস্বী ভগবান্ কণ্বের পালিতা কন্যা।” দুষ্মন্ত বলিলেন “লোকপূজিত কণ্ব ঊর্দ্ধরেতা, যদি ধর্ম্ম ও স্বীয় চরিত হইতে বিচলিত হন, তথাপি সংশিতব্রত মহর্ষি স্ববৃত্ত হইতে বিচলিত হইতে পারেন না। অতএব হে বরবর্ণিনি! তুমি কি প্রকারে তাহার কন্যা হইলে? তুমি আমার এই দারুণ সংশয় দূর কর।” শকুন্তলা কহিলেন “ইহা যে প্রকারে হইয়াছে তাহা শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বকালে মহা তেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি হিমালয় প্রান্তরে মহৎ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া তাঁহার তপোবিঘ্ন জন্মানের জন্য মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে বায়ুদেব সহকারে তথায় প্রেরণ করেন। অনন্তর সেই বরারোহা অপসরা তপস্যা দ্বারা দগ্ধ কিল্বিষ তপ্যমান্ বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া বায়ুসহ ক্রীড়া করিতে লাগিল, বায়ুও ঐ সময় তাহার শশীসদৃশ সমুজ্জ্বল বসন অপহরণ করিল। মেনকা বায়ুর ঐ কার্য্যে যেন বিস্মিত হইয়া লজ্জা ভাব প্রকাশ করতঃ বসন গ্রহণার্থ নগ্নাবস্থায় অগ্নিসম তেজস্বী

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দর্শন পথে সত্বর গমন করিলে, মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র সেই অনির্দ্দেশ্য বয়োরূপ সম্পন্না অনিন্দিতা বিবসনা মেনকাকে বস্ত্র গ্রহণাভিলাষিণী সম্ভ্রান্তা ও বিষমস্থা,দেখিয়া বিশেষতঃ তাহার অতুল্যরূপ নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কামদেবের বশীভূত হইলেন, মেনকাও তাহাতে সম্মত হইল। তাহাতেই মুনির ঔরসে মেনকার গর্ভে হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে মালিনী নদীর তটে আমার জন্ম হইল, মেনকা তাহার সদ্যোজাত সন্তানকে (আমাকে) পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবসভায় গমন করিল। অরণ্য মধ্যে মাংসলোলুপ শ্বাপদ ও শকুন্তগণ পরিবেষ্টন করিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছিল, তদবস্থায় ভগবান্ পিতা কণ্বঋষি আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আশ্রমে আনয়ন পূর্ব্বক কন্যা ভাবে রক্ষা করিয়াছেন। ধর্ম্ম শাস্ত্রে কথিত আছে জন্মদাতা, প্রাণদাতা ও অন্নদাতা ইঁহারা তিন জনই পিতা হইয়া থাকেন। নির্জ্জনে শকুন্তগণ পরিবেষ্টন করিয়াছিল বলিয়াই আমার নাম শকুন্তলা রাখিয়াছেন। মনুজাধিপ! আমাকে কণ্ব-দুহিতা বলিয়াই জানিবেন।" দুষ্মন্ত কহিলেন কল্যাণি। তুমি তাহা হইলে নিশ্চয় রাজকুমারী, হে সুশ্রোণি। তুমি আমার ভার্য্যা হও, বল সেজন্য কি করিতে হইবে? অদ্য তোমার নিমিত্ত সুবর্ণহার, বসন, হিরণ্ময় কুণ্ডল, সুশোভনৎ মণিরত্ন, অজিন নিষ্কাদি আহরণ করিতেছি; অদ্য সমস্ত রাজ্যই তোমার হস্তগত হউক; হে শোভনে! তুমি আমার ভার্য্যা হও। হে সুন্দরি! আমাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বরণ কর, হে রম্ভোরো

শর্ব্বপ্রকার বিবাহ মধ্যে গান্ধর্ব্ববিবাহই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া কথিত আছে।”

শকুন্তলা ঈষৎ লজ্জিতভাবে নত মুখে সস্মিত নয়নে কহিলেন “রাজন্, মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, পিতা ফল আরহণ করিতে গিয়াছেন, তিনি আসিয়া আপনাকে সম্প্রদান করিবেন, রাজা কহিলেন “আমার ইচ্ছা তুমি স্বয়ং আমাকে ভজনাকর, হে অনিন্দিতে! আমি তোমার নিমিত্তই এখানে আছি, আমার হৃদয় তোমাতেই আসক্ত হইয়া আছে। দেখ জীব আপনি আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার গতি; অতএব ধর্ম্মানুসারে আপনিই আপনাকে দান কর। রাজন্যদিগের পক্ষে গান্ধর্ব্ব বিবাহই বিধেয়, ইহাতে সন্দেহ নাই, হে বরবর্ণিনি! তোমাকে বিবাহ করিতে আমি অভিলাষী হইয়াছি, এবং তোমার ইচ্ছা আছে, অতএব গান্ধর্ব্ব বিবাহ অনুসারে আমার ভার্য্যা হওয়া তোমার অনুচিত নহে।” শকুন্তলা কহিলেন হে প্রভো! যদি ইহা ধর্ম্ম পথানুসারী হয় এবং আত্ম সমর্পণ বিষয়ে এই বয়সে আমার প্রভুত্ব থাকে তাহা হইলে আমি আত্ম সমর্পণ করিব; কিন্তু আমার এক পণ আছে, তাহা শ্রবণ করুন; আমি নির্জ্জনে বলিতেছি আপনি আমার নিকট সত্যরূপে প্রতিজ্ঞা করুন্ যে আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র যুবরাজ ও আপনার উত্তরাধিকারী হইবে। হে দুষ্মন্ত! যদি এরূপ হয় তবে আপনাকে পাণিদান করিতে আমার আপত্তি নাই।

রাজা কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই শকুন্তলার বাক্যে স্বীকৃত

হইলেন। এবং কহিলেন "হে শুচিস্মিতে! তুমি যেরূপ উপযুক্ত মনে কর, তাহাই করিব এবং তোমাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইব। হে সুশ্রোণি! আমি তোমার নিকট এই সত্য করিলাম। অতঃপর রাজর্ষি দুষ্মন্ত যথাবিধানে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক শকুন্তলার সহিত সহবাস করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য দিয়া আশ্বাসিত করিয়া স্বীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ইহাও বলিলেন "আমি রাজধানীতে গিয়া তোমার জন্য চতুরঙ্গিণী বাহিনী প্রেরণ করিব এবং তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইব।

অনন্তর কিঞ্চিৎকাল পরেই মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপনীত হইলে শকুন্তলা লজ্জা পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। দিব্য জ্ঞান-সম্পন্ন মহাতপা ভগবান কণ্ব দিব্যচক্ষু দ্বারাই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রীতমনা হইয়া কহিলেন "অদ্য তুমি আমার অপেক্ষা না করিয়া নির্জ্জনে যে পুরুষ সহযোগ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্মহানি হয় নাই। যেহেতু কথিত আছে যে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রাজা-পত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব আসুর ও পিশাচ এই অষ্ট প্রকার বিবাহ মধ্যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ। নির্জ্জন স্থানে সকামা কামিনীর সহিত সকাম পুরুষের যে মন্ত্র-রহিত সংসর্গ তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। রাজা দুষ্মন্তও ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা ও পুরুষশ্রেষ্ঠ। হে শকুন্তলে! তিনি তোমাকে ভজনা করিয়াছেন, এবং তুমিও তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, ইহাতেও তোমার গর্ভে মহাত্মা বলবান্ এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্র সাগরাম্বরা সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে।

অনন্তর শকুন্তলা মুনির ফল ও যজ্ঞকাষ্ঠ ভার রাখিয়া মুনির পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া বলিলেন "তাত! আমি স্বেচ্ছায় রাজা দুষ্মন্তকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া সেই রাজার প্রতি প্রসন্ন হউন।" কণ্ব বলিলেন "শুভে তোমার জন্য আমি প্রসন্নই আছি, তুমি বর গ্রহণ কর।" শকুন্তলা একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া দুষ্মন্তের ধর্ম্মনিষ্ঠতা, চির-মঙ্গল এবং রাজ্য হইতে অস্খলন যাচ্ঞা করিলেন। মুনিবর 'তথাস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাজা দুষ্মন্ত প্রতিশ্রুত হইয়া রাজধানীতে গমন করিলে পর তিন বৎসর পূর্ণ হইলে বামোরু শকুন্তলা দুষ্মন্তের ঔরস-সম্ভূত প্রদীপ্ত অনল তুল্য বীর্য্যবান্ ঔদার্য্য গুণসম্পন্ন রূপবান্ সর্ব্ব-সুলক্ষণান্বিত এক কুমার প্রসব করিলেন। ধীমান্ কুমার দিন দিন বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। মহর্ষি কণ্ব কুমারের অসামান্য বল ও অলোকসামান্য কার্য্য দেখিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন "এই বালকের যৌবরাজ্য অভিষেকের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাকে নিয়া তোমার রাজ-সন্নিধানে যাওয়াই কর্ত্তব্য।" অনন্তর শিষ্যদিগকে কহিলেন, "তোমরা এই আশ্রম হইতে সপুত্রা শকুন্তলাকে সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন স্বামীগৃহে লইয়া যাও। স্ত্রীলোকের পিতৃগৃহে বাস করা বিধেয় নহে; তাহা হইলে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে; অতএব ইহাকে স্বামীগৃহে লইয়া যাইতে আর বিলম্ব করিও না।" শিষ্যগণ কণ্ব ঋষির কথায় প্রতিশ্রুত হইয়া তরুণ-তপন-তুল্য-তনয়ের সহিত হস্তিনাপুরে দুষ্মন্ত রাজ-

ভবনে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত রাজসমীপে নিবেদন করতঃ আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

শকুন্তলা রাজাকে যথান্যায়ে সৎকার করিয়া কহিলেন "রাজন্। আপনার এই পুত্র আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দেবতুল্য আপনার ঔরসজাত এই পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন্। হে পুরুষোত্তম! আপনি যেমত প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তদনুযায়ী কর্ম্ম করুন্। পূর্ব্বে কণ্ব মুনির আশ্রমে আমার সহিত সঙ্গমসময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করুন।" শকুন্তলার বাক্য শ্রবণে দুষ্মন্তের পূর্ব্ব কার্য্য স্মরণ হইল, তথাপি তিনি কহিতে লাগিলেন "রে দুষ্ট তাপসি। তুমি কাহার ভার্য্যা? তোমার সহিত ধর্ম্ম অর্থ বা কাম বিষয়ে কোন সম্বন্ধই আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে না। অতএব তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।"

দুষ্মন্ত এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য কহিলে তপস্বিনী শকুন্তলা লজ্জায় অভিভূতা ও অচৈতন্যার ন্যায় হইয়া দুঃখভরে স্থাণুর ন্যায় নিস্তব্ধা হইয়া রহিলেন। অভিমান ও অমর্ষভরে তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। তিনি রোষপরবশ হইয়াও বাহ্য আকার সংবরণ করতঃ তপস্যা সঞ্চিত তেজ সহ্য করিয়া কহিলেন "মহারাজ! আপনি সমুদয় বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও কি নিমিত্ত সামান্য লোকের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে "জানি না" এই মিথ্যা কথা বলিতেছেন, এ বিষয় সত্য হউক বা মিথ্যা হউক আপনার অন্তঃকরণ সকলই জ্ঞাত আছে। অতএব আত্মার সাক্ষ্য দ্বারা যাহা সত্য ও মঙ্গলদায়ক হয় বলুন,

আত্মাকে অবজ্ঞা করিবেন না। যে ব্যক্তি অন্তঃকরণ একপ্রকার থাকিতে, বাহিরে অন্য প্রকার ব্যক্ত করে, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কোন্ পাপকর্ম্ম কৃত না হয়? আপনি কি ইহা মনে করিতেছেন যে, আমি একাকী এই কর্ম্ম করিয়াছি, সঙ্গে কেহই ছিল না কে জানিতে পারিবে? আপনি কি জানেন না যে, পরমেশ্বর সকলেরই হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরুক্ আছেন। তাঁহার নিকট পাপ কর্ম্ম গোপন থাকে না। আপনি তাঁহার সাক্ষাতেই পাপ কর্ম্ম করিতেছেন। লোক পাপ-কর্ম্ম করিয়া মনে করে যে, কেহই ইহা জানিতে পারিল না। কিন্তু দেবগণের এবং অন্তরস্থ পরমপুরুষের কিছুই অবিদিত থাকে না। আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম ইহারা লোকের সমুদয় চরিত্র জ্ঞাত আছেন। সর্ব্ব কার্য্যের সাক্ষী হৃদয়স্থিত আত্মাপুরুষ যাহার প্রতি তুষ্ট থাকেন কালে তাহার সমুদয় দুষ্কৃতি হরণ করেন। যে দুরাত্মার আত্মা তুষ্ট নহেন, কাল তাহাকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন করেন। যে ব্যক্তি আত্মাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্য প্রকার প্রতিপন্ন করে এবং আত্মার সাক্ষ্য প্রমাণ না করে দেবগণ তাহার প্রতি শ্রেয়োবিধান করেন না। আমি পতিব্রতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না। আমি আপনার অতি সমাদরণীয়া ভার্য্যা স্বয়ং আসিয়াছি, এক্ষণে আমাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া কি জন্য ইতর লোকের ন্যায় সভামধ্যে উপেক্ষা

করিতেছেন ? আমি কি শূন্যে চীৎকার করিতেছি ? আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আমার কথায় মনোযোগ করুন্। প্রাচীন কবিগণ বলিয়া থাকেন যে, ভর্ত্তা স্বয়ং গর্ভরূপে ভার্য্যাতে প্রবেশ করিয়া আপনার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করে। স্বামীর ঐরূপ জন্মগ্রহণ হেতুই ভার্য্যাকে জায়া বলা যায়। জ্ঞানবান ব্যক্তির পুত্র জন্মিলে সন্তানসন্ততি দ্বারা পরলোক প্রাপ্ত পিতামহগণকে উদ্ধার করে। ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তনয় পুৎনাম নরক হইতে নিস্তার করে, এই নিমিত্ত তাহাকে পুত্র বলা যায়। বিশেষতঃ যিনি গৃহকর্ম্মে দক্ষ তিনিই ভার্য্যা। যিনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তিনিই জায়া ; যিনি পতিপ্রাণা, তিনিই পতিব্রতা ভার্য্যা। মনুষ্যের ভার্য্যা অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গের মূল, এবং ভার্য্যাই সংসার নিস্তারের নিদান ; যাহার ভার্য্যা আছে তাহারই ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে ; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই গৃহমেধী ; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই আমোদপ্রমোদে কালহরণ করে ; যাহার স্ত্রী আছে, সেই শ্রীমান্। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা নির্জ্জন স্থানে সৎপরামর্শদায়ক সখা স্বরূপ, ধর্ম্মেকর্ম্মে পিতার তুল্য হিতৈষী এবং পীড়িতাবস্থায় মাতার তুল্য স্নেহবতী ও দুর্গমপথে পথিক স্বামীর বিশ্রামভূমি ; অধিক কি যাহার ভার্য্যা আছে, তাহাকেই লোকে বিশ্বাস করে ; অধিক কি ভার্য্যাই লোকের পরম গতি। কোন ব্যক্তি সংসার-লীলা সংবরণ করিলে পতিব্রতা ভার্য্যাই তাহার সহগামিনী হয়। যেহেতু ভর্ত্তা ইহলোক পরলোক উভয় স্থানেই ভার্য্যাকে প্রাপ্ত

হয় এই নিমিত্তই পাণিগ্রহণকর্ম্ম বিহিত আছে। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনা হইতে আপনিই পুত্ররূপে জন্মে, অতএব পুত্র জননী ভার্য্যাকে স্বীয় মাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দিত হন, আদর্শে দৃষ্ট আপনার ন্যায় ভার্য্যাগর্ভজাত পুত্রকে দেখিয়া জনক তদ্রূপ আহ্লাদিত হন। ঘর্ম্মার্ত্ত ব্যক্তি সুশীতল সলিলে যেরূপ আনন্দ লাভ করে, মানবগণ মনোদুঃখে দহ্যমান ব্যাধিতে আতুর হইলেও ভার্য্যাতে তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। পতি অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেও পত্নীর অপ্রিয় কর্ম্ম করা উচিত নহে; কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম সমুদয়ই ভার্য্যার আয়ত্ত।

রামাগণ আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র; ঋষিদিগেরও তদ্রূপ শক্তি নাই যে, স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন! পুত্র যদি ধূলিধূসরিত হইয়া পিতার অঙ্গ আলিঙ্গন করে, তবে তদপেক্ষা অধিক সুখ আর কি আছে? পিপীলিকাগণ ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও প্রসূত অণ্ড সকল প্রাণপণে রক্ষা করে। আপনি জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়াও কি নিমিত্ত স্বীয় তনয়কে ভরণ-পোষণ করিবেন না? দেখুন, আপনার পুত্র স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সোৎসুক নয়নে আপনাকে দর্শন করিতেছে; আপনি কি নিমিত্ত ইহাকে অবজ্ঞা করিতেছেন। শিশু-সন্তান আলিঙ্গন করিলে তাহার স্পর্শ পিতার যেরূপ সুখকর বোধ হয় সুকোমল বসন সলিল ও কামিনী স্পর্শও তাদৃশ সুখকর হয় না। দ্বিপদ জীবের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং গরীয়ান, চতুষ্পদ মধ্যে

গো শ্রেষ্ঠ এবং গরীয়ান ব্যক্তিদের মধ্যে গুরু যে প্রকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সুখস্পর্শ দ্রব্য মধ্যে সুত স্পর্শই শ্রেষ্ঠ। এই প্রিয় দর্শন পুত্র আপনি স্পর্শ করুন্। যেহেতু সুত-স্পর্শ হইতে সুখকর স্পর্শ আর নাই। মানবগণ গ্রামান্তরে গমন করিয়া গৃহে আগত হইয়া মস্তক আঘ্রাণ করত মহানন্দ অনুভব করে। পুত্রের জাতকর্ম্ম বিষয়ে ব্রাহ্মণগণ বেদের এই মন্ত্র পাঠ করেন "তুমি আমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয়-জাত পুত্ররূপী আত্মা, তোমার শতবর্ষ পরমায়ুঃ হউক, হে পুত্র আমার জীবন ও অক্ষয় বংশ তোমারই অধীন, অতএব তুমি শত বর্ষ পরমায়ুঃ লাভ করিয়া সুখে কালহরণ কর।"

হে রাজন্! আপনার অঙ্গ হইতে এই দ্বিতীয় পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে; আপনার দ্বিতীয় আত্মা এই পুত্রের প্রতি দৃষ্টি পাত করুন্। মহারাজ! আমি যখন পিতার আশ্রমে কুমারী ছিলাম, তখন আপনি মৃগয়ায় গমন করিয়া আমার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে উৎপন্না মেনকা অপ্সরা ভূতলে আসিয়া বিশ্বামিত্র সংসর্গে আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, পরে মেনকা পরের সন্তানের ন্যায় হিমালয় প্রান্তরে পরিত্যাগ করিয়াছিল, এক্ষণে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। আপনি পরিত্যাগ করিলে আমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিতে পারিব, কিন্তু এই বালক আপনার সন্তান ইহাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে।"

তখন দুষ্মন্ত কহিলেন "শকুন্তলে! তোমার গর্ভসম্ভূত এই

বালক আমার পুত্র কিনা আমি তাহা জ্ঞাত নহি। তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে, বিশেষতঃ তোমার জননী ব্যভিচারিণী, দয়াহীনা মেনকা নির্ম্মাল্য ত্যাগের ন্যায় তোমাকে হিমালয়-পৃষ্ঠে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণত্ব লুব্ধ নির্দ্দয় স্বভাব বিশ্বামিত্রও কামের বশতাপন্ন হইয়া তোমার জনক হইয়া ছিলেন, যদি বল মেনকা অপসরঃ প্রধানা ও বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ, তবে তুমি তাঁহাদের অপত্য হইয়া কি প্রকারে পুংশ্চলীর ন্যায় বাক্য কহিতেছ? এই অশ্রদ্ধেয় বাক্যবলিতে তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না? বিশেষতঃ তুমি আমার সমক্ষেই এই কথা বলিতেছ, রে দুষ্ট তাপসি! এখান হইতে গমন কর, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষি কোথায়? আর অপ্সরা শ্রেষ্ঠা মেনকাই বা কোথায়? আর কৃপণা তাপসী বেশধারণী তুমিই বা কোথায়? তোমার এই পুত্র অতিকায় ও অতি বলবান্ দৃষ্ট হইতেছে; অল্প কালের মধ্যে এ কিরূপে শালস্তম্ভের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল? তোমার জন্ম অতি নিকৃষ্ট তাহাতেই তুমি কিনা পংশ্চলির ন্যায় কথা কহিতেছ। মেনকা কামবশবর্ত্তিনী হইয়া যদৃচ্ছা ক্রমে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে; রে তাপসি! তুমি যাহা যাহা বলিতেছ, সকলই আমার অজ্ঞাত, অশ্রুত ও অননুভূত, আমি তোমাকে জানিনা, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর।"

শকুন্তলা—রাজন্! পরচ্ছিদ্র সর্ষপ মাত্র হইলেও দেখিতে

পান, কিন্তু আপনার বিল্ব পরিমিত ছিদ্র দেখিয়াও দেখেন না। হে দুষ্মন্ত! মেনকা ত্রিদশগণেই রতা এবং ত্রিদশগণ মেনকাতেই অনুরক্ত; অতএব আপনার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট। হে রাজেন্দ্র! মেরু ও সর্ষপের ন্যায় আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রভেদ, দেখুন আপনি ভূতলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, আমি অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে পারি; হে নৃপ! আমার কত প্রভাব দেখুন। আমি মহেন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণ ইহাদের ভবনে গমন করিতে পারি। হে অনঘ! একটী সত্য প্রবাদ এই আছে, আমি নিদর্শনার্থ আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি। দ্বেষ করিয়া বলিতেছি না, অতএব আপনি ইহা শ্রবণ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। বিরূপ ব্যক্তি যাবৎ আদর্শে আত্মমুখ দর্শন না করে, তাবৎ আপনাকে অন্য ব্যক্তি হইতে রূপবান্ বোধ করিয়া থাকে; কিন্তু যখন আদর্শে আত্মমুখ বিকৃত দেখিতে পায়, তখন আপনাতে ও অন্য ব্যক্তিতে কত প্রভেদ তাহা জানিতে পারে; অতিশয় রূপসম্পন্ন ব্যক্তি কাহাকেও অবজ্ঞা করে না। অধিক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকে কেবল নিন্দক বা পর-পীড়ক বলিয়া পরিগণিত হয়, শূকর যেমন সমুদয় বস্তুর মধ্যে কেবল পুরীষ গ্রহণ করে, তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তি বক্তার শুভ ও অশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কেবল মাত্র অশুভ বাক্যই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন জলমধ্যে পরিত্যক্ত দুগ্ধের জলীয় অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধই গ্রহণ করে, তাহার ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া

কেবল গুণযুক্ত বাক্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধুলোক অন্যের নিন্দা করিলে যেরূপ সন্তপ্ত হন, দুর্জ্জন ব্যক্তি অন্যের নিন্দা করিয়া তদ্রূপ হৃষ্ট চিত্ত হইয়া থাকে। সাধুলোক বৃদ্ধ লোকের সম্মান করিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হন, দুর্জ্জন ব্যক্তি সজ্জনের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া সেইরূপ আহ্লাদিত হইয়া থাকে। মূর্খেরা দোষ কাহাকে কহে জানেনা। অথচ পরের দোষানুদর্শী হইয়া কালহরণ করে। তাহারা যে দোষে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিন্দনীয় হয়, পণ্ডিতদিগকে সেই দোষেই নিন্দনীয় বলিয়া থাকে। পরন্তু ইহা অপেক্ষা লোকের হাস্যকর বিষয় আর কি আছে? যে স্বয়ং দুর্জ্জন সে সজ্জনকে দুর্জ্জন বলিয়া তিরস্কার করে, যেমন কুপিত ভুজঙ্গ হইতে ভয় হয়, তদ্রূপ সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিক ব্যক্তিও ভীত হয়। ইহাতে আস্তিক ব্যক্তি যে উদ্বিগ্ন হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? যে ব্যক্তি স্বয়ং আত্ম স্বরূপ সন্তানোৎপাদন করিয়া স্বীকার না করে, দেবগণ তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন ও তাহার স্বর্গ-ভোগ হয় না; পিতৃগণ পুত্রকে বংশ ও আত্মীয় বর্গের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। অতএব এতাদৃশ পুত্রকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। ভগবান্ মনু ঔরস, ক্ষেত্রজ, কানীন, গূঢ়জ ও সহোঢ় এই পঞ্চ প্রকার পুত্র স্বপত্নী গর্ভসম্ভূত এবং অপবিদ্ধ, ক্রীত বিবর্দ্ধিত প্রভৃতি সাত প্রকার পুত্র অন্যোৎপন্ন; সমুদয়ে দ্বাদশ প্রকার পুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হে রাজন্! ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনের প্রীতিবর্দ্ধন পুত্রগণ জন্ম-

গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরূপ তরী হইয়া পিতৃলোককে নরক হইতে উদ্ধার করে। অতএব পুত্রকে ত্যাগ করিবেন না। সত্য, ধর্ম্ম ও আত্মাকে রক্ষা করুন।

হে নরেন্দ্রসিংহ! এবিষয়ে আপনার কাপট্য করা উচিত নয়, দেখুন শত শত কূপ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা এক বাপী প্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ, শত শত বাপী প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা এক যজ্ঞ করা শ্রেষ্ঠ, শত শত যজ্ঞ অপেক্ষা এক পুত্র শ্রেষ্ঠ এবং শত শত পুত্র অপেক্ষা এক সত্য নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ। যদি তুলাদ্বারা একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও এক দিকে সত্যনিষ্ঠা ধারণ করা যায়, তাহা হইলে সহস্র যজ্ঞ অপেক্ষা এক সত্যনিষ্ঠা গুরুতরা হয়। হে রাজন্! সকল বেদ অধ্যয়ন ও সকল তীর্থে অবগাহন এক সত্যবাক্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই; এবং মিথ্যা অপেক্ষাও আর তীব্রতর পাপ নাই; হে রাজন্ সত্যই পরব্রহ্ম ও সত্যই পরম নিয়ম। হে নৃপতে! আপনি আমার নিকট যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা অতিক্রম করিবেন না। আপনার সত্য সঙ্গত ও প্রতিপালিত হউক। পরন্তু যদি আপনার মিথ্যাতেই আসক্তি হইল, আমার সত্যকথায় আপনি স্বয়ং জানিয়াও বিশ্বাস না করিলেন, তবে আমি আপনিই চলিয়া যাইতেছি, আপনার সহিত আমার মিলনের প্রয়োজন নাই; হে দুষ্মন্ত! আপনি গ্রহণ না করিলেও এই দ্বাবিংশৎলক্ষণযুক্ত পুত্র শৈলরাজ-অলঙ্কৃতা এই পৃথিবী চতুঃসাগর পর্য্যন্ত শাসন করিতে পারিবে। তাহার শারীরিক সামুদ্রিক সুলক্ষণগুলিই সাক্ষ্য দিতেছে।

শকুন্তলা ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলে :ঋত্বিক পুরোহিত ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুষ্মন্তের প্রতি এই আকাশবাণী হইল—"হে দুষ্মন্ত! মাতা চর্ম্ম কোষ-স্বরূপা, তাহাতে পিতা আপনিই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, অতএব তোমার এই পুত্রকে ভরণপোষণ কর, শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না, হে নরদেব! স্ববীর্য্যসম্ভূতসন্তান শমন সদন হইতে উদ্ধার করে, এই পুত্রটী তোমার কি না এরূপ সংশয় করিও না তুমিই এই গর্ভাধান করিয়াছ, শকুন্তলা যাহা যাহা বলিয়াছে সমস্তই সত্য, আমাদের বচনানুসারে তোমাকে এই পুত্রের ভরণ করিতে হইবে এই জন্য এই পুত্রের নাম ভরত হইবে।"

রাজা এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া পুরোহিত ও অমাত্যগণকে কহিলেন "আপনারা দেবদূতের বাক্য শ্রবণ করুন" এবং আমিও এইরূপ জানি যে, এই পুত্র আমা-হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু যদ্যপি আমি শকুন্তলার বাক্য অনুসারে আত্মতনয়কে গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে প্রজাগণ এই সংশয় করিত যে, এই পুত্র বিশুদ্ধ না হইতে পারে।"

তখন রাজা বিশুদ্ধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কুমারের পিতৃকর্ত্তব্যনিষ্পাদনপূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করত সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

তখন ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ ও বন্দিগণ স্তুতি পাঠ করিলেন। রাজা স্বীয় পুত্র স্পর্শ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। পরে ধর্ম্মানুসারে পতিব্রতা ভার্য্যা শকুন্তলাকে বহুরূপ সম্মান করত গ্রহণ করিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন "দেবি! আমি তোমাকে

যে বিবাহ করিয়াছি, তাহা লোক কেহ অবগত নহে, এজন্য তোমার বিশুদ্ধিনিমিত্ত এরূপ আচরণ করিলাম এবং লোকে এরূপ মনে করিতে পারে যে, কেবল সুখাভিলাষেই ইহাদের সঙ্গম হইয়াছিল, বিবাহ হয় নাই, সেই অবৈধ উৎপন্নপুত্র রাজ্যাধিকারী হইলে এই লোকাপবাদ নিবারণ নিমিত্তই এরূপ আচরণ করিলাম। প্রিয়ে! বিশালাক্ষি! শুচিস্মিতে! তুমি কুপিতা হইয়া আমার প্রতি যে সকল অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ; হে শুভে! তুমি আমার পতিব্রতা প্রণয়িণী এজন্য তৎসমুদায় ক্ষমা করিলাম।" মহারাজ দুষ্মন্ত এইরূপ কহিয়া প্রিয়তমা মহিষী শকুন্তলাকে অন্ন, পান ও বস্ত্রাদিদ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অত্যধিক সম্মান করিলেন এবং তৎপুত্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। দেবী শকুন্তলাও ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অবিরোধে স্বামি-সহ সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সুনীতি।

সুনীতি—ইনি মনুপুত্র উত্তানপাদের পত্নী, মহাত্মা ধ্রুবের জননী জ্ঞানে, সতীত্বে, ব্রতে, ধর্ম্মে ও ধৈর্য্যে ইনি শ্রেষ্ঠতমা ছিলেন।

মহারাজ উত্তানপাদ দুই বিবাহ করেন, দ্বিতীয়া পত্নী সুরুচিই মহারাজ উত্তানপাদের অতিশয় প্রিয়া ছিলেন। দেবী সুনীতি

সেরূপ হইতে পারেন নাই। সুনীতির পুত্র ধ্রুব, এবং সুরুচির পুত্র উত্তম, বয়সে প্রায় সমান ছিলেন।

একদিন রাজা সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছেন, তাহা দেখিয়া সুনীতির পুত্র ধ্রুবও পিতার ক্রোড়ে উঠিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু রাজা ক্রোড়ে লওয়া দূরে থাকুক বাক্য দ্বারাও সমাদর করিলেন না, সে সময়ে সুরুচি রাজাসনে উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি সপত্নীতনয় ধ্রুবকে রাজক্রোড়ে উঠিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, অতিশয় গর্ব্বিতা হইলেন, এবং রাজার সমক্ষেই ঈর্ষ্যা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "ওরে ধ্রুব! তুই রাজপুত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তুই নৃপতির আসনে আরোহণ করিবার যোগ্য নহিস্, কারণ আমি তোকে গর্ভে ধারণ করি নাই, তুই বালক, তুই অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছিস্, তুই তাহা জানিস্ না, ইহা জানিলে তোর এত দুরাকাঙ্ক্ষা হইত না। তোর যদি রাজ-সিংহাসনে বসিবার বাসনা থাকে, তবে এক কর্ম্ম কর্; তপস্যা-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া আমার গর্ভে আসিয়া জন্ম গ্রহণ কর্।" বালক ধ্রুব এই প্রকারে বিমাতার দুর্ব্বাক্য বাণে বিদ্ধ হইয়া দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল। পিতা উত্তানপাদ ইহা দেখিয়াও কিছুই কহি-লেন না। অনেক বার কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াও সুরুচির দিকে চাহিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার যেন বাক্ রোধ হইল। ধ্রুব, তখন পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট গমন করিলেন। বালক ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ করিতেছে, বিগলিত বাষ্প তাহার অধরোষ্ঠ বারংবার কম্পিত হইতেছে, দেখিয়াই সুনীতি তাহাকে কোলে লইলেন। সপত্নী যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সব দুর্ব্বাক্য যখন তিনি পৌরজনের মুখে শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যথিত হইলেন।

সুনীতি, শোকরূপ দাবানল প্রজ্বলিত হওয়াতে দাবাগ্নিগতা বনলতার ন্যায় পরিম্লান হইলেন এবং ধৈর্য্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। সপত্নীর নিদারুণ কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার কমল তুল্য সুন্দর নয়নদ্বয় হইতে দর-দরিত অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, সুনীতি ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি দুঃখের পার দেখিতে না পাইয়া সুদুঃখিত সন্তানকে কহিলেন, "বৎস! এবিষয়ে অন্যের অপরাধ মনে করিও না, যে ব্যক্তি পরকে দুঃখ দেয়, ভবিষ্যতে সে সেই দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। সুরুচি সত্যই বলিয়াছে আমি নিতান্ত দুর্ভাগা, তুমি আমার গর্ভে জন্মিয়াছ এবং স্তন্যদুগ্ধদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছ, সুতরাং কিরূপে রাজাসন পাইবার যোগ্য হইবে? বাছা! আমি এমন হতভাগিনী যে আমাকে ভার্য্যা স্বীকার করিতেও রাজার লজ্জা বোধ হয়। বৎস! তোমার বিমাতা যথার্থই বলিয়াছেন, "তপস্যা দ্বারা ভগবানের আরাধনা কর" বাছা যদি তোমার ভ্রাতা উত্তমের রাজসিংহাসনে তোমার বসিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের পাদপদ্মই আরাধনা কর, পুত্র! সেই ভগবান্ বিশ্ব-পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন, ব্রহ্মা

তাঁহারই পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া পরে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনঃপ্রাণ জয়কারী যোগীগণ সেই চরণই সতত সেবা করিয়া থাকেন, পিতামহ ভগবান্ মনুও তাঁহাকেই সর্ব্বান্তর্য্যামী জানিয়া প্রচুর দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করিতেন। তাহাতে তাঁহার দেবদুর্ল্লভ দিব্য ও ঐহিক সুখ এবং অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। তিনি ভক্ত বৎসল, মুমূক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহারই পবিত্র পাদপদ্মের অনুসরণ করেন। অন্যভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজ ধর্ম্ম দ্বারা শোধিতচিত্তে তাঁহারই উপাসনা কর। সেই পদ্ম-পলাশলোচন ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই তোমার দুঃখ দূর করিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহার দর্শন পাওয়া অতি দুর্ল্লভ। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার অনুসন্ধান করেন, সেই কমল-বাসিনী লক্ষ্মীই আপনার হস্তে দীপতুল্য কমল লইয়া সদা তাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন।”

ধ্রুব, জননীর এই প্রকার সদুপদেশ শ্রবণে মনদ্বারাই মনকে সংযত করিয়া পিতৃ-গৃহ হইতে নির্গত হইতে মনস্থ করিলেন। তৎপর সুনীতিও বালকপুত্রসহ বনে গমন করিলেন। শিশুপুত্র ধ্রুব বনে গিয়া মাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী তপস্যায় গমন করিলেন। নারদ ঋষি তাঁহাকে তপস্যায় নিবৃত্ত হইতে বহুপ্রকার উপদেশ দিলেন, কিন্তু ধ্রুব মাতৃ-আজ্ঞা স্মরণ করিয়া ভগবদ্ আরাধনায় নিবৃত্ত হইলেন না দেখিয়া তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিলেন। বালক ধ্রুব ভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ধ্রুবজননী সুনীতি অরণ্যে একাকিনী পুত্র ও পতির শুভ কামনায় কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজাও পত্নী পুত্রের বনগমনে সর্ব্বদাই আন্তরিক মহা দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। একদা রাজা উত্তানপাদ অরণ্যে নির্জ্জনে গোপনে পতিব্রতা সুনীতির পতি-পরায়ণতা এবং অপূর্ব্ব পতি-ভক্তি দর্শনে তাঁহাকে আত্ম পরিচয় দিয়া সাদরে স্বীয় নগরীতে আনয়ন করত স্বকৃত অন্যায় কার্য্যের দরুণ অত্যন্ত শোচনা করিতে লাগিলেন। সুনীতি দেবীও প্রাণপণে পতি-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শিশুধ্রুব প্রাণায়াম ও অষ্টাঙ্গ যোগাদি দ্বারা অল্প কাল মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন। তখন সমস্ত জীবই তাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িল; আর কেহই শত্রু রহিল না। রাজা এবং বিমাতা সুরুচিও তাঁহার দর্শন চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের সিদ্ধি বিষয় রাজার নিকট বিজ্ঞা-পন করিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার আগমন হইবে বলিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তৎপর একদা একজন রাজদূত ধ্রুবের আগমন সংবাদ জানাইলে মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিতেছে ইহা শুনিলে যেমন কেহ বিশ্বাস করেনা সেইরূপ সে কথায় রাজার শ্রদ্ধা হইল না। ক্রমে রাজার নারদের বাক্য স্মরণ হইলে, দূতের বাক্য বিশ্বাস করিয়া আহ্লাদে অস্থির হইলেন এবং প্রীত হইয়া দূতকে মহামূল্য হার পুরস্কার দিলেন। চারিদিকে মঙ্গলার্থ বহু

শঙ্খ, দুন্দুভি বংশীধ্বনি ও বেদ পাঠ হইতে লাগিল। রাজা স্বর্ণ-মণ্ডিত রথে সজ্জিত হইয়া পুত্রের প্রত্যুদ্‌গমন ইচ্ছায় যাত্রা করিলেন। রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা সুনীতি ও সুরুচি রাজ-মহিষীদ্বয় শিবিকারোহণে উত্তমকে সঙ্গে লইয়া নৃপতির সহিত গমন করিলেন। অনন্তর ধ্রুবকে উপবন সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া রাজা রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে দুইবাহু তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাজার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। পিতা এইপ্রকার আলিঙ্গন করিলে পুত্র ধ্রুব তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তৎপর মাতা ও বিমাতাকে মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিলেন। সুনীতি ও সুরুচি পদানত বালককে উঠাইয়া স্নেহ গদ্ গদ্ স্বরে কহিলেন "বৎস! চির-জীবী হইয়া থাক, ভগবান হরি মৈত্রাদি গুণ দ্বারা যাহার প্রতি-প্রসন্ন হন; জল যেমন নিম্নদেশে গমন করে সেইরূপ সর্ব্ব-লোক সেই ব্যক্তির প্রতি আপনা হইতেই প্রসন্ন হইয়া থাকে।" অনন্তর উত্তম এবং ধ্রুব পরস্পর প্রেম বিহ্বল হইয়া পরস্পরের অঙ্গ আলিঙ্গনে পুলকিত হইলেন। তখন উভয়েরই নয়ন হইতে অবিরত প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। ধ্রুব-জননী সুনীতি প্রাণা-পেক্ষা প্রিয়তর তনয়কে ক্রোড়ে লইয়া বহুকালের মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। সন্তানের সুকোমল পবিত্র অঙ্গ সংস্পর্শে সুনীতির পরম সুখানুভব হইতে লাগিল। তৎকালে বীর প্রসবিনী সুনীতির পবিত্র নয়ন-বারিতে বিধৌত স্তন-যুগল হইতে বারংবার দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল। সর্ব্বলোকে কহিতে

লাগিল "ধন্যা সাধ্বী পতিব্রতা সুনীতি দেবী, আজ মহারাণী সুনীতি দেবী পাতিব্রত্য ও শুভাদৃষ্ট বলে চিরকালের অনুদ্দিষ্ট শিশুসন্তান লাভ করিলেন, এই পুণ্যময় সন্তানই পৃথিবী পালন করিবেন। হে সতীশ্রেষ্ঠা রাজ্ঞি! আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে আপনি বিপদ ভঞ্জন ভগবানের মহতী আরাধনা করিয়াছেন।"

সর্ব্বলোক এইরূপ কহিতে লাগিলে উত্তানপাদ ধ্রুবকে অন্তঃপুরে নিয়া স্বর্ণ ও স্ফটিক নির্ম্মিত ইন্দ্রপুরী সদৃশ ভবনে পুত্রকে বাস করিতে দিলেন। অনন্তর রাজা পুত্রকে প্রাপ্ত যৌবন ও প্রজারঞ্জনে অনুরক্ত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া বার্দ্ধক্য হেতু বিষয় ভোগে বিরক্ত হইয়া বনে গমন করিলেন। তৎপর সাধ্বী সুনীতি দেবীও স্বামিবিরহে যোগবলে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পুণ্যময় পুত্রের অপেক্ষায় রহিলেন।

তদনন্তর ধ্রুবের পথপ্রদর্শিকা স্বরূপ পুত্রকসহ ধ্রুবলোকে গমন করিলেন।

ভদ্রা।

ভদ্রা—ইনি কাক্ষীবান্ ভূপতির কন্যা মহারাজ ব্যুষিতাশ্বের প্রিয়তমা সাধ্বী ভার্য্যা; ভূমণ্ডল মধ্যে ইহার তুল্য নিরুপম রূপবতী যুবতী সতী আর কেহই ছিল না। ইনি সতীত্ববলে মৃত পতি হইতেও পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভদ্রা যেমন একাগ্রচিত্তে স্বামীকেই কামনা করিতেন, সেইরূপ ত্বদীয় স্বামীও তাঁহাতেই অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ভদ্রাতে অত্যাসক্তি বশতঃই মহারাজ ব্যুষিতাশ্বের যক্ষ্মারোগ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি দিবাকরের ন্যায় অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই অস্তমিত হইলেন। সেই নরপাল ব্যুষিতাশ্ব পরলোক গমন করিলে, ভদ্রা, অতিশয় শোক বিহ্বলা হইলেন; তিনি ভর্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন "হে পরম ধর্ম্মজ্ঞ! হে পত্নীবন্ধো!! হে সতীপ্রাণ!!! আপনি কি জানেন না যে,স্বামী বিনা রমণীরা নিতান্ত নিষ্ফলা হয়। যে নারী ভর্ত্তা ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করে, সে সতত দুঃখিতা হওয়ায় মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। হে ক্ষত্রিয়পুঙ্গব! পতি ব্যতিরেকে অবলাদিগের মৃত্যুই মঙ্গল, অতএব আমি তোমার সহগামিনী হইতে বাসনা করি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে তোমার সমভিব্যাহারে লইয়া যাও; হে রাজন্! তোমা ব্যতিরেকে আমার ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণে অভিলাষ নাই, অতএব প্রসন্ন হও আমাকে অবিলম্বে এখান হইতে লইয়া যাও! হে রাজশার্দ্দূল! কি সম কি বিষম সর্ব্ব স্থানেই আমি তোমার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ গমন করিব, পুনর্ব্বার আর নিবৃত্ত হইব না। হে নর-ব্যাঘ্র! আমি তোমার প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে রতা, ছায়ার ন্যায় অনুগতা ও নিয়ত নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব, আমাকে পরিত্যাগ করিও না। হে পুষ্করেক্ষণ! তোমা ব্যতিরেকে অদ্য হইতে কষ্টদায়ক হৃদয়শোষণ মনঃপীড়াপুঞ্জ আমাকে অভিভব করিবে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যাহারা একত্র বিচরণ করে, আমি হতভাগিনী হয়ত তাহাদিগকে বিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, সেই পাপেই তোমার সহিত আমার এই সুদীর্ঘ-বিয়োগ উপস্থিত হইল। হে পার্থিব! যে নারী পতি-বিযুক্তা হইয়া মুহূর্ত্ত মাত্রও জীবন ধারণ করে, সে যেন ঘোরনরকস্থা হইয়া অতি কষ্টেই অবস্থিতি করে। আমি হয়ত পূর্ব্ব জন্মে একত্র-স্থিত দম্পতীগণকে পরস্পর বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, সেই নিদারুণ পাপকর্ম্ম-সঞ্চিত দুঃখ এক্ষণে তোমার বিয়োগে পরিণত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। হে ভূপতে! আমি অদ্য হইতে ত্বদীয় দর্শনপরায়ণা হইয়া অনাহারে কুশশয্যা-শায়িনী হইয়া থাকিব, কোনও সুখেই আবিষ্টা হইব না। হে নরসিংহ! দর্শন দাও! কথা বল! হে নাথ! হে নরেশ্বর! কাতরভাবে বিলাপকারিণী, মহা অসুখান্বিতা এই সুদীনা অধীনীকে আজ্ঞা কর!"

পতিব্রতা ভদ্রা এইরূপে বিলাপ-বাক্যে ভর্ত্তার বহু স্তব করিতে লাগিলেন। প্রাণ-পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা পতিপ্রাণা ভদ্রার বিলাপে দিঙ্মণ্ডল যেন কাঁদিতে লাগিল। সেই সময়ে

তাঁহার প্রকৃত সতীত্ব-বলে চতুর্দ্দিক্ যেন হঠাৎ উজ্জ্বল হইতে লাগিল। তখন এই আকাশবাণী হইল "ভদ্রে! উত্থিতা হও, গমন কর, হে পতিব্রতে! চারুভাষিণি! তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, আমি (ব্যুষিতাশ্ব) তোমাতে সন্তান উৎপাদন করিব। হে বরারুহে! পতিপ্রাণে! অষ্টমীতে বা চতুর্দ্দশীতে তুমি ঋতু-স্নাতা হইয়া আমার সহিত স্বকীয় শয্যায় শয়ন করিবে।" এইরূপ আকাশবাণী হইলে, পুত্রার্থিনী দেবী পতিব্রতা পরমসাধ্বী ভদ্রা তদ্বাক্যানুসারে সেইরূপ করিয়াই থাকিলেন। তৎপর সেই দেবী ভদ্রা ঐ শবের ঔরসে তিন শাল্ব ও চারি জন মদ্র, সমুদায়ে সপ্ত সন্তান প্রসব করিলেন। তৎপর স্বামীর স্বর্গীয় আত্মা সহ পরমানন্দে স্বর্গারোহণ করিলেন।

একপত্নী।

ইনি গৃহস্থপত্নী হইয়াও পতিভক্তিবলে সতীশ্রেষ্ঠা ও পরমা জ্ঞানবতী এবং ভবিষ্যদ্দর্শিনী ছিলেন। একদা কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ ইঁহার আলয়ে যাইয়া "দাও" বলিয়া ভিক্ষা যাচ্ঞা করিলেন। গৃহস্বামিনী একপত্নী তাঁহাকে কহিলেন "অবস্থান করুন্" অনন্তর যখন ভিক্ষাভাজন প্রক্ষালন করেন, এমন সময় তাঁহার ভর্ত্তা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই অসিতেক্ষণা পতিব্রতা পতিকে দেখিয়া

ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন ও আসন প্রদান করিলেন এবং তৎপর ভর্ত্তাকে সুমধুর ভক্ষভোজ্য ও আহার প্রদান করত বিনম্র ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। সেই ভর্ত্তৃ-চিত্তানুসারিণী ভামিনী সাধ্বী প্রতিদিন ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। তিনি পতিকেই পরম দেবতা বলিয়া মানিতেন; পতির প্রতি তাঁহার কর্ম্ম, মন বা বাক্য দ্বারা অপরিসীম ভক্তি করিতেন। তাঁহার মনে অন্য চিন্তার প্রসক্তি হইত না। তাঁহার চিত্ত-বৃত্তি-প্রবাহ সর্ব্বদা পতির প্রতিই উপগত হইত। সুতরাং তিনি পতিশুশ্রূষাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। সদা সদাচারবতী, শুচি ও কর্ম্মকুশলা হইয়া তিনি যাহাতে ভর্ত্তার হিত হয়, সতত তাহারই অনুবর্ত্তন করিতেন; অথচ কুটুম্বেরও হিতৈষিণী হইতেন। তিনি সতত ইন্দ্রিয় সমস্ত সংযত রাখিয়া দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের নিরন্তর শুশ্রূষা করিতেন। সেই শুভাননা যশস্বিনী সাধ্বী তৎকালে সেই উগ্রতপা ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা-কামনায় অবস্থিত দেখিয়াও, পতি-শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরে শুশ্রূষা করিতে করিতে তাঁহার কথা স্মরণ হওয়ায় লজ্জিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিপ্রের জন্য ভিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গমন করিলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন "হে বরাঙ্গনে! হে ভামিনি! তোমার এ কিরূপ আচরণ? তুমি আমাকে অবস্থান করুন বলিয়া উপরোধ করিলে, বিসর্জ্জন করিলে না। সাধ্বী সেই উগ্রতপা কৌশিক ব্রাহ্মণকে ক্রোধে সন্তপ্ত ও তেজে জাজ্বল্যমান্ দেখিয়া সুমধুর

বচনে এই কথা বলিলেন "হে বিদ্বন্! আপনি আমার প্রতি ক্ষমা করুন। আপনি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন ও কঠোর তপস্যাচরণ করিয়াছেন; আপনি পরমজ্ঞানী অতিথি। আপনার ন্যায় ধর্ম্মশীল ব্যক্তির রাগ করা বিধেয় নহে। দেখুন, ভর্ত্তা আমার পরমদেবতা, তিনিও আপনার মত ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আগত হওয়ায়, আমি তাঁহারই শুশ্রূষা করিতে গিয়াছিলাম।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন "তোমার নিকট ব্রাহ্মণেরা গরীয়ান্ নহেন! পতিই গুরু হইলেন? তুমি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা কর? মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া থাকেন। রে দাম্ভিকে! তুমি কি জান নাই, অথবা বৃদ্ধদিগের নিকট শুন নাই যে, ব্রাহ্মণেরা অগ্নি-সদৃশ? ক্রুদ্ধ হইলে পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে পারেন।"

তাঁহার বাক্য শ্রবণে একপত্নী কহিলেন "হে বিপ্রেন্দ্র! আমি বকী নহি, অতএব হে তপোধন! আপনি ক্রোধসংবরণ করুন। আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া এ কোপদৃষ্টিতে আমার কি করিবেন? আপনার উপর মলত্যাগ করিলে, আপনি কোপদৃষ্টি করায় বকী দগ্ধীভূতা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু আমার সে ভয় নাই। হে বিপ্র! আমি দেবতুল্য মনস্বী বিপ্রবৃন্দকে অবজ্ঞা করি না, অতএব হে অনঘ, আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। প্রজ্ঞা-সম্পন্ন বিপ্রগণের মহাভাগ্য ও তেজ আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। তাঁহারা কোপদ্বারা সাগরকে অপেয় লবণোদক করিয়াছেন। বিশুদ্ধাত্মা দীপ্ততেজাঃ মুনিগণের মাহাত্ম্যও আমি

বিশেষরূপে জানি। তাঁহাদিগের ক্রোধাগ্নি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে উপশান্ত হয় নাই। দুরাত্মা ক্রূর মহাসুর বাতাপি ব্রাহ্মণগণের পরিভব হেতু অগস্ত্য ঋষির উদরস্থ হইয়া জীর্ণ হইয়াছিল। ফলতঃ মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগের বহুতর প্রভাব শ্রুত হইয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! মহাত্মাদিগের ক্রোধ ও প্রসন্নতা অতিশয় বিপুল। হে অনঘ! এই ব্যতিক্রম বিষয়ে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! পতিশুশ্রূষায় যে ধর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহাতেই আমার রুচি হয়। হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত দৈবত মধ্যে ভর্ত্তাই আমার পরম দৈবত; অতএব আমি পরম-দেবতা-নির্ব্বিশেষে তাঁহারই সেবা-ধর্ম্ম করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! পতিশুশ্রূষার যাদৃশ ফল, তাহা সন্দর্শন করুন। আপনার রোষানলে বলাকা যে দগ্ধ হইয়াছে, তাহা আমাকে কেহ না বলিলেও আমি জানিতে পারিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! ক্রোধ পদার্থটী মনুষ্যদিগের শরীরস্থিত শত্রু; যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহত্যাগ করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। সংসার-মধ্যে যিনি সত্যকথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়-নিরত ও শুচি এবং কামক্রোধ যাঁহার বশীভূত, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সর্ব্বধর্ম্ম-বিচরণকারী যে মনস্বী পুরুষ লোকমাত্রকেই আত্মসদৃশ জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন ও যথাশক্তি দান করেন,

তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে দ্বিজপুঙ্গব ব্রহ্মচারী হইয়া বেদ সকল অধ্যয়ন করেন এবং স্বাধ্যায়ে অপ্রমত্ত থাকেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মণগণের যাহা কুশল-জনক, তাহাই ইঁহাদের নিকট কীর্ত্তন করিবে। তাদৃশ সত্যসম্ভাষী লোকদিগের মন কখনও অসত্যে রত হয় না। হে দ্বিজসত্তম! স্বাধ্যায়, দম, সারল্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এই কয়েকটীই ব্রাহ্মণের শাশ্বতধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ মানবেরা সত্য ও সারল্যকে পরমধর্ম্ম কহেন। শাশ্বত ধর্ম্মটী দুর্জ্ঞেয়, তাহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে; পণ্ডিত-দিগের অনুশাসন এই যে, শ্রুতিই ধর্ম্মের পরিমাপক, সেই শ্রুতিতে ধর্ম্ম বহুপ্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম। হে ভগবন্! আপনিও ধর্ম্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়নিরত ও শুচি বটেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় আপনি যথার্থরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। হে বিপ্র! যদি আপনি পরমধর্ম্ম না জানেন, তবে মিথিলা পুরীতে গিয়া ধর্ম্মব্যাধের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ মিথিলাতে বাস করে, সে মাতাপিতার শুশ্রূষা-পরায়ণ; সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়; সেই ব্যক্তিই আপনাকে ধর্ম্ম সকল কহিবে। হে দ্বিজোত্তম! আপনার মঙ্গল হউক। ইচ্ছা হয়, আপনি তথায় গমন করুন। হে অনিন্দিত! আমি যে সমস্ত কথা কহিলাম, ইহা অত্যুক্ত হইলেও আপনার ক্ষমা করা উচিত। যেহেতু যাঁহারা ধর্ম্মলাভের প্রত্যাশা রাখেন, তাঁহাদিগের সকলেরই স্ত্রীজাতি অবধ্যা।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন "হে শোভনে! হে পতিব্রতে! তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি এবং আমার ক্রোধও অপগত হইয়াছে; তুমি যে তিরস্কার-স্বরূপ অত্যুক্তি করিলে, ইহা আমার পরম শ্রেয়ঃসাধন। হে সাধ্বি! তোমার শুভ হউক, আমি মিথিলায় গমন করিব এবং স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইব।"

সাধ্বী একপত্নী দ্বিজসত্তম কৌশিককে বিদায় দিয়া স্বামী-শুশ্রূষায় নিমগ্ন হইয়া পরিণামে অক্ষয় দেবলোক প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ধর্ম্মব্যাধ কৌশিককে দর্শনমাত্রই পতিব্রতা একপত্নী তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, ইহা বলিয়া দিয়া কহিলেন, আমি সবই জানিতে পারিয়াছি। কৌশিক সেই ব্যাধের বাক্যশ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া একমনে একপত্নীর পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মব্যাধও বহু উপদেশের পর পাতিব্রত্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া মুনিবরকে প্রবোধ দিলেন।

শ্রুতাবতী।

শ্রুতাবতী—ইনি ভরদ্বাজ মুনির দুহিতা, অত্যন্ত অতিথি-পরায়ণা, ধর্ম্মশীলা, সত্যব্রতা ও পরমা সতী ছিলেন। ইনি তপস্বী ও সিদ্ধগণের ব্রতাচরণ করিতেন। ইঁহার এরূপ রূপ ছিল যে, ত্রিলোক-মধ্যে ইঁহার তুলনা ছিল না। এই ভামিনী

কৌমারাবস্থায় ব্রহ্মচারিণী হইয়া, "দেবরাজ ইন্দ্র আমার পতি হউন" মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া, অতি উগ্র নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই তপস্বিনী কুমারী বহু বৎসরকাল নারীগণের দুঃসাধ্য তীব্রতর তাপসনিয়ম আচরণ করিতে থাকিলে, তাঁহার তপস্যা ও ভক্তিতে তৃপ্ত হইয়া ভগবান্ পাকশাসন মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির রূপধারণ পূর্ব্বক অতিথিরূপে ত্বদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কল্যাণবতী প্রিয়ম্বদা শ্রুতাবতী সেই পরম তপস্বী বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখিয়া মুনিগণ-সমুচিত আচার দ্বারা পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কি ভিক্ষা চাহেন? আমি যথাশক্তি সকলই আপনাকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু হে তপোধন! আমি ব্রত-নিয়ম ও তপস্যাদ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রের পরিতোষ প্রার্থনা করিতেছি বলিয়া, কেবল পাণিদান করিতে পারিব না। বশিষ্ঠরূপী ইন্দ্র কন্যার কথা শুনিয়া অন্তর্হাস্যমুখে শ্রুতাবতীর নিয়মজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত অবলোকন করিয়া কহিলেন "হে সুব্রতে! তুমি অতি কঠোর তপস্যা করিতেছ, আমি তোমাকে বিশেষরূপে জানিয়াছি; হে কল্যাণি! তোমার যে নিমিত্ত এই মনোগত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সুসিদ্ধ হইবে। অয়ি শুভাননে! তপস্যা দ্বারা সকল বস্তুই লব্ধ হয়, তপস্যাতেই সকল ফল বর্ত্তমান থাকে, তপোবলে দিব্য-লোকবাসিগণের স্থান অনায়াসে লাভ করা যায়, তপঃই মহৎসুখের মূল। হে কল্যাণি! মনুষ্যেরা ইহলোকে

এইরূপ কঠিন তপস্যা করিয়া মানবদেহ ত্যাগ করত দেবশরীর লাভ করে। হে সুব্রতে! সুভগে! এইক্ষণে আমার একটী কথা শ্রবণ কর; আমি তোমাকে এই পঞ্চ বদর-ফল দিতেছি, তুমি পাক কর।”

ইন্দ্র শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার তপস্যার দৃঢ়তা জানিবার নিমিত্ত যাহাতে ঐ বদর-ফলপঞ্চের পাক না হয়, এইরূপ মন্ত্রণায় সেই আশ্রমসন্নিকটে মন্ত্রবিশেষ জপ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সেইস্থান “ইন্দ্রতীর্থ” নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল।

অনন্তর বিবুধাধিপতি ইন্দ্র মন্ত্রপ্রভাবে বদর-ফল যাহাতে পাক না হয়, তাহা সম্পাদন করিলেন। শ্রুতাবতী তপঃপরায়ণা বিগতশ্রমা এবং শুচি হইয়া অগ্নিমধ্যে পঞ্চ বদর-ফল নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিবা অবসান হইল, তথাপি পাক সম্পন্ন হইল না। সঞ্চিত কাষ্ঠ যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্ত ভস্মীভূত হইল। নিকটবর্ত্তী কাষ্ঠ যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন, তৎসমস্তই দগ্ধ হইয়া গেল। অগ্নিতে কাষ্ঠ নাই দেখিয়া, চারুদর্শনা শ্রুতাবতী আত্মশরীর দাহ দ্বারা পুনর্ব্বার বদর-পাকে প্রবৃত্ত হইয়া নিজপদদ্বয়কে আবর্ত্তন করত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রিয়কামনায় বদর-পাকের নিমিত্ত অতি দুঃসাধ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। অগ্নি দ্বারা শরীর আদীপ্ত হইলে জলমধ্যে প্রবেশের ন্যায়, হর্ষিত হইয়া না বিমনা হইলেন, না মুখভঙ্গি দ্বারা কাতরভাব প্রকাশ

করিলেন। কেবল কিসে বদর-ফল শীঘ্র পাক হয়, এই চিন্তায়ই বিব্রত রহিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই পাক করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্নি দ্বারা চরণদ্বয় দগ্ধ হইলেও, শ্রুতাবতী কিছু-মাত্র মনে দুঃখিতা হইলেন না দেখিয়া, ভগবান্ শতক্রতু ইন্দ্র প্রীত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপ দর্শন করাইয়া কহিলেন "হে দৃঢ়ব্রতে! তপস্বিনি! আমিই তোমার সেই ইন্দ্র, তোমার তপঃ, নিয়ম ও ভক্তি দ্বারা আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি। হে শুভে! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে এবং তুমি মানবদেহ ত্যাগ করিয়া সুরপুরীতে আমার নিকটে বাস করিবে। আর এই সর্ব্বপাপাপহ তীর্থ তোমার সতীত্ব ও তপোবলপ্রভাবে "বদর পাচন" নামে ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া স্থিরতর থাকিবে এবং ব্রহ্মর্ষিগণ ইহাকে স্তুতি করিবেন। হে মহাভাগে! বিশুদ্ধচিত্তা অরুন্ধতী এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়া মহানুভাব মহাদেব হইতে বর পাইয়াছিলেন। তদ্রূপ তুমিও আমার নিকট মনোমত বর প্রার্থনা কর। হে কল্যাণি! তোমার অদ্ভুত নিয়মে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তোমাকে বর দিতেছি, এই তীর্থে যে ব্যক্তি নিয়ম-নিষ্ঠ থাকিয়া একরজনী বাস করিবে, সে স্নানান্তে দেহ পরিত্যাগের পর দুর্ল্লভ লোক সকল লাভ করিতে পারিবে। প্রতাপশালী সহস্রাক্ষ শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া, সুরপুরে গমন করিলে পর, সেইস্থানে দিব্যগন্ধযুক্ত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবদুন্দুভি ও মনোহর বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। সাধ্বী তপস্বিনী শ্রুতাবতী তখনই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ

করিয়া উগ্রতর তপস্যার ফলে দেবরাজ ইন্দ্রের ভার্য্যা হইলেন এবং চিরকাল পরমসুখে স্বর্গপুরীতে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

বৃন্দা।

বৃন্দা—ইনি কেদার-রাজের কন্যা, ইঁহার তপস্যার স্থান বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ। ইনি স্বীয় তপস্যার বলে দেবদেব বিষ্ণুকে পতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কেদার-রাজের যজ্ঞকুণ্ড হইতে কমলাংশজাতা এক কন্যা সমুদ্ভূতা হন্, উদ্ভব-কালেই ঐ কন্যার পরিধান বহ্নি-বিশুদ্ধ-বসন ও সর্ব্বাঙ্গে রত্নভূষণে ভূষিত ছিল; সেই কামিনীশ্রেষ্ঠা কমললোচনা উদ্ভূতা হইয়া কেদার-রাজকে বলিলেন "মহা-রাজ! আমি আপনার কন্যা; পরে রাজা তাঁহাকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া পত্নীর হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই কন্যা পিতামাতাকে বিনয় পুরঃসর বিজ্ঞাপন করিয়া সানন্দে তপস্যার্থ যমুনার সমীপবর্ত্তী রমণীয় পুণ্যবনে গমন করিলেন। ঐ কেদার-কন্যাই বৃন্দা; সুতরাং তাঁহার তপোবন বলিয়াই সেই বন বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত হই-য়াছে। বৃন্দা বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তপো-নিরতা হইয়া বরেণ্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন। পরে

ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বলিলেন "বৃন্দে! তুমি কিঞ্চিৎকাল পরে কৃষ্ণকে পতিরূপেই লাভ করিবে।" একদা সেই সতী বৃন্দা বসন্ত-সময়ে রত্নাভরণে ভূষিতা হইয়া যমুনা নদীর তীরে হাস্য-বদনে পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমত সময়ে ব্রহ্মা সেই সুমনোহরা সাধ্বীকে পরীক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মকে মনোহর বেশে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনানুলিপ্ত ও রত্নাভরণে ভূষিত ছিল; সেই কনক-প্রভ সজ্জিত-যুবকের মূর্ত্তি কামিনীগণের বাঞ্ছিত ও লোভনীয় ছিল। তাঁহাকে দেখিলে কামুক ষোড়শবর্ষীয় কুমার বলিয়া মনে হয়। কোটি কন্দর্পের ন্যায় তাঁহার লাবণ্য, পরিধান পীতবসন, মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্র তুল্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল ও লোচনদ্বয় শরৎকালীন পঙ্কজের সদৃশ মনোহর। বৃন্দা তাঁহাকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিকটে উপবেশন করাইয়া, পূজা করত, সানন্দে ভক্তি-সহকারে ফল, মূল ও সুবাসিত জল দান করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন সেই ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বিপ্ররূপী ভগবান্ ধর্ম্ম পূজাগ্রহণ করত হৃষ্ট হইয়া সাদরে কামুকীদিগের মনোরম সতী-গণের অসহনীয় বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "অয়ি সুমনোহরে! তুমি কাহার কন্যা? তোমার নাম কি? এবং নির্জ্জন স্থানেই বা তুমি কি করিতেছ? তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। সুন্দরি! তোমার এ কঠোর তপস্যারই বা কারণ কি? তুমি কোন্ বস্তুই বা বাঞ্ছা করিতেছ? তোমার মঙ্গল হউক, যাহা তোমার বাঞ্ছিত, আমার নিকট সেই বর প্রার্থনা কর।"

বৃন্দা কহিলেন "আমি কেদার রাজার কন্যা, আমার নাম বৃন্দা, আমি এই বিজন বৃন্দাবনে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছি; প্রার্থনা—হরি আমার পতি হউন্। আপনি যদি সমর্থ হন্, তবে এই বাঞ্ছিত বর প্রদান করুন্। আর যদি অসমর্থ হন্ তবে প্রশ্নের প্রয়োজন কি? স্বস্থানে গমন করুন।" বিপ্ররূপী ধর্ম্ম কহিলেন "সুন্দরি! যিনি নিশ্চেষ্ট, অতর্কণীয়, নিগুর্ণ, নিরাকার, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থই যিনি শরীর ধারণ করেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ভিন্ন কোন্ রমণী সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে? সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠশায়ী হরির দুই ভার্য্যাই তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করেন। স্বয়ং পরমেশ্বরী সরস্বতীও তাঁহার স্তবে অসক্তা এবং কমলাও ভক্তি-ভাবে দিবানিশি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন। কল্যাণি! তুমি সেই প্রকৃতি হইতে অতীত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পতি-ইচ্ছা করিতেছ; তিনি গোলোক ধামে রাধিকা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রেম-বশ্য নহেন। মহাভাগে! আমি নৃপগণের শ্রেষ্ঠ, বরাননে! দেবতা ও দৈত্য-সমাজে আমা অপেক্ষা বলবান্ কেহই নাই; অতএব আমাকেই পতিরূপে ভজনা কর। অয়ি কল্যাণি! ত্রিলোক-মধ্যে যে কিছু সুখ আছে, আমার প্রসাদে তৎসমস্তই ভোগ করিতে পারিবে, তদ্‌বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অয়ি মধুর-ভাষিণি! সপ্ত-সাগর-পারে দেবগণের ক্রীড়ার্থ পূর্ব্বে বিধাতা এক কাঞ্চনময় স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তুমি আমার সহিত তথায় গমন করিয়া বিহার-সুখ লাভ কর।

তোমার মঙ্গল হউক। অথবা পুষ্পোদ্যান-সমন্বিত মহেন্দ্রের অমরাবতীতে গমন পূর্ব্বক উভয়ে সুখে কাল যাপন করি। না হয় নানারত্নবিভূষিত স্বর্ণময়ী লঙ্কায় কিংবা সুমেরু গহ্বরে অথবা মনোহর ক্ষীরোদ সমুদ্রে, না হয় নিরন্তর নির্জ্জনে রমণীয় সত্যলোকে কিংবা ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক উভয়ে বিহারে প্রবৃত্ত হই। মনোজ্ঞ মলয়াচলে উৎকৃষ্ট-রত্নসার-নির্ম্মিত রমণীয় স্থান বিদ্যমান আছে; উহা পবিত্র চন্দন-বায়ুতে সতত সুগন্ধময়, মালতী, যূথিকা, কেতকী ও চারু চম্পক পুষ্পের সুগন্ধে উহার চতুর্দ্দিক্ আমোদিত; তথায় পিকসকল ও ভ্রমরগণ নিরন্তর মধুর ধ্বনি করিতেছে। চল, তথায় আমরা উভয়ে বিহার করি। দেবি! ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, যম, ধনেশ্বর বহ্নি, ধর্ম্ম ও চন্দ্র ইঁহাদিগের মধ্যে যাহার সুরম্য লোকে তোমার ইচ্ছা হয়, চল, তথায় গিয়া আমরা বিহার করি। অথবা রত্নদ্বীপ, মণিদ্বীপ, বা রমণীয় চন্দ্রসরোবর, যে স্থানে তোমার অভিরুচি হয়, সেই স্থানেই গিয়া আমার সহিত বিহার কর, তোমার মঙ্গল হইবে।"

ধর্ম্মদেব এই রূপ বলিয়া সম্ভোগার্থ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। উহা বাস্তবিক ইচ্ছা নহে, সতীর পরীক্ষার্থ ছলনামাত্র; তদ্দর্শনে সেই কেদার-রাজ-কন্যার মুখমণ্ডল ও লোচনদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তখন তিনি বেদানুগত ধর্ম্মার্থযুক্ত যশস্কর সত্যহিতজনক গম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "হে মহাভাগ! ধৈর্য্য ধারণ করুন্, আপনি সর্ব্বজাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণগণের তপোনুষ্ঠান বেদাধ্যয়ন, সত্যনিষ্ঠা, ব্রতাচরণ,

ও ধৈর্য্যধারণই ধর্ম্ম বটে। বিপ্রবর! নীচস্বভাব অধর্ম্মচারী-রাই পরস্ত্রী সম্ভোগ করিয়া থাকে; ঐরূপ অধর্ম্মাচরণ আপনার কর্ত্তব্য নহে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-বলে সমস্ত শত্রুই পরাজিত হয়। দুষ্ট ব্যক্তিই অশুভের আকর, অধিক কি তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বলাৎকার পূর্ব্বক পতিব্রতা গমন করিলে, নিশ্চয়ই মাতৃ-গামী হইয়া থাকেন; এবং সদ্য শত-ব্রহ্মহত্যা-পাতক লাভ করিয়া থাকে। পরে সেই পাতকীকে চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে তপ্তৈতেলে নিরতিশয় দগ্ধ হইতে হয়; কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ নাই বলিয়াই মরণ হয় না এবং যমদূতগণ লৌহদণ্ড দ্বারা নিরন্তর তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া থাকে। পরস্ত্রী-সঙ্গম ক্ষণমাত্র সুখকর, কিন্তু চিরদুঃখের হেতু; অধিক কি সর্ব্বনাশের কারণ। ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও অগম্যাগমন-জনিত দুঃখের অভিলাষ করেন না। ওহে জ্ঞানদুর্ব্বল দ্বিজ! তুমি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করিয়া স্বস্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। যেমন দীপশিখা দর্শনে কীট তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করে, যেমন বড়িশ-গ্রস্ত মিষ্ট-বস্তু দর্শনে লুব্ধ মীন ত্বরায়ই মৃত হয়, যেমন বুভুক্ষিত ব্যক্তি ক্ষুধার যাতনায় বিষাক্ত ভক্ষ্য ভোজন করে ও যেমন দুষ্টব্যক্তি পয়ো-মুখ বিষকুম্ভ দর্শনে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ লম্পট-পুরুষ আত্ম-বিনাশবীজ আপাত-মনোহর পরস্ত্রীর মুখ-পদ্ম দর্শনে মোহাভিভূত হয়। রমণীগণের মনোহর মুখমণ্ডল, শ্রোণীযুগ্ম ও স্তন-যুগল কামের আধার, বিনাশের কারণ, এবং অধর্ম্মের আধার-

ভূমি এবং লালামলা-সমন্বিত গুপ্তদেশ নরককুণ্ড-স্বরূপ, উহা অতি দুর্গন্ধময় ও পাপজনক ও যমদণ্ডের মূল কারণ। পুরুষ যোষিদ্‌গণকে সঙ্গম করিয়া যুগযুগান্তরের নিমিত্ত আত্মাকেও রৌরব নরকে পাতিত করে। তুমি নির্জ্জন স্থান ও অনাহারাদি-রূপ আপদ্ দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; কিন্তু তাহা মনে করিওনা; ব্রাহ্মণ! এ স্থানে সমুদয় দেবগণ ও লোকপালগণ বিদ্যমান আছেন ও সকল কর্ম্মের সাক্ষী সকলের নিয়ন্তা, অধিক কি যিনি যমেরও দণ্ডকর্ত্তা, সেই জাজ্বল্যমান্ ধর্ম্মকে স্বয়ং হরিই স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। দ্বিজ! সর্ব্ব-প্রাণিগণেই স্বয়ং কৃষ্ণ অন্তরাত্মারূপে, দেবদেব মহেশ্বর জ্ঞানরূপে, দুর্গাদেবী বুদ্ধিরূপে, ব্রহ্মা মনোরূপে ও দেবগণ ইন্দ্রিয়রূপে, সর্ব্ব-কর্ম্মের সাক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং গুপ্ত বা নির্জ্জন স্থান কুত্রাপি নাই। অতএব হে জ্ঞানদুর্ব্বল ব্রাহ্মণ! আমায় ক্ষমা কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি স্বস্থানে গমন কর। ব্রাহ্মণগণ সকলেরই অবধ্য, নতুবা আমি তোমাকে ভস্মসাৎ করিতাম। সে যাহাই হউক বৎস! এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর, তপোনুষ্ঠানে আমার অষ্টোত্তরশত যুগ বিগত হই-য়াছে, আমার পিতা মাতা বা পিতৃ-গোত্র কেহই নাই; হে দ্বিজ! কেবল সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিতেছেন, এবং কৃষ্ণ-স্থাপিত ধর্ম্ম, আদিত্য, চন্দ্র, পবন, হুতাশন, ব্রহ্মা, শম্ভু ও ভগবতী দুর্গা আমাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন; অতএব তুমি অবলা জ্ঞানে আমায় অবমাননা করিও না। নিশ্চয় জানিও

সর্ব্বত্রই সমুদয় দেবগণ বিরাজমান আছেন। বৎস! আমি তোমার মাতৃ-স্বরূপা, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে গমন কর;” বৃন্দাদেবী এই কথা বলিয়া ধরার ন্যায় অচল ভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখনও বিপ্ররূপী ধর্ম্ম তাঁহার প্রবোধবাক্যে গমন না করিয়া বরং যেন সম্ভোগার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। বৃন্দাদেবী তখন ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন; সাধ্বী বৃন্দা বলিলেন, “ব্রহ্ম বন্ধো ক্ষয়ো ভব” ব্রহ্মন্! তুমি ক্ষয় প্রাপ্ত হও।” তিনি এই রূপ শাপ দানের পর পুনরায় শাপ প্রদানে উদ্যতা হইলে, স্বয়ং সূর্য্যদেব সযত্নে নিবারণ করিলেন; এমত সময়ে জগৎপ্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ অতি সন্ত্রস্ত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই ত্রিদশেশ্বরগণ ধর্ম্মকে অমাতীত চন্দ্রের ন্যায় কলামাত্র অবস্থিত, সতীকোপানলদগ্ধ, মলিন ও নিশ্চেষ্ট দর্শনে ক্রোড়ে লইয়া নিরতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, “অয়ি জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিবর্জ্জিতে মদ্‌ভক্ত বৃন্দে! ধর্ম্মের অপরাধ ক্ষমা কর; অয়ি সুপতিব্রতে! মদ্ভক্ত ধর্ম্মকে জীবন দান করিয়া রক্ষা কর।” ব্রহ্মা বলিলেন, “ধর্ম্ম বিনা সমস্ত জগৎ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অনন্ত ও বসুন্ধরা ঘন ঘন বিকম্পিত হইতেছে।” মহাদেব বলিলেন, “সুন্দরি! ধর্ম্মের অভাবে সমুদয় জগৎ প্রনষ্ট হইতেছে, অতএব ধর্ম্মকে জীবন দান কর, তোমার মঙ্গল হউক।” সূর্য্য বলিলেন “পতিব্রতে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইচ্ছানুরূপ

বর প্রার্থনা কর।" অনন্ত বলিলেন "বৃন্দে! তুমি তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেছ, তবে কিরূপে ধর্ম্ম-হিংসায় প্রবৃত্তা হইয়াছ? অতএব ধর্ম্মকে জীবিত কর, তাহা হইলেই তোমার সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, তোমার মঙ্গল হউক।" চন্দ্র বলিলেন "বৃন্দে! তোমার পরীক্ষার্থ নির্দ্দোষ ধর্ম্ম ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দ্বিজ-রূপে আগমন করিয়াছিলেন, তুমি নির্দ্দোষের হিংসায় প্রবৃত্তা হইয়াছ।" মহেন্দ্র বলিলেন "বৃন্দে! মানবগণ তপোনুষ্ঠানে ধর্ম্মকেই উপার্জ্জন করে, ধর্ম্মবলেই তাহাদের তপস্যার ফল লাভ হয়, অতএব ধর্ম্ম যদি ক্ষয় প্রাপ্ত হন্, তবে কিরূপে তুমিই তপঃফল লাভ করিবে।" বরুণ দেব বলিলেন "ধর্ম্মিষ্ঠে জীবন দান করিয়া সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা কর; ধার্ম্মিকে! ধর্ম্ম বিনা কর্ম্মীদিগের সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হয়।" পবন বলিলেন "সাধ্বি! শুভে! এক্ষণে ধর্ম্মের জীবন দান করিয়া জগৎ পবিত্র কর, দেখ ধর্ম্মলোপ হইলে তোমার তপঃফলও বিলুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।" বহ্নি বলিলেন "সুন্দরি! তুমি স্বধর্ম্ম উপার্জ্জনার্থ ভারতে সমাগতা হইয়াছ, এবং না জানিয়াই ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়াছ; অতএব এক্ষণে পুনর্জীবিতকর।" যম বলিলেন "বরাননে! আমি কর্ম্মিগণের সমুদয় কর্ম্ম বিদিত আছি এবং ধর্ম্মানুসারেই তাহার ফলদান করি, অতএব শীঘ্রই ধর্ম্মকে জীবিত কর।"

তখন পতিব্রতা তপস্বিনী বৃন্দা, দেবগণের বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই সুরেশ্বরগণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দেবগণ! ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণরূপে আমার পরীক্ষার্থ আসিয়াছিলেন,

তাহা আমি জানি না ; তিনি আমায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, আমি কোপভরে তাঁহাকে ক্ষয় করিয়াছি ; সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনাদিগের প্রসাদে নিশ্চয়ই ধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করিব।” বৃন্দা এই প্রকার বলিয়া পুনরায় বলিলেন “যদি আমার তপস্যা ও বিষ্ণুপূজা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে এই দ্বিজবর এই মুহূর্ত্তে বিজ্বর হউন। যদি আমি যথার্থই অকপটে উপবাস-ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি, এবং যদি আমার ব্রতানুষ্ঠান, তপশ্চরণ, পবিত্রতা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই সত্য পুণ্যবলে এই বিপ্র এখনই বিজ্বর হউন। যদি সর্ব্বাত্মা নিত্য বিগ্রহ নারায়ণ ও জ্ঞানাত্মক শিব সত্য হন, তাহা হইলে এখনই এই দ্বিজ বিজ্বর হউন্। যদি ব্রহ্মা, দেবগণ, পরমাপ্রকৃতি এবং যজ্ঞ ও তপস্যা সত্য হয়, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ এখনই বিজ্বর হউন। সতী বৃন্দা এইরূপ বলিয়া ধর্ম্মকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক, তাঁহার সেই কলাবশিষ্ট ক্ষীণমূর্ত্তি দর্শনে সকরুণ রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিদেবী শোকাকুলচিত্তে তথায় আগমন পূর্ব্বক বিনত-মস্তকে বিষ্ণু চরণে নিপতিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন “হে নাথ! হে করুণাসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! আমার প্রতি দয়া করুন্। হে কৃপাময়! জগন্নাথ! শীঘ্র আমার কান্তের জীবন দান করুন্। এই ভব-সাগরে যে রমণী পতিহীনা হয়, সে যথার্থই পাপীয়সী ; নেত্রহীন মুখমণ্ডল ও প্রাণহীন দেহের ন্যায় তাহার কিছুমাত্রই সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন থাকে না। কি পিতা কি ভ্রাতা কি পুত্র কি বন্ধু ও কি মাতা

সকলেই পরিমিত দান করেন, কিন্তু এক পতি অভিলাষানুরূপ সমুদয় দান করিয়া থাকেন!” মূর্ত্তিদেবী এইরূপ কহিয়া সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বিক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বৃন্দাকে বলিলেন “সুন্দরি! তুমি যে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় আয়ুঃ লাভ করিয়াছ, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মকে দান করিয়া গোলকবাসে গমন কর, পশ্চাৎ তুমি এই তপস্যার ফলে আমাকে লাভ করিতে পারিবে। বরাননে! পরে তুমি বরাহ-কল্পে গোলক হইতে গোকুলে আগমন পূর্ব্বক রাধিকাচ্ছায়ারূপে বৃষভানুর কন্যা হইবে এবং মৎকলাংশজাত রায়াণ ছায়ারূপিণী তোমার পাণিগ্রহণ করিবে; আর রাস-মণ্ডলে গোপীগণও রাধিকার সহিত আমাকে প্রাপ্ত হইবে। শ্রীদাম-শাপে বাস্তবী রাধা যখন বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবেন, তখন তুমি তাঁহার ছায়ারূপিণী হইবে; বিবাহকালে রায়াণ ছায়ারূপিণী তোমাকে গ্রহণ করিবে এবং সেই বাস্তবী রাধা তোমাকে রায়াণ-করে অর্পণ করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিতা হইবেন। গোকুলবাসী মূঢ় গোপগণ তোমাকেই রাধা জ্ঞান করিবে, ফলতঃ তাহারা স্বপ্নেও রাধার চরণকমল-দর্শনে সমর্থ নয়। তৎকালে প্রকৃত রাধা আমার ক্রোড়ে অবস্থান করিবেন ও ছায়ারূপিণী তুমি রায়াণ-কামিনী হইয়া কাল যাপন করিবে।” তখন সেই সুন্দরী বৃন্দা বিষ্ণুবাক্য শ্রবণে ধর্ম্মকে আয়ুর্দান করিলে ধর্ম্মদেব তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনরায় পূর্ণকলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক-

তর রূপলাবণ্য প্রকাশিত হইল। তৎকালে তিনি জগৎপ্রভু হরি-হর-ব্রহ্মা ও অপরাপর দেবগণ ও পরাৎপরা প্রকৃতি দেবীকে প্রণাম করিলে, পরে বৃন্দা দেবগণকে কহিলেন "দেবগণ! আমি যে ধর্ম্মের প্রতি দুর্লঙ্ঘনীয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্। আমার সেই বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে, জানিবেন। আমি ভীতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া "ক্ষয় প্রাপ্ত হও" এই বাক্য বারত্রয় বলিয়া পুনর্ব্বার বলিতে উপক্রম করিলে, ভাস্করদেব আমাকে নিবারণ করিয়াছিলেন, এজন্য ধর্ম্মদেব পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন এবং এক্ষণেও যেরূপ পূর্ণ-কলেবর হইয়াছেন, প্রতি সত্যযুগে এইরূপ পূর্ণভাবে থাকিয়া ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলির প্রথমে একপাদ এবং শেষে ষোড়শাংশে মাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন। পরে পুনরায় সত্যযুগে পরিপূর্ণ হইবেন। আমার মুখ হইতে যখন ক্রমে তিন বার ক্ষয় শব্দ নির্গত হইয়াছে, তখন সেই ক্রমে উঁহার পাদ পাদ রূপে তিন বার করিয়া ক্ষয় হইবে, এবং চতুর্থ বার বলিবার উপক্রমে যখন ভাস্করদেব নিবারণ করিয়াছেন, সেই হেতু কলি-শেষে কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে!"

সাধ্বী বৃন্দা এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে দেবগণ দেখিলেন, গোলক হইতে অতি সুন্দর এক দিব্যরথ আগত হই-তেছে; উহা অমূল্যরত্নে নির্ম্মিত ও হীরা-হার-পরিষ্কৃত, নানাবিধ মুক্তামাণিক্য, বস্ত্র, শ্বেতচামর, রত্নদর্পণ এবং মনোহর ভূষণ মণি সকল উহার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। অনন্তর বৃন্দা, হরি,

হর, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া গোলকধামে গমন করিলেন। দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

কলাবতী।

কলাবতী—ইনি কমলার অংশরূপা পিতৃগণের মানসী কন্যা, মহারাজ সুচন্দ্রের সাধ্বী প্রাণপ্রিয়া পত্নী। ইনি স্বরূপে ও পাতিব্রত্যে রমণীগণের প্রধানা ছিলেন। ইঁহার সতীত্ব-বলে মৃত পতি পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন। রাজা সুচন্দ্র সুন্দরী কলাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পুণ্যবানের শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ইহা আন্দোলন করিতেন যে, ইহার কি আশ্চর্য্য রূপ! কি মনোহর বেশ! কি ভুবনমোহিনী গুণরাশি!! ইহার অঙ্গ অতি সুকোমল, এবং সুন্দর বদনমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর। এই কলাবতী কটাক্ষবিভ্রমে মুনীন্দ্রগণের মনও বিমোহিত করিতে সক্ষম। কামুক রাজা সুচন্দ্র এইরূপে নানাবিধ বিবেচনা করিয়া তদ্দর্শনে কাম-বাণে পীড়িত হইয়া কলাবতী সহ দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক নির্জ্জনপ্রদেশে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। চন্দন ও অগুরু বায়ু দ্বারা সুরভিত মলয় পর্ব্বতে মনোহর চম্পক পুষ্পের সুখাবহ শয্যায়, সুপুষ্পিত মালতী-মল্লিকার উদ্যানে ও পুষ্পভদ্রা নদীর

তীরে রজঃশূন্য অতি নির্জ্জন প্রদেশে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কখন গঙ্গাপুলিনে গন্ধ-মাদনের গুহাতে, গোদাবরী-তীরস্থ নির্জ্জন কেতকীবনে, পশ্চিম সমুদ্রের তট-সমীপস্থ জনশূন্য রম্য কাননে, কোন সময়ে বা নন্দনবনে, কখন বা মলয়পর্ব্বত-শিখরে, কোন সময়ে কাবেরীতীরে, বনে বনে, এইরূপে শৈলে শৈলে, নদী ও নদ প্রভৃতির তীরভূমিতে, দ্বীপে দ্বীপে, নির্জ্জনে নির্জ্জনে, রাজা সুচন্দ্র রমণী কলাবতী সহ নিয়ত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নব সঙ্গমে মত্ত হইয়া দিবারাত্রি জ্ঞানশূন্য হইলেন। তাঁহাদের এক সহস্র বৎসর মুহূর্ত্তের ন্যায় অতীত হইয়া গেল। তৎপরে অনেক কাল বিহার করিয়া সুচন্দ্র অত্যন্ত সংসার-বিরক্ত হইয়া তপস্যার নিমিত্ত কলাবতীসহ বিন্ধ্য শৈলে গমন করিলেন। তাঁহারা পুলহের পবিত্র ও প্রশংসনীয় আশ্রমে দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিলেন। তৎপর মুনিশ্রেষ্ঠ সুচন্দ্র মোক্ষপদাকাঙ্ক্ষী, নিঃস্পৃহ ও নিরাহারে কৃশোদর হইয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন সাধ্বী তপস্বিনী কলাবতী পতির সমস্তশরীর-পরিব্যাপ্ত বল্মীক-মৃত্তিকা দূরীভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট পরিত্যক্তপঞ্চপ্রাণ এবং মাংসশোণিত-শূন্য অস্থিমাত্রসার পতির কলেবর সন্দর্শন করিলেন; তৎপরে পতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ! বলিয়া শোকার্ত্তা কলাবতী সেই নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পতি-পরায়ণা ভীতা দুঃখিনী কলাবতী নৃপতিকে নিরাহারে কৃশ, ধমনীসার দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তখন সতীর নিদারুণ রোদন শ্রবণে কৃপানিধি জগদ্বিধাতা কমলোদ্ভব কৃপাবশতঃ আবির্ভূত হইয়া সতীর কষ্টে সুচন্দ্রের মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া ভগবান্ স্বয়ং বিভুও রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মা রোদন করিয়া তৎপরে কমণ্ডলুর জলদ্বারা নৃপদেহ সিক্ত করত ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাতে জীব-সঞ্চার করিলেন। তখন নৃপেন্দ্র সুচন্দ্র চৈতন্যলাভ করত সম্মুখে কামসম সুপ্রভাশালী প্রজাপতিকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে সুচন্দ্র! তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর, তখন রাজা চিরাভীপ্সিত নির্ব্বাণমুক্তিরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। আনন্দে হাস্যবিকশিত মুখকমল-বিশিষ্ট দয়ানিধি কমলযোনি দয়াপূর্ব্বক রাজার প্রার্থিত বর-দানেই উদ্যত হইলেন; তখন সতী কলাবতী ব্রহ্মাকে বরদানে উদ্যত দেখিয়া মনে মনে অনুমান করত অতি শুষ্ককণ্ঠে ত্রস্তচিত্তে বরদানোন্মুখ কমলাসনকে বলিলেন 'হে কমলোদ্ভব! হে দয়ানিধে! আপনি যদি নৃপেন্দ্রকে উপযুক্ত বলিয়া আমার পক্ষে এই নিদারুণ বরদান করেন, তাহা হইলে এই হতভাগিনী অবলার গতি কি হইবে, তাহাই অগ্রে নিরূপণ করুন্। হে চতুরানন! কান্তার কান্ত বিনা শোভা কি? আমি শ্রুতিতে শুনিয়াছি, পতিব্রতার পতিসেবাই একমাত্র ব্রত এবং পতিই গুরু, ইষ্টদেব, তপোধর্ম্মময় বন্ধু; সকলের মধ্যে প্রিয়তম স্বামী ভিন্ন আর কেহই নাই; হে ব্রহ্মন্! সকল ধর্ম্ম হইতে সুদুর্লভ স্বামিসেবাই শ্রেষ্ঠ; স্বামিসেবা-বিহীনা রমণীর অন্যান্য

ধর্ম্মকার্য্য সমস্তই বিফল। ব্রত, দান, তপস্যা, জপ, হোম, সর্ব্ব তীর্থে স্নান, পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং দীক্ষা, যজ্ঞকার্য্য, বিবিধ মহাদান, বেদপাঠ, সকল প্রকার তপস্যা, বেদজ্ঞান, বিপ্রভোজন, দেবসেবা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকার্য্য সকল পতিসেবার ষোড়শাংশের এক ভাগেরও তুল্য নহে। যে রমণীগণ স্বামিসেবা-বিহীনা ও স্বামীকে কটু কথা বলে, সেই হতভাগিনীগণ চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থিতি-কাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নরকে বাস করে এবং তাহাদিগকে সর্পপ্রমাণ কৃমি সকল দিবানিশি দংশন করে; সেই যাতনায় তাহারা অত্যন্ত ঘোর বিপরীত শব্দ করে এবং সেই কটুভাষিণীগণ মূত্র, শ্লেষ্মা ও বিষ্ঠা ভক্ষণ করে; যমকিঙ্করগণ তাহাদিগের মুখে প্রজ্বলিত ভীষণ অগ্নি প্রদান করে; তাহারা ভোগ্য ফল ভোগ করিয়া পরে কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয় এবং তদবস্থায় শত জন্ম পর্য্যন্ত মাংসবিষ্ঠাদি ভোজন করে। আমি অবলা, পণ্ডিতগণের মুখে এইরূপ সুনিশ্চিত বেদবাক্য শুনিয়াছি; আপনি একমাত্র জনক, বিভু, গুরু, বিদ্বান্, যোগী ও জ্ঞানীদিগেরও গুরু; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বভূতময়; আপনাকে আর অধিক কি বলিব? হে ব্রহ্মন্! আমার এই সর্ব্বস্বময় প্রাণাধিক কান্ত যদি মুক্ত হন্, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও যৌবনের রক্ষাকর্ত্তা কে হইবে? কৌমারাবস্থায় সুকৃতী পিতা রক্ষা করত সৎপাত্রে প্রদান করেন, অবশিষ্ট সকল কালেই কান্ত রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার অভাবে পুত্র রক্ষা করে। তিন অবস্থায়ই রমণীগণকে এই তিন জন রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে নারীগণ স্বাধীনা, তাহারাই

নষ্টচরিত্রা ও সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃতা। হে পদ্মযোনে! তাহারাই অসৎকুলপ্রসূতা কুলটা ও দুষ্টমতি হয় ও তাহাদের শতজন্ম-কৃত পুণ্যরাশি নাশ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ বাল্যে পুত্রে স্নেহ হয়, সেইরূপ কি বার্দ্ধক্যে কি যৌবনে সর্ব্বকালেই পতি-ব্রতাদের পতিতে সমান স্পৃহা থাকে। স্তন্যপায়ী পুত্রে যে স্নেহ ও ক্ষোভিত সন্তানের ক্ষোভ নিবারণে যে আকাঙ্ক্ষা হয় সে সমস্ত সাধ্বী স্ত্রীগণের পতি-স্নেহের ষোড়শ ভাগের একভাগের তুল্যও নহে। স্তনন্ধয়া সন্তানে স্তন দান পর্য্যন্ত এবং মিষ্টান্নের ভোজন পর্য্যন্তই চিত্তের বিশেষ আনন্দ থাকে, কিন্তু স্বামীতে জাগরণ এবং স্বপ্নাবস্থায়ও সতী স্ত্রীদিগের চিত্তবৃত্তি নিয়ত আনন্দযুক্ত থাকে। দুঃখ ভোগ ও বন্ধু-বিচ্ছেদ অপেক্ষা পুত্র-বিচ্ছেদ অধিকতর দুঃখাবহ। কিন্তু কান্ত-বিচ্ছেদ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর সুদারুণ দুঃখাবহ। তাহা হইতে স্ত্রীগণের অধিক দুঃখের কারণ আর কিছুই নাই। অবিদগ্ধ রমণী যেরূপ জ্বলন্ত অনলে ও বিষ ভক্ষণে দগ্ধ হয়, সেই বিদগ্ধ রমণীও বিরহানলে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া থাকে। সাধ্বী স্ত্রীগণের স্বামী ব্যতীত অন্নেও স্পৃহা থাকে না, এবং জলেও তৃষ্ণা থাকে না; তাহাদের মন শুষ্ক তৃণের ন্যায় বিরহানলে নিয়ত দগ্ধ হয়। রমণীগণের কান্ত হইতে অধিক বন্ধু কেহই নাই, কান্ত হইতে অধিকতর প্রিয়ও কেহই নাই; কান্ত হইতে দেবগণও অধিক মাননীয় নহেন এবং কান্ত হইতে অধিক গুরুও কেহ নাই। স্ত্রীগণের স্বামী অপেক্ষা ধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ নহেন এবং ধনও আদরণীয় নহে, এমন

কি, প্রাণ পর্য্যন্তও তাহাদের কান্ত হইতে অধিক নহে; অতএব স্ত্রীগণ-সমীপে কান্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কে? বৈষ্ণবগণের মন যেরূপ নিশ্চল ভাবে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিমগ্ন ও মাতার মন যেরূপ এক পুত্রে এবং রমণী-কামুকগণের মন যেরূপ কামুকী রমণীতে ও কৃপণের মন যেরূপ চিরকালার্জ্জিত ধনে বিন্যস্ত থাকে; যেরূপ ভয়ে ভীত ব্যক্তিদিগের মন, শাস্ত্রে বিদ্বান্‌দিগের মন, মাতাতে স্তনন্ধয়া শিশুর মন, শিল্পকার্য্যে শিল্পীদিগের মন, উপ-পতিতে বেশ্যাদিগের মন, নিশ্চলভাবে নিমগ্ন থাকে, সেইরূপ সাধ্বীদিগের মনও প্রিয় স্বামীতে নিয়ত নিশ্চলভাবে পরিমগ্ন থাকে। উত্তম-স্বামী-বিরহিত হইয়া শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে স্ত্রীর জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই জীবনে সুখদায়ক, জীবিত থাকা মৃত্যু হইতেও অধিকতর ক্লেশকর। অন্য শোক, অন্ন, পান ও ভোজনাদিতে কালক্রমে বিলীন হয়, কিন্তু স্বামি-শোক তাহার বিপরীত, কারণ তাহা পান-ভোজনেই বৃদ্ধি পায়। কর্ম্ম, ছায়া এবং সতী স্ত্রী ইহারা চিরসঙ্গিনী; ইহাদের মধ্যে সতী স্ত্রীই প্রধানা। কর্ম্ম ভোগে, ছায়া দেহাবসানে শেষ হয় কিন্তু সকল জন্মেই সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর সহ-ধর্ম্মিণীরূপে উৎপন্ন হয়। হে জগদ্‌ধাতঃ! যদি আমাব্যতীত ইঁহাকে মুক্ত করেন, তবে আপনাকে পাপগ্রস্ত করিয়া আপনাতে স্ত্রী-বধের পাতক অর্পণ করিব।" বিধাতা কলাবতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া ভয়াকুলিত চিত্তে অমৃত-তুল্য বাক্য বলিতে লাগিলেন। "বৎসে! তোমাভিন্ন তোমার স্বামীকে একা মুক্তি প্রদান

করিব না, কিন্তু তোমাসহ তাহাকে মুক্ত করিতে এক্ষণে আমি সক্ষম নহি। মাতঃ! ভোগব্যতীত মুক্তি দুষ্প্রাপ্য—এইটী সর্ব্ব-সম্মত; ভোগী ব্যক্তির ভোগ শেষ হইলে তৎপরে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয়। সতি! তাহা হইলে তুমি কিয়ৎকাল স্বামীর সহিত স্বর্গ ভোগ কর; তাহার পর তোমাদের ভারতে জন্ম হইবে। হে সতি! যখন রাধিকা স্বয়ং তোমার কন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন তোমরা উভয়ে জীবন্মুক্ত হইয়া গোলোকধামে গমন করিবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমিও কিয়ৎকাল তোমার স্ত্রীসহ ভোগ্য বিষয় ভোগ কর! সাধুগণ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, অতএব তুমি আমাকে শাপ দিতে পারিতেছ না। সর্ব্বভূতে সমদর্শী কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-চিন্তন-তৎপর সাধুগণ দুর্লভ হরির পাদ-পদ্মই বাঞ্ছা করে, তাহারা মুক্তিকে ইচ্ছা করে না।” বিধাতা এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করত তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন; তখন সাধ্বী প্রধানা কলাবতী ও সুচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বিধাতা নিজ ভবনে গমন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা কাল-ক্রমে ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত বস্তু সকল ভোগ করিয়া গোকুলধামে পদ্মাবতীর গর্ভে সুরভাণের ঔরসে সুচন্দ্র বৃষভানু নামে এবং এ দিকে কান্যকুব্জে কমলার অংশে অযোনিসম্ভবারূপে কলাবতীও জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি পূর্ব্ব-সতীত্ব-বলে জাতিস্মরা, পরমা সুন্দরী ও মহাসাধ্বী হইলেন। তৎপরে বৃষভানুর সহিত তাঁহার পরিণয় হইলে তদ্‌গর্ভে রাধিকার জন্ম হয়।

তাঁহারা লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাধিকাকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে ইহলোক পরিত্যাগ করত জীবন্মুক্তি লাভ করিলেন।

শুচি-স্মিতা।

শুচি-স্মিতা—ইনি মহাত্মা করুণ মুনির পত্নী, অতিশয় পতিরতা ছিলেন। ইনি স্বীয় সতীত্ব-বলে মৃত পতিকেও জীবিত করিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ-বংশে ধনঞ্জয় নামে এক উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শত পত্নী ছিল। তন্মধ্যে শাভাকানাম্নী পরমসাধ্বী পত্নীর গর্ভে করুণের জন্ম হয়। ধনঞ্জয় মুনি, অন্যান্য পত্নী-দিগের গর্ভজাত সন্তানদিগকে এবং করুণকেও সমানাংশে ধন বিভাগ করিয়া দেন, কিন্তু করুণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ করুণের প্রতি জাতক্রোধ থাকেন। করুণ শুচিস্মিতাকে বিবাহ করিয়া ভ্রাতৃগণ সহ পৃথক্‌রূপে বাস করিতে লাগিলেন। ইনি বড়ই ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ লোক ছিলেন। করুণব্রাহ্মণ একদা মুনিগণ-সমভিব্যাহারে নরসিংহদেব দর্শন নিমিত্ত ভবনাশিকা-নদী-তটে গমন করিলেন। সেই সময়ে অপর এক ব্রাহ্মণ একটী উৎকৃষ্ট জম্বুফল হস্তে লইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। করুণ ঐ উৎকৃষ্ট ফলটী হস্তে লইয়া আঘ্রাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে না বলিয়া ফলটী আঘ্রাণ করায়, দ্বিজগণ করুণকে মক্ষিকার ন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়া অভিসম্পাত করিলেন।

তাঁহারা বলিলেন "পাপাত্মন্! তুমি অন্যের ফলটী স্পর্শ করিয়া আঘ্রাণ লইয়াছ, এজন্য তুমি শত বৎসর মক্ষিকা হইয়া থাক, তোমার পূর্ব্ব-পুণ্য-ফলে এবং সাধ্বী পত্নীর ধর্ম্ম-বলে মহাত্মা দধীচ মুনির কৃপায় শাপাবসান হইবে।"

অনন্তর করুণ ভার্য্যাকে কহিলেন "প্রিয়ে, শুভে! আমি মুনিদিগের শাপে শত বর্ষ মক্ষিকা হইয়া থাকিব আমাকে পালন কর।" শুচিস্মিতা বলিলেন। "প্রাণবল্লভ! পতি যে অবস্থাই প্রাপ্ত হউন, পত্নীর তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা ও সেবা করা সর্ব্বদাই উচিত, আমি প্রাণ দিয়াও আপনাকে পালন করিব।" কথাবার্ত্তা হইতে হইতেই করুণ মক্ষিকাত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ইতস্ততঃ উড্ডীন হইতে লাগিলেন, শুচিস্মিতা পরম যত্নে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ এরূপ অবস্থা জানিতে পারিয়া পাপবুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে বধ করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে যত্নবান্ হইয়া একদিন কৌশলে তাঁহাকে তৈল-মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তৈলে পতিত হইয়া মক্ষিকারূপী করুণ প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় কৃশোদরী সাধ্বী ভার্য্যা মৃত পতিকে লইয়া অতীব শোকার্ত্তা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "হে কান্ত! হে স্বামিন্! তোমা ভিন্ন আমার ত আর কেহই নাই। রমণীগণের একমাত্র স্বামীই সকল আত্মীয়, সকল দেবতা ও সকল প্রকার ধর্ম্ম স্বরূপ। হে বিধাতঃ! আগে আমায় নিধন করুন্, পরে আমার স্বামীকে লইয়া যান। সাধ্বী শুচিস্মিতা এবম্বিধ বহুপ্রকার বিলাপ

করিতে লাগিলেন। মহাদয়াবতী সতী অরুন্ধতী দেবী তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন "অয়ি শুচিস্মিতে! তুমি একটু হোমের ভস্ম আনয়ন কর, আমি মন্ত্র-পূত করিয়া তদ্দ্বারাই তোমার স্বামীকে জীবিত করিব, তোমার রোদনের আর প্রয়োজন নাই।" অনন্তর করুণ-পত্নী সতী শুচিস্মিতা অগ্নিহোত্রের ভস্ম আনিয়া দিলেন, দেবী অরুন্ধতী ঐ ভস্ম মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে পূত করিয়া ঐ মৃত মক্ষিকার উপর নিক্ষেপ করিলেন শুচিস্মিতাও তৎকালে বহু যত্নে ব্যজনদ্বারা মৃত পতির উপরে মন্দ মন্দ বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দেবী অরুন্ধতীর সতীত্ব ও ভস্ম-প্রভাবে করুণ ক্ষণকাল-মধ্যে জীবিত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর সাধ্বী দেবী অরুন্ধতী বিদায় হইলে, শুচিস্মিতা পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে মক্ষিকারূপী পতির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আবার শত বর্ষ পূর্ণ হইলে জ্ঞাতিবর্গ ঐ মক্ষিকাকে বিনাশ করিয়া ফেলিলে, পতিব্রতা শুচিস্মিতা ঐ মৃত শবকে পরম যত্নে দধীচ মুনির নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া বহুপ্রকার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা দধীচ বিলাপমানা শুচি-স্মিতাকে কহিলেন "হে অনঘে! তুমি ক্রন্দন করিওনা, ঐ ভস্ম-প্রভাবেই তোমার স্বামী জীবিত হইয়া মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইবে। মহর্ষি কশ্যপও ঐ ভস্ম-প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন। আমি ভস্মদ্বারাই মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তদ্দারাই তোমার স্বামীকে জীবিত করিতে পারিব। তুমি বৃথা শোক করিও না। এই বলিয়া দধীচ ভগবান্ মহেশ্বরের শরণাপন্ন

হইলেন। অনন্তর মন্ত্রপূত ভস্ম দ্বারা করুণকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। সাধ্বীর স্বামীর শাপ মোচন হইল। তৎপরে করুণ নিজরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সাধ্বী শুচিস্মিতা স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত ও শাপ-বিমুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং স্বামিসহ নিজ আশ্রমে গিয়া দধীচ মুনিকে বহু শিষ্য সহ আতিথ্য করাইয়া আহার করাইলেন। এবং তদবধি এক মনে মহাদেবের ও স্বামি-দেবতার সেবায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা উভয়ে শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চিন্তা।

চিন্তা—ইনি মহারাজ চিত্র সেনের কন্যা, মহাত্মা শ্রীবৎস রাজার সাধ্বী পত্নী; ইঁহার সতীত্ব-বলে নির্জ্জীব তরণীও সঞ্চালিত হইয়াছিল। ইনি অতিশয় রূপবতী ও জ্ঞানবতী ছিলেন। দুঃখেও অপরিসীম ধৈর্য্য ও স্বামীতে অচলা ভক্তি ছিল।

একদা দেবলোকে লক্ষ্মী-দেবীর সহিত শনিদেবতার "কে বড়" ইহা লইয়া বিবাদ হয়। তাঁহারা পুণ্যাত্মা শ্রীবৎস রাজাকে মধ্যস্থ মান্য করিয়া মর্ত্ত্যলোকে আসেন। মহাত্মা শ্রীবৎস তাঁহাদের বিবাদ-বিবরণ শ্রবণে বড়ই চিন্তিত হন্ এবং পরদিন আসিতে বলিয়া দেন। তিনি সাধ্বী পত্নী চিন্তাকে এই বিবরণ বলিলে, জ্ঞানবতী চিন্তা অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া বলিলেন, এরূপ

বিবাদ মীমাংসা করা বিষয়টি ভাল নয়, আমি নানা অশুভের কারণই বোধ করিতেছি; যাহাতে আপনাকে ইহা না করিতে হয় তাহাই করুন্।" রাজা বলিলেন, "প্রিয়ে তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু বিচার না করিয়া ত উপায় নাই। যাহা দৈব-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই হইবে।" এই বলিয়া তিনি এক-খানি স্বর্ণনির্ম্মিত ও একটী রৌপ্যনির্ম্মিত আসন রাজসভায় স্থাপিত করিয়া রাখিলেন, তদনন্তর লক্ষ্মী ও শনিদেব ক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্যাসনে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহাদের আসনের গুণানুসারেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করিলেন। তখন শনি-দেব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। একদা রাজা কুকুর কর্ত্তৃক ভুক্ত জলে অজ্ঞাতরূপে স্নান করিয়াছিলেন, তদ-বধি শনিদেব তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ নানাবিধ উৎপাত করিতে লাগিলেন। হঠাৎ অট্টালিকাদি ভগ্ন, অনাবৃষ্টি বজ্রপাত ইত্যাদি বহু অনর্থ হইতে লাগিল। প্রজাকুল নানা-রূপ উৎপাত ও ভূমিকম্পাদিতে পীড়িত হইয়া রাজার নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাজা শ্রীবৎস রাজ্যের ও প্রজার বিপত্তি দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন, আমার প্রতি শনি বিষদৃষ্টি করিতেছেন; আমি রাজা আছি বলিয়াই রাজ্যের এত অনর্থ ও প্রজাবৃন্দের কষ্ট হইতেছে; আমি স্থানান্তরিত হইলে সর্ব্ববিধ উৎপাত দূরীভূত হইবে। ইহা স্থির করিয়া মহারাণী চিন্তাকে কহিলেন, "পতিব্রতে! আমার প্রতি শনির কুদৃষ্টি হওয়ায় রাজ্যের প্রজাবৃন্দের এবং তোমারও বিপত্তি

উপস্থিত হইয়াছে ; এই (কতকগুলি মণিমাণিক্যসংযুক্ত বস্তা) ধনগুলি সহ তুমি তোমার পিত্রালয়ে গিয়া কিছুকাল অবস্থিতি কর। আমি এই দুঃসময়ে অরণ্যে গমন করিব, তৎপরে সুসময় হইলে আবার তোমার সহিত মিলিত হইব। তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর।" সতী চিন্তা স্বামীর কথা শুনিয়া ভীতা ও মহাচিন্তা-কুলিতচিত্তা হইয়া কম্পিত-কলেবরে কহিলেন "রাজন্! আমি কিছুতে আপনাকে ছাড়িয়া পিতৃ-গৃহে যাইব না, এসময় পিত্রালয়ে যাইবার সময় নহে। রমণীগণ পতির চিরসঙ্গিনী ; সুখে, দুঃখে, গৃহে, অরণ্যে সর্ব্বদাই পতির অনুগামিনী হইয়া থাকিবে ; শাস্ত্র-কারগণ পতিসেবাই স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম বলিয়াছেন। আপনি অরণ্যে যাইবেন, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আপনার সেবা করিব। আমি সঙ্গে থাকিলে দুঃখের সময়েও একটু শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। আমি কিছুতেই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। অতএব দুঃখিনীকে সঙ্গে লইয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন্। আপনার সঙ্গে সঙ্গে বনবাসও নগরে বাস হইতে প্রিয়তর।" এই বলিয়া চিন্তা রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা চিন্তার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে চিন্তাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিতে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

যে চিন্তাকে অন্তঃপুরবর্ত্তিনী দাসদাসীগণও সকলে দর্শন করিতে পায় নাই, যিনি চতুর্দ্দোলেও বহিরাঙ্গনে যান নাই, যিনি অসূর্য্যম্পশ্যা, সেই চিন্তা আজ স্বামীর সঙ্গে পদব্রজে রাত্রিযোগে বনগমনে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা (রাজা এবং রাণী)

দুই জন ব্যতীত আর কেহই এ বিষয় জানিতে পারিল না। সঙ্গে বহুমূল্য মণিমুক্তার একটী পুটলাই সম্বল ছিল। বনের কণ্টক অঙ্কুর প্রভৃতি চিন্তাদেবীর পদদ্বয় বিদ্ধ করিতে লাগিল, তথাপি তিনি স্বামীর সহিত গমনে নিবৃত্ত হইলেন না অথবা কিছুই কষ্টানুভব করিলেন না। তাঁহারা অরণ্যের এক স্থানে এক সুবিস্তৃত নদী দেখিলেন, তথায় একটী ক্ষুদ্র জীর্ণতরী সহ এক কর্ণধার ছিল; সে বলিল, "আমার নৌকায় একজন ব্যতীত দুইজন যাইতে পারিবেন না" তখন তাঁহারা প্রথমে মুক্তার বস্তাটী নৌকায় তুলিয়া দিলেন; পশ্চাৎ উভয়ে পার হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন হঠাৎ মায়ানদী ও নৌকা অন্তর্হিত হইল। রাজা সবই শনির চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন। রাণী তখন ধনশোকাতুর রাজাকে প্রবোধ দিয়া সুস্থির করিলেন। ক্রমে তাঁহারা চিত্রধ্বজ বনে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিলেন। রাণী বন্য ফল মুল দ্বারা রাজার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অরণ্যেও নিয়মমত ইষ্টপূজাদি সম্পাদন করিতেন। কোন দিন শুধু কয়টী বদরী কোন দিন বা কেবল বিল্বাদি আহার করিয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন রাজা ভাবিলেন "মৎস্য পোড়া" আহার করিলে শনির কুদৃষ্টি দূর হয়, তখন ধীবরগণের নিকট হইতে একটী শকুল মৎস্য লইয়া রাণীকে পোড়াইতে দিলেন। পতিব্রতা চিন্তা ভাবিতে লাগিলেন, হায়! যিনি ক্ষীর, ছানা, নবনীত ও দেবভোগেও পরিতৃপ্ত হইতেন না, আজ তাঁহাকে মৎস্য পোড়া দিতে হইবে। যাহা হউক, যদি শনির প্রতীকার

হয়, এই ভাবিয়া মৎস্যটী পুড়িয়া লইয়া ধৌত করিতে সরোবরে গেলেন, তখন ঐ পোড়া মৎস্যটী জীবন্ত হইয়া জলে চলিয়া গেল। রাণী চিন্তা মহা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, হায় বিধাতার কি অদ্ভুত কার্য্য! পোড়া মৎস্য জীবিত হইল, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? রাজাই বা কি বলিবেন? তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় আকুল আছেন; এই ভাবিয়া রাণী রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা রাণীর মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন "প্রিয়ে! ইহা আর কি আশ্চর্য্য? বিধাতার রাজ্যে অনেক অনেক অদ্ভুত কার্য্যই হইয়া থাকে। আমরা রাজা রাণী আজ বনবাসী হইয়াছি; ইহাই বা কম আশ্চর্য্য কি? আমরা ত কোনও পাপাচরণ করি নাই। তখন আকাশবাণী হইল; শ্রীগোবিন্দ কহিলেন—

"যত দিন রাজা তুমি থাকিবে কাননে।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে।"

তাঁহারা আকাশবাণী শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। আবার শনিদেব আকাশে থাকিয়া বলিলেন—

"করিয়াছি রাজ্যনাশ, অপর অরণ্যবাস,
শেষে এই স্ত্রীভেদ করিব।"

রাজা ও রাণী এইরূপ বিভিন্নরূপ দৈববাণী শুনিয়া যুগপৎ সুখে ও দুঃখে আপ্লুত হইলেন। ক্রমে তাঁহারা বহু স্থান ঘুরিয়া একদা ভাবিলেন, এ দীনাবস্থায় কোনও নগরে যাওয়া উচিত নহে। নগরে দরিদ্রের আদর নাই, সকলেই অবজ্ঞা করে; এই

ভাবিয়া অরণ্যবাসী একদল কাঠুরিয়ার সহিত মিলিত হইলেন। কাঠুরিয়াগণ সমাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিল। রাজাও তাহাদের সঙ্গে কাষ্ঠ চয়ন করিতে লাগিলেন। রাজা চন্দনসার কাষ্ঠ অল্প পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য কাঠুরিয়াগণ অপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে অর্থলাভ করিতে লাগিলেন। একদা রাণী চিন্তা স্বহস্তে পাক করিয়া সমস্ত কাঠুরিয়াগণকে আহার করাইলেন। তিনি লক্ষ্মীর অংশস্বরূপিণী পরমসাধ্বী, তাঁহার রন্ধন সুধার সমান। কাঠুরিয়াগণ তাহা আহার করিয়া জন্ম সার্থক মনে করিল, তাই কবি লিখিয়াছেন—

"সুধাসম অন্ন পাক খেয়ে সর্ব্বজন
ধন্য ধন্য ধ্বনি হ'ল কাঠুরে ভবন।"

তদনন্তর একদা কাঠুরিয়াদিগের ঘাটে এক সওদাগরের তরী আটক হইল, তখন শনিদেব গণকবেশে সওদাগরকে কহিলেন, তুমি যদি কাঠুরিয়া মেয়েদের মধ্যে যে একজন পতিব্রতা আছে, তাহা দ্বারা নৌকা স্পর্শ করাইতে পার, তবে তোমার তরী চলিবে। সওদাগর ক্রমে ক্রমে সমস্ত কাঠুরিয়া-বধুগণকে তরী স্পর্শ করাইল, কিন্তু কিছুতেই তরী সঞ্চালিত হইল না। তৎপরে বণিক্ জানিতে পারিল, একজন মাত্র নারী আসেন নাই। তখন সে কাঠুরিয়া-ভবনে যাইয়া বহুতর স্তব স্তুতি করিয়া সেই সতীর চরণে গললগ্নীকৃতবাসে পতিত হইল। দেবী চিন্তা প্রথমতঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যাইবেন না, ইহাই স্থির করিলেন, তৎপর দৈবক্রমে তাঁহার মনের গতি অন্যরূপ হইল। তিনি

ভাবিলেন, শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করাই পরম ধর্ম্ম; এই ভাবিয়া সওদাগরের তরী স্পর্শ করিলেন, অমনি তরী ভাসমান হইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু কৃতঘ্নগণ উপকারীর প্রায়ই অপকার করিয়া থাকে। সেই মহাপাপী সওদাগর ভবিষ্যতেও তরী বদ্ধ হইবে না এই ভাবিয়া চিন্তাদেবীকে তরীতে উঠাইয়া লইল। তখন সাধ্বী চিন্তা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই পাষণ্ডের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া চিন্তাদেবী আপনার স্বরূপের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া ভাবিলেন "রূপই স্ত্রীলোকের শত্রু। যাহার রূপ নাই, তাহার লোকভয় নাই।" এই ভাবিয়া তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করত সূর্য্য হইতে জরাযুক্ত গলিত ধবল ঘৃণিত রূপ গ্রহণ করিয়া আপনার নিরুপম রূপ সূর্য্যদেবকে দিয়া বলিলেন—যখন আমার আবশ্যক হইবে, তখন আমাকে আমার নিজের রূপ দান করিবেন; এক্ষণে আমার কুরূপই মঙ্গলজনক। এদিকে মহাতেজা শ্রীবৎস ভবনে আসিয়া চিন্তাকে দেখিতে না পাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিগণ তাঁহাকে সওদাগরের তরী মোচন ও দুষ্ট সওদাগর কর্ত্তৃক চিন্তাহরণ বৃত্তান্ত অবগত করাইল। রাজা এ সমস্তই শনির কার্য্য ভাবিয়া সন্তপ্ত-হৃদয়ে চিন্তার অন্বেষণে বনান্তরে গমন করিলেন। তদনন্তর রাজা গোমাতা সুরভীর চিত্তানন্দ-নামক আশ্রমে উপস্থিত হইলে, গোমাতা তাঁহাকে আশ্বাসবাক্য-দানে বলিলেন "এখানে শনির কোপ প্রবেশ করিতে পারিবে না, দুঃসময় অতীত হইলেই, পরে তুমি তোমার সাধ্বী পত্নী চিন্তা ও

রাজত্ব পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে, অতএব তুমি কিছু কাল এখানে নির্ভয়ে অবস্থান কর।”

রাজা শ্রীবৎস নির্ভয়ে ঐ আশ্রমেই কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং গোমাতা সুরভীর দুগ্ধ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করত তাঁহার ক্ষরিত পতিত দুগ্ধ দ্বারা সিক্ত মৃত্তিকা লইয়া তাল বেতালকে স্মরণ পূর্ব্বক যুগ্ম স্বর্ণপাটসমূহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বহু সহস্র পাট প্রস্তুতপূর্ব্বক সেগুলি বন্দরে বিক্রয়ের জন্য এক সওদাগরের নৌকা আহ্বান করিলেন। দৈবনিবন্ধনবশতঃ “চিন্তা” হরণকারী সেই পাপিষ্ঠ সওদাগরই রাজাকে স্বর্ণপাটসহ তদীয় নৌকায় উত্তোলন করিল। তখন ঐ দুষ্ট বণিক্ ভাবিল, এ বেটাকে যদি মারিয়া ফেলি তবে এই সব বহুমূল্য স্বর্ণরাশি নিরাপদে আমিই ভোগ করিতে পারিব। এইরূপ কুবুদ্ধি করিয়া রাজাকে বন্ধন করত নৌকা হইতে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিল। রাজা ঐ সময়ে সিদ্ধ তাল বেতাল ও স্বীয় পত্নী চিন্তাকে স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। চিন্তাদেবী ঐ তরীরই অন্য প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিলেন, তিনি রাজার বিপদ দেখিয়া একটী বালিশ জলে নিক্ষেপ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিধাতার নিকট স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এদিকে তালবেতাল কেহ রাজাকে ভেলা হইয়া রক্ষা করিল এবং অন্যে রাজার সুখনিদ্রা জন্মাইয়া সমুদ্র-তরঙ্গে নির্ভর করিল। এইরূপে রাজা বালিশ উপাদানে ভেলায় শুইয়া ক্রমে ক্রমে ভাসিয়া ভাসিয়া সুবাহুরাজার দেশে রম্ভাবতী মালিনীর ঘাটে

উপস্থিত হইলে, মালিনী রাজাকে পরম যত্ন করিয়া তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া সৎকার করিতে লাগিল। রাজা সেখানে কায়মনে দেবদেব নারায়ণের পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে সুবাহু রাজার কন্যা শ্রীবৎসকে পতি পাইবার জন্য দেবী ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। রাজা সুবাহুর কন্যা ভদ্রাবতীর স্বয়ম্বরে পৃথিবীর সুবিখ্যাত রাজগণ উপস্থিত হইলে, মহারাজ শ্রীবৎসও দীনবেশে বৃক্ষমূলে থাকিয়া স্বয়ম্বর দর্শন করিতে লাগি-লেন। কন্যা সভায় আসিয়া চিরবাঞ্ছিত হৃদয়নিধিকে না পাইয়া মহাচিন্তাকুলা হইলেন। তখন দৈববাণী হইল—

"কদম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর,
যার জন্যে কৈলা তপ দ্বাদশ বৎসর।"

ভদ্রাবতী দৈববাণী শ্রবণ করিয়া কদম্ববৃক্ষমূলে যাইয়া নৃপতি শ্রীবৎসকে প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিয়া চন্দন ও বরমাল্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কন্যা বৃক্ষমূলে সামান্যবেশ ইতর লোককে বরণ করিলে সভাসদ্ সকলেই উপহাস করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা সুবাহুও কন্যার নিন্দিত নীচজনোচিত কার্য্যে কন্যাকে বহু ভর্ৎসনা করিয়া তাহার আর মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং কন্যা ও জামাতাকে বহিরা-ঙ্গনে নীচজনোচিত স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। মহা-রাজ সুবাহু ও তৎপত্নী বহু বিলাপ-পরিতাপ করিলেন এবং কুলে কলঙ্ক হইল, আমাদের সাধে বাদ পড়িল, কন্যা অধঃপাতে গেল ইত্যাদি ভাবিয়া তাঁহারা ম্রিয়মাণ হইলেন। একদা ভদ্রাবতী

তাঁহার মাকে কহিয়া ক্ষীরোদসাগরতীরে শ্রীবৎসকে তরী পরীক্ষা ও কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীবৎস তাঁহার বাঞ্ছিত কাজ পাইয়া বণিক্‌দের তরী ও জিনিষাৎ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা সেই পাপিষ্ঠ বণিকের তরী দর্শনে রাজা শ্রীবৎস তাহার নৌকা আটক করিয়া জিনিষ পরীক্ষা করিলেন, এবং যত ধন ছিল তাহা উঠাইবার আজ্ঞা দিলে, অনুচরগণ সমস্ত ধন ও স্বর্ণপাটরাশি উত্তোলন করিল। তখন সওদাগর সুবাহু রাজাকে জানাইল, "বিনা অপরাধে আপনার লোক আমার দ্রব্য-সম্ভার রাখিয়া দিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আপনার জামাতার আদেশেই এরূপ কার্য্য করিয়াছে, এবিষয়ে আপনি বিচার করিয়া আমার ধন আমাকে দিয়া প্রতিপালন করুন।" রাজা বণিকের বাক্য শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া জামাতাকে ঐ সব ধনরাশি ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। তখন শ্রীবৎস বলিলেন, 'ও বেটা সাধু নহে, ও বেটা চোর; যদি ঐ স্বর্ণপাটের জোড়াগুলি দুই ভাগ করিতে পারে, তবে জানিবেন এই সব তাহারই ধন, আর যদি না পারে, তবে অবশ্যই পরের ধন হরণ করিয়া আনিয়াছে বুঝিতে হইবে।' সওদাগর তখন আদিষ্ট হইয়া, কুঠার আনিয়া স্বর্ণপাটগুলিকে বিভাগ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও খুলিতে পারিল না। তখন মহাত্মা শ্রীবৎস বলিলেন, সভ্যমণ্ডলিন্! আপনারা দেখিলেন, সওদাগর তাহার পাটগুলি খুলিতে পারে নাই, আমি অক্লেশে খুলিতেছি দেখুন; এই বলিয়া তিনি তালবেতালকে স্মরণ করিয়া অনায়াসে সমস্ত স্বর্ণপাট খুলিয়া ফেলিলেন। তখন সুবাহু-

সভাস্থ নৃপবৃন্দ শ্রীবৎসকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "আপনি কে পরিচয় দিন্। আপনি কোন দেবতা, কি কোন গন্ধর্ব্ব; মায়াবেশে এখানে ভদ্রাবতীকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ছলনা করিতেছেন। বুঝিলাম, উত্তমের সহিত নীচের সম্মিলন হয় না। ভদ্রাবতী যেমন পুণ্যবতী, তেমনি আপনিও তাহার উপযুক্ত দেবতা হইবেন।" তখন শ্রীবৎস নিজের পরিচয় এবং শনির কুদৃষ্টিতে যে সব দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহা বলিলেন এবং এই দুষ্ট বণিকের নৌকায় তাঁহার স্ত্রী পরমসাধ্বী চিন্তাও আবদ্ধা আছে, তাহাও বলিলেন। তখন মহারাজ সুবাহু যোড়হস্তে বহু স্তুতি মিনতি করিয়া বলিলেন, "হে প্রাগ্‌দেশাধিপতে! মহাত্মন্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্। আজ আমার জীবন সার্থক। আজ আমার কন্যা ভদ্রাবতী কুল পবিত্র করিয়াছে; পূর্ব্ব জন্মে বহু পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই আজ আপনার সহিত এ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।" শ্রীবৎস বলিলেন, "আমি আপনার জামাতা, আমাকে এরূপ বলা আপনার উচিত নহে। চিন্তাদেবী তরীতে আছেন, ত্বরায় তাহাকে আনয়ন করুন্।" রাজা সুবাহু বহুলোক ও চতুর্দ্দোল সহকারে চিন্তাদেবীকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, "মা, তোমার দুঃখ দূর হইয়াছে, দুষ্ট সওদাগর বদ্ধ হইয়াছে, তোমার স্বামী শ্রীবৎস এদেশের রাজা হইয়াছেন, তুমি দোলায় উঠিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। আর দেবি! তোমার শরীর জরাযুক্ত কেন, তুমি ত রূপে অতুলনীয়া, তোমার সে রূপ কোথায়?

সাধ্বী চিন্তা বলিলেন,"স্বামী-দর্শনে আমার চতুর্দ্দোলে যাইতে হইবে না। আমি পদব্রজেই যাইতেছি। আমাকে দুষ্ট সওদাগর নৌকায় তুলিয়া আনিলে আমি সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিয়া আমার সুন্দর রূপ দিয়া এই কুরূপ গ্রহণ করিয়াছি। যখন আবশ্যক হইবে, আমি পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিব।" রাণী চিন্তা এই বলিয়া পদব্রজে স্বামীর সন্নিকটে গিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কুরূপের বিনিময়ে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বামীর সহিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন উভয়ে পরস্পর প্রেমাবেশে বহুকালের দুঃখ বলিতে বলিতে যুগপৎ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপর রাত্রিতে শয়ন ও পরস্পর বদন-চুম্বন দ্বারা অপূর্ব্ব শান্তিলাভ করিলেন।

তদনন্তর সুবাহুরাজা শ্রীবৎসকে তথায় রাজত্ব করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শ্রীবৎস কিছুতেই তথায় থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন সুবাহুরাজ স্বীয় কন্যা ভদ্রাবতী সহ বহুরত্ন ও দাসদাসীকে দিয়া জামাতাকে বিদায় করিলেন। শ্রীবৎস, চিন্তা ও ভদ্রাবতীকে লইয়া নিজ নগরে রথারোহণে গমন করিলেন। তখন শনিদেবও আকাশে থাকিয়া রাজা শ্রীবৎসকে বলিলেন,"আমি তোমায় অনেক ক্লেশ দিয়াছি; কিন্তু তুমি বা তোমার স্ত্রী কষ্টে পড়িয়াও তোমরা উভয়ে ধর্ম্মকে ভুল নাই; সেই ধৈর্য্যগুণে ও চিন্তার সতীত্ব-মাহাত্ম্যে আজ হইতে তোমাদের প্রতি কুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিলাম। যাহারা তোমাদের নাম স্মরণ করিবে, তাহাদের প্রতিও আমার শুভদৃষ্টি থাকিবে। তোমরা আপন আলয়ে গিয়া স্বীয় রাজত্ব ভোগ

ও আমার অর্চ্চনা করিবে ; ইহাতে আর আমা হইতে তোমাদের কোনও ভয় থাকিবে না।" তৎপরে রাজা দক্ষিণসমুদ্রপার হইতে ক্রমে ক্রমে বহু দেশ ও নগর অতিক্রম করিয়া দুই রাণী সহ স্বীয় রাজ্যে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বের অমাত্যবর্গ ও প্রজাগণ রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হইল। রাজা শ্রীবৎস এইরূপে সাধ্বীপত্নীদ্বয়সহ বহু বৎসর রাজত্ব করিলেন। উভয় নারীর গর্ভে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। রাজা শ্রীবৎস রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু যজ্ঞ ও বহু পুণ্যকার্য্য করিয়া পরমসাধ্বী নারী চিন্তার সহিত অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

বিদুলা।

বিদুলা—ইনি অতি বিদুষী, বুদ্ধিমতী, দীর্ঘদর্শিনী, যশস্বিনী রাজনন্দিনী। যে পুত্রের জন্য ইনি স্বামীর সহগামিনী হন নাই, সেই পুত্রকেই যুদ্ধে মৃত হইতে বার বার আদেশ করিয়াছিলেন। ইনি প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্মজ্ঞা, দান্তা, কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাবা, রাজ-নীতি-বিশারদা, সুপ্রসিদ্ধা এবং শাস্ত্রজ্ঞা ছিলেন।

মহারাণী বিদুলা আপন গর্ভজাত পুত্রকে সিন্ধুরাজকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া উদ্যম-শূন্য বিষণ্ণচিত্তে শয়ান থাকিতে দেখিয়া, এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন "হে পুত্র তুমি আমার নন্দন নহ, তুমি শত্রুনন্দন, আমার গর্ভে তোমার জন্ম হয় নাই, এবং

আমার স্বামী তোমার পিতাও নহে, তুমি কুলের কণ্টকস্বরূপ হইয়া কোথা হইতে আসিয়াছ বুঝিতে পারি না। তোমার না আছে সংরম্ভ, না আছে পুরুষকার; তোমার আকার, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি সকলই ক্লীবের ন্যায়; তোমাকে পুরুষ বলিয়া গণনা করাই অবিধেয়; তুমি চিরকালের নিমিত্ত নিরাশ হইয়া বসিয়াছ; রে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি কল্যাণের কামনা থাকে, তবে এখনও পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন কর; অল্পদ্বারা পরিতৃপ্ত রাখিয়া অপরিমেয় আত্মাকে অনর্থক অবমানিত করিও না। নির্ভীক হও, উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা চিত্তকে দৃঢ়তর করিয়া শঙ্কাপহৃত হও। রে কাপুরুষ! পরাজিত মানশূন্য এবং বন্ধুবর্গের শোকপ্রদ হইয়া অখিল অরাতিদলের আনন্দ বর্দ্ধন করত এইরূপে হতভাগ্যের ন্যায় শয়ন করিয়া থাকিও না, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র নিম্নগা সকল যেমন অল্পজলেই পরিপূর্ণা হয়, এবং মূষিকের অঞ্জলি যেমন অল্পদ্রব্যেই পূর্ণ হইয়া উঠে, সেইরূপ কাপুরুষেরাও অত্যল্প মাত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ায় সহজেই সন্তুষ্ট হইতে থাকে। রে কুলাঙ্গার! বরং কুপিত বিষধরের দন্তোৎপাটন করিয়া নিহত হও, তথাপি কুক্কুরের ন্যায় নীচভাবে নিধনপ্রাপ্ত হইও না। জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াও বিক্রম প্রকাশ কর। গগনচারী শ্যেনপক্ষী যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে বিপক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে, তুমিও সেইরূপ অকুতোভয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, আক্রোশপ্রকাশ, অথবা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করত শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ কর। রে ক্লীব! তুমি বজ্রাহত মৃতের ন্যায় এরূপ জড়-

ভাবে শয়ান রহিলে কেন? শীঘ্র উত্থিত হও। শক্র-বিনির্জ্জিত হইয়া এক্ষণে শয়ান থাকিবার সময় নহে। দীনভাব অবলম্বন করিয়া লোকের স্মৃতিপথ হইতে অপনীত হইও না। স্বকীয় পুরুষকার-দ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হও। সামদানাদি উপায়সমূহের তারতম্য অনুসারে পণ্ডিতেরা যে উত্তম মধ্যমাদি অবস্থার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মধ্যম, জঘন্য বা অধমব্যবহারে নিবিষ্ট না হইয়া তুমি তেজস্বি-সমুচিত দণ্ডরূপ উৎকৃষ্ট উপায় আশ্রয় করত উত্তম শ্রেণীর উপযুক্ত হও। অরে ভীরো! অনল-সংলগ্ন তিন্দুক কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্তমাত্রও প্রজ্বলিত হইয়া উঠ, বৃথা জীবনার্থী হইয়া জ্বালা-শূন্য তুষাগ্নির ন্যায় অবসাদ-ধূমে আচ্ছন্ন থাকিও না। চিরকাল প্রধূমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্ত্তকাল জ্বলিত হওয়াও শতগুণে শ্রেষ্ঠ। আমার মত এই যে, কোন রাজার গৃহে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা অত্যন্ত মৃদুস্বভাব পুত্র যেন জন্মগ্রহণ না করে। রণ-কোবিদ বীর-পুরুষ সম্মুখ সংগ্রামে গমন করিয়া মানবসাধ্য যাবতীয় উত্তম কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অঋণী হন্। কোন প্রকারে আত্মাকে বিগর্হিত করেন না। সুতরাং তিনি অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারুন বা না পারুন কদাচ শোকাকুল হন না, বরং প্রাণের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া অনন্তর কর্ত্তব্য কার্য্যের আরম্ভ করিয়া থাকেন। অতএব হে পুত্র! তুমি হয় বাহুবীর্য্য প্রকাশ কর, না হয় নিত্য সিদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হও; ধর্ম্মকে পশ্চাৎ করিয়া অনর্থক জীবন বহনের

প্রয়োজন কি? রে ক্লীব! তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত, অগ্নিহোত্র তপস্যা, সত্য, বেদানুশাসন, আতিথ্য ও বৈশ্বদেবাদি ক্রিয়া, আর বাপীকূপতড়াগাদি খনন, দেবমন্দিরাদিপ্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও আরামাদি নির্ম্মাণ ও যাবতীয় কীর্ত্তিকলাপ সকলই বিলুপ্ত হইল এবং ভোগ-সুখের মূল একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, অতএব এরূপ অসার হইয়া জীবিত থাকিবার ফল কি? যদি একান্ত নিমগ্ন বা পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে বীরপুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, শত্রুর জঙ্ঘাদেশ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়াই সেইরূপ হয়। একেবারে ছিন্নমূল হইলেও, নিরতিশয় বিষাদযুক্ত ও ভগ্নোদ্যম হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে।

অতএব হে অবোধ পুত্র! সৎকুলসম্ভূত মহাপাল ঘোট-কেরা যেরূপ উদ্যমসহকারে যুগদণ্ড আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাই স্মরণ করিয়া সমুচিত পরাক্রম ও মান প্রকাশ কর এবং কোন্ কর্ম্মদ্বারা আপনার পুরুষকার প্রকটিত হয়, তাহা অবগত হও। তোমার নিমিত্ত যে কুল নিমগ্নপ্রায় হইয়াছে, তুমি আপনিই তাহা উদ্ধারার্থ যত্ন কর। লোকে যাহার অনুষ্ঠিত কোন অদ্ভুত মহৎ কর্ম্মের জল্পনা না করে, সে কেবল লোক-সংখ্যার বর্দ্ধক মাত্র; তাহাকে না স্ত্রী, না পুরুষ কিছুই বলা যায় না, ক্লীবের মধ্যেই গণনা করিতে হয়। দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা বা অর্থলাভবিষয়ে যাহার যশোবৃত্তান্ত সংকীর্ত্তিত না হয়, সে মাতার বিষ্ঠামাত্র, কদাপিও পুত্রপদের বাচ্য নহে।

যে মহীয়ান্ মানব শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, ধনসম্পত্তি, বিক্রম ও অন্যান্য বিষয়ে পুরুষকার দ্বারা সকলকে অতিক্রম করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ। রে মুর্খ! রে নির্লজ্জ!! অসমীক্ষ্যকারী কাপালিকের ন্যায় কাপুরুষোচিত ঘৃণার্হ, অযশস্কর, দুঃখাবহ ভিক্ষাবৃত্তির অন্বেষণ করিও না। লোকের অবজ্ঞাভাজন, অশন-বসন-বিবর্জ্জিত যে দুর্ব্বল পুরুষকে দেখিয়া শত্রুদলের আনন্দ বৃদ্ধি হয়, এতাদৃশ লজ্জাকর, ধনহীন, অল্পপ্রাণ, ক্ষুদ্রস্বভাব বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া, বান্ধবগণ কদাচ সুখী হইতে পারে না। হা স্বস্থানভ্রষ্ট! রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত! সর্ব্বপ্রকার-বিভব-ভাব-বঞ্চিত! নবরস-বিবর্জ্জিত! তোর জন্যই আমাদিগকে নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া জীবিকাভাবেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। রে সঞ্জয়! রে সাধু-জন-সমাজে অসদৃশব্যবহারিন্! বংশধ্বংস-কারিন্! কুলপাংশুল! তোমাকে উৎপন্ন করিয়াই পুত্ররূপী সাক্ষাৎ কলির জননী হইয়াছি। আমার মত আর কোনও সীমন্তিনী যেন ঈদৃশ অমর্যশূন্য, নিরুৎসাহ, নির্ব্বীর্য্য শত্রুনন্দন কুলনন্দনকে গর্ভে ধারণ না করে।

রে হতভাগ্য! নিরুদ্যম ধূমে আচ্ছন্ন না থাকিয়া প্রচণ্ড উৎসাহানলে সমধিক প্রজ্বলিত হও। সম্যক্‌রূপ আক্রমণ-পূর্ব্বক শত্রুসংহার কর; মুহূর্ত্তকালের নিমিত্তও অরাতিগণের মস্তকোপরি জ্বলিয়া উঠ। অমর্ষ ও অক্ষমাযুক্ত হওয়াই যথার্থ পুরুষের কার্য্য, যে ব্যক্তি নিয়ত ক্ষমাশীল ও অমর্ষশূন্য থাকে, সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে। তাহাকে একটা নপুংসক বলি-

লেই হয়। সন্তোষ, দয়া, অনুদ্যম ও ভয় ইহারা লক্ষ্মী-বিনাশের নিদানভূত। নিরীহ ব্যক্তি রাজ্যাদি মহৎফললাভে কখনই সমর্থ হয় না। অতএব হে পুত্রক! পরাভব-সাধন উক্তরূপ দোষসমূহ হইতে আত্মাকে সর্ব্বপ্রযত্নে বিমুক্ত কর। হৃদয়কে লৌহ-নির্ম্মিতের ন্যায় দৃঢ় করিয়া স্বকীয় সম্পত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও; বিবেচনা করিয়া দেখ, পুর-বিষহণে অর্থাৎ রাজকার্য্য ও প্রজাপালনাদি গুরুতর ভারধারণে শক্ত হয় বলিয়াই লোকে 'পুরুষ' নামে উক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং যে ব্যক্তি স্ত্রী বদ্ব্যবহার করত ইহলোকে জীবিত থাকে, তাহাকে ব্যর্থ-নামা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করাই বিধেয়। সিংহের ন্যায় প্রবল-প্রতাপ-বিস্তারকারী মহোন্নতচিত্ত শূর-বীর নরপতি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেও, তদীয় সুশাসিত অধিকারস্থ প্রজাগণ সুখ-সম্ভোগে হৃষ্ট থাকিতে পারে। যে সুবিচক্ষণ প্রজারঞ্জন মহীপতি আপনার প্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া রাজলক্ষ্মীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। তিনি অচিরেই অমাত্য-বন্ধুবান্ধব গণের হর্ষোৎপাদন করেন।" পুত্র কহিলেন, "তুমি যদি আমাকেই দেখিতে না পাও, তাহা হইলে তোমার এই সমগ্র ভূমণ্ডল, আভরণ, ভোগসুখ বা জীবিতেরই আর প্রয়োজন কি?" মাতা কহিলেন "আমি রাজ্য বা আভরণাদির লোভেই তোমাকে এইরূপ উত্তেজনা করিতেছি, এমত নহে; কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে, অনাদৃত নিকৃষ্ট লোকেরা যে লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমাদিগের শত্রুরা সেই লোক প্রাপ্ত

হউক। আর আদৃতাত্মা মহীয়ান্ মানব-গণ যে লোক প্রাপ্ত হন্, আমাদের সুহৃদ্‌বর্গ সেই লোক প্রাপ্ত হউন। হে তাত! ভৃত্যগণ-পরিবর্জ্জিত পরপিণ্ডোপজীবী ম্লানসত্ব দীনহীন কাপুরুষগণের সমুচিত জঘন্যবৃত্তির অনুকরণ করিও না। সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ যেমন জলধরের অম্বুজীবী হয়, এবং অমরগণ যেমন শতক্রতুর অনুবর্ত্তন করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণবর্গ ও সুহৃদ্‌বৃন্দ তোমার উপরে জীবিকানির্ব্বাহ করুন্। হে সঞ্জয়! সুপক্ক-ফলনিচয়পরিকীর্ণ কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া, বিহঙ্গেরা যেমন জীবন ধারণ করে, সেইরূপ অখিল প্রাণিবর্গ যে ভাগ্যধর পুরুষের আশ্রয়ে আপন আপন জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহার জীবনই সার্থক। বাসবের বাহুবীর্য্যসংবর্দ্ধিত সুরগণের ন্যায় বান্ধবেরা যে মহাবীরপুরুষের দুর্দ্দণ্ডপ্রতাপসহকারে সুখৈশ্বর্য্যে পরিবর্ত্তিত হন্। তাঁহার জীবনই সার্থক। যে ভাগ্য-বান্ মানব, স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক সামুন্নত জীবন-ভার বহন করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তিলাভ করিয়া পরকালেও কল্যাণময়ী পরমাগতি প্রাপ্ত হন্। হে পুত্র! যদি ঈদৃশী দুরবস্থার সময়ে পৌরুষ পরিহারের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি অচিরেই হীনজন-সেবিত অতি নীচমার্গে বিচরণ করিবে, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি অসার জীবনাকাঙ্ক্ষায় যথাশক্তি বিক্রম প্রকাশ দ্বারা তেজঃ প্রদর্শন না করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে চৌর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। হা! মুমূর্ষু-সন্নিধানে ঔষধের ন্যায়! যথার্থ

স্বর্থ-সম্বলিত যুক্তিসঙ্গত গুণ ভূয়িষ্ঠ সুভাষিত বাক্য সমস্তও তোমার উপর বলপ্রকাশ করিতে অসমর্থ হইতেছে। দেখ, সিন্ধুরাজের সহায়রূপে বিস্তর লোক আছে, কিন্তু তোমার প্রতি কেহই অনুরক্ত নহে, সকলেই অসন্তুষ্ট রহিয়াছে; দুর্ব্বলতা হেতু, বিশেষতঃ উপায়-পরিজ্ঞান-বিহনে তাহারা আত্ম-বিমোচনে অসমর্থ হইয়া কেবল স্বামীর ব্যসনসমূহমাত্র প্রতীক্ষা করিতেছে; তদ্ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি স্পষ্টরূপেই তাহার শত্রুতাচরণ করে, তাহারাও তোমার পৌরুষ দেখিলে যত্নসহকারে আপন আপন পক্ষ হইতে সহায়-সম্পত্তির বৃদ্ধি করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতিকূলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব সেই সকল লোকের সহিত মিলিত হইয়া কাল সমুচিত শত্রুব্যসনে আকাঙ্ক্ষা করতঃ গিরিদুর্গালয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। সিন্ধুরাজকে অজর কি অমর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিও না। হে পুত্র! তুমি নামে সঞ্জয়, কিন্তু সঞ্জয়ের কার্য্য কিছুই তোমায় দেখিতে পাই না। এইজন্যই বলিতেছি, ব্যর্থনামা না হইয়া স্বীয় নামের স্বার্থকতা সম্পাদন কর এবং তদ্দ্বারা আমার সন্তানেরও উপযুক্ত হও। তোমার বাল্যাবস্থায় একজন সম্যগ্দর্শী মহাপ্রাজ্ঞ লাক্ষণিক ব্রাহ্মণ তোমাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই ব্যক্তি প্রথমে মহাকষ্টে পতিত হইয়াও পরিশেষে প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করিবে।" তাহার সেই যথার্থ বাক্য স্মরণ করিয়া তোমার বিজয়ের সম্পূর্ণ আশা করিতেছি এবং সেইজন্যই তোমাকে এরূপ আগ্রহসহকারে উত্তেজিত করিতেছি। পরেও বারংবার উত্তেজিত করিব।

যেহেতু, আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, যে ব্যক্তি স্বয়ং যথার্থ নীতি অনুসারে কার্য্য করে এবং অন্যান্য লোকেরও যাহার অর্থসিদ্ধি বিষয়ে আপ্যায়িত হইয়া সাহায্য করে, তাহার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! "এতদ্দ্বারা আমার পূর্ব্বসঞ্চিত বিষয়ের উপচয়ই হউক বা ক্ষয়ই হউক, কিছুতেই আমি নিবৃত্ত হইব না।" এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া তুমি যুদ্ধার্থে মনোনিবেশ কর। এককালেই উহার উপসংহার করিও না। শম্বর মুনি কহিয়াছিলেন, "যে অবস্থায় অদ্য গৃহে অন্ন নাই, কল্য কি হইবে, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, তাহার অপেক্ষা পাপীয়সী অবস্থা আর মানবের হইতে পারে না।" এমন কি, পতিপুত্রবধে যাদৃশ দুঃখ হওয়া সম্ভব, তদপেক্ষাও তিনি উক্ত দুঃখকে গুরুতর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ দারিদ্র্য দুঃখ মরণের একটি নামান্তরমাত্র। দেখ, আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণানন্তর এক হ্রদ হইতে যেন অন্য হ্রদে আগতা হইয়া সকলের ঈশ্বরী সর্ব্বকল্যাণবতী এবং স্বামিশুশ্রূষাপরায়ণা হইয়া তাঁহার অতিশয় সমাদরপাত্রী ছিলাম। পূর্ব্বে সুহৃদ্‌বর্গ আমাকে মহামূল্য মাল্য ও অলঙ্কার-নিচয়ে বিভূষিতা, গন্ধানুলিপ্ত-সুমার্জ্জিত-দেহা, উত্তমাম্বরপরিধানা ও পরম হৃষ্টা দৃষ্টি করিয়া এক্ষণে দারুণ দুর্দ্দশান্বিতা দেখিবেন? হে সঞ্জয়! তুমি যখন আমাকে ও তোমার ভার্য্যাকে দীনহীনা, অতিশয় দুর্ব্বল ও ক্ষুধাতুরা দেখিবে, তখন আর তোমার জীবিত থাকিবার ইচ্ছা হইবে না। দাস, দাসী, ভৃত্যবর্গ, আচার্য্য, ঋত্বিক্ পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই জীবিকাবিরহে আমাদিগকে পরিত্যাগ

করিয়া যাইবেন দেখিয়া, তোমার জীবনেরই বা কি প্রয়োজন থাকিবে? তুমি পূর্ব্বে যে শ্লাঘনীয় ও যশস্কর ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে, এক্ষণে যদি তৎসমুদয় দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমারই বা হৃদয়ে শান্তি কোথায়? কোন ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাচ্ঞা করিলে যদি তাঁহাকে "নাই" এই কথাটী বলিতে হয়, তাহা হইলে আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে আমি কি আমার স্বামী "নাই" এই বাক্য কখনই কোন ব্রাহ্মণের প্রতি উক্ত করিই নাই। আমাদিগকেই সকলে আশ্রয় করিত, আমরা আর কোনকালেও কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করি নাই; সুতরাং যদি পরের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বৎস! অপার দুঃখপারাবারে তুমিই আমাদের পারকর্ত্তা হও। প্লবশূন্য-বিপদসাগরে তুমিই প্লবের কার্য্য কর। ইহাতে তোমাকে যদি অস্থানে স্থিতি করিতে হয়, যদি ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া লও। অধিক কি বলিব, আমাদিগের এই মৃতদেহসমূহে জীবসঞ্চার কর। যদি জীবন ধারণের বাসনা না থাকে, তবে সকল শত্রুই তোমার সহনীয় হইতে পারে, নতুবা যদি ঈদৃশী ক্লীববৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক চিরকাল নির্ব্বেদপরায়ণ ও ভগ্নমনা হইয়া থাকিতে হয়, তবে অবিলম্বেই এই পাপ জীবিকা পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি শৌর্য্যশালী হয়, সে মাত্র শত্রুবধ করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। দেখ, পুরন্দর একমাত্র বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া মহেন্দ্র

হইয়াছেন, সমস্ত দেবগণের উপর প্রভুত্বলাভ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত সর্ব্বলোকের ঈশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। উৎসাহসম্পন্ন বীরপুরুষ সময়ে আত্মনাম প্রখ্যাপনপূর্ব্বক সন্নাহযুক্ত রণোন্মুখ শত্রুদিগকে আহ্বান করিয়া স্বকীয় যুদ্ধবিক্রম দ্বারা তাহাদের সেনাগ্রভাগ বিদ্রাবণ অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ প্রধানপুরুষের নিধন-সাধনানন্তর যখন বিপুলতর যশোলাভ করেন, তখনই তাঁহার অপরাপর অরাতিবর্গও ব্যথিত ও ভীতচিত্ত হইয়া আপনা হইতেই অবনতি স্বীকার করে। পরন্তু যাহারা কাপুরুষত্ব অবলম্বন করে, তাহারা অবশ হইয়া আত্মবিসর্জ্জনে সমুদ্যত, রণদক্ষ, শৌর্য্যশালী পুরুষকে সর্ব্বকামসমৃদ্ধি দ্বারা অবশ্যই পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। সাহসসম্পন্ন সাধুপুরুষেরা রাজ্যেরই বিধ্বংস হউক, জীবনেরই সংশয় উপস্থিত হউক, তথাপি শত্রুকে প্রাপ্ত হইলে তাহার শেষ না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকিবার নহেন। অতএব হে সঞ্জয়! কেবল বিক্রম প্রকাশ করিলে স্বর্গদ্বারোপম অথবা অমৃতসদৃশ রাজ্যপদ লব্ধ হইতে পারে। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রজ্বলিত অলাতদণ্ডের ন্যায় শত্রুগণ মধ্যে নিপতিত হও। হে পুত্র! সমরাঙ্গণে বিপক্ষ বিনাশ করিয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। আমি যেন তোমাকে শত্রুগণের শ্রীবর্দ্ধনকারী ও অত্যন্ত কাতর না দেখি। অস্মৎপক্ষীয়েরা শোক করিতে করিতে এবং বিপক্ষেরা আহ্লাদ করিতে করিতে তোমাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তুমি অত্যন্ত দীনভাবে তাহাদের মধ্যগত রহিয়াছ দেখিয়া, আমি যেন দীনহীনার ন্যায় রোদন না

করি। হে পুত্র! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া সৌবীর কন্যাগণের শ্লাঘনীয় ও প্রমোদভাজন হও। অবসন্ন হইয়া সৈন্ধব কন্যাগণের বশগামী হইও না। তাদৃশ রূপগুণসম্পন্ন বিদ্যালঙ্কৃত মহাকুলসম্ভূত লোকবিখ্যাত যশস্বী যুবা যে বৃষভের ন্যায় অন্যের আজ্ঞাবহ হইয়া বিসদৃশ ব্যবহার করে, আমার বিবেচনায় তাহাতে আর মরণে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যদি আমি তোমাকে পরের চাটুকার হইতে অথবা কিঙ্করের ন্যায় গমনাগমন করিতে দেখি, তাহা হইলে আর আমার শান্তি কোথায়? অন্যের পৃষ্ঠচর হয়, এরূপ নরাধম পুরুষ কস্মিন্‌কালেও তোমার এই বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই; অতএব হে বৎস! পরের অনুচর হইয়া তোমার কদাপি জীবনধারণ করা উচিত হয় না। ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ চির-প্রসিদ্ধ পরমধর্ম্ম, তাহা আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি। পৃথিবীমধ্যে কোন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে উৎপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মাভিজ্ঞ হয়, কেবল জীবনমাত্র প্রতীক্ষা করিয়া ভয়প্রযুক্ত শত্রুর নিকট অবনতি স্বীকার করা তাহার কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। উদ্যমই পুরুষকার, অতএব সতত উদ্যমশালীই হইবে। কস্মিন্‌ কালেও অবনত হইবে না। মহামনা বীরপুরুষ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অকুতোভয়ে বিচরণ করিবেন। বরঞ্চ অসন্ধিস্থলে ভগ্ন হইবে, তথাপি কস্মিন্‌কালেও অবনত হইবে না। ধর্ম্মানুরোধে ব্রাহ্মণ-গণ-সন্নিধানে নিত্যকাল অবনত হইবে, নতুবা আর কুত্রাপি নত হইবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, "হে অমর্ষণে! হে মাতঃ অকরুণে! বীরাভি-

মানিনি জননি! বোধ হয় সুকঠোর কৃষ্ণ লৌহের সংঘাত দ্বারা বিধাতা তোমার এই কঠিনতর হৃদয়ের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হায়! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কি বিচিত্র! যাহার অনুরোধে তুমি আমাকে ইতরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সমরের করালকবলে নিক্ষিপ্ত করিতেছ, গর্ভধারিণী জননী হইয়াও যেন পর মাতার ন্যায় এই একমাত্র পুত্রকে ঈদৃশ বচনবাণে আবিদ্ধ করিতেছ। মাতঃ! তোমাকে এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি আমাকেই দেখিতে না পাও, তাহা হইলে তোমার এই সমগ্র ভূমণ্ডলে আভরণ, ভোগসুখ অথবা জীবিতেরই প্রয়োজন কি? ঈদৃশ-বিশিষ্ট পুত্রসঙ্গ রহিত হইলে তোমার জীবন লইয়া আর কি হইবে?" মাতা বিদুলা কহিলেন, "সঞ্জয়! বিচক্ষণ মানবগণের সকল কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও অর্থের নিমিত্ত আবদ্ধ হইয়া থাকে। আমি সেই ধর্ম্ম ও অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তোমাকে যুদ্ধার্থে নিয়োজিত করিতেছি। দেখ, তোমার পরাক্রম প্রদর্শন করিবার এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এই সময়ে যদি তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে লোকসমাজে অসম্মানিত হইয়া আমার অতিমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে। তোমার আর অর্থসম্পত্তি বা খ্যাতিপ্রতিপত্তিলাভের সম্ভাবনা থাকিবে না। তোমাকে অপযশগ্রস্ত হইতে দেখিয়াও আমি যদি স্নেহপ্রযুক্ত তাহার নিবারণার্থ কোন কথা না বলি, তাহা হইলে আর কোন ক্রমেই যুক্তিসম্মত যথার্থ স্নেহের কার্য্য করা হয় না। তাদৃশ বাৎসল্যকে পণ্ডিতেরা সামর্থ্যশূন্য অহেতুক

গর্দ্দভীবাৎসল্য বলিয়া থাকেন। অতএব হে সঞ্জয়! মূর্খজনের অবলম্বিত সাধুজন-বিগর্হিত অসৎপথ পরিত্যাগ কর। দেখ, এই জগতীতলে মহতী অবিদ্যা প্রায় বিরাজ করিতেছে এবং অনেকে তাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, ঐ অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যদি তুমি সদাচারী হও, তাহা হইলেই আমার প্রিয় হইবে। ধর্ম্মার্থগুণযুক্ত, দৈব-মানুষ-কর্ম্মোপেত, সাধুগণ-সমাচরিত একমাত্র সদ্বৃত্ত ব্যতীত তুমি আর কিছুতেই আমার প্রিয় হইতে পারিবে না। যিনি উক্তরূপ সদ্বৃত্তসম্পন্ন সুবিনীত পুত্র-পৌত্রাদির প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন, তাঁহার প্রীতিই যথার্থ প্রীতি। নতুবা যে ব্যক্তি অনুদ্যমশালী দুর্বিনীত মন্দবুদ্ধি তনয়ের প্রতি প্রীতি করে, তাহার সম্ভাষণের ফলেই এককালে ব্যর্থ হইয়া যায়। মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, প্রত্যুত নিন্দনীয় নিকৃষ্টকর্ম্মকরণে সাতিশয় আগ্রহান্বিত পুরুষাধমেরা না ইহকালে না পরকালে কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারে না। হে সঞ্জয়! তুমি নিশ্চয় জান, কেবল যুদ্ধ ও জয়ের নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের জন্ম হইয়াছে। ক্ষত্রিয় শত্রুদিগকে পরাজিত করুক, অথবা আপনি বধ্যমান হউক,উভয়থাই ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মিত্রবর্গকে বশবর্ত্তী করিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ যাদৃশ সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হয়, স্বর্গে অথবা পুণ্যতম শক্রভবনেও তাদৃশ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। মনস্বী ব্যক্তি বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক বহুবার পরাভূত হইলে কোপতাপে দহ্যমান ও জিগীষা পরবশ হইয়া হয় আত্ম-বিসর্জ্জন করিবেন, নয় শত্রুবর্গকে একেবারেই বিনিপাতিত

করিবেন। এতদ্ভিন্ন আর কি প্রকারে তাহার হৃদয়ের শান্তি হইতে পারে? ইহসংসারে প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অত্যল্প বস্তুকে অপ্রিয় বোধ করেন। অত্যল্প বস্তু যাহার প্রিয় হয়, তাহার সেই অল্পবস্তুই নিশ্চয় অনিষ্টকর হইয়া থাকে। প্রিয় পদার্থের আত্যন্তিক অভাব হইলে পুরুষের আর কিছুমাত্র কল্যাণের সম্ভাবনা থাকে না; বরং সাগরবিলীন জাহ্নবীর ন্যায় একেবারেই সর্ব্বাভাব হইয়া থাকে।”

পুত্র কহিলেন, “জননি! এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ পুত্রের প্রতি ঈদৃশী প্রবৃত্তি দেওয়া কিছুতেই উচিত হয় না। এ সময়ে জড় বা মূকের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া কেবল কারুণ্য প্রকাশ করাই বিধেয়।”

মাতা কহিলেন “বৎস, তুমি যে এরূপ বিবেচনা করিলে, ইহাতেই আমার যথেষ্ট প্রীতিলাভ হইল। আমার প্রতি যেরূপ নিয়োগ করিতে হয়, তুমি তাহাই করিতেছ এবং আমিও তদনুসারে তোমাকে সমধিক করুণাকর বিষয়েই পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছি। তোমাদ্বারা অগ্রে যাবতীয় সৈন্ধবগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমার ভূরি ভূরি প্রশংসা ও সমাদর করিতে থাকিব। অধিক কি, তোমার যে সম্পূর্ণ বিজয়লাভ হইবে, তাহা যেন আমি স্পষ্টই দেখিতেছি।” পুত্র পুনরায় কহিলেন “আমার না আছে অর্থবল, না আছে সহায়-সম্পত্তি, তবে আর কি প্রকারে বিজয়লাভ হইতে পারে? আপনার ঈদৃশী দারুণ দুরবস্থা জানিয়াই আমি আপনা হইতে সে প্রত্যাশায়

নিরস্ত রহিয়াছি, দুষ্কর স্বর্গলাভের ন্যায় আমার রাজ্যলাভের অভিপ্রায়ও নিবৃত্তি পাইয়াছে। অতএব পরিণত-প্রজ্ঞে! আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি, যদি এতাদৃশ কোনও উপায় দেখিতে পাও, বিশেষ করিয়া ব্যক্ত কর। তোমার সেই অনুশাসন আমি সম্পূর্ণরূপেই প্রতিপালন করিব।" তখন জ্ঞানবতী মাতা বিদুলা কহিলেন "বৎস! সমৃদ্ধি হইবে না" পূর্ব্বেই এরূপ চিন্তা করিয়া আত্মাকে অবমানিত করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা, ঘটনাক্রমে পূর্ব্বাসিদ্ধ অর্থেরও উৎপত্তি হইতে পারে এবং উপস্থিত ধনেরও বিনাশ হইতে পারে। সমুচিত উপায় প্রয়োগ করিলে, অবশ্যই সমৃদ্ধির সংস্থিতি হয়। নির্ব্বোধতা-প্রযুক্ত কেবল অমর্ষ মাত্র অবলম্বন করিয়াই অর্থের আরম্ভ করা কর্ত্তব্য নহে। হে তাত! সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেই ফলসিদ্ধি বিষয়ে নিয়ত অনিত্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা ফলের অনিত্যতা স্থির করিয়াও কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইতেও পারে, নাও হইতে পারে; কিন্তু অনিশ্চিত বোধে যাহারা একেবারেই অনুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা কস্মিন্‌কালেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কর্ম্মের চেষ্টা না করায় একেবারেই ফলের অভাব, এই এক মাত্র গুণ, আর চেষ্টা করাতে ফল-সিদ্ধি হওয়া না হওয়া উভয় গুণই সম্ভবিতে পারে। হে রাজ-পুত্র! আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই যে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মেরত অনিত্যত্ব নিশ্চয় করিয়া ভগ্নোদ্যম হয়, সে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি উভয়কেই প্রতি-কূলবর্ত্তিনী করে। অতএব নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইবে?" এই-

রূপ মনে করিয়া সতত অব্যথিতচিত্তে উদ্যম পরায়ণ হওয়া, কার্য্য-সাধনে জাগরূক থাকা এবং মাঙ্গল্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। হে পুত্র! যে প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণের আরাধনা এবং স্বস্ত্যয়নাদি যাবতীয় মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হন, অবশ্যই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বদিক যেমন দিবাকরকে আলিঙ্গন করে, সেই-রূপ লক্ষ্মীদেবী আপনা হইতেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। হে সঞ্জয়! আমি উপদেশার্থ যে সকল নিদর্শন, উপায় ও উৎসাহ-জনক বাক্যাদি বলিলাম, তোমাকে তাহার অনুরূপই দেখিতেছি, অতএব তুমি নিঃসংশয়ে পৌরুষ প্রকাশ কর। সর্ব্বপ্রযত্নসহ-কারে অভিপ্রেত পুরুষার্থ সমাহরণে সমুৎসুক হও। তোমার শত্রুর প্রতি যাহারা ক্রুদ্ধ রহিয়াছে, যাহারা লোভের বশীভূত আছে, শত্রুরা যাহাদিগকে পরিক্ষীণ করিয়াছে, যাহারা বিমানিত হইয়াছে, যাহারা গর্ব্বিত হইয়া রহিয়াছে, এবং যাহারা শত্রুর সহিত সংগ্রামার্থ স্পর্দ্ধা করিতেছে, তুমি সমুচিত যত্নপরায়ণা হইয়া সেই সমস্ত লোকদিগকে হস্তগত কর। তাহাদিগকে অগ্রিম বেতন প্রদান কর, এবং কল্যাণসম্পাদনে উদ্যমশীল ও প্রিয়ম্বদ হও; এইরূপ করিলেই তুমি সহসা সমুদ্ভূত প্রবলবেগ-যুক্ত সমীরণ যেমন ঘনতর ঘনঘটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ ঐ বহুসংখ্যক মানবগণকে অনায়াসে ভেদ করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহারাও তোমাকে প্রীতিভাজন ও অগ্রবর্ত্তী করিবে সন্দেহ নাই। শত্রু যখন জানিতে পারে যে, বৈরি জীবনের

প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যম প্রকাশ করিতেছে, তখনই গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে ভীত হয়। তাহাকে পরাক্রান্ত জানিয়া সে যদি বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, তবে সামদানাদি দ্বারা অনুকূলে ব্যবস্থাপিত করিবে, তাহা হইলে ফলে তাহাকে বশীভূত করা হইবে। কারণ সন্ধিস্থাপন দ্বারা স্থান লাভ করিলে ক্রমে ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে। পুরুষ ধনশালী হইলেই মিত্রেরা তাহার ভজনা করেন, এবং আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু দৈবক্রমে যদি অর্থসম্পত্তি হইতে পরিচ্যুত হন, তাহা হইলে সেই মিত্রগণ ও বান্ধববর্গ সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান কেবল পরিত্যাগ নহে ঘৃণাও করেন। যে ব্যক্তি শত্রুকে সহায় করিয়া বিশ্বস্ত থাকে, তাহার যে কোনও কালে রাজ্যপ্রাপ্ত হওয়া সে কেবল সম্ভাবনামাত্র কার্য্যে ফলিত হইবার নহে। বৎস! রাজার পক্ষে যে কোনও আপদ উপস্থিত হউক, তদ্দ্বারা ভয় ব্যাকুল হওয়া কোনরূপেই উচিত নহে। যদিও মনে মনে শঙ্কার আবির্ভাব হয়, তথাপি বাহ্যে সেরূপভাব প্রদর্শন করাইবে না। কেন না, রাজাকে অবসন্নচিত্ত দেখিলে রাষ্ট্র অমাত্য প্রভৃতি সকলেই ভীতিবিহ্বল ও ভিন্নমনা হইয়া পড়ে; তাদৃশ অবস্থায় কেহ কেহ প্রভুকে পরিত্যাগ করে, কেহ বা শত্রুর আশ্রয় লয়, এবং যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে বিমানিত হইয়া থাকে, তাহারা সুযোগ পাইয়া প্রহার করিবার ইচ্ছা করে। যাঁহারা অত্যন্ত সুহৃদ, তাঁহারাই কেবল প্রভুভক্তি পরায়ণ হইয়া স্বামীর উপাসনা করেন। অতএব হে পুত্র! তোমার সুহৃদ্বর্গকে বদ্ধবৎসা ধেনু-

নিচয়ের ন্যায় ভয়ব্যাকুলিত করিও না। তোমাকে শঙ্কাভিভূত দেখিয়া তাহারা যেন পরিত্যাগ না করেন। তোমার প্রভাব পৌরুষ ও বুদ্ধিপরিজ্ঞানে অভিলাষিণী হইয়া আমি যে এই সব কথা বলিলাম, সে কেবল আশ্বাসবিধান ও তেজোবর্দ্ধন জন্যই জানিবে। যদি ইহা সম্যক্‌রূপে তোমার বোধগম্য হয়, তবে ধীরতা অবলম্বনপূর্ব্বক জয়ার্থে উদ্‌যুক্ত হও। হে সঞ্জয়, আমাদের অতি বিস্তীর্ণ বিশাল একটি ধনাগার আছে। তাহা তোমার বিদিত নাই, আমা ভিন্ন তাহা তোমার পিতা আর কাহাকেও জানাইয়া যান নাই, একমাত্র আমিই তাহা অবগত আছি, তাহাতে যে বিপুল ধনরাশি আছে, সকলই তোমাকে প্রদান করিতেছি। হে বীর! এতদ্ভিন্ন তোমার অনেক শত মহামূল্য সুযোগ্য সুহৃদ্‌গণও বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধ দুঃখসহ এবং সকলেই অপরাঙ্মুখ। তাঁহারাই তোমার যথার্থ সচিবের কার্য্য করিবেন।” সঞ্জয় স্বভাবতঃ স্বল্পচেতা হইলেও জননীর ঈদৃশ সুচিত্র-পদপদার্থ-চিত্তহর-অনুশাসন বাক্য শ্রবণে তাঁহার তৎক্ষণাৎ সেই ভয় ও অবসাদের অবসান হইল। তখন তিনি সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, হে সাধ্বী জননি! হে ভাবি-কল্যাণ-দর্শিনি! তুমি যখন আমার শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছ, তখন আর আমার কিছুই অসাধ্য নাই, আমি তোমারই বাক্যানুসারে উদক মধ্যে নিমগ্নপ্রায় এই পৈতৃকরাজ্যের হয় উদ্ধার করিব, না হয় সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। তোমার উপদেশপ্রদান সময়ে আমি প্রায়ই নিস্তব্ধপ্রায় ছিলাম, কারণ তাহা হইলেই তোমার অপরাপর অনু-

শাসন বাক্য শ্রবণ করিতে পাইব। দুর্লভ অমৃতপানে যেমন পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ তোমার বচন সুধাস্বাদনের বলবতী আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি না হওয়াতেই আমি মৌনাবলম্বী হইয়াছিলাম। এই দেখ এক্ষণেই শত্রুশাসন এবং বিজয়লাভের নিমিত্ত এই উদ্যম পরায়ণ হইলাম। এই বলিয়া সঞ্জয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মাতার শাসনানুরূপ সমস্ত কার্য্যজাত অবাধে নিষ্পন্ন করিয়া স্বকীয় রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। দেবী বিদুলার এই অবসাদ বিনাশন বৃত্তান্তটীর ফলশ্রুতি ও পুণ্যজনক, তাই ব্যাসদেব লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি একবারমাত্র কর্ণগোচর করে, সে অচিরেই বসুধা-বিজয়ে এবং শত্রুমর্দ্দনে সমর্থ হয়, গর্ভিণী স্ত্রীই বীরপুত্রজননের হেতুভূত ও পুংসবন স্বরূপ এই রমণীয় বৃত্তান্তটী পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলে শূরবীরকুমার উৎপন্ন করেন। যে কোনও ক্ষত্রিয়া রমণী মনোনিবেশপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিদ্যাবীর, দানবীর, তপস্যাবীর, ব্রাহ্মীশোভায় দেদীপ্যমান, সাধুগণ গণনীয়, ঘোরতর তেজস্বী, মহাবলসম্পন্ন, মহাভাগ, মহারথ, ধৃতিশীল, দুর্দ্ধর্ষ, সর্ব্ববিজয়ী, অপরাজিত, ধর্ম্মরক্ষা কর্ত্তা, অসাধুগণের শাসনকারী সত্যবিক্রম বীরতনয়ের জননী হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।"

এদিকে দেবী বিদুলা পতিরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সপুত্র বহু ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ পরলোকে পতিসন্নিধানে গমন করিলেন।

শৈব্যা।

শৈব্যা—ইনি মহাত্মা শিবিরাজের কন্যা, রাজাধিরাজ দানশীল পুণ্যাত্মা পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দ্রের প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নী। ইনি স্বামিসহ কঠোর তপস্যা করিয়া পুত্রলাভ করেন, ইনি অতি ধৈর্য্য-শীলা ও পতিভক্তিপরায়ণা এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। পতির সত্যপালন জন্য আপনাকেও বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং অতি কঠোর নিয়মপালনে বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের শত পত্নীর মধ্যে তিনি ইঁহাকেই পট্টরাণী করিয়া-ছিলেন; ইঁহার পাতিব্রত্য দরুণ রাজা ইঁহাকেই সমধিক প্রীতি করিতেন। ইঁহারই গর্ভে পুত্র রোহিতের জন্মদান করেন।

একদা মহামুনি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দেব-সভায় উপবিষ্ট হইলে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সম্যক্ পূজিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এরূপ মহতীপূজা কোথায় পাইলেন, মহাভাগ কে আপনাকে পূজা করিয়াছে, সত্য করিয়া বলুন। তৎশ্রবণে বশিষ্ঠ বলিলেন, ভূতলে যে মদীয় যজমান মহা প্রতাপ-শালী রাজা হরিশ্চন্দ্র আছেন, তিনিই প্রভূত দক্ষিণান্বিত রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য সত্যবাদী ব্রতপরায়ণ দাতা, ধর্ম্মশীল ও প্রজারঞ্জন-তৎপর নৃপতি আর কেহই নাই, কৌশিক-নন্দন। আমি তাহারই যজ্ঞে ঈদৃশ পূজাপ্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি সত্য করিয়া বলুন, ইহা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমি সত্য

করিয়া বলিতেছি,হরিশ্চন্দ্রের সমান রাজা কখনও হয় নাই,হইবেও না ; তিনি যেমন সত্যবাদী ও দাতা,তেমনি শূর ও ধার্ম্মিক ; আমি তাহা দ্বারাই এরূপ সম্মান পাইয়াছি। বিশ্বামিত্র বলিলেন, আপনি হরিশ্চন্দ্রের অন্যায় প্রশংসা করিতেছেন ! আমি পণ করিয়া বলিতেছি, অচিরকাল মধ্যেই তাহাকে অদাতা ও মিথ্যাবাদী করিতে পারগ হইব।”

কালক্রমে বিশ্বামিত্র স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ জন্য একদা রাজা হরিশ্চন্দ্র যখন অগ্নিহোত্রশালায় বেদীমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, তখন তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমি পূর্ব্বেই আপনার অতুলনীয় কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়াছি ; হে মহীপতে হরিশ্চন্দ্র ! আপনি নৃপগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহীতলে আপনার তুল্য দাতা আর কেহই নাই, আপনি আজ এই পবিত্র বেদীমধ্যে :থাকিয়া আমার অভিলষিত ধনদান করুন।

রাজা বলিলেন, “দ্বিজ ! আপনার অভিলষিত বিষয় কি ? বলুন, আমি এই সংসারে যশোমাত্রের প্রার্থী ; সুতরাং আপনার বাঞ্ছিত বিষয়, দানের অযোগ্য হইলেও আমি তাহা দান করিব। আমার ধ্রুব বিশ্বাস আছে যে, যে ব্যক্তি অতুল বিভবশালী হইয়াও পারত্রিক সুখপ্রদ বিশুদ্ধ যশঃ উপার্জ্জন না করে, তাহার জীবন ব্যর্থ।” তৎশ্রবণে বিশ্বামিত্র বলিলেন, ‘‘মহারাজ ! আপনি এই পবিত্র বেদীমধ্যেই প্রার্থিত মুনিবরকে গজ, অশ্ব, রথ ও রত্নাদিসমন্বিত সপরিচ্ছদ সমুদয় রাজ্যই দান করুন।” হরিশ্চন্দ্র মুনি-মায়ায় এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার তাদৃশ

বাক্যশ্রবণেও কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই স্বেচ্ছানুসারে কহিলেন, "ভাল আপনার প্রার্থনা মতই সমুদয় রাজ্যদান করিলাম। অতি নিষ্ঠুর-হৃদয় বিশ্বামিত্র রাজাকে কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! আমিও আপনার প্রদত্ত রাজ্য গ্রহণ করিলাম; হে মহামতে! এক্ষণে এই দানযোগ্য দক্ষিণা দিন! মনু বলিয়াছেন,দক্ষিণারহিত দান নিস্ফল। অতএব দানের ফললাভার্থ যথোক্ত দক্ষিণা দান করুন।" বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে, ভূপতি অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,"স্বামিন্! বলুন,এক্ষণে আপনাকে আমার কি ধন দক্ষিণা দিতে হইবে।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "সার্দ্ধভারদ্বয় পরিমিত সুবর্ণ দাক্ষিণা দান করুন।" তখন রাজা অতি বিস্ময়ান্বিত হৃদয়ে 'তাহাই দিব' বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তৎপর রাজা স্বকৃত কর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,হায়! আমি যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি, কেন সেই দ্বিজকে দান করিতে স্বীকৃত হইলাম। সেই ব্রাহ্মণ আমায় বেদীমধ্যে তস্করের ন্যায় বঞ্চনা করিয়াছে। হায়, এক্ষণে আমি কি করি! আমি তাঁহাকে সোপকরণ সমস্ত রাজ্যই দান করিয়াছি, এবং সার্দ্ধভারদ্বয় সুবর্ণ দক্ষিণাদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, আমার মতিভ্রংশ হইয়াছিল বলিয়াই মুনির কপটতা বুঝিতে পারি নাই। অহো! তপস্বী হইয়াও সেই ব্রাহ্মণ আমায় যৎপরোনাস্তি প্রতারণা করিয়াছে। হায়! আমি দৈব ঘটনা কিছুই জানি না, হা দৈব! আমার উপায় কি?

রাজমহিষী শৈব্যা পতিকে চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া

উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! কি জন্য আপনি এরূপ বিমনা হইয়াছেন, সম্প্রতি আপনার চিন্তার বিষয় কি আছে বলুন। হে রাজেন্দ্র! পুত্রও অরণ্য হইতে উপস্থিত হইয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সমাধা করিয়াছেন, অতএব কি কারণে এরূপ শোকাতুর হইতেছেন, শোকের কারণ কি বলুন। কোথাও আপনার বলবান কি দুর্ব্বল শত্রু নাই; বরুণদেবও সাতিশয় সন্তোষলাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আপনিইত ভূমণ্ডলে কৃতকৃত্য হইয়াছেন। হে নৃপ শার্দ্দূল! চিন্তা প্রতিক্ষণেই দেহ ক্ষয় করে, এজন্য চিন্তার সময়ে মৃত্যুর নিদান আর কিছুই নাই। অতএব হে বিচক্ষণ! আপনি চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক সুস্থ হউন।

নরাধিপ হরিশ্চন্দ্র প্রিয়তমার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যথা কিঞ্চিৎরূপে চিন্তার কারণ বলিলেন এবং চিন্তাভিষ্ট হৃদয়ে তদ্দিবস কিছুই ভোজন করিলেন না। অপিচ সুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়াও তাঁহার নিদ্রা হইল না, তদ্দর্শনে রাণী শৈব্যা অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন। অনন্তর নৃপতি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক চিন্তাকুলচিত্তে যেমন সন্ধ্যাকার্য্য আরম্ভ করিলেন, অমনি বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র রাজার সন্নিকট আসিয়া বলিলেন, "রাজন! সম্প্রতি স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করুন এবং আমাকে প্রতিশ্রুত সুবর্ণদানে সত্যবাদী হউন।" রাজা কহিলেন, "স্বামিন্ আমি যখন আপনাকে দান করিয়াছি, তখন এই রাজ্য সাম্রাজ্য আপনারই হইয়াছে, হে কৌশিক! আপনি চিন্তা করিবেন না, অবিলম্বে আমি রাজ্য পরি-

ত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিব। হে বিভো! হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার যথাসর্ব্বস্বই বিধিবৎ গ্রহণ করায় অধুনা সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে সক্ষম হইতেছি না। অতএব কালসহকারে যখন আমার পুনরায় ধনাগম হইবে, আমি তখনই নিঃসন্দেহ সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিব। নৃপতি হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিয়া পুত্র ও ভার্য্যাকে কহিলেন, আমি অগ্নি-হোত্র-শালায় পবিত্র বেদী মধ্যে থাকিয়া তোমরা উভয় ও আমি এই শরীরত্রয় ব্যতীত যাবতীয় হস্তী, অশ্ব, রথ, সুবর্ণ ও রত্নাদি সমন্বিত বিস্তৃত অখিল সাম্রাজ্যই আমি মুনিবর বিশ্বামিত্রকে সমর্পণ করিয়াছি, এজন্য আমি অযোধ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগহ্বরে গমন করিব। মুনিবর সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ অখিল সাম্রাজ্যই অধিকার করুন। রাজা এই বলিয়া নগর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহাসাধ্বী রাজার বহু প্রকার প্রবোধ বাক্য শ্রবণেও পুত্রসহ তাঁহার অনুগমন করিলেন। তৎকালে অযোধ্যাবাসী সকল ব্যক্তিই তাঁহাদের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে হাহাকার শব্দে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিশ্বামিত্র পথিমধ্যে নৃপতি সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক নিষ্ঠুরবাক্যে কহিলেন, "রাজন্! আমার দক্ষিণা দিয়া গমন করুন কিম্বা বলুন যে, আমি ইহা দিতে পারিব না। তাহা হইলে আমিও উহা পরিত্যাগ করিতেছি; অথবা যদি আপনার হৃদয়ে লোভ থাকে তবে সমুদয় রাজ্যই গ্রহণ করুন। তাহাতে আমার কোনও প্রকার আপত্তি নাই। আর যদি দাও বলিয়া বিবেচনা করেন তবে অঙ্গীকৃত দক্ষিণা দান করুন। রাজা হরিশ্চন্দ্র

কাতরচিত্তে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে সুব্রত মুনিবর আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আমার প্রতিশ্রুত সুবর্ণ না দিয়া আমি অন্নজল গ্রহণ করিব না। মুনে! আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি আপনার অভিলষিত সুবর্ণ দান করিবই করিব। ঋণ অবশ্যই পরিশোধনীয় তবে যাবৎ আমি সংগ্রহ করিতে না পারি, আপনি সেই কিঞ্চিৎকালমাত্র অপেক্ষা করুন্। মুনি বলিলেন "রাজন্! আপনাকে নির্ধন জানিয়াও কিরূপে পীড়ন করিতে পারি, আপনি কোথা হইতে বা আমার দক্ষিণাই দান করিবেন? মহীপাল! আপনি বলুন যে, আমি আর এক্ষণে কিছুই দিতে পারিব না, তাহা হইলে আমি এই মহতী দুরাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছগমন করিতে পারি। আমার বিবেচনায় অধুনা আপনার ইহাই বলা উচিত যে, আমার যখন সুবর্ণ নাই, তখন আপনাকে কি করিয়া দিই। তাহা হইলে আপনি স্ত্রী পুত্রের সহিত নিরাপদে যথেচ্ছ গমন করিতে পারেন।"

ভূপতি বিশ্বামিত্রের এবম্বিধ মহদাপ্রিয় বাক্য শ্রবণে কহিলেন 'ব্রহ্মণ্! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন্; আমি নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুত বিষয় দান করিব। হে দ্বিজ! আমার ভার্য্যাপুত্র এবং এই অরোগ শরীর রহিয়াছে, এই শরীর ত্রয় বিক্রয় করিয়া নিঃসন্দেহ আপনার ঋণশোধ করিব। আপনি বারাণসীতে কোনও গ্রাহকের অনুসন্ধান করিয়া দিন্; আমি স্ত্রী পুত্রের সহিত বিক্রীত হইয়া তাহার কৃতদাস হইব। হে মুনে! আপনি মূল্য লইয়া কোন

কোন ক্রেতার হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ পূর্ব্বক আপনার সার্দ্ধ-ভারদ্বয় সুবর্ণ গ্রহণ করুন্ এবং আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হউন্।” ভূপতি এইরূপ বলিয়া সাতিশয় চিন্তাকুল চিত্তে বারাণসীতে প্রবিষ্ট হইয়া শূলপাণির আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখনই আবার বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইয়া সুবর্ণ প্রদানে পীড়ন করিতে লাগিলেন। রাজা বহু অনুনয়বিনয়ে আবার কিঞ্চিৎ সময় প্রার্থনা করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ ভাল তাহাই হউক ; কিন্তু যদি সময় পূর্ণ হইলে দক্ষিণা না দেন তবে আপনাকে অভিসম্পাত দানে ভস্মসাৎ করিব। এই বলিয়া বিশ্বামিত্র চলিয়া গেলেন।

রাজা চিন্তা করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন ; হায়, কি প্রকারে এক্ষণে বিশ্বামিত্রকে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দান করি ; কাশীধামেত আমার মিত্রবর্গ কেহই নাই,কোথায়ই বা অর্থ পাইব ? প্রতিগ্রহও আমার পক্ষে সবিশেষ দোষাবহ ; অতএব আমি কাহারও নিকট প্রার্থনাই বা কিরূপে করিব ? কারণ ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়গণের যজন, অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ বৃত্তিই নির্দ্ধারিত আছে, প্রতিগ্রহেরত বিধান নাই। আর যদি আমি দক্ষিণা না দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হই ; তাহা হইলেত আমি ব্রহ্মস্ব অপহারক ঘোরপাপী হইয়া নিশ্চয়ই কৃমি ও নিকৃষ্ট প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইব। এজন্য উপস্থিত সময়ে আমার আত্মবিক্রয়ই শ্রেয়স্কর। রাজার এই প্রকার বাক্য শ্রবণে ত্বদীয় স্বাধ্বী পত্নী শৈব্যা বাষ্পগদ্‌গদ বচনে বলিতে লাগিলেন ‘মহারাজ !

চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন্। কারণ সত্য বহির্ভূত-মানব প্রেতবৎ বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে।

হে পুরুষ ব্যাঘ্র! মনীষিগণ সত্যরক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-তম ধর্ম্ম আর কিছুই বলেন না। যাহার বাক্য অসত্য হয়, তাহার অগ্নি হোত্র, বেদাধ্যয়ন ও দানাদি সমুদয় কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রনিচয়ে একমাত্র সত্যেরই প্রশংসা আছে, ঐ সত্যই ধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের যেমন নিস্তারের কারণ, সেইরূপ পাপীদিগের অসত্যই পতনের নিমিত্ত হইয়া থাকে। ভূপতি যযাতি শত অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গগামী হইয়াও ও এক বার মাত্র একটী অসত্য বাক্য বলায় স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ছিলেন।" অয়ি গজ গামিনি! আমাকে প্রবোধ দানের জন্য যে উপায় বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহাবল শুনি।" রাণী কহিলেন "রাজন্ আপনার যেন কখনও অসত্য দোষ না ঘটে ইহাই আমার বাসনা, আপনিত জানেন পুত্রের নিমিত্তই পুরুষের দারপরিগ্রহের প্রয়োজন। আপনার পুত্র বিদ্যমান আছে, অতএব যথোচিত মূল্য লইয়া আমাকে বিক্রয় করিয়া বিপ্রবরকে দক্ষিণা দিন।"

মহারাজ, শৈব্যার এই কথা শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করত সাতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন "ভদ্রে! পতিব্রতে! তুমি যে আমায় এই রূপ কহিলে ইহাই আমার নিদারুণ দুঃখের বিষয়। আমি পাপী হইলেও তোমার সেই সহাস্য প্রেমালাপ

কি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি ? হায় ! শুচিস্মিতে ! আমাকে কি তোমার এরূপ কথা বলা উচিত ? অয়ি ভামিনি ! জানিনা তুমি কেমন করিয়া এই অকথ্য-বাক্য প্রয়োগ করিলে ? নৃপবর এই নিদারুণ কথা মনে করিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন মহীপতিকে মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে শয়ান দেখিয়া রাজনন্দিনী শৈব্যা সাতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে করুণ-বচনে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন জানিনা রাজন্ ! কাহার অপধ্যানে আপনার এরূপ নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ? হায়, যিনি চিরদিন সৌধোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তিনিই কিনা আজ কঠিন ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। হায়, যিনি শত শত বিপ্র-গণকে কোটী কোটী স্বর্ণ-মুদ্রা দান করিয়াছেন, সেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মদীয় পতি কিনা এক্ষণে ধন চিন্তায় অনাবৃত ভূতলে শয়ান রহিলেন। হা ! দৈব ! এই রাজবর তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন যে, বাসুদেব ও বাসবতুল্য নৃপবরকেও এই পাপদশায় উপনীত করিলে ? সাধ্বী এই কথা বলিয়াই পতির অসহ্য দুঃখ ভারে প্রপীড়িতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। তৎকালে নৃপ কুমার হা মাতঃ হা পিতঃ বলিয়া অন্ন দিন্, অন্ন দিন্ বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল।

তৎকালে প্রতিশ্রুত দিন পূর্ণ হওয়ায় বিশ্বামিত্র নিজপ্রাপ্য দক্ষিণা প্রার্থনা করিতে অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ-ভাবে তথায় উপস্থিত হইলে বহু কালান্তে চেতনা প্রাপ্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াই পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর

বিশ্বামিত্র রাজার মুখ-নেত্রাদিতে জলসেক করত কহিলেন “রাজেন্দ্র! গাত্রোত্থান করুন্, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, ঋণজাল-জড়িত ব্যক্তি দিগের দিন দিন দুঃখ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আপনি স্বীয় স্বীকৃত দক্ষিণা সত্বরে দান করুন্। রাজা হিমবৎ শীতল বারি স্পর্শে চেতনা লাভ করিয়া মুনিকে দেখিবা মাত্রই পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। তৎপর বিশ্বামিত্র বহু প্রকার ভৎর্সনা করত কহিলেন রাজন্! অদ্য সূর্য্য দেব অস্তমিত হওয়ার পূর্ব্বেই আপনি যদি দক্ষিণা না দেন, তবে নিশ্চয়ই আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিব। রাজাও চেতনা লাভ করিয়া বিশ্বামিত্রের বাক্যবাণে পীড়িত হইয়া অতিশয় ভয়ার্ত্ত ও কি প্রকারে সত্য রক্ষা করিবেন এই চিন্তাতেই যৎপরোনাস্তি কাতর হইলেন। সাধ্বী শৈব্যা এক দিকে রাজার অবস্থা ও অপর দিকে সত্যরক্ষা এই দুই বিষয় ভাবিয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা ও চেতনা লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, সত্য হেতুই সূর্য্য দেব উত্তাপ দেন একমাত্র সত্যেই মেদিনীও স্বর্গপ্রতিষ্ঠিত আছে, মনীষিগণ সত্যই পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন। একদা ভগবান ব্রহ্মা সত্যের গুরুত্ব জানিবার জন্য তুলাদণ্ডের একদিকে সত্য ও অপর দিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ স্থাপন করেন, তাহাতে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যেরই গুরুত্ব দেখিয়া ছিলেন। রাজমহিষী এইরূপ ভাবিতেছেন তৎসময়ে বহু দ্বিজগণ সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে আগমন করিলেন।

শৈব্যা তাঁহাকে দেখিয়া রাজাকে বলিলেন স্বামিন্!

বিদ্বদ্‌গণ বলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পিতৃস্বরূপ এবং পুত্র ও পিতৃ-দ্রব্য অনায়াসে লইতে পারে তাহাতেও সন্দেহ নাই। এজন্যই প্রভো! আমার বিবেচনায় এই দ্বিজবরের নিকট ধন প্রার্থনা করায় কোনও দোষ নাই।" রাজা বলিলেন অয়ি সুমধ্যমে! আমি যে ক্ষত্রিয়, আমি প্রতিগ্রহ বাসনা করিনা; অপরের নিকট ধন প্রার্থনা ব্রাহ্মণগণেরই বিহিত, ক্ষত্রিয়ের নয়। যজন, অধ্যয়ন, দান, শরণাগতকে অভয়প্রদান ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের বিহিত আছে। "দেহি' ঈদৃশ প্রার্থনাপূর্ণ কাতর বাক্য ক্ষত্রিয়ের উচিত নহে। দেবি! মদীয় হৃদয়ে যে "দিতেছি' এই কথাই সতত জাগরুক্ থাকুক। আমি যে কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দক্ষিণা দিব কিন্তু ভিক্ষা করিতে পারিবনা। দেবী শৈব্যা বলিলেন 'মহারাজ'! কালই লোককে কখন সম অবস্থায়, কখন বিষম অবস্থায় পাতিত করে এবং কাহাকেও বা কখন সম্মান ও কখন অপমান দান করেন; অপিচ কালেই লোককে কখন দাতা কখন বা যাচক করিয়া থাকেন, আপনিই কেন কালের অদ্ভুত গতি দেখুন না! বিশ্বামিত্র মহাতপোবল সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইয়াও আপনাকে রাজ্য ও সমুদয় সুখ হইতেই বঞ্চিত করিলেন। রাজা বলিলেন প্রিয়ে! যাহাই হউক্ আমার বিবেচনায় সুতীক্ষ্ণ অসিধারে জিহ্বা কর্ত্তনও ভাল তথাপি আত্মসম্মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক "আমায় দিন্" 'আমায় দিন্' একথা বলা ভাল নহে; হে মহাভাগে! দেবি! আমি ক্ষত্রিয় হইয়া

কদাচ কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিতে পারিব না; ভূজবীর্য্যার্জ্জিত ধনই দান করিব সর্ব্বদাই ইহা বলিয়া আসিতেছি।"

মহিষী বলিলেন "মহারাজ! আপনার মন যদি একান্তই প্রার্থনা করিতে না চায়, তবে ইন্দ্রাদি দেবগণও ন্যায়ানুসারে আমায় আপনাকে দান করিয়াছেন। সুতরাং আপনিই আমার একমাত্র প্রভু এবং আপনিই আমাকে যথাবিধি শাসন ও রক্ষা করিতে পারেন। হে মহাদ্যুতে! এজন্য আপনি এক্ষণে আমার মূল্য লইয়া দ্বিজবরের দক্ষিণা দিন।" মহীপতি হরিশ্চন্দ্র সাধ্বী পত্নী-বাক্য শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া হায় কি কষ্ট, হায় কি কষ্ট বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহিষী পুনরায় বলিলেন "স্বামিন্! আমার কথা রক্ষা করুন। নতুবা বিপ্রশাপে দগ্ধ হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন! মহারাজ। আপনিত দ্যূত ক্রীড়া, মদ্যপান, রাজ্যরক্ষা বা অন্য কোনও প্রকার ভোগের নিমিত্ত আমায় বিক্রয় করিতেছেন না যে, আপনার কোনও দোষ হইবে; অতএব অবিলম্বে আপনি মদীয় মূল্যে ব্রাহ্মণের দক্ষিণা দান করিয়া নিজ সত্যপরায়ণতাকে সফল করুন্।" রাজমহিষী শৈব্যা পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বাক্যে অনুনয়বিনয় করিতে থাকিলে, হরিশ্চন্দ্র বলিলেন ভদ্রে! ভাল, এই নির্ঘৃণ হরিশ্চন্দ্র তোমাকে বিক্রয় করিতেই প্রস্তুত হইল। মহিষি! যদি তুমিই এবম্বিধ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে পারিলে, তবে অবশ্যই আমি নিষ্ঠুর ব্যক্তিগণও যে কার্য্য করিতে পারে না, তাহাই করিব। অনন্তর রাজা সাতিশয় কাতর-হৃদয়ে ভার্য্যাকে রাজপথে স্থাপন করিয়া

বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "হে নগরবাসিন্! আপনারা সকলে আমার কথা শুনুন, যদি আপনাদিগের দাসীর কাহারও প্রয়োজন থাকে, তবে আমার যাবৎ ধন ঋণ আছে, তাহা দিতে কে সক্ষম হইবেন ত্বরায় বলুন, এই স্ত্রীলোকটী আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জানিবেন।"

রাজার তদ্বাক্য শ্রবণে কতিপয় পণ্ডিত বলিলেন, কে তুমি পত্নীবিক্রয় করিতে আসিয়াছ?" রাজা বলিলেন "কি জন্য আমায় তুমি কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন" আমি একজন অমানুষ নৃশংস অথবা নিষ্ঠুর রাক্ষস। তজ্জন্যই এ পাপকার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি, রাজার বাক্য শ্রবণে বিশ্বামিত্র এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে রাজার নিকটে আসিয়া বলিলেন"এই দাসীটী আমায় দেও, আমি তোমায় যথোচিত মূল্যে ক্রয় করিব। আমার অতুল ধন আছে, আমার পত্নী অতি সুকুমারী বলিয়া গৃহকার্য্য করিতে পারেন না, তজ্জন্য আমার নিকটই বিক্রয় কর। আমি এই দাসী গ্রহণ করিব, এক্ষণে বল তোমাকে কত মূল্য দিতে হইবে।" বিপ্রবরের বাক্য শ্রবণে হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। পুনরায় বিপ্র বলিলেন, তবে তোমার পত্নীর কার্য্য দক্ষতারূপ, বয়স ও গুণানুরূপ মূল্য লইয়াই আমায় দেও। ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রী ও পুরুষের যে মূল্য দেখিয়াছি, শুন; দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সুলক্ষণান্বিতা, কার্য্যদক্ষা, সচ্চরিত্রা ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রমণীর মূল্য কোটী স্বর্ণমুদ্রা এবং ঐরূপ পুরুষের মূল্য দশ কোটী সুবর্ণ মুদ্রা।" মহীপতি ব্রাহ্মণের তদ্বাক্য

শ্রবণেও নিরতিশয় দুঃখাবিষ্ট হওয়ায় এবারও কিছুই প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। তখন ব্রাহ্মণ একখানি বল্কলের উপর কোটী স্বর্ণ মুদ্রা রাখিয়া রাজ্ঞীর কেশাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজ্ঞী কহিলেন হে আর্য্য! একবার আমায় ছাড়িয়া দিন্, একবার আমি পুত্রকে দেখিয়া লই; কারণ পুনরায় ইহার দর্শন আমার দুর্লভ হইবে। তখন পুত্র রোহিত মা মা বলিতে বলিতে সহসা শৈব্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল এবং বারবার স্খলিত পদ হইয়াও মাতার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে ব্রাহ্মণ ক্রোধভরে বালককে দণ্ডাঘাত করিতে লাগিলেও রাজকুমার মা, মা বলিয়া মাতাকে ধরিয়াই রহিল কিছুতেই ছাড়িল না তদ্দর্শনে রাজ্ঞী বলিলেন প্রভো! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বালকটীকে ক্রয় করুন্। আমি আপনার ক্রীত দাসী হইলেও বালক পুত্রকে ছাড়িয়া কিছুতেই কার্য্যে সক্ষম হইব না। প্রভো! এজন্য এই হতভাগিনীর প্রতি এই অনুগ্রহ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন তবে ভাল; এই মূল্য লও, বালকটীকে আমায় দেও। ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্ত্রীপুরুষের এইরূপ মূল্যই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দ্বাত্রিংশ লক্ষণযুক্ত বালকের অর্ব্বুদ সংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যও একখানি বস্ত্রের উপর রাজার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তখন ব্রাহ্মণ রাজ্ঞীর সহিত বালককে বন্ধন পূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইলে, রাজ-মহিষী শৈব্যা পতিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ভূমিতে জানু পাতিয়া প্রণামান্তে

তাদৃশ ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়াই দীনভাবে বাষ্পাকুলিত লোচনে কহিলেন "যদি কখন আমি দান হোম ও ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সাধন করিয়া থাকি, তবে আমার সেই পুণ্যফলেই পুনরায় ভর্ত্তা হরিশ্চন্দ্রকে প্রাপ্ত হই। তৎকালে হরিশ্চন্দ্র প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা মহিষীকে তাদৃশ অবস্থায় চরণ প্রাপ্তে পতিতা দেখিয়া ব্যাকুল চিত্তে হাহাকার করত বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন হায়! চৈতন্য বিহীন বৃক্ষছায়াও বৃক্ষ হইতে কদাচ বিযুক্ত হয় না, অতএব এই সত্যশীলা, পতিব্রতা, সদ্‌গুণান্বিতা সচেতনা রাজমহিষী কিরূপে চিরআশ্রিত তরু হইতে বিযুক্ত হইলেন। রাজা এইরূপ কহিয়া বিলাপ করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন হে দ্বিজবর রাজ্যত্যাগ বা বনবাসেও আমার দুঃখ হয় নাই, অদ্য সে পত্নী ও পুত্রের সহিত বিয়োগ হইল ইহাই এক মাত্র দু:খের বিষয়। অয়ি প্রিয়ে! জগতে সৎস্বভাবান্বিত ভর্ত্তাই ভার্য্যাকে সর্ব্বদা সুখভাগিনী করিয়া থাকে, কিন্তু হায়! আমি এরূপ অসচ্চরিত্র যে, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অসীম দুঃখানলে দগ্ধ করিলাম, হায়! তুমি আমায় ইক্ষ্বাকু কুলসম্ভূত এবং অখিল রাজ্যসুখের অধিকারী জ্ঞানে পতিত্বে বরণ করিয়া কি না আমারই অদৃষ্ট দোষে অন্যের দাসী হইলে। দেবি! তুমি ভিন্ন ঈদৃশ শোকসাগরে পুরাণ ইতিবৃত্ত সকল কহিয়া প্রবোধ-দানে আর কে উদ্ধার করিবে?" এদিকে মুনি রাজার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কশাঘাত করিতে করিতে রাজমহিষী ও পুত্রকে লইয়া প্রস্থান করিলেন! রাজা বহুক্ষণ তাহাদের

গন্তব্য পথ নিরীক্ষণ করিয়া বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

এমত সময়ে বিশ্বামিত্র হঠাৎ তথায় আসিয়া রাজার নিকট হইতে এক কোটী এক অর্ব্বুদ স্বুবর্ণ দক্ষিণা গ্রহণ করত রাজাকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় কৌশল করিয়া কহিলেন "রাজন! আপনি যে অরণ্য মধ্যে আমায় বলিয়াছিলেন "আপনার ধনের প্রয়োজন থাকিলে আমি প্রচুর দক্ষিণা দিব, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছি।" এক্ষণে আমায় সেই রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা দিন্। রাজা বলিলেন ভগবন্! এই মাত্র আমার স্ত্রীপুত্র বিক্রীত হইয়াছে, এজন্য কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন; এক্ষণে একাদশ কোটী স্বুবর্ণ মুদ্রা আপনাকে প্রদান করিলাম, আমি আপনাকে আরও ধন দান করিব! বিশ্বামিত্র বলিলেন ভাল রাজন্! দিবসের চতুর্থভাগ অবশিষ্ট আছে। আপনার প্রার্থনায় আমি এই মাত্র কালই প্রতীক্ষা করিব। তখন আর কোনরূপ প্রত্যুত্তরই বলিতে পারিবেন না। বিশ্বামিত্র এবম্বিধ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া ধন লইয়া গমন করিলে রাজা মুহুর্মুহুঃ শ্বাসোচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করতঃ মুখ অবনত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন এখন সূর্য্যাস্তের এক প্রহর বিলম্ব আছে, যদি কেহ এই প্রেতস্বরূপ হতভাগ্যকে যথোচিত মূল্যে ক্রয় করিলে কাহারও কিছু উপকার হয় তবে ত্বরায় আসিয়া আমায় ক্রয় করুন। তখন ধর্ম্মদেব চণ্ডালরূপে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত

পুরুষের মূল্য দান করিয়া তাঁহাকে ক্রয় করিলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র চণ্ডাল প্রদত্ত প্রচুর স্বুবর্ণ ও মণিমুক্তার সহিত বহু স্বুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুখের অপ্রসন্নভাব দূর হইল। তৎকালে অন্তরীক্ষে এইরূপ দৈব্যবাণী হইল যে "হে মহাভাগ হরিশ্চন্দ্র! অদ্য তুমি ঋণমুক্ত হইলে তোমার সম্পূর্ণ দক্ষিণা দেওয়া হইল। অতঃপর নৃপবরের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ রাজাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে থাকিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল গৃহে যাইয়া অন্নজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতী শৈব্যাকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া চণ্ডালান্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাহারে রহিলেন। দিবস চতুষ্টয় অতীত হইলে কাশীধামে শববস্ত্র আহরণ জন্য রাজাকে আদেশ করিলেন। বলিলেন—কাশীধামের দক্ষিণাংশে মহৎ এক শ্মশান আছে, তুমি যথোচিতরূপে তাহা রক্ষা করিবে, কদাচ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র যাইও না। তুমি চণ্ডাল বেশে আমার জীর্ণ দণ্ড লইয়া তথায় যাও এবং সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা করিও বীরবাহুর এই দণ্ড। রাজা সেই শবমাল্য সমাকীর্ণ দুর্গন্ধময় চিতাধূম পরিব্যাপ্ত শৃগাল কুক্কুরগণ কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত শবমাংসপূর্ণ ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় বহুল নরাস্থি সকল গমনপথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এবং স্থানে স্থানে অর্দ্ধ দগ্ধ শবমুণ্ড সকল দন্ত পংক্তি বহির্গত করিয়া বায়ু-ভরে যেন

সংসারিগণকে বলিতেছে "চরম সময়ে মানব দেহ দগ্ধ হইবার কালে সকলেরই এই দশা হয়" কোথাও বা মৃত ব্যক্তিদিগের সুহৃদ্‌গণ আর্ত্তনাদ করিতেছে। কেহ হা পুত্র! হা মিত্র! হা ভ্রাতঃ! হা প্রিয়! হা পতে! হা পিতঃ! হা মাতুল! হা পৌত্র! হা বান্ধব! ইত্যাদি ভীতিজনক আর্ত্তনাদে শ্মশান-ভূমি পরিব্যাপ্ত করিতেছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র দুশ্চিন্তায় যষ্টিবৎ শীর্ণকায় হইলেন। এবং এই শবের জন্য আমার এত মুদ্রা গ্রহণ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় ভাবিয়া শব বস্ত্র গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার পরিধেয় শীর্ণকন্থা,হস্ত পদ মুখমণ্ডল ও উরুদেশ চিতাভস্মে পরিব্যাপ্ত এবং করাঙ্গুলি সকল নানা জাতীয় শবের মেদবসা ও মজ্জায় অনুলিপ্ত ছিল, তিনি উন্মত্তবৎ শ্মশানে বিচরণ করিতেছিলেন। এদিকে শৈব্যা পুত্রসহ ব্রাহ্মণ গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে লাগিলেন, রাজকুমার রোহিত একদা ব্রাহ্মণের হোমের জন্য অন্যান্য বালকগণসহ পলাশ কাষ্ঠ সংগ্রহে গিয়াছিলেন। তখন তাহাকে সর্পে দংশন করে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। অন্যান্য বালকগণ দ্রুত গতিতে রোহিতের মাতার নিকট যাইয়া কহিল "বিপ্রদাসি, তোমার পুত্র আমাদের সহিত কাষ্ঠ সংগ্রহে গিয়াছিল, সেখানে সে সর্পদংশনে মরিয়া গিয়াছে।" রাজমহিষী শৈব্যা বজ্রোপম এই কথা শুনিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার মুখ নেত্রাদিতে জল সেক করিলে তিনি চেতনা লাভ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ রুষ্ট

হইয়া কহিলেন, "রে দুষ্টে, তোর হৃদয়ে কি লজ্জা নাই, সন্ধ্যা কালে রোদন করিলে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি হয়, এজন্য ইহা অতি গর্হিত, তুই ইহা জানিয়াও কেন এ সময়ে রোদন করিতেছিস্? ব্রাহ্মণ এইরূপ ভৎর্সনা করিলেও তিনি কোনরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন না। কেবল পুত্র শোকে শাতিশয় কাতর হইয়া দীনভাবে করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেশকলাপ আলু-লায়িত, সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত ও মুখমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া পড়িল। অনন্তর ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই শোকা-কুলা রাজ পত্নীকে কহিলেন "রে দুষ্টে! তোকে ধিক্, তুই আমার নিকট মূল্য লইয়া আমার কার্য্যে অবহেলা করিতেছিস্? যদি কার্য্যে অশক্তই হইবি তবে কেন আমার তাবৎ ধন লইয়াছিলি?

সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ বহু ভৎর্সনা করায় সাধ্বী শৈব্যা রোদন করিতে করিতে গদ গদ বচনে তাহাকে কহিলেন, স্বামিন্! আমার সেই বালক পুত্রটী সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়া বাহিরে পড়িয়া আছে; আমাকে আজ্ঞাদিন আমি বালককে দেখিবার জন্য এক বার বাহিরে যাইব। হে সুব্রত! এক্ষণে তাহার দর্শন আমার দুর্ল্ভ হইয়াছে।" রাজবালা এই মাত্র বলিয়াই পুনরার রোদন করিতে লাগিলে, সেই বিপ্র কুপিত হইয়া পুন-র্ব্বার কহিলেন "রে শঠে! রে দুষ্টাচারিণি! তুই কি পাতকের বিষয় অবগত নহিস্? যে ব্যক্তির স্বামীর নিকট বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় কার্য্যে অবহেলন করে, সে অনন্তকাল রৌরব নরকে

গমন করিয়া কুক্কুট দেহ ধারণ করে। যাহা হউক্, তোর নিকট ধর্ম্ম কথা বলিয়া প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি পাপরত, মূর্খ, ক্রূর, নীচাশয়, অসত্যবাদী ও শঠ তাহার নিকট ধর্ম্ম কীর্ত্তন উষর ক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় নিষ্ফল। তোর যদি ধর্ম্মের ভয় থাকে তবে অবশিষ্ট গৃহ কার্য্য সত্বরে সম্পাদন কর। রাজ্ঞী কম্পিত কলেবরে তাহাকে কহিলেন প্রভো! আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করত প্রসন্ন হউন, আমাকে মুহূর্ত্তকালের জন্য যাইতে অনুমতি দিন, আমি সেই মৃত বালককে একবার দর্শন করিব। এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের চরণপ্রান্তে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া ক্রোধারুণিত নেত্রে কহিলেন, তোর পুত্রে আমার কি কার্য্য হইবে? এক্ষণে আসিয়া আমার গৃহকার্য্য কর। আমার কষাঘাত কি তোর মনে নাই? রাজ্ঞী ব্রাহ্মণের এই প্রকার বহু-বিধ তাড়নায় অগত্যা গৃহকার্য্য করিতে নিযুক্তা হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণের পদদ্বয়ে তৈল মর্দ্দনাদি করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্রি যখন গত হইল, তখল ব্রাহ্মণ কহিলেন, অধুনা তুমি পুত্র সন্নিধানে গমন কর; কিন্তু তাহার দাহাদি কার্য্য সমাপনান্তে পুনরায় সত্বর আগমন করিও, দেখিও যেন আমার প্রাতঃকালীন গৃহ কার্য্যের ব্যাঘাত না ঘটে।

ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পাইয়া সেই নিশিথ কালে বিলাপ করিতে করিতে পুরীর বহির্ভাগে গমন পূর্ব্বক নিজ পুত্রকে অতি দরিদ্রের ন্যায় ভূতলে কাষ্ঠ ও তৃণোপরি শয়ান ও গতাযু দেখিয়া বৎসহারা

ধেনুর ন্যায় শোকে ও দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া নিষ্ঠুর স্বরে মুক্ত কণ্ঠে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। "বৎস! আমার নিকটে এস, এক্ষণে তুমি কি জন্য আমার উপর রুষ্ট হইয়াছ? তুমি কেন পুনঃ পুনঃ মা, মা বলিয়া আমার নিকটে আসিতেছ না? তিনি এইরূপ বলিতে বলিতে স্খলিত পদে ত্বরায় মৃত পুত্রের নিকটে গিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পুত্রের উপরি পতিতা হইলেন। অনন্তর পুনরায় চেতনা লাভ করিয়া সেই বালককে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক তদীয় মুখের উপর মুখ রক্ষাকরত উন্মুক্ত কণ্ঠে করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হা বৎস! হা শিশো! হা পুত্র! হা কুমার! বলিয়া বার বার নিজ বক্ষঃস্থলে ও শিরে ও ললাট দেশে বার বার করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "হে রাজন! আপনি এখন কোথায়? একবার আসিয়া দেখুন, আপনার সেই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র রোহিত এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা ও চৈতন্য লাভ করতঃ বলিতে লাগিলেন, পুত্র! শয্যা পরিত্যাগ কর, শীঘ্র জাগরিত হও, দেখ ভীষণ নিশীথ সময় উপস্থিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে শত শত শৃগাল এবং ভূত প্রেত পিশাচ ও ডাকিনী প্রভৃতি নিশাচর প্রাণীগুলি দলে দলে বিকট শব্দ করিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যাস্ত সময়েই তোমার বয়স্যগণ স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছে, তবে তুমি কেন একাকী এখানে রহিয়াছ? এই বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইলেন। চৈতন্য লাভ করিয়া পুনরায় পুত্রের জীবন

লোভ সম্ভাবনায় যেমন তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি সেই নিৰ্জ্জীব ম্লান মুখ দর্শনে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছাভিভূতা হইয়া পতিতা হইলেন। পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভান্তে রোদন করত কহিলেন "হা শিশো! হা বৎস! হা রোহিতাস্য! হা পুত্র! তুমি কি জন্য আমার কথার প্রত্যুত্তর দিতেছ না? বৎস! একবার আমায় দেখ, আমি যে তোমার জননী আসিয়াছি, তুমি কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না। পুত্র! দেশত্যাগ, রাজ্যনাশ, ভর্ত্তৃ-বিচ্ছেদ ও আত্ম বিক্রয় হইলেও এবং স্বয়ং দাসী হইয়াও কেবল তোমার মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়াই এতাবৎ জীবন ধারণ করিয়া আছি। বৎস! তোমার জন্ম সময়ে লাক্ষণিক বিপ্রগণ যে বলিয়াছিলেন, এই বালক অতি দীর্ঘায়ু, বিজ্ঞ, পৃথিবীর অধীশ্বর, পুত্র পৌত্র-সমন্বিত শৌর্য্য প্রকাশ ও দান বিষয়ে আসক্ত সত্ত্বগুণশালী, দেবতা ও ব্রাহ্মণ ও গুরুগণের সেবায় নিরত, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও পিতামাতার প্রিয় কার্য্যকারী হইবে। কিন্তু হায়! তাহার সে কিছুই ঘটিল না। এক্ষণে ঐ সকল অব্যর্থ বিপ্রবাক্য সকলই ব্যর্থ হইল? হে পুত্র! আমিও দেখিতে পাই তোমার করতলে পঞ্চ "ব" কার, প্রত্যেক করাঙ্গুলীর নিম্নেই ঊর্দ্ধ রেখা, অখণ্ডনীয় আয়ুরেখা, অতিতুচ্ছ গুরুরেখা ও শুক্ররেখা বর্ত্তমান, তোমার করতলে চক্র, মৎস্য, ছত্র, শ্রীবৎস, ধ্বজ, স্বস্তিক, কলসী ও চামরাদি সে সকল শুভ চিহ্ন রহিয়াছে; আধুনা কেন হায় তৎসমস্তই নিরর্থক বোধ হইতেছে। হে রাজন্! হা পৃথিবী পতে! হা পতে! আপ-

নার সেই রাজ্য, মন্ত্রিবর্গ, সিংহাসন, রাজপুত্র, খড়্গ, ধনসম্পত্তি, অযোধ্যা নগরী, হর্ম্ম্যনিচয়, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও প্রজা পুঞ্জই বা কোথায়? হা পুত্র! তুমি এই সমস্ত পিতৃ-সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় যাইলে? হা কান্ত! হা নৃপ! যে রোহিত অতি বাল্যাবস্থায় সহসা হামাগুড়ি দিয়া আপনার ক্রোড়ে যাইয়া কুঙ্কুমানু লিপ্ত বিশাল বক্ষঃস্থলকে পঙ্কবৎ নিজ শরীর ধূলি দ্বারা মলিন করিত একবার আসিয়া সেই প্রিয়তম পুত্রের অবস্থা দেখুন। হে ভূপতে! যে রোহিত আপনার অঙ্কগত হইয়া বালকতা নিবন্ধন ভবদীয় মৃগনাভি বিলেপিত ললাট তিলকাবলী মুছিয়া দিত, যাহার মুখ কমল মৃত্তিকা লিপ্ত হইলেই, আমি স্নেহভরে বারংবার চুম্বন করিতাম, এক্ষণে সেই মুখ কত মক্ষিকার বাসযোগ্য এবং কীট-দূষিত হইয়াছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছি। হা রাজন! একবার আসিয়া সেই আপনার জীবন স্বর্ব্বস্ব প্রাণের প্রাণ পুত্র রোহিত এখন জীবন বিসর্জ্জন দিয়া ভূতলে অনাথ দরিদ্রের ন্যায় শয়ন করিয়া আছে। হা দৈব! আমি পূর্ব্ব জন্মে এমন কি পাপ কর্ম্ম করিয়া ছিলাম, যে সে কর্ম্মফলের কিছুতেই অন্ত দেখিতেছি না, হা বৎস! তুমি কোথায় যাইলে? তৎকালে তাহার তাদৃশ বিলাপ শ্রবণে জাগরিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? এই বালকটী কাহার? তোমার পতিই কোথায়? তুমি নিশীথকালে একাকিনী কেনই বা রোদন করিতেছ? তাহারা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও রাজমহিষী কিছুই উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন

না। তাহারা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কোনও উত্তর না দিয়া শোকে দুঃখে কাতর হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কেবল রোদনই করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল এ যখন কিছুই বলিতেছে না, তখন এ সাধারণ স্ত্রীলোক নহে এ কোনও শিশুঘাতিনী রাক্ষসী হইবে। অতএব উহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে সংহার করাই কর্ত্তব্য; এ যদি সাধারণ রমণী হইত, তাহা হইলে এই নিশীথ সময়ে একাকিনী নগরের বাহিরে থাকিবে কেন? নিঃসন্দেহ ভক্ষণ করিবার জন্য কাহারও শিশু-টীকে আনয়ন করিয়াছে। তাহারা এইরূপ বলাবলি করিয়া ত্বরায় কেহ কেহ কেশপাশ, কেহ কেহ হস্তদ্বয়, কেহ বা গলদেশ ধারণ করিয়া নির্দ্দয়ভাবে আকর্ষণ পূর্ব্বক বীরবাহু চণ্ডালের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। বলিল "ওহে চণ্ডাল! আমরা নগরের বহির্ভাগে এই শিশু-ঘাতিনী রাক্ষসীকে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব ইহাকে শীঘ্রই বিনাশ কর।

চণ্ডাল বলিল এই রাক্ষসীর বিষয় জানা আছে, এ অনেক শিশু ভক্ষণ করিয়াছে, কিন্তু কেহই দেখিতে পায় নাই; তোমরা ইহাকে ধরিয়া প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ; এক্ষণে তোমরা যথেচ্ছ গমন কর। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, গো, স্ত্রীলোক ও বালককে হত্যা করে, অথবা সুবর্ণাপহরণ, কাহার গৃহে অগ্নিদান, মার্গ রোধ, মদ্য পান, গুরু পত্নী গমন ও সাধু ব্যক্তির সহিত বিরোধ করে,তাহাকে সংহার করিলে পাপের কথা দূরে থাকুক বরঞ্চ পুণ্যই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বা স্ত্রীলোকও যদি ঐরূপ পাপাচারী হয় তাহারও

বধে দোষ হয় না। সুতরাং ইহাকে বিনাশ করাই উচিত। এই কথা বলিয়া রাজ্ঞীকে বন্ধন করত প্রহার করিতে করিতে হরিশ্চন্দ্রকে কর্কশ স্বরে কহিল,"রে দাস,এ দুষ্টা রাক্ষসীকে এখনই সংহার কর্। এ বিষয়ে কিছুই বিচার করিবার আর প্রয়োজন নাই।" তৎকালে ভূপতি চণ্ডালের বজ্রোপম বাক্য শ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং স্ত্রীহত্যায় ভীত হইয়া চণ্ডালকে কহিলেন, প্রভো! আমি এ কার্য্যে অশক্ত অতএব অপর কোনও কিঙ্করের উপর এ কার্য্যের ভার দিন্। এই কার্য্য ভিন্ন অপর যে কার্য্য সাধনের জন্য বলিবেন তাহা অসাধ্য হইলেও আমি তাহা সম্পাদন করিব। চণ্ডাল রাজার বাক্য শ্রবণে কহিল তুমি পাপ হইতে ভীত হইও না, অসি লও, আমার মতে ইহাকে বধ করিলে পুণ্য আছে; এই রমণী যখন বালকগণের ভয়ের কারণ, তখন ইহাকে কদাচ রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। রাজা কহিলেন রমণীগণকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করাই বিধেয়, কদাচ হত্যা করা বিধেয় নহে। কারণ ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ স্ত্রীবধে গুরুতর পাতক বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে পুরুষ জ্ঞান পূর্ব্বকই হউক বা অজ্ঞান পূর্ব্বকই হউক, স্ত্রীহত্যা করে সেই নরাধমকে রৌরবাদি বিবিধ নরকে অনন্তকাল অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।" তৎশ্রবণে চণ্ডাল বলিল, এরূপ কথা বলিওনা, ত্বরায় বিদ্যুৎসম এই সুতীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ কর। দেখ, যে স্থানে একজনকে বিনাশ করিলে বহু লোকের সুখসচ্ছন্দতা হয়, তাহাকে হত্যা করিলে পাপের পরিবর্ত্তে পুণ্যই হইয়া থাকে।

রাজা কহিলেন "আমি আজন্ম এই কঠোর ব্রত করিয়াছি যে কদাচ স্ত্রীহত্যা করিব না, এজন্য আপনার আদিষ্ট এই স্ত্রীহত্যায় কিরূপে প্রবৃত্ত হই। চণ্ডাল নাথ! আমায় অন্য কোনও সুদারুণ কার্য্যের ভার দিন্। কেহ যদি আপনার শত্রু থাকে বলুন, আমি অবিলম্বে তাহাকে নিহত করিয়া তদীয় রাজ্য আপনাকে অর্পণ করিব। দেবেন্দ্রও যদি আপনার বিপক্ষ হন্, এবং সমুদয় দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দানব ও উরগগণও যদি তাহার সহিত যোগদান করেন, আমি সকলকেই বিনাশ পূর্ব্বক তাহাকেও জয় করিব, কিন্তু এই জঘন্য কার্য্যে আমায় নিযুক্ত হইতে অনুরোধ কবিবেন না।

চণ্ডালরাজ হরিশ্চন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া সেই স্ত্রীবধ-ভয়ে কম্পিত কলেবর মহীপতিকে কহিল, তোমার মুখে ওরূপ কথা ভাল শুনায় না, তুমি চণ্ডালের দাস হইয়াও মহাবীরগণের ন্যায় কথা কহিতেছ। দাস, অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি শুন, রে দুষ্ট, প্রভুর কার্য্য ভিন্ন ভৃত্যের আবার কর্ত্তব্য কি? তুই আমার নিকট বেতন লইয়া আমারই কার্য্যের হানি করিতেছিস্। যে ভৃত্য প্রভুর নিকট বেতন গ্রহণ করিয়া প্রভুর কার্য্যের ক্ষতি করে, অযুত কল্পকালেও তাহার নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। নির্লজ্জ! তোমার হৃদয়ে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও পাপভয় থাকে, তবে তুমি কি জন্য চণ্ডাল গৃহে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ? এক্ষণে এই খড়্গ লও ইহার মস্তক ছেদন কর। চণ্ডাল রাজাকে এই

কথা বলিয়া তাঁহার হস্তে খড়্গ দিল। অনন্তর হরিশ্চন্দ্র কম্পিত কলেবরে অধোমুখে রাজ্ঞীকে কহিলেন "বালে! এই পাপিষ্ঠ দাসের সম্মুখে উপবেশন কর, যদি আমার হস্ত স্ত্রীলোকের উপর অসি প্রহারে সক্ষম হয় তবে আমি তোমার মস্তক ছেদন করিব। তৎকালে নৃপতি স্বীয় পত্নীকে এবং রাজ্ঞী স্বীয় পতিকে চিনিতে পারেন নাই। রাজা খড়্গ লইয়া অগ্রসর হইলে, রাজ্ঞী দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে কহিলেন "চণ্ডাল! যদি তোমার অভিমত হয়, আমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে শুন। "অনতিদূরে নগরের বাহিরে আমার মৃত পুত্র পতিত আছে। তাহাকে তোমার নিকট আনয়ন পূর্ব্বক দাহ করিতে যে সময় লাগে, সেই কাল মাত্র অপেক্ষা কর, পরে আমায় তোমার অসিদ্বারা সংহার করিও।" তৎশ্রবণে হরিশ্চন্দ্র তাহাই হউক বলিয়া বালকের নিকট গমন করিতে বলিলেন। রাজপত্নী শৈব্যা হা পুত্র! হা শিশো। হা বৎস! ইত্যাদি বাক্যে সুদারুণ বিলাপ করিতে করিতে সর্পদষ্ট বালক পুত্রের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর সেই বিবর্ণা, মলিনা ধূলি ধূসরিত আলুলায়িতকেশা রাজমহিষী পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করত ভূতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "রাজন্! একবার আসিয়া দেখুন, আপনার সেই নবনীত সুকোমল শিশু সন্তান আজ কি অবস্থায় মহীতলে শয়ন করিয়া আছে। হায় বৎস! নিজ বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সর্পদংশনে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছ। রাজা বর্ত্তমান থাকিলে কত রাজবৈদ্য ইহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইত। এই বলিতে বলিতে

রাণী মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন নরপতি হরিশ্চন্দ্র রাজ্ঞীর তাদৃশ বিলাপ ধ্বনি শ্রবণে বালকের নিকট আসিয়া তাহার গাত্র হইতে আবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে তিনি যদিচ রাজ্ঞীর সন্নিকটস্থ হইলেন বটে কিন্তু তথাপি বহুদিন প্রবাসাদি ক্লেশে রাজ্ঞীর জন্মান্তরের ন্যায় দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, এবং রাজারও পূর্ব্বমনোহর কেশপাশ জটাজালে পরিণত হওয়ায় এবং কলেবর শুষ্ক বৃক্ষ-ত্বকের ন্যায় শীর্ণ ও রুক্ষ ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় রাজমহিষীও হরিশ্চন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর হরিশ্চন্দ্র ভূতলস্থিত সর্পদষ্ট বালককে দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত রাজলক্ষণান্বিত দেখিয়া ভাবিলেন হায়! ইহার মুখমণ্ডল এই অবস্থায়ও পূর্ণ শশধরের ন্যায় কেমন সৌন্দর্য্যময় রহিয়াছে, একটীও ব্রণ চিহ্ন দেখা যায় না, নাসিকা কেমন উন্নত। কপোল যুগল দর্পণবৎ স্বচ্ছ ও সমুন্নত বলিয়া মুখমণ্ডলের কেমন শোভা সম্পাদন করিতেছে। কেশনিচয় কেমন সুনীল কুঞ্চিতাগ্র সম দীর্ঘ ও তরঙ্গবৎ উন্নতা-নত ভাবে অবস্থিত। লোচনদ্বয় পদ্মপলাশবৎ কেমন সুবি-শাল! ওষ্ঠদ্বয় সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় কেমন সুললিত এবং বক্ষঃস্থল সুবিস্তৃত। নেত্রযুগল আকর্ণ বিশ্রান্ত, ভুজদ্বয় আজানু-লম্বিত, কন্ধর দেশ সমুন্নত, পদযুগল বিশাল ও মৃণালবৎ মনোহর, মূর্ত্তি গম্ভীর অঙ্গুলিনিচয় সূক্ষ্ম অথচ যেন ভূমণ্ডল ধারণে সম্পূর্ণ সমর্থ ও নাভি কেমন গভীর। হায়! কি কষ্ট, নিঃসন্দেহ এই বালক কোন রাজকুলে উৎপন্ন হইয়াছে। দুরাত্মা কৃতান্ত এই চক্রবর্ত্তী

লক্ষণাক্রান্ত সুকুমার শিশুকেও কালপাশে বদ্ধ করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্র সেই গর্ভধারিণীর অঙ্কস্থিত বালককে এইরূপ একাগ্র-চিত্তে নিরীক্ষণ করায় তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হইল। তখন তিনিও হাহাকার করত অবিরাম নেত্রবারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মনে মনে কহিলেন হায়! ঐ যে আমারই সেই বৎস, রোহিতের এই দশা ঘটিয়াছে, তৎকালে রাজা নিজ পুত্র বলিয়াই জানিতে পারিলেন তথাপি মনে মনে নানারূপ বিচার করিয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থিত রহিলেন, রাজ্ঞীকে কিছুই বলি· লেন না। অনন্তর রাজ্ঞী নিতান্ত দুঃখাবেশ বশে করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "হা বৎস! জানিনা কোন্ পাপের দারুণ ফলে এই ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত হইল। হা নাথ! হা রাজন্! আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় নিশ্চিন্ত মনে অবস্থিতি করিতেছেন! এক্ষত্রে আমি যে নিদারুণ দুঃখার্ণবে ভাসমান হইতেছি। বিধাতঃ এ কি করিলে! রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যনাশ, স্বজন ত্যাগ অবশেষে ভার্য্যাপুত্র বিক্রয় পর্য্যন্ত করাইলে! রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্ঞীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি রাজ্ঞীকে ও মৃত স্বীয় পুত্রকে পূর্ব্বানুভূত নানারূপ চিহ্ন দর্শনে "হায়! এ যে আমারই স্বাধ্বী পত্নী শৈব্যা এবং বালক সত্য সত্যই আমার প্রাণের রোহিত" এইরূপ সম্যক বুঝিতে পারিয়া শোকাকুল চিত্তে ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজ্ঞীও তাদৃশাবস্থাপন্ন ভূপতিকে চিনিবার উপক্রমেই

একান্ত শোকাকূলা ও মুর্চ্ছাপন্না হইলেন। এবং নিশ্চেষ্ট ভাবে ধরণীতলে কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। অতঃপর সেই রাজেন্দ্র ও রাজমহিষী উভয়েই এককালে চৈতন্য লাভকরত শোক ভারে নিতান্ত পীড়িত ও সন্তপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাজা বলিলেন "হা বৎস! তোমার অলকাবলী বিমণ্ডিত সুকুমার মুখমণ্ডল ম্লান দেখিয়াও কি কারণে মদীয় কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না। পুত্র! তুমি তাত! তাত! বলিতে বলিতে আমার সম্মুখাগত হইলে আমি প্রেমভরে তোমায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক আর কি কখন বৎস,বৎস, বলিয়া সম্বোধন করিতে পাইব? প্রাণাধিক! আর কাহার জানু সংলগ্ন পিঙ্গলবর্ণ ভূমি-রেণু দ্বারা আমার উত্তরীয় ক্রোড় বশন ও সর্ব্বাঙ্গ মলিন হইবে? হা হৃদয়ানন্দপ্রদ অদ্যাপি আমার মন তদীয় মুখকমল দর্শনে পরিতৃপ্ত হয় নাই; হায় বৎস! যে আমি পিতা হইয়াও তুচ্ছ বস্তু, বৎস তোমাকে বিক্রয় করিয়াছি, সেই আমাকে দেখিয়াই তুমি আমাকে পিতৃমান্ বোধ করিতে। হায় দগ্ধ দৈব প্রভাবে আমার আখিল রাজ্য ও ধনসম্পত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাতে আমার দুঃখ নাই কিন্তু পরিশেষে নৃশংস দৈব একমাত্র জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রের প্রতিও ক্রূরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে। ভীষণ কাল সর্প দুষ্ট পুত্রের মুখকমল নীরিক্ষণ করিয়াই আমিও কিনা এক্ষণে ঘোরতর সন্তাপবিষে জর্জ্জরিত হইলাম।" হরিশ্চন্দ্র এইরূপ বিলাপ বাক্য কহিয়াই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন।

তখন রাজমহিষী শৈব্যা তাঁহাকে পতিত দেখিয়া ভাবিলেন

ইনিই সেই বিদ্বজ্জনগণের হৃদয়কুমুদ প্রকাশক চন্দ্র স্বরূপ পুরুষ-বর প্রবীণ শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র, সেই মহাত্মার ন্যায় ইঁহারও ত তিল-কুসুমোপম উন্নত নাসিকা দন্তপংক্তি ও সেইরূপ মুকুল-সদৃশ এবং রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণান্বিত ললাটদেশ, বিশেষতঃ শরীর সেই মহাত্মার ন্যায় দ্বাত্রিংশৎলক্ষণান্বিত পূর্ণরূপে সুগঠিত সুমনোহর! কিন্তু যদি সেই নরবরই ইনি হইবেন, তবে শ্মশানে কি জন্য আসিবেন, রাজমহিষী শৈব্যা পুত্রশোক পরিহারপূর্ব্বক ভূতলে পতিত পতিকে নিরীক্ষণ করত এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে যুগপৎ সাতিশয় আনন্দিতা বিস্মিতা কাতরচিত্তা ও স্বামী-পুত্র-দুঃখ-নিতান্ত-ব্যথিতা হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রিয়পতিকে দর্শন করিতে করিতেই মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অতঃপর অল্পে অল্পে চৈতন্যলাভ করিয়া গদগদ বচনে করুণস্বরে কহিলেন, “হা অকরুণ দৈব হা নির্ম্মর্যাদ! তুমি যখন অমরোপম নৃপবর হরিশ্চন্দ্রকেও চণ্ডাল করিয়াছ, তখন হে জগুপ্সিত! তোমাকেই ধিক্! হায় তুমি কি প্রকারে নৃপবরকে রাজ্য ও সুহৃত্ত্যাগ এবং স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করাইয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে এক্ষণে চণ্ডাল করাইয়াছ। মহারাজ, এক্ষণে আপনার সেই রাজছত্র, সেই সিংহাসন এবং সেই চামরব্যজনই বা দেখিতেছি না কেন? হায় এ কি বিধি বিপর্য্যয়! পূর্ব্বে যাহার গমনকালে রাজগণ ভৃত্য স্বরূপ হইয়া নিজ নিজ উত্তরীয় বসন দ্বারা গমনমার্গের ধূলি সকল অপসারণ করিতেন, সেই রাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্র কিনা যে স্থানে প্রায় সর্ব্বত্রই নৃকপাল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলস, শববস্ত্র ও অভ্যন্তরে

শব-কেশ-জড়িত শব-নির্ম্মাল্যসূত্রসকল পতিত থাকায় দর্শন মাত্রেই মানবগণের ভীতির সঞ্চার হয়, যে স্থানের ইতস্ততঃ অর্দ্ধ-দগ্ধ শবশরীর নিঃসৃত শুষ্ক বসা সকল অনুলেপন-দ্রব্যের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে ; ভস্ম, অঙ্গার, অর্দ্দদগ্ধ শবশরীর অস্থি ও মজ্জা সকল যাহার ভীষণতা উৎপাদন করিতেছে, যে স্থানে গৃধ্র, গোমায়ু ও হৃষ্টপুষ্ট কাকাদি মাংসাশী বিহঙ্গনিচয় ভীষণ রব করত বিচরণ করিতেছে, চিতাধূমময় নীলবসনে যে স্থানের চতুর্দ্দিক মলিনতা প্রাপ্ত হইতেছে, যাহার স্থানে স্থানে অসংখ্য নিশাচরগণ শবশরীর ভোজনে আনন্দে সমবেত, তাদৃশ অপবিত্র শ্মশানক্ষেত্রে মর্ম্মবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। অতএব ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

সেই নৃপাত্মজা সাধ্বী শৈব্যা এবম্প্রকার করুণবাক্য বলিয়া শোকাকুল-হৃদয়ে রাজার কণ্ঠদেশে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনরায় এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজন ! ইহা কি স্বপ্ন ! না যথার্থই মহারাজ ! আপনাকে দেখিয়া আমার মন নিতান্তই বিমোহিত হইতেছে। অতএব তদ্বিষয় আমাকে সত্য করিয়া বলুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনিত ধর্ম্মের অনুসরণ করতই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং ধর্ম্মানুস্বরণ জন্যই যদি আপনার ঈদৃশ চণ্ডাল দাসত্বই সত্য হয় তবে ধর্ম্মাচরণ, সত্য পালন, এবং দেব-দ্বিজাদি-পূজনেও কাহারও কোনও প্রকার সহায়তা পাইবার আশা দেখি না। তবে কি ধর্ম্ম নাই ? 'যদি ধর্ম্মই না থাকিত তবে সত্যই বা কোথায় ? সুতরাং ঋজুতা বা অনৃশংসতাও কোনরূপ ফলজনক নহে।' হরি-

শ্চন্দ্র মহিষীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণে দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদ্ গদ্ স্বরে যে প্রকারে আপনার চণ্ডালতা ঘটিয়াছে সেই কৃশাঙ্গী শৈব্যার নিকট আদ্যন্ত তৎসমুদয় ব্যক্ত করিলেন।

তৎশ্রবণে ভীরুস্বভাবা রাজমহিষী শৈব্যা যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইয়া বহুক্ষণ দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগান্তে যে প্রকারে স্বীয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা নিবেদন করিলেন।

রাজা মহিষীর তদ্বাক্য শ্রবণে মহীতলে নিপতিত হইলেন এবং ক্ষণকালান্তে মৃতপুত্রকে কোলে লইয়া মুহুর্মুহু জিহ্বা সংস্পর্শে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন শৈব্যা বাস্পগদগদ্‌কণ্ঠে রাজাকে কহিলেন প্রভো! এক্ষণে আপনি আমার শিরশ্ছেদন করিয়া প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করুন, হে ভূপতে! আপনার যেন স্বামিদ্রোহ ও অসত্যজনক পাতক না হয়। অতএব হে রাজেন্দ্র এক্ষণে স্বামীর আজ্ঞা-লঙ্ঘন-স্বরূপ স্বামিদ্রোহ করিবেন না, এবং আজ্ঞাপলনে পরাঙ্মুখ হইয়া অসত্য প্রতিজ্ঞ হইবেন না।

রাজা মহিষীর এই কথা শুনিয়াই ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন এবং ক্ষণকালান্তে চৈতন্য লাভ করত নিরতিশয় কাতর চিত্তে বিলাপ করত কহিলেন প্রিয়ে! তুমি কিরূপে এই নিষ্ঠুর বাক্য মুখে আনিলে? সে কার্য্যের কল্পনা বা উল্লেখ করাও অসাধ্য, আমি কিরূপে সে কার্য্য করিব!' তদ্‌বাক্য শ্রবণে রাজ্ঞী বলিলেন প্রভো! আমি যে ভগবতী গৌরীর আরাধনা ও দেব-দ্বিজগণের পূজা করিয়াছি। সেই পুণ্যবলে মৃত্যুর পর পরজন্মেরও আপনি আমার পতি হইবেন।' হরিশ্চন্দ্র পত্নীর তাদৃশ প্রেম-

পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখবেগবশে মহীতলে পতিত হইলেন; ক্ষণ পরেই চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! আর দীর্ঘকাল নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিনা, কিন্তু অয়ি তন্বঙ্গি! আমার কি হতাদৃষ্ট দেখ, আমি জীবন ত্যাগেও স্বাধীন নহি, এক্ষণে যদি আমি চণ্ডাল প্রভুর অনুমতি না নিয়া অগ্নি প্রবেশ করি, তাহা হইলে, নিঃসন্দেহ আমাকে অন্য জন্মেও চণ্ডালের দাসত্ব করিতে এবং ঘোর নরকে যাইয়াও নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু যাহাই হউক এই যে, আমার একমাত্র বংশধর বালক পুত্র ছিল, সেও যখন বলবদ্ দৈবদুর্ব্বিপাকে জীবন হারাইল, তখন আমি যে দারুণ দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়াছি, তাহাতে আমার প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর, তাহাতে আমি না হয় নরকে যাইয়া সন্তাপই ভোগ করিব। হায়! আমি যে নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়া পরায়ত্ত হইয়াছি, কি প্রকারেই বা জীবন ত্যাগ করিব? যাহা হউক জীবন পরায়ত্ত হইলেও নিরবচ্ছিন্ন যখন ভীষণ দুঃখই উপস্থিত হইতেছে, তখন নিজ দেহ পরিত্যাগ করিবই করিব। আমি বোধ করি পুত্রের মৃত্যুতে মানবগণের যেরূপ তীব্রতম দুঃখ উপস্থিত হয়, ত্রিলোক মধ্যে অসিপত্রবন নামক নরকে কি কুত্রাপি সেরূপ দুঃখ নাই, অতএব হে তন্বঙ্গি! এক্ষণে আমি সেই বিষদুঃখে প্রপীড়িত হইয়াই পুত্র দেহের সহিত প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মদেহ বিসর্জ্জন দিব স্থির করিলাম। ইহাতে এক্ষণে তোমার নিকট আমার অপরাধ হইবে তাহা ক্ষমা করিও। কমললোচনে! আমার এই

নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে মর্ম্মাহতা হইলেও তুমি এ বিষয়ে আমায় কিছু বলিও না। শুচিস্মিতে! আমি তোমায় অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি সেই বিপ্র গৃহেই গমন কর; যদি কখন আমি দান হোম, বা গুরুজনের সন্তোষ সাধন করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই পুনরায় পুত্র ও তোমার সহিত সম্মিলন হইবে, নতুবা ইহলোকে আর কিরূপে তোমার অভীষ্ট লাভ হইবে! অয়ি পতিরতে! শুচিস্মিতে! আমি নির্জ্জনে তোমায় পরিহাস করত যে সকল অপ্রীতিকর কথা বলিয়াছি, আমার ইহলোক হইতে গমনকালে তৎ সমস্ত ক্ষমা করিও, হে শুভে! কদাচ তুমি রাজপত্নী জ্ঞানে গর্ব্ব হেতু সেই দ্বিজবরকে অবজ্ঞা করিওনা। তিনি যখন তোমার প্রভু, তখন দেবতা জ্ঞানে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সন্তোষ সাধন করিতে চেষ্টা করিবে।" সাধ্বী শৈব্যা রাজার বাক্য শ্রবণে কহিলেন "রাজর্ষে! আমিও হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিব, দেব, আমিও দুঃখভার আর সহ্য করিতে পারিতেছিনা, অতএব আমিও আপনার সহগামিনী হইব; ইহাতে আপনি আমায় নিষেধ করিতে পারিবেন না, হে মানদ! আপনার সহিত গমনই আমার শ্রেয়স্কর, অন্যথা কিছুতেই আমার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, স্বর্গই হউক আর নরকই হউক আপনার সহিত পরম সুখে তাহাই ভোগ করিব।" তচ্ছ্রবণে রাজা কহিলেন 'পতিব্রতে! তাহাই হউক।"

অনন্তর রাজা চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি নিজ তনয়কে আরোপণ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের

জননী ব্রহ্মস্বরূপিণী পরমেশ্বরীকে কায়মনোবাক্যে ধ্যান করিতে লাগিলে ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবগণ ধর্ম্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ত্বরায় তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন "রাজন্! আমাদিগের বাক্য শ্রবণ কর, পিতামহ সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান,ধর্ম্ম, সাধ্যগণ, মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ, চারণগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মুনিগণ, একাদশ রুদ্র ও অন্যান্য বহুল দেবগণ আমরা সকলে উপস্থিত হইয়াছি। যিনি বিশ্বত্রয়ের সহিত আসিল, ধার্ম্মিকজনের সহিত মিত্রতা বাসনা করেন, সেই বিশ্বামিত্রই তোমার অভীষ্ট দান করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইতেছেন। ধর্ম্ম বলিলেন হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিওনা। আমি স্বয়ং ধর্ম্ম, তোমার ও তোমার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, তোমরা উভয়ে নিজ সত্য তিতিক্ষা, দম ও সত্ত্বাদিগুণে আমায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিয়াছ। ইন্দ্র বলিলেন. রাজন্! তোমরা সনাতন পুণ্যলোক সকল জয় করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা উভয়ে পুত্রের সহিত স্বর্গধামে আরোহণ কর। অপর মানবগণের যাহা অতি দুষ্প্রাপ্য তোমরা স্বকীয় কর্ম্ম প্রভাবে তাহাই অধিকার করিয়াছ। অনন্তর ইন্দ্র চিতাশায়ী রাজকুমারের উপর অপমৃত্যু বিনাশন অমৃত বর্ষণ করিলেন এবং তথায় পুষ্পবৃষ্টি ও সুরপুরে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল. এদিকে মৃত পুত্রও পূর্ব্ববৎ সুকুমার শরীর লইয়া ও সুস্থ হইয়া প্রীতি প্রসন্ন মনে চিতা হইতে উত্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত নিজ নিজ পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লাভ করত দিব্য মাল্য

ও দিব্য বসনে বিভূষিত স্বচ্ছন্দ শরীর এবং পূর্ণমনোরথ হওয়ায় পরমাহ্লাদিত হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন "মহাভাগ! এক্ষণে তুমি স্ত্রী পুত্রের সহিত স্বর্লোকে আরোহণ কর; উহা তোমার সৎকর্ম্ম পরম্পরার ফল স্বরূপ পরম সদ্গতি জানিও।" ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র কহিলেন "দেবরাজ আমি চণ্ডাল প্রভুর অনুজ্ঞা না লইয়া এবং তাঁহার নিকট আত্ম নিষ্কৃতি না করিয়া সুরালয়ে আরোহণ করিতে পারিনা।" তখন ধর্ম্ম কহিলেন, "তোমার এবম্বিধ ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াই, আমি নিজেই আত্মমায়ায় চণ্ডারূপ পরিগ্রহণ করিয়া তোমাকে চণ্ডাল পুরী দেখাইয়া ছিলাম। তুমি স্বকৃত ধর্ম্মবলেই মুক্ত হইয়াছ।" বিশ্বামিত্রও তখন বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে এই সাধ্বী শৈব্যাকে ক্রয় করিয়াছিলাম, ইঁহার পাতিব্রত্য ও ধর্ম্ম-বলে ইনি নিজেই মুক্ত হইলেন। রাজন্! তোমার রাজত্ব তুমিই প্রাপ্ত হইলে।" তখন দেবরাজ বলিলেন "এক্ষণে তুমি পুণ্যশীল মানবগণের অবোধনীয় পবিত্রলোকে আরোহণ কর।" রাজা বলিলেন "দেবরাজ আপনাকে নমস্কার, আপনি কৃপা করিয়া আমার একটী কথায় কর্ণপাত করুন্। দেখুন কুশল নগরে মদীয় সমুদয় প্রজাবর্গই আমার শোকে নিমগ্ন চিত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে; অতএব আমি সেই হিতৈষী ব্যক্তিগণকে ছাড়িয়া কিরূপে স্বর্গারোহণ করি? মনীষিগণ অনুগত ভক্তত্যাগ জন্য পাতককে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান গোবধ স্ত্রীহত্যা পাপের তুল্য মহাপাতক বলিয়াছেন। অতএব অত্যাজ্য অনুগত ভক্তজনগণকে পরিত্যাগ করিলে আমার

কিরূপে সুখ হইবে? হে শক্র, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিনা, আপনি সুরলোকে গমন করুন্। হে সুরেশ্বর! যদি তাহারাও আমার সহিত স্বর্গে যাইতে পারে তাহা হইলে আমি যাইব। নতুবা আমি তাহাদের সহিত সস্ত্রীক নরকেই গমন করিব।” ইন্দ্র বলিলেন “নৃপ! তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বহুল পাপ পুণ্য আছে অতএব তুমি কিরূপে তাহাদিগের সহিত স্বর্গ ভোগ ইচ্ছা করিতেছ?”

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন,“প্রজাপুঞ্জের পুণ্যপ্রভাবেই রাজা রাজ্যভোগ মহা মহা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পূজা ও পূর্ত্ত কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতে পারেন, আমি প্রজাগণের সহায়তায়ই যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অতএব স্বর্গভোগকামনায় সেই আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্যপ্রদ প্রজাবর্গকে পরিত্যাগ করিতে পারিবনা। এজন্য হে দেবেশ আমি দান যজ্ঞ ও জপাদি যাহা কিছু সৎকার্য্য করিয়াছি, সেই পুণ্যফল তাহাদিগের সহিত আমার তুল্যাংশ হউক। আমার সৎকর্ম্মজনিত বহুকালোপভোগ্য যে পুণ্যফল আছে, আপনার প্রসাদে আমি যেন সেই পুণ্যফলে তাহাদের সহিত একদিনও স্বর্গ ভোগ করিতে পারি।” তৎশ্রবণে দেবরাজ বলিলেন “ভাল তাহাই হইবে” অনন্তর দেবরাজ, রাজা ও বিশ্বামিত্র সহ অযোধ্যায় গিয়া প্রজাবর্গকে কহিলেন “হে অযোধ্যাবাসী জনগণ! “তোমরা যে যে ইচ্ছা কর রাজা হরিশ্চন্দ্রের সহিত মদীয় স্বর্গলোকে গমন করিতে পার।” পরে যাহাদিগের সংসার সুখে বিরাগ জন্মিয়াছিল তাঁহারাই প্রহৃষ্টান্তঃ-

করণে দিব্য দীপ্ত কলেবর ধারণ পূর্ব্বক মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও সাধ্বী শ্রেষ্ঠা শৈব্যা দেবী সহ দেবগণের দুর্ল্লভ কিঙ্কিণী মালা বিভূষিত কামগামী বিমানে আরূঢ় হইলেন। মহারাজ নিজ তনয়কে অযোধ্যায় রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সস্ত্রীক স্বজনগণ সহ সুদুর্ল্লভ স্বর্লোকে গমন করিলেন। এই সত্যশীলা পতিব্রতা শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য অতি পুণ্যজনক শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, মানব সাংসারিক দুঃখজালে নিষ্পীড়িত হইয়া এই আখ্যান শ্রবণ করে, সে সততই সুখ লাভ করিয়া থাকে। অধিক কি, ইহা শ্রবণ করিলে স্বর্গ প্রার্থী স্বর্গ, পুত্র প্রার্থী পুত্র, ভার্য্যা প্রার্থী ভার্য্যা, এমন কি রাজ্য প্রার্থী রাজ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সাবিত্রী।

সাবিত্রী—ইনি মহাত্মা দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র সত্যবানের সাধ্বী পত্নী। ইনি মদ্রাধিপতি মহারাজ অশ্বপতির ঔরসে মালতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইনি রূপে গুণে লক্ষ্মী স্বরূপা, ইহার সতীত্বের তুলনা নাই। ইনি সতীত্ব বলে মৃত পতিকে জীবিত করিয়াছিলেন। মহারাজ অশ্বপতি ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাবান্ ছিলেন, ইনি নিঃসন্তান হওয়াতে বৃদ্ধ বয়সে সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন এবং অপত্য উৎপাদনার্থ নিয়মিতাহারী, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন।

তৎকালে তিনি সাবিত্রী মন্ত্রে প্রতিদিন লক্ষবার আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন। তিনি অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়মে ছিলেন, পরে অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে সাবিত্রী তাঁহার প্রতি তুষ্টা হইলেন। তখন তিনি মূর্ত্তিমতী, অগ্নিহোত্র হইতে সমুত্থিতা ও বিপুল হর্ষান্বিতা হইয়া সেই নরপতিকে দর্শন দিলেন এবং বরদানে উন্মুখী হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন "হে রাজন! তোমার বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-চর্য্য, দম, নিয়ম, সম্পূর্ণ যত্ন ও ভক্তি দ্বারা আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়াছি; অতএব তোমার যাহা অভিলষিত হয়, বর প্রার্থনা কর; অপিচ ধর্ম্মবিষয়ে অনবধান করা তোমার কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে। অশ্বপতি কহিলেন, হে দেবি! আমি ধর্ম্ম লাভ বাসনায় অপত্যের নিমিত্ত এই সমারম্ভ করিয়াছি; অতএব প্রার্থনা এই যে, আমার কুলভাবন বহুল পুত্র সকল উৎপন্ন হয়। হে দেবি! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্টা হইয়া থাকেন, তবে আমি এই বর প্রার্থনা করি; যেহেতু ব্রাহ্মণেরা আমাকে বলিয়াছেন, সন্তানই পরম ধর্ম্ম সাবিত্রী কহিলেন, রাজন! আমি পূর্ব্বেই তোমার এই অভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে তোমার পুত্রের নিমিত্ত বলিয়াছিলাম। হে সৌম্য! স্বয়ম্ভু-বিহিত সেই প্রসাদ হইতে পৃথিবীতে শীঘ্রই তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা হইবে। আমি পিতামহের আজ্ঞা ক্রমে তুষ্টা হইয়া তোমাকে এই কথা বলিতেছি; অতএব তুমি কোনক্রমে ইহাতে কোন উত্তর করিওনা"। নরপতি অশ্বপতি "তাহাই

হইবে” এই বলিয়া সাবিত্রীর বাক্য অঙ্গীকার পূর্ব্বক শীঘ্র কন্যা হইবার উদ্দেশে পুনরায় তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। সাবিত্রী অন্তর্দ্ধান করিলে পর সেই বীর্য্যবান নরপাল স্বীয় নগরে গমন করিলেন এবং ধর্ম্ম-সহকারে প্রজা পালন করত নিজরাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়ংকাল অতীত হইলে সেই নিয়তব্রত মহীপতি ধর্ম্মচারিণী জ্যেষ্ঠা মহিষীতে গর্ভোৎপাদন করিলেন। রাজপুত্রী মালতীর সেই গর্ভ তখন, গগনতলে শুক্লপক্ষীয় তারাপতির ন্যায়, বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে কাল উপস্থিত হইলে রাজমহিষী একটী রাজিবলোচনা কন্যা প্রসব করিলেন এবং নৃপসত্তম অশ্বপতিও আনন্দিত হইয়া ঐ কন্যার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সমস্ত সম্পন্ন করিলেন। সাবিত্রী-মন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে সাবিত্রী দেবী প্রীতি পূর্ব্বক এই কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় পিতা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার “সাবিত্রী” নাম রাখিলেন। সাবিত্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনস্থা হইলেন। সেই বিশাল নিতম্বিনী সুমধ্যমাকে কাঞ্চন-ময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া লোকে “ইনি দেব কন্যা মানবী হইয়া অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন” এইরূপ জ্ঞান করিতে লাগিল।

ফলতঃ পদ্মপলাশাক্ষী সাবিত্রী তেজে এরূপ জাজ্বল্যমানা ছিলেন যে, তদীয় কান্তিপুঞ্জে অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে বরণ করিতে পারিল না। অনন্তর কোন পর্ব্ব দিবসে

দেবী সাবিত্রী উপবাস করিয়া মস্তকে জলাভিষেকানন্তর ইষ্ট দেবতার সন্নিহিতা হইয়া হুতাশনে যথাবিধি হবিদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তি বাচন করাইলেন; পরে ইষ্টদেবের অর্পিত নির্ম্মাল্য প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক মহাত্মা পিতার নিকটে গমন করিলেন। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই বরারোহা পিতার চরণযুগলে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রথমতঃ তাঁহাকে দেবদত্ত নির্ম্মাল্য নিবেদন করিলেন, পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নৃপতির পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা রহিলেন। নরপতি সেই দেবরূপিণী স্বীয় দুহিতাকে যৌবনবস্থা দেখিয়া এবং পাত্রেরা তাঁহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। রাজা কহিলেন, পুত্রি! তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত হইয়াছে, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে না, অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর। যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হইবেন, আমার নিকটে তাঁহার কথা নিবেদন করিও; এখন তুমি ইচ্ছানুসারে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনা পূর্ব্বক তোমাকে সম্প্রদান করিব। হে কল্যাণি! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিগণকে যে বচন পাঠ করিতে শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর। যে পিতা কন্যাদান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন; যে পতি ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন এবং যে পুত্র ভর্ত্তৃহীনা জননীর প্রতিপালন না করে সেও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। তুমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে ত্বরান্বিতা হও;—যাহাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না

হইবে” এই বলিয়া সাবিত্রীর বাক্য অঙ্গীকার পূর্ব্বক শীঘ্র বরদা হইবার উদ্দেশে পুনরায় তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। সাবিত্রী অন্তর্দ্ধান করিলে পর সেই বীর্য্যবান নরপাল স্বীয় নগরে গমন করিলেন এবং ধর্ম্ম-সংকারে প্রজা পালন করত নিরুদ্বেগে বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়ংকাল অতীত হইলে সেই নিয়তব্রত মহীপতি ধর্ম্মচারিণী জ্যেষ্ঠা মহিষীতে গর্ভোৎপাদন করিলেন। রাজপুত্রী মালবীর সেই গর্ভ তখন, গগনতলে শুক্লপক্ষীয় তারাপতির ন্যায়, বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে কাল উপস্থিত হইলে রাজমহিষী একটি রাজিবলোচনা কন্যা প্রসব করিলেন এবং নৃপসত্তম অশ্বপতিও আনন্দিত হইয়া ঐ কন্যার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সমস্ত সম্পন্ন করিলেন। সাবিত্রী-মন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে সাবিত্রী দেবী প্রীতি পূর্ব্বক এই কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় পিতা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার “সাবিত্রী” নাম রাখিলেন। সাবিত্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনস্থা হইলেন। সেই বিশাল নিতম্বিনী সুমধ্যমাকে কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া লোকে “ইনি যেন কন্যা মানবী হইয়া অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন” এইরূপ জ্ঞান করিতে লাগিল।

ফলতঃ পদ্মপলাশাক্ষী সাবিত্রী তেজে এরূপ জাজ্বল্যমানা ছিলেন যে, তদীয় কান্তিপুঞ্জে অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে বরণ করিতে পারিল না। অনন্তর কোন পর্ব্ব দিবসে

দেবী সাবিত্রী উপবাস করিয়া মস্তকে জলাভিষেকানন্তর ইষ্ট দেবতার সন্নিহিতা হইয়া হুতাশনে যথাবিধি হবিদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-গণকে স্বস্তি বাচন করাইলেন; পরে ইষ্টদেবের অর্পিত নির্ম্মাল্য প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক মহাত্মা পিতার নিকটে গমন করিলেন। মূর্ত্তি-মতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই বরারোহা পিতার চরণযুগলে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রথমতঃ তাঁহাকে দেবদত্ত নির্ম্মাল্য নিবেদন করিলেন, পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নৃপতির পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা রহিলেন। নরপতি সেই দেবরূপিণী স্বীয় দুহিতাকে যৌবনবস্থা দেখিয়া এবং পাত্রেরা তাঁহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। রাজা কহিলেন, পুত্রি! তোমার সম্প্রদানকাল উপ-স্থিত হইয়াছে, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে না, অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর। যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হইবেন, আমার নিকটে তাঁহার কথা নিবেদন করিও; এখন তুমি ইচ্ছানুসারে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনা পূর্ব্বক তোমাকে সম্প্রদান করিব। হে কল্যাণি! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিগণকে যে বচন পাঠ করিতে শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর। যে পিতা কন্যাদান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন; যে পতি ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন এবং যে পুত্র ভর্ত্তৃহীনা জননীর প্রতিপালন না করে সেও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। তুমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে ত্বরান্বিতা হও;—যাহাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না

হইবে” এই বলিয়া সাবিত্রীর বাক্য অঙ্গীকার পূর্ব্বক শীঘ্র অদৃশ্য হইবার উদ্দেশে পুনরায় তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। সাবিত্রী অন্তর্দ্ধান করিলে পর সেই বীর্য্যবান নরপাল স্বীয় নগরে গমন করিলেন এবং ধর্ম্ম-সহকারে প্রজা পালন করত নিজরাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই নিয়তব্রত মহীপতি ধর্ম্মচারিণী জ্যেষ্ঠা মহিষীতে গর্ভোৎপাদন করিলেন। রাজপুত্রী মালবীর সেই গর্ভ তখন, গগনতলে শুক্লপক্ষীয় তারাপতির ন্যায়, বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে কাল উপস্থিত হইলে রাজমহিষী একটী রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করিলেন এবং নৃপসত্তম অশ্বপতিও আনন্দিত হইয়া ঐ কন্যার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সমস্ত সম্পন্ন করিলেন। সাবিত্রী-মন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে সাবিত্রী দেবী প্রীতি পূর্ব্বক এই কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় পিতা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার “সাবিত্রী” নাম রাখিলেন। সাবিত্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনস্থা হইলেন। সেই বিশাল নিতম্বিনী সুমধ্যমাকে কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া লোকে “ইনি দেব কন্যা মানবী হইয়া অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন” এইরূপ জ্ঞান করিতে লাগিল।

ফলতঃ পদ্মপলাশাক্ষী সাবিত্রী তেজে এরূপ জাজ্বল্যমানা ছিলেন যে, তদীয় কান্তিপুঞ্জে অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে বরণ করিতে পারিল না। অনন্তর কোন পর্ব্ব দিবসে

দেবী সাবিত্রী উপবাস করিয়া মস্তকে জলাভিষেকানন্তর ইষ্ট দেবতার সন্নিহিতা হইয়া হুতাশনে যথাবিধি হবিদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-গণকে স্বস্তি বাচন করাইলেন ; পরে ইষ্টদেবের অর্পিত নির্ম্মাল্য প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক মহাত্মা পিতার নিকটে গমন করিলেন। মূর্ত্তি-মতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই বরারোহা পিতার চরণযুগলে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রথমতঃ তাঁহাকে দেবদত্ত নির্ম্মাল্য নিবেদন করিলেন, পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নৃপতির পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা রহিলেন। নরপতি সেই দেবরূপিণী স্বীয় দুহিতাকে যৌবনবস্থা দেখিয়া এবং পাত্রেরা তাঁহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। রাজা কহিলেন, পুত্রি! তোমার সম্প্রদানকাল উপ-স্থিত হইয়াছে, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে না, অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর। যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হইবেন, আমার নিকটে তাঁহার কথা নিবেদন করিও ; এখন তুমি ইচ্ছানুসারে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনা পূর্ব্বক তোমাকে সম্প্রদান করিব। হে কল্যাণি! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিগণকে যে বচন পাঠ করিতে শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর। যে পিতা কন্যাদান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন ; যে পতি ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন এবং যে পুত্র ভর্ত্তৃহীনা জননীর প্রতিপালন না করে সেও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। তুমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে ত্বরান্বিতা হও ;—যাহাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না

হইবে” এই বলিয়া সাবিত্রীর বাক্য অঙ্গীকার পূর্ব্বক শীঘ্র কন্যা হইবার উদ্দেশে পুনরায় তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। সাবিত্রী অন্তর্দ্ধান করিলে পর সেই বীর্য্যবান নরপাল স্বীয় নগরে গমন করিলেন এবং ধর্ম্ম-সহকারে প্রজা পালন করত নিজরাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই নিয়তব্রত মহীপতি ধর্ম্মচারিণী জ্যেষ্ঠা মহিষীতে গর্ভোৎপাদন করিলেন। রাজপুত্রী মালতীর সেই গর্ভ তখন, গগনতলে শুক্লপক্ষীয় তারাপতির ন্যায়, বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে কাল উপস্থিত হইলে রাজমহিষী একটী রাজিবলোচনা কন্যা প্রসব করিলেন এবং নৃপসত্তম অশ্বপতিও আনন্দিত হইয়া ঐ কন্যার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সমস্ত সম্পন্ন করিলেন। সাবিত্রী-মন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে সাবিত্রী দেবী প্রীতি পূর্ব্বক এই কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় পিতা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার “সাবিত্রী” নাম রাখিলেন। সাবিত্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনস্থা হইলেন। সেই বিশাল নিতম্বিনী সুমধ্যমাকে কাঞ্চন-ময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া লোকে “ইনি দেব কন্যা মানবী হইয়া অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন” এইরূপ জ্ঞান করিতে লাগিল।

ফলতঃ পদ্মপলাশাক্ষী সাবিত্রী তেজে এরূপ জাজ্বল্যমানা ছিলেন যে, তদীয় কান্তিপুঞ্জে অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে বরণ করিতে পারিল না। অনন্তর কোন পর্ব্ব দিবসে

দেবী সাবিত্রী উপবাস করিয়া মস্তকে জলাভিষেকানন্তর ইষ্ট দেবতার সন্নিহিতা হইয়া হুতাশনে যথাবিধি হবিদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-গণকে স্বস্তি বাচন করাইলেন; পরে ইষ্টদেবের অর্পিত নির্ম্মাল্য প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক মহাত্মা পিতার নিকটে গমন করিলেন। মূর্ত্তি-মতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই বরারোহা পিতার চরণযুগলে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রথমতঃ তাঁহাকে দেবদত্ত নির্ম্মাল্য নিবেদন করিলেন, পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নৃপতির পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা রহিলেন। নরপতি সেই দেবরূপিণী স্বীয় দুহিতাকে যৌবনবস্থা দেখিয়া এবং পাত্রেরা তাঁহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। রাজা কহিলেন, পুত্রি! তোমার সম্প্রদানকাল উপ-স্থিত হইয়াছে, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে না, অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর। যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হইবেন, আমার নিকটে তাঁহার কথা নিবেদন করিও; এখন তুমি ইচ্ছানুসারে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনা পূর্ব্বক তোমাকে সম্প্রদান করিব। হে কল্যাণি! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিগণকে যে বচন পাঠ করিতে শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর। যে পিতা কন্যাদান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন; যে পতি ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন এবং যে পুত্র ভর্ত্তৃহীনা জননীর প্রতিপালন না করে সেও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। তুমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে ত্বরান্বিতা হও;—যাহাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না

হই, তাহা কর। রাজা কন্যাকে ও বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগকে এইরূপ কহিয়া যাত্রার উপযোগী বাহনাদি আয়োজন ও গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তপস্বিনী সাবিত্রী তখন লজ্জিতার ন্যায় হইয়া পিতার বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক তদীয় চরণ যুগলে অভিবাদন করিয়া কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই নির্গতা হইলেন। তিনি সুবর্ণময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিববর্গে পরিবৃতা হইয়া রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবন-সমুদায়ে গমন করিলেন। তথায় তিনি মাননীয় বৃদ্ধবৃন্দের চরণাভিবন্দন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সমস্ত বন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং সমুদয় তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে ধন দান করিতে করিতে নানা স্থানে বিচরণ করিলেন।

অনন্তর মদ্রাধিপতি অশ্বপতি নারদের সহিত সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সভা মধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী তীর্থ ও আশ্রম-সমস্ত পরিভ্রমণ করিয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে পিতৃসদনে আগমন করিলেন। সাবিত্রী পিতাকে নারদের নিকট উপবিষ্ট দেখিয়া মস্তক দ্বারা উভয়েরই চরণাভিবন্দন করিলেন। নারদ কহিলেন, "রাজন! তোমার এই কন্যা কোথায় গিয়াছিলেন এবং কোথা হইতেই বা আগমন করিলেন, এই যুবতী কুমারীকে তুমি স্বামিহস্তে সম্প্রদান করিতেছ না কেন"? অশ্বপতি কহিলেন. "হে দেবর্ষে! ইনি এই কার্য্যের নিমিত্তই প্রেরিতা হইয়াছিলেন, সংপ্রতি এই আগমন করিলেন। ইনি যে ভর্ত্তাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি ইঁহার নিকটে তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।"

কল্যাণী সাবিত্রী "বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর" পিতার এই আদেশে দেববাক্যের ন্যায় তাঁহার সেই বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া সাবিত্রী কহিলেন,"শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় ভূপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। যৎকালে সেই ধীমান্ মহীপতির নয়ন বিনষ্ট হয়, তখন তাঁহার একমাত্র বালক পুত্র থাকে। তাঁহার সমীপবাসী কোন পূর্ব্ব শত্রু এই ছিদ্র পাইয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করে; সুতরাং তিনি বালবৎসা ভার্য্যার সহিত বনে প্রস্থান করিয়াছেন এবং মহা-রণ্যে অবস্থিত ও মহাব্রতনিষ্ঠ হইয়া তপশ্চরণ পরায়ণ হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র সত্যবান্ নগরে জন্মিয়া তপোবনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তিনিই আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছি"। নারদ কহিলেন, "হা রাজন্! সাবিত্রী মহৎ পাপ করিয়াছেন, যে হেতু ইনি না জানিয়া গুণবান্ সত্যবান্‌কে বরণ করিয়াছেন। সত্যবানের পিতা সত্য কথা বলেন এবং উহার মাতাও সত্য কহেন, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহার 'সত্যবান্' এই নাম রাখিয়াছেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় অশ্বসকল অতিশয় প্রিয় ছিল; তিনি মৃন্ময় অশ্ব-সমুদয় নির্ম্মাণ করিতেন এবং চিত্রপটেও অশ্ব সমস্ত লিখিতেন এই নিমিত্ত চিত্রাশ্ব বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন"।

রাজা কহিলেন, সেই পিতৃবৎসল নৃপনন্দন সত্যবান্ এক্ষণে কি তেজস্বী, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাবান্ ও শৌর্য্যসম্পন্ন আছেন?

নারদ কহিলেন, তিনি সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী, বৃহস্পতি তুল্য

বুদ্ধিমান্, মহেন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমান্বিত। অশ্বপতি কহিলেন, সেই রাজকুমার দাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, রূপবান, মহানুভাব ও প্রিয়দর্শন বটেন ত ?

নারদ কহিলেন, দ্যুমৎসেন-পুত্র বলবান্, সত্যবান্ স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করাতে সঙ্কৃতিনন্দন রন্তিদেবের তুল্য, উশীনর পুত্র শিবির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী, যযাতির ন্যায় মহানুভাব, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অন্যতম সদৃশ। তিনি দান্ত, মৃদু, শূর, সত্য, সংযতেন্দ্রিয়, মিত্রবৎসল, অসূয়া-শূন্য, হ্রীমান্ ও ধৃতিমান্। তপোবৃদ্ধ ও শীলবৃদ্ধ লোকেরা তাঁহার বিষয়ে সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাতে সারল্য নিত্যপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার মর্য্যাদাও নিশ্চলা। অশ্বপতি কহিলেন, ভগবন্! আপনি তাঁহাকে সর্ব্বগুণযুক্ত বলিয়াই বর্ণন করিলেন, সম্প্রতি যদি তাঁহার কোন কোন দোষ থাকে, তবে সে সমস্তও আমার নিকট বলুন। নারদ কহিলেন, তাঁহার একমাত্র দোষ, সমুদায় গুণ অভিভূত করিয়া অবস্থিত আছে; সেই দোষটী অতি যত্ন দ্বারাও অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

তাঁহার একমাত্র দোষ আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন দোষ নাই; সেই সত্যবান্ অদ্য হইতে এক সংবৎসর পূর্ণ হইতে ক্ষীণায়ু হইয়া দেহ ত্যাগ করিবেন। রাজা কহিলেন, সাবিত্রি! তুমি সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিতে নিবৃতা হও, হে শোভনে! যাও অন্য এক ব্যক্তিকে বরণ কর, সত্যবানের এক মহান দোষ সমস্ত গুণ অভিভূত করিয়া রহিয়াছে। দেব সৎকৃত ভগবান্

নারদ আমাকে যেরূপ বলিতেছেন, তদনুসারে সত্যবান্ সংবৎসর পরে অল্পায়ু হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবেন।

সবিত্রী কহিলেন, "অংশ, অর্থাৎ পৈতৃকাদি বিষয়ের বিভাগ-নির্ণায়িকা গুটিকা, একবার নিপতিত হয়; লোকে কন্যাকে একবার প্রদান করে এবং 'দান করিলাম' এ কথাও একবার বলে, এই তিন বিষয় এক একবারই হইয়া থাকে। অতএব আমি একবার যাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন, গুণবান্ হউন বা নির্গুণই হউন, তাঁহা ভিন্ন আমি অপর ব্যক্তিকে আর বরণ করিতে পারি না। দেখুন, মনে মনে কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে এবং পরিশেষে কর্ম্ম দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ"। নারদ কহিলেন, রাজন্! তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অবিচলিতা; এই সতীত্ব-ধর্ম্ম হইতে ইঁহাকে কোন প্রকারে নিবারিত করিতে পারা যাইবে না। ফলতঃ সত্যবানে যে সমস্ত গুণ আছে, অন্য কোন পুরুষেতে তৎসমুদায় বিদ্যমান নাই; অতএব সত্যবান্‌কে তোমার কন্যাপ্রদান করাই আমার স্পৃহনীয় হইতেছে"। রাজা কহিলেন, "ভগবন্! আপনি যে বাক্যের উক্তি করিলেন, ইহা অবশ্যই তথ্য ও অনুল্লঙ্ঘনীয়; আমি ইহা এইরূপই করিব, যেহেতু আপনি আমার গুরু"! নারদ কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদানে যেন কোন বিঘ্ন না হয়, সংপ্রতি আমি প্রস্থান করিব, তোমাদিগের সকলের মঙ্গল

হউক” নারদ এই কথা বলিয়া গমন করিলেন; রাজাও এ দিগে কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন! অনন্তর মহীপতি অশ্বপতি কন্যাপ্রদানের বিষয়ে নারদের কথিত সেই বাক্যই বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে বিবাহের উপযোগী সমস্ত সম্ভার আহরণ করাইলেন; পরে সমুদয় ঋত্বিক্, পুরোহিত ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ দিবসে কন্যা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। পবিত্র অরণ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপনীত হইয়া সেই নরপতি দ্বিজাতিগণের সহিত পদব্রজেই সেই রাজর্ষির সন্নিহিত হইলেন। তথায় দেখিলেন, মহাভাগ অন্ধ ভূপতি শালবৃক্ষতলে আশ্রিত হইয়া তখন কুশাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাজা অশ্বপতি রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের যথাযোগ্য পূজা করিয়া সুনিয়মিত বচনে তৎসমীপে আত্মপরিচয় নিবেদন করিলেন।

ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দ্যুমৎসেন তাঁহাকে অর্ঘ্য, আসন ও গো প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। অশ্বপতি সত্যবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া সেই ইতি কর্ত্তব্যতা ও স্বীয় অভিপ্রায় সমস্ত দ্যুমৎসেন-সমীপে সম্পূর্ণ রূপে নিবেদন করত এই কথা বলিলেন, “রাজর্ষে! সাবিত্রী নামে আমার এই একটী শোভনা কন্যা আছে; হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি স্বধর্ম্মানুসারে ইহাকে পুত্রবধূ করিবার নিমিত্ত আমার নিকটে গ্রহণ করুন”। দ্যুমৎসেন কহিলেন, “আমরা রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি এবং বনবাস আশ্রয় করিয়া সংযত ও তপস্বী হইয়া ধর্ম্মাচরণ

করিতেছি; পরন্তু আপনার দুহিতা বনবাসের অযোগ্যা; তবে কি প্রকারে ইনি আশ্রমে থাকিয়া এই ক্লেশ সহ্য করিবেন"? অশ্বপতি কহিলেন, "হে রাজন! সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য কখন উৎপন্ন কখন বা বিনষ্ট হইয়া থাকে; আমার কন্যা ইহা বিশেষ রূপে জানেন এবং আমিও জানি, অতএব আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উপযুক্ত হয় না; আমি যখন সৌহার্দ্দ্যপ্রযুক্ত প্রণত হইয়াছি, তখন আমার আশাভঙ্গ করা আপনার উচিত নহে। আমি প্রীতি পরবশ হইয়া স্বয়ং আপনার নিকটে সমাগত হইয়াছি, অতএব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। দেখুন, আপনি আমার এবং আমিও আপনার অনুরূপ ও উপযুক্ত; অতএব আমার কন্যাকে আপনি পুত্রবধূ-রূপে সচ্চরিত্র সত্যবানের ভার্য্যারূপে প্রতিগ্রহ করুন"। দ্যুমৎ-সেন কহিলেন, "আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ পূর্ব্বেই অভিলষিত হইয়াছিল; পরন্তু আমি রাজ্যবিচ্যুত হইয়াছি, এই নিমিত্তই এ বিষয়ে বিচার করিতেছিলাম যাহা পূর্ব্বেই অভি-লষিত হইয়াছিল, আমার সেই এই অভিপ্রায় অদ্য নিষ্পন্ন হউক, আপনি আমার অভীষ্ট অতিথিই হইয়াছেন"। অনন্তর সেই নৃপতিদ্বয় আশ্রমবাসী সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে সমানয়ন পূর্ব্বক যথাবিধি বিবাহ-কর্ম্ম সম্পন্ন করাইলেন।

রাজা অশ্বপতি কন্যা সম্প্রদান ও যথাযোগ্য পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক পরম হর্ষযুক্ত হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। সত্য-বান্ সেই সর্ব্বগুণান্বিতা ভার্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন

এবং সাবিত্রীও মনোভিলষিত পতি লাভ করিয়া হর্ষানুভব করি-লেন। তাঁহার পিতা গমন করিলে পর, তিনি সমুদয় আভরণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বল্কল ও কাষায় বসন সমস্তই পরিধান করিতে থাকিলেন এবং পরিচর্য্যা, শীল-সত্যাদি গুণাবলি, স্নেহ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সকলেরই তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। তিনি আচ্ছাদনাদি সর্ব্বপ্রকার শরীর-সৎকার দ্বারা শ্বশ্রূকে, দেব পূজার আয়োজন ও বাক্যসংযমন দ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয়সম্ভাষণ, নিপুণতা, শান্তি ও নির্জ্জনে পরিচার্য্যা দ্বারা ভর্ত্তাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। সেই আশ্রম মধ্যে তখন এইরূপে নিবসতি ও তপশ্চর্য্যা করিতে করিতে তাঁহাদের কিয়ৎকাল অতীত হইল। পরন্তু নারদ যে কথা বলিয়াছিলেন, সাবিত্রীর অন্তঃকরণে তাহা দিবানিশি জাগ-রূক রহিল; কি শয়ন, কি উপবেশন, কোন অবস্থাতেই তিনি তাহা বিস্মরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর বহুকাল বিগত হইলে, যেকালে সত্যবানের মৃত্যু হইবে, সেই কাল কোনদিন উপস্থিত হইল। নারদ যে কথা বলিয়াছিলেন, সাবিত্রীর হৃদয়ে তাহা নিয়তই বর্ত্তমান ছিল; তিনি প্রতিদিবসান্তে দিন গণনা করিতেছিলেন। সংপ্রতি চতুর্থ দিবসে মৃত্যু হইবে, ইহা সম্যক্ রূপে চিন্তা করিয়া সেই ভাবিনী ত্রিরাত্রব্রত উদ্দেশ করিয়া দিবানিশি উপবাস করিয়া রহিলেন। নরপতি দ্যুমৎসেন সাবিত্রীর সেই নিয়ম শুনিয়া অতিশয় দুঃখান্বিত হইলেন এবং উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করত এই বলি-

লেন, মাত! তুমি যে নিয়মের ব্রত আরম্ভ করিয়াছ ইহা অতিশয় কঠিন, কারণ তিন রাত্র উপবাস করিয়া থাকা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সাবিত্রী কহিলেন, তাত আপনি সন্তাপ করিবেন না, আমি ব্রত সমাপ্তি করিতে পারিব।

ব্রত সমাপ্তির কারণ কেবল নিশ্চল উৎসাহ; আমিও অবিচলিত উৎসাহ-সহকারে ইহা অবলম্বন করিয়াছি। দ্যুমৎ-সেন কহিলেন, "তুমি ব্রতভঙ্গ কর" একথা তোমাকে বলিতে আমি কোনক্রমে পারি না; কেননা "ব্রত সমাপ্তি কর" এই কথা বলাই মাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত। মহামনা দ্যুমৎসেন এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং সাবিত্রীও উপবাস করত কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় লক্ষিতা হইতে লাগিলেন। সত্যবানের প্রাণ-ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব দিবসে, "কল্য পতির মৃত্যু হইবে" এই ভাবিয়া দুঃখান্বিতা উপবাস নিরতা সাবিত্রীর সেই রাত্রি কথঞ্চিৎ অতিবাহিতা হইল। পরদিন প্রভাতে প্রভাকর হস্ত-চতুষ্টয় মাত্র উত্থিত হইলে, সাবিত্রী "অদ্য সেই দিবস" এই মনে করিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমস্ত সমাধান পূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদানান্তে সমুদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে যথা-ক্রমে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি ও নিরতা হইয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। তপোবন-নিবাসী সমস্ত তপস্বিগণ সাবিত্রীর নিমিত্ত হিতকর মঙ্গলময় অবৈধব্য-আশীর্ব্বাদ-সমুদায়ের উক্তি করিলেন। ধ্যানযোগ-পরায়ণা রাজনন্দিনী সাবিত্রীও মনে মনে 'ইহাই হউক' বলিয়া তপস্বিগণের সই বাক্য-সমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন

এবং পূর্ব্বোক্ত নারদ-বাক্য চিন্তা করত সুদুঃখিতা হইয়া সেই কাল ও সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্বশ্রূ ও শ্বশুর একান্তে অবস্থিতা সাবিত্রীকে প্রীতি পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, এই ব্রত তোমার নিকটে যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিল, তুমি ইহা সেই রূপেই সম্পন্ন করিয়াছ; সংপ্রতি আহার-কাল উপস্থিত; অতএব অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

সাবিত্রী কহিলেন, এই কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমি অন্তঃকরণে এই সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সূর্য্য অস্তগত হইলে ভোজন করিব। সাবিত্রী ভোজন বিষয়ে এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন, এমন সময়ে সত্যবান্ স্কন্ধে কুঠার লইয়া বনে প্রস্থান করিলেন। পরন্তু সাবিত্রী স্বামীকে কহিলেন, আপনি একাকী গমন করিবেন না; আমি আপনার সঙ্গে যাইব, যেহেতু অদ্য আপনাকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। সত্যবান্ কহিলেন, হে ভামিনি! তুমি পূর্ব্বে কখন বনে গমন কর নাই; তাহার পথ অতি ক্লেশকর; বিশেষত তুমি ব্রতোপবাসে কৃশা হইয়াছ, সুতরাং পদব্রজে কি প্রকারে যাইবে? সাবিত্রী কহিলেন, আমার উপবাস জন্য গ্লানি বা পরিশ্রম হয় নাই; আমি গমনে উৎসাহিনী হইয়াছি; অতএব আপনি আমাকে নিবারণ করিবেন না। সত্যবান্ কহিলেন, যদি গমনে তোমার উৎসাহ হইয়া থাকে, তবে আমি তোমার এই প্রিয় কার্য্য করিব; কিন্তু এই দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে

না পারে, এজন্য তুমি আমার জনক-জননীর অনুমতি গ্রহণ কর। মহাব্রতা সাবিত্রী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, আমার স্বামী সত্যবান্ ফল আহরণার্থে মহাবনে প্রস্থিত হইতেছেন, অতএব আমি অভিলাষ করি, আপনারা আমাকে ইহাঁর সঙ্গে যাইতে অনুমতি করেন, কেন না, অদ্য আমার পতিবিরহ উপযুক্ত নহে। আর্য্যপুত্র গুরু অগ্নিহোত্রের কার্য্যার্থে প্রস্থিত হইতেছেন, সুতরাং ইহাঁকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য নহে; যদি অন্য কোন উদ্দেশে বনে প্রস্থান করিতেন, তাহা হইলে নিবারণীয় হইতেন, সম্প্রতি আপনারা আমাকে নিবারণ করিবেন না; আমি ইহাঁর সঙ্গে বনে যাইব। দেখুন, কিঞ্চিদূন এক বৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বহির্গতা হই নাই, সুতরাং কুসুমিত কানন দর্শন করিতে আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, সাবিত্রীর পিতা যে অবধি ইহাঁকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তদবধি ইহাঁর প্রার্থনা-সম্বলিত কোন বাক্যই আমার স্মরণে আইসে না; অতএব এই বধূ অদ্য অভিলষিত কামনা লাভ করুন। পুত্রি! পথিমধ্যে যাহাতে সত্যবানের কার্য্যে অনবধান না হয়, তাহা করিও।

যশস্বিনী সাবিত্রী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি পাইয়া যেন হাস্য করিতে করিতে পতির সঙ্গে গমন করিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছিল। সেই বিশাল-

নয়না ময়ূরগণ-সেবিত সর্ব্বতোভাবে রমণী-বিচিত্র বনসকল একাগ্রচিত্তে অবলোকন করিলেন। সত্যবান্ মধুর বচনে সাবিত্রীকে বলিতে লাগিলেন, “এই পুণ্যজননী নদী ও পুষ্পিত শৈলোত্তম সমস্ত সন্দর্শন কর।” অনিন্দিতা সাবিত্রী স্বামীকে সকল অবস্থাতেই বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক দৃষ্টি করিতে থাকিলেন; পরন্তু কালে নারদ মুনির বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে মৃত বলিয়াই অবধারণ করিলেন। তিনি হৃদয়কে যেন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, ভর্ত্তার কথার উত্তর প্রদান আর সেই কালের প্রতীক্ষা করিতে করিতে মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভার্য্যাসহচর বীর্য্যবান্ সত্যবান্ প্রথমতঃ ফল সকল গ্রহণ করিয়া স্থালীপূর্ণ করিলেন, পরে কাষ্ঠ সমস্ত পাতিত করিতে লাগিলেন; কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে তাঁহার ঘর্ম্ম হইল এবং সেই পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার শিরঃপীড়াও জন্মিল। তিনি পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া প্রিয়তমা ভার্য্যার নিকটে গিয়া এই কথা বলিলেন, সাবিত্রি! এই ব্যায়াম দ্বারা আমার মস্তকে বেদনা জন্মিয়াছে এবং অঙ্গ-সমস্ত ও হৃদয়কে অতিমাত্র সন্তাপিত করিতেছে; হে মিতভাষিণি! আমি আপনাকে অস্বাস্থ্যের ন্যায় জ্ঞান করিতেছি; আমার অনুভব হইতেছে, এই মস্তক যেন শূলসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে; অতএব হে কল্যাণি! আমি শয়নের ইচ্ছা করিতেছি, আমার আর দণ্ডায়মান থাকিবার শক্তি নাই। স্বামীর এই কথায় সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে অঙ্গে ধারণপূর্ব্বক

ক্রোড়ের উপরে মস্তক রাখিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন। অনন্তর তপস্বিনী নারদের বাক্য চিন্তা করতঃ সেই মুহূর্ত্ত ক্ষণ, বেলা ও দিবস যোজনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্ত-কাল পরেই দেখিতে পাইলেন, রক্তবস্ত্র পরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, প্রশস্তকায়, সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী, শ্যাম-গৌরবর্ণ, লোহিত-লোচন একজন ভয়ঙ্কর পুরুষ পাশ-হস্তে লইয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সাবিত্রী ধীরে ধীরে পতির মস্তকটী ভূতলে বিন্যস্ত করিয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক কম্পমান হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর-ভাবে এই বলিলেন, আপনাকে দেবতা বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে, যেহেতু আপনার এই শরীর অলৌকিক, হে দেবেশ! যদি ইচ্ছা হয় তবে বলুন, আপনি কে এবং কি করিতেই বা অভিলাষ করেন। যম কহিলেন, সাবিত্রি! তুমি পতিব্রত ও তপোনুষ্ঠান সমন্বিতা, এই নিমিত্ত আমি তোমার সহিত সম্ভা-ষণ করিতেছি। হে শুভে! তুমি আমাকে 'যম' বলিয়া জান এবং যে কর্ম্ম করিতে আমার অভিলাষ আছে, তাহাও এই অবধারণ কর; তোমার স্বামী এই রাজকুমার সত্যবানের আয়ুঃ ক্ষয় হইয়াছে, একারণ আমি ইহাঁকে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া যাইব। সাবিত্রী কহিলেন, ভগবন্! শুনিতে পাই, আপনার দূতেরাই মানবগণকে লইতে আসেন; অতএব হে প্রভো! আপনি স্বয়ং কি নিমিত্ত আসিয়াছেন, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলুন। সাবিত্রীর এই কথায় ভগবান্ পিতৃপতি তাঁহার প্রীতি

নিমিত্ত আপনার সমস্ত অভিপ্রেত তৎসমীপে যথাবৎবর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

যম কহিলেন, এই সত্যবান্ ধর্ম্মসক্ত, রূপবান্ ও গুণসাগর, সুতরাং আমার দূতগণ কর্ত্তৃক নীত হইবার যোগ্য নহেন, এ নিমিত্তই আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এই কথা বলিয়া যম সত্যবানের শরীর হইতে পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক নিকর্ষণ করিলেন। অনন্তর প্রাণ বহিষ্কৃত হওয়াতে সত্যবানের সেই শ্বাস রহিত, প্রভাহীন ও চেষ্টাশূন্য কলেবর অপ্রিয় দর্শন হইয়া পড়িল।

তদনন্তর যম তাঁহাকে বন্ধন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রতনিয়মসিদ্ধ পতিব্রতা মহাভাগা সাবিত্রীও দুঃখপীড়িতা হইয়া যমের অনুগামিনী হইলেন। যম কহিলেন, সাবিত্রি! প্রতিনিবৃত্তা হও; যাও, ইহঁার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ কর; ভর্ত্তার নিকটে তোমার আর ঋণ নাই; যতদূর পর্য্যন্ত গমন করা সম্ভব, তুমি ততদূর আসিয়াছ। সাবিত্রী কহিলেন, আমার স্বামী যে স্থানে নীত হইতেছেন এবং আপনিও যে স্থানে গমন করিতেছেন আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য; যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ, ব্রত ও আপনার প্রসাদ দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হইবে। তত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সপ্তপদমাত্র ভূমি একত্র সঞ্চরণ করিলেই মিত্রতা হয়; অতএব আমি মিত্রতাকেই অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া কিঞ্চিৎ সম্ভাষণ করিব, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। অজিতেন্দ্রিয়

লোকেরা বনে থাকিয়া গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, চিরব্রহ্মচর্য্যও অবলম্বন করে না এবং সন্ন্যাসও আশ্রয় করে না ; জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরাই উক্ত আশ্রম-ধর্ম্ম সকলের আচরণ করিয়া থাকেন ; পরন্তু তাঁহারা প্রথমোক্ত ধর্ম্মকেই বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; ধর্ম্মের এইরূপ মাহাত্ম্য বশতঃ সাধুরা ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন, এই এক জনের ঐ সাধুসম্মত ধর্ম্মানুসারে সকল আশ্রমিকেরাই সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন কেহই আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পথ বাঞ্ছা করেন না ; ধর্ম্মের এই-রূপ মাহাত্ম্য বশতঃ সাধুরা ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন। যম কহিলেন, হে অনিন্দিতে ! নিবৃত্তা হও ; তোমার এই স্বর, বর্ণ ও যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তুমি বর প্রার্থনা কর ; এই সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে আমি তোমাকে সকল বর দিতেই প্রস্তুত আছি।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর স্বীয় রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বনবাস আশ্রয় করতঃ আশ্রমে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন ; অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার প্রসাদে সেই নরপতির নয়ন লাভ করতঃ বলবান্ এবং অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী হন। যম কহিলেন,হে অনিন্দিতে ! আমি তোমাকে সেই বর দিতেছি, তুমি যেরূপ বলিলে, তাহা সেইরূপই হইবে ; সম্প্রতি তোমার যেন পথশ্রান্তি হইয়াছে দেখিতেছি, অতএব নিবৃত্তা হও ; যাও, আর যেন শ্রম না হয়। সাবিত্রী কহিলেন, স্বামীর নিকটে থাকিতে আমার শ্রম কোথায় ? স্বামীর যে গতি তাহাই আমার

স্থির গতি হইবে; আপনি যে স্থানে আমার পতিকে লইয়া যাইবেন, আমিও সেইস্থানে যাইব। হে দেবেন্দ্র! সংপ্রতি আমার আরও কিছু বাক্য শ্রবণ করুন। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সাধুদিগের সহিত একবার মাত্র সঙ্গ হওয়াও পরম অভিলষিত; তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা হওয়া তদপেক্ষাও অধিকতর প্রার্থনীয়, সৎপুরুষের সহিত সমাগম কদাচ নিষ্ফল হয় না; অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে সাধুদিগের সঙ্গে বাস করিবে। যম কহিলেন, হে ভামিনি! তুমি ইষ্ট সাধন বিষয়িণী যে বাণীর উক্তি করিলে, ইহাতে মনের প্রীতি এবং পণ্ডিতগণেরও বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়; অতএব এই সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী কহিলেন, পূর্ব্বে আমার ধীমান শ্বশুরের রাজ্য অপহৃত হইয়াছে; অতএব আমার গুরু সেই নরপতি যেন পুনরায় নিজ রাজ্যলাভ করেন এবং স্বীয় ধর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ না করেন, এই দ্বিতীয় বর আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করি। যম কহিলেন, সেই নরপতি অচিরে নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইবেন এবং স্বধর্ম্ম হইতেও পরিভ্রষ্ট হইবেন না। হে নৃপনন্দিনি! আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিলাম, এক্ষণে নিবৃত্তা হও; যাও, আর যেন তোমার শ্রম না হয়। সাবিত্রী কহিলেন, হে দেব! আপনি নিয়ম দ্বারা এই প্রজা সকলকে সংযত করিয়াছেন এবং নিয়মপূর্ব্বক ইহাদিগকে লইয়া গিয়া থাকেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, সেই নিমিত্তই আপনার নাম 'যম' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে; তথাপি আমার কথিত বাক্যটী শ্রবণ করুন। কর্ম্ম, মন ও

বাক্যদ্বারা সর্ব্বভূতের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দান, ইহাই সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম। এই সংসারের রীতি প্রায় এইরূপ; মনুষ্যেরা শক্তি-অনুসারে কোমল হইয়া থাকে; পরন্তু সৎ-পুরুষেরা সমাগত শক্রদিগকেও দয়া করেন। যম কহিলেন, হে শুভে! পিপাসু লোকের পক্ষে জল যেরূপ হয়, তোমার সম্ভাষিত এই বাক্যও আমার পক্ষে সেইরূপ হইতেছে; অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি পুনরায় কোন বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী কহিলেন, আমার পিতা ভূপতি অশ্বপতি পুত্রহীন আছেন; অতএব কুলের সন্তানকর হইতে পারে, তাঁহার এরূপ একশত ঔরস-পুত্র হউক, এই তৃতীয় বর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি। যম কহিলেন, হে শুভে! তোমার পিতার কুলসন্তানকারী উত্তম তেজস্বী একশত পুত্র হউক। হে রাজনন্দিনি! তোমার কামনা পূর্ণ হইল, এক্ষণে নিবৃত্তা হও, যেহেতু তুমি বহুদূর পথ আসিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, স্বামীর নিকটে থাকায় আমার এ দূর বোধ হইতেছে না; আমার মন ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দূরপ্রদেশে ধাবিত হইতেছে। সে যাহা হউক, সংপ্রতি আপনি গমন করিতে করিতেই আমার সম্ভাষিত এই উপস্থিত বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করুন। হে ঈশ্বর! আপনি বিবস্বান্ সূর্য্যের প্রতাপবান্ পুত্র, সেই হেতু পণ্ডিতেরা আপনাকে বৈবস্বত বলেন; অপিচ আপনি সমান-ধর্ম্ম-সহকারে প্রজাপুঞ্জকে রঞ্জিত করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আপনার 'ধর্ম্মরাজ' নাম হইয়াছে। সৎপুরুষদিগের প্রতি

লোকের যাদৃশ বিশ্বাস হয়, আত্মার প্রতিও তাদৃশ বিশ্বাস হয় না; অতএব সৎপুরুষ সকলেতে সকলেই বিশেষরূপে প্রণয় ইচ্ছা করে। সৌহার্দ্দ-প্রযুক্ত সর্ব্ব জীবের বিশ্বাস জন্মে; অতএব সৎপুরুষ সকলেতেই লোকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে। যম কহিলেন, হে অঙ্গনে! তুমি যে বাক্যের উক্তি করিলে, আমি তোমা ভিন্ন আর কাহারও নিকটে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি নাই; হে শুভে! আমি ইহা দ্বারা তুষ্ট হইলাম; অতএব তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে চতুর্থ বর প্রার্থনা কর এবং ফিরিয়া যাও। সাবিত্রী কহিলেন, কুলের সন্তানকর হইতে পারে, বলবীর্য্যশালী এরূপ একশত পুত্র আমার গর্ভে এবং সত্যবানের ঔরসে—উভয় হইতেই উৎপন্ন হয়, এই চতুর্থ বর আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করি। যম কহিলেন, অবলে! তোমার বল-বীর্য্যশালী প্রীতিকর শত পুত্র হইবে। হে নৃপনন্দিনি! তোমার আর যেন শ্রম না হয়; নিবৃত্তা হও, যেহেতু তুমি বহুদূর পথ আসিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্মেই সদাকাল আসক্তি থাকে! সাধুলোকেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হন না; সাধু লোকদিগের সাধুসঙ্গ কদাচ নিষ্ফল হয় না এবং সাধুলোকেরা সাধু সকল হইতে ভয়-সম্ভাবনাও করেন না। হে রাজন্! সাধুরাই সত্যপ্রভাবে সূর্য্যকে পরিচালিত করেন; সাধুরাই তপোবলে পৃথিবীকে ধারণ করেন; সাধুরাই প্রাণিগণের কল্যাণের গতি; অতএব সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়া সজ্জনেরা অবসন্ন হন না। এই

চিরন্তন ব্যবহার আর্য্যগণের আচরিত, ইহা বিশেষরূপে জানিয়া সাধুরা পরার্থসাধন করতঃ প্রত্যুপকারের প্রতীক্ষা করেন না। সৎপুরুষ সকলেতে প্রসাদ ব্যর্থ হয় না, কার্য্য নষ্ট হয় না এবং মানেরও হানি হয় না; সাধুগণেতে এই নিয়ম যখন নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তখন সাধুরাই রক্ষাকর্ত্তা হন। তৎশ্রবণে যম কহিলেন, হে পতিব্রতে! তুমি সুন্দর-পদযুক্ত, মহার্থ-বিশিষ্ট ধর্ম্ম-সমন্বিত মনঃপ্রীতিকর বাক্যের যত সম্ভাষণ করিতেছ, তোমার প্রতি আমার ততই উত্তম ভক্তি হইতেছে; অতএব তুমি এরূপ একটী বর প্রার্থনা কর, যাহার আর প্রতিরূপ নাই।

সাবিত্রী কহিলেন, হে মানপ্রদ! আপনি আমার পুণ্য ব্যতিরেকে যেমন অন্য অন্য বর প্রদান করেন নাই, সেইরূপ এই বরটীও পুণ্য ব্যতিরেকে প্রদান করিতেছেন না; অতএব আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, এই সত্যবান্ জীবিত হউন, যেহেতু পতি ব্যতিরেকে আমি মৃতার ন্যায় রহিয়াছি। আমি পতি-বিহীনা হইয়া সুখ কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া স্বর্গ কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া ঐশ্বর্য্য কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া জীবনধারণেও উৎসাহ করিতে পারি না! দেখুন, আপনিই আমার শত পুত্র হইবার বরপ্রদান করিলেন, অথচ আমার পতিকে হরিয়া লইয়া যাইতেছেন, অতএব আমি বর প্রার্থনা করিতেছি, এই সত্যবান জীবিত হউন, তাহাতে আপনারই বাক্য সত্য, হইবে।

সূর্য্যনন্দন ধর্ম্মরাজ যম তখন অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া "তাহাই

হউক" এই বলিয়া সেই পাশ মোচনপূর্ব্বক সাবিত্রীকে এই কথা বলিলেন, "ভদ্রে! আমি তোমার স্বামীকে এই মুক্ত করিয়া দিলাম; হে কুলনন্দিনি! তুমি স্বচ্ছন্দে ইহাঁকে লইয়া যাইতে পারিবে। এই সত্যবান্ রোগমুক্ত ও সিদ্ধার্থ হইবেন, তোমার সহিত চারি শত বৎসর পরমায়ু লাভ করিবেন, ধর্ম্মসহকারে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার গর্ভে একশত পুত্রও উৎপাদন করিবেন। সেই ক্ষত্রিয় পুত্রেরাও সকলে পুত্র-পৌত্রাদি-সম্পন্ন ও রাজা হইবে এবং পৃথিবীতে চিরকাল তোমার নাম বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। তোমার মাতা মালতীর গর্ভে তোমার পিতারও একশত পুত্র হইবে এবং তোমার সেই দেবতুল্য ক্ষত্রিয় সহোদরেরা পুত্র পৌত্রাদি-সম্পন্ন হইয়া মালব নামে চির-বিখ্যাত থাকিবে। প্রতাপবান ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে এইরূপ বর-সমস্ত প্রদান পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত হইয়া স্বীয় ভবনেই প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীও পতিকে পুনরায় লাভ করিয়া যমের প্রস্থানান্তে যে স্থানে সত্যবানের কপিশ বর্ণ কলেবর পতিত ছিল সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি ভর্ত্তাকে ভূতলে অবলোকন করিয়া নিকটে গমন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোড়ের উপর তাঁহার মস্তক রাখিয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। সত্যবান্‌ও পুনরায় চেতন লাভ করিয়া, প্রবাস হইতে আগতের ন্যায়, প্রীতি-সহকারে সাবিত্রীকে বারংবার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। হায়! আমি বহুক্ষণ নিদ্রিত হইয়াছিলাম; তুমি আমাকে জাগরিত কর নাই কেন?

সেই যে শ্যামলবর্ণ পুরুষ আমাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন? সাবিত্রী কহিলেন, হে পুরুষবর! আমার অঙ্কোপরি, আপনি বহুক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন; সেই প্রজা-সংযমোপকারী ভগবান্ যমদেব প্রস্থান করিয়াছেন। হে মহাভাগ! সংপ্রতি আপনি বিশ্রান্ত ও বিনিদ্র হইয়াছেন, অতএব যদি সাধ্য হয়, তবে গাত্রোত্থান করুন, দেখুন রাত্রি গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

অনন্তর সত্যবান্ চৈতন্য লাভ করিবার পর সুখ-সুপ্তের ন্যায় উত্থিত হইয়া এবং সমুদায় দিঙ্মণ্ডল বনদ্বারা পরিচ্ছিন্ন রহিয়াছে দেখিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন, হে সুমধ্যমে কল্যাণি! আমি ফল আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম; পরে কাষ্ঠ ছেদন করিতে আমার মস্তকের পীড়া হইল; শিরঃ-পীড়ায় অত্যন্ত সন্তপ্ত হওয়ায় আমি আর অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া তোমার উৎসঙ্গে শয়ন করিলাম; তুমি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলে, নিদ্রা আমার মন অপহরণ করিল; পরে আমি ঘোর অন্ধকার দেখিলাম এবং এক মহা-তেজস্বী পুরুষকেও দেখিতে পাইলাম, এই সমস্ত আমার স্মরণ হইতেছে। অতএব হে সুমধ্যমে! যদি তুমি বিশেষরূপে জান তবে তাহা কি, আমার নিকট বর্ণন কর; আমি কি স্বপ্নযোগে সেই পুরুষকে দেখিয়াছিলাম, না সত্যই সেই ঘটনা হইয়াছিল?

অনন্তর সাবিত্রী কহিলেন, হে রাজকুমার! রাত্রি ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিতেছে, অতএব যেরূপ ঘটিয়াছিল, আমি কল্য আপনার নিকটে সমস্ত বর্ণন করিব। হে সুব্রত! উত্থিত হউন,

উত্থিত হউন; আপনার মঙ্গল হউক, আপনি মাতাপিতাকে সন্দর্শন করুন, দেখুন দিবাকর অস্তগত হইয়াছেন এবং এই রাত্রিও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। এই নিষ্ঠুর নিনাদকারী নিশাচরগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে এবং বনচারী মৃগ সকলের পদ-সঞ্চারে পত্র-শব্দ-সমস্ত শ্রুত হইতেছে। উগ্রমূর্ত্তি শিবা সকল, দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া এই ঘোর নিনাদ সমস্ত বিস্তার করিতেছে, ইহাতে আমার মন যেন কম্পিত হইতেছে। সত্যবান্ কহিলেন, বন নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে, অতএব তুমি পথ জানিতে পারিবে না এবং যাইতেও পারিবে না। সাবিত্রী কহিলেন, হে অনঘ! আপনাকে কিঞ্চিৎ ব্যথিত দেখিতেছি; বিশেষতঃ অন্ধকারে বন আচ্ছন্ন হওয়াতে আপনি পথ জানিতে পারিবেন না, অতএব যদি গমন করিতে উৎসাহ না করেন, তবে কল্য প্রভাতে বন দৃষ্ট হইলে আপনার অনুমতি ক্রমে উভয়ে গমন করিব; সংপ্রতি আপনার ইচ্ছা হইলে, একরাত্রি এই স্থানেই বাস করি। অদ্য এই বন দগ্ধ হওয়াতে একটা শুষ্ক বৃক্ষ জ্বলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে, উহার কোন কোন স্থানে অগ্নি বায়ু দ্বারা দীপ্যমান হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। আমি ঐ বৃক্ষ হইতে এই খানে অগ্নি আনিয়া সর্ব্বদিকে প্রজ্বালিত করিব; এখানে এই কাষ্ঠ-সমস্ত রহিয়াছে, অতএব আপনার সন্তাপ দূর করুন।

সত্যবান্ কহিলেন, আমার শিরঃপীড়া নিবৃত্ত হইয়াছে এবং অঙ্গ সমস্তও সুস্থ বোধ হইতেছে; অতএব এক্ষণে তোমার প্রসাদে জনক-

জননীর সহিত মিলন হয়, আমি এই ইচ্ছা করিতেছি , কেননা পূর্ব্বে আর কখন আমি কাল অতিক্রম করিয়া আশ্রমে যাই নাই ; সন্ধ্যা না হইতেই মাতা আমাকে রুদ্ধ করিয়া রাখেন ; আমি দিবসে বহির্গত হইলেও আমার জনক-জননী সন্তাপ করেন, আমার পিতা আশ্রমবাসীদিগের সঙ্গে আমাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন। পূর্ব্বে পিতা ও মাতা উভয়েই অতিশয় দুঃখিত হইয়া, "তুমি বিস্তর বিলম্বে আগমন কর" এই বলিয়া আমাকে বহুবার তিরস্কার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমি এই চিন্তা করিতেছি যে, অদ্য আমার নিমিত্ত তাঁহাদিগের কি অবস্থা হইবে ! আমি অদৃশ্য হইলে নিশ্চয়ই মহৎ দুঃখ হইবে।

পূর্ব্বে একদা রাত্রিযোগে সেই প্রীতিযুক্ত বৃদ্ধ দম্পতী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে আমাকে বহুবার বলিয়াছিলেন, বৎস ! তোমাহীন হইয়া আমরা মুহূর্ত্তকাল মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না; হে পুত্র। যে পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে, আমাদের জীবন নিশ্চয়ই সেই পর্য্যন্ত ; তুমি এই বৃদ্ধ অন্ধযুগলের যষ্টি-স্বরূপ, তোমাতে বংশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমাদিগের পিণ্ড, কীর্ত্তি ও সন্তান তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে। হে সাবিত্রী ! আমার মাতা ও পিতা উভয়েই বৃদ্ধ ; আমি একমাত্র তাঁহাদের যষ্টিস্বরূপ রহিয়াছি ; অতএব রাত্রিকালে আমাকে না দেখিলে তাঁহারা কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। যাহার জন্য আমার অনোপকারী মাতা-পিতা আমার নিমিত্ত সংশয় প্রাপ্ত হইলেন এবং আমিও কষ্টকর আপদগ্রস্ত হইয়া সংশয়াপন্ন

হইলাম.সেই নিদ্রার প্রতিই আমি দোষারোপ করিতেছি; যেহেতু জনক-জননী ব্যতিরেকে আমি জীবন ধারণে উৎসাহী হইতে পারি না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার প্রজ্ঞা চক্ষু পিতা এতক্ষণ ব্যাকুল-বুদ্ধি হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রত্যেককেই আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে শুভে! আমি পিতার এবং পিতার অনুগতা সুদুর্ব্বলা মাতার নিমিত্ত যেরূপ অনুশোক করিতেছি, আপনার নিমিত্ত সেরূপ করিতেছি না। ফলতঃ আমার নিমিত্ত অদ্য তাঁহারা পরম সন্তাপ প্রাপ্ত হইবেন, ইহা কোনক্রমে হইবে না; কেননা তাঁহারা জীবিত আছেন বলিয়াই আমি জীবন ধারণ করিতেছি এবং ইহাও জানিতেছি যে, তাঁহারা আমার অবশ্য ভর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য করাই আমার কর্ত্তব্য। গুরুভক্ত গুরু-প্রিয় ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ এইরূপ কহিয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন-পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হইয়া সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী স্বামীকে সেইরূপ শোককর্ষিত দেখিয়া ত্বদীয় নয়নযুগল হইতে অশ্রু মার্জ্জন পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, যদি আমার তপস্যা, দান বা হোম করা থাকে, তাহা হইলে আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও স্বামীর পক্ষে এই শর্ব্বরী কল্যাণ-করী হউক। পূর্ব্বে আমি পরিহাস স্থলেও কখন মিথ্যা কথা বলিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না; সেই সত্য দ্বারা আমার শ্বশুরও জীবিত থাকুন। সত্যবান্ বলিলেন, সাবিত্রি! আমি জনক-জননীর দর্শন কামনা করিতেছি; অতএব চল আর বিলম্ব করিও না। হে বরারোহে! আমি আত্মস্পর্শ পূর্ব্বক শপথ

করিতেছি, যদি মাতা বা পিতার অমঙ্গল ঘটনা দেখি, তবে কোন-ক্রমে জীবন ধারণ করিব না। অতএব যদি ধর্ম্মে তোমার মতি থাকে, যদি আমাকে জীবিত রাখিতে অভিলাষিণী হও অথবা আমার প্রিয়কার্য্য করা তোমার যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে চল অবিলম্বে আশ্রমে গমন করি। অনন্তর ভামিনী সাবিত্রী উত্থান পূর্ব্বক কেশ বন্ধন করিয়া স্বামীকে বাহুযুগলে ধরিয়া উত্থাপিত করিলেন। সত্যবানও উত্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা অঙ্গ সমস্ত মার্জ্জন করিয়া সর্ব্বদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক ফল-পাত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সাবিত্রী তাঁহাকে কহিলেন, আপনি কল্য ফল সকল আহরণ কবিবেন; পরন্তু আপনার যোগ-ক্ষেমের সাধনভূত এই কুঠারখানি আমি লইয়া যাই। গজগামিনী বামোরু সাবিত্রী এই কথা বলিয়া পাত্রস্থ ফলভার বৃক্ষশাখায় অবলম্বিত করিয়া কুঠারখানি লইয়া পুনরায় স্বামী-সমীপে আগমন এবং বাম স্কন্ধে পতির বাম হস্তটী রাখিয়া দক্ষিণ স্কন্ধ দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিতে লাগি-লেন। সত্যবান্ কহিলেন, হে ভীরু! পুনঃ পুনঃ গতিবিধি থাকাতে পথ সকল আমার বিদিত :আছে; আমি বৃক্ষ সকলের মধ্যে অবলোকিত জ্যোৎস্না দ্বারাও লক্ষ্য করিতেছি, আমরা যে পথে আসিয়া ফলচয়ন করিয়াছিলাম, সেই পথেই আসিয়াছি; অতএব হে শুভে! তুমি যে পথ দিয়া আসিয়াছ, সেই পথেই গমন কর; ইহাতে সন্দেহ করিও না। এই অগ্রবর্ত্তী পলাশ-তরুখণ্ডে, পথ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার উত্তরে

যে পথ আছে, তুমি সেই পথ দিয়া চল এবং ত্বরান্বিতা হও; আমি এক্ষণে সুস্থ, বলবান্ ও জনক-জননী-দর্শন-লোলুপ হইয়াছি। এইরূপ বলিতে বলিতে সত্যবান্ ত্বরাযুক্ত হইয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মহাবল দ্যুমৎসেন ঐ সময়ে লোচন লাভ করিয়া দৃষ্টি নির্ম্মল হইলে, সমুদয় দেখিতে পাইলেন। তিনি ভার্য্যা শৈব্যার সহিত সমস্ত আশ্রমে গমন করিয়া পুত্রের নিমিত্ত অতিশয় কাতর হইলেন। সেই রজনীতে ঐ দম্পতি আশ্রম, নদী, বন ও সরোবর সমস্ত অন্বেষণ করতঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; যে কোন শব্দ শুনিতে পান, অমনি পুত্রাশঙ্কায় উন্মুখ হইয়া "ঐ সাবিত্রীর সহিত সত্যবান্ আসিতেছেন" এই কথা বলিতে থাকিলেন এবং কুশ ও কণ্টকাবলী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন, কর্কশ ব্রণযুক্ত ও রক্তাক্ত চরণ দ্বারা উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর আশ্রমবাসী সেই সমুদায় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া পরিবেষ্টন ও সম্যক্ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক উভয়কেই স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন।

তথায় দ্যুমৎসেন ভার্য্যার সহিত বৃদ্ধ তপোধনগণে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বকালীন রাজাদিগের বিচিত্র অর্থযুক্ত কথাপ্রসঙ্গ দ্বারা আশ্বাসিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রদর্শনাভিলাষী সেই বৃদ্ধ দম্পতি আশ্বাসপ্রাপ্ত হইলেও, পুত্রের বাল্যকালীন চরিত্র সমস্ত স্মরণ করতঃ পুনরায় অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পুনরায়

করুণবাক্যের উক্তি করিয়া শোকে কষিত হইয়া তাঁহারা "হা পুত্র! হা সাধ্বি বধূ! কোথায় রহিলে! কোথায় রহিলে!" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুবর্চ্চা প্রভৃতি তপোধনেরাও দ্যুমৎসেনকে পুনর্ব্বার সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুবর্চ্চা কহিলেন "সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, দম ও আচার-সংযুক্তা, তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। গৌতম কহিলেন, আমি অঙ্গসহ সমস্ত বেদ, অধ্যয়ন করিয়াছি, মহতী তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, কৌমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি, গুরুগণ ও অগ্নিকে তুষ্ট করিয়াছি, সমাহিত হইয়া সমুদায় ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং সর্ব্বদা বিধিপূর্ব্বক বায়ুভক্ষণ ও উপবাস করিয়াছি; এই তপস্যা দ্বারা আমি পরের সমস্ত অভিপ্রেত অবগত আছি; অতএব সত্যবান্ জীবিত আছেন, একথা তুমি সত্য বলিয়াই অবধারণ কর। শিষ্য কহিলেন, আমার উপাধ্যায়ের মুখ হইতে যেবাক্য বিনির্গত হইল, ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। ঋষিগণ কহিলেন, সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ অবৈধব্যবিধায়ক সর্ব্বসুলক্ষণ-সংযুক্তা তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। ভরদ্বাজ কহিলেন, সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, দম ও আচার-সংযুক্তা, তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। দালভ্য কহিলেন, তোমার যখন পুনরায় দর্শন-শক্তি হইয়াছে এবং সাবিত্রী যখন তাদৃশ ব্রতানুষ্ঠানের পর আহার না করিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যবান্ নিঃসন্দেহ

জীবিত আছেন। মাণ্ডব্য কহিলেন, প্রশান্ত দিঙ্মণ্ডলে মৃগ ও বিহঙ্গগণ যেরূপ রব করিতেছে এবং তোমারও যেরূপ রাজত্ব-যোগ্য ধর্ম্ম অর্থাৎ দর্শনশক্তি লাভ হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ সত্যবান্ জীবিত আছেন। ধৌম্য কহিলেন, তোমার পুত্র সত্যবান্ যেরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লোকপ্রিয় ও দীর্ঘায়ু-লক্ষণযুক্ত তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।

সেই সত্যবাদী তপস্বিগণ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে দ্যুমৎসেন তাঁহাদিগের কথিত সেই সেই বিষয় সমস্ত বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সাবিত্রী, স্বামী সত্যবানের সহিত রাত্রিকালে আশ্রমে আগমন করিলেন এবং প্রহৃষ্ট-চিত্তে তন্মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা দ্যুমৎসেনকে বলিলেন, রাজন্! তোমাকে পুত্রের সহিত মিলিত ও চক্ষুষ্মান্ দেখিয়া আমরা সকলেই তোমার বৃদ্ধিপ্রশ্ন করিতেছি। পুত্রের সমাগম, সাবিত্রীর দর্শন ও আপনার চক্ষুলাভ, এই ত্রিবিধ সৌভাগ্য দ্বারা তুমি বর্দ্ধিত হইতেছ। আমরা সকলে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সেইরূপই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর শীঘ্রই তোমার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই তথায় অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মহীপতি দ্যুমৎসেন সমীপে উপবেশন করিলেন। শৈব্যা, সাবিত্রী ও সত্যবান্ একদিকে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারাও শোকশূন্য হইয়া সকলের অনুমতিক্রমে সমুপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজার

সহিত সমাসীন সেই বনবাসী ঋষিগণ সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিভো! তোমার বহুরাত্রে আগমন করিবার কারণ কি? রাত্রি হইবার পূর্ব্বেই তুমি ভার্য্যার সহিত না আইলে কেন? তোমার কি প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছিল? হে রাজনন্দন! তুমি পিতাকে, মাতাকে এবং আমাদিগকেও কি নিমিত্ত সন্তাপযুক্ত করিলে, ইহা আমরা জানিতে পারিতেছি না; অতএব সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সত্যবান্ কহিলেন, আমি পিতার অনুমতি লইয়া সাবিত্রীর সহিত বনে গিয়াছিলাম, ; পরে তথায় কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে আমার শিরঃপীড়া হইল, সেই বেদনায় আমি বহুক্ষণ শয়ন করিয়া ছিলাম, এইমাত্র উপলব্ধি হইতেছে; পূর্ব্বে আর কখন আমি তাবৎকাল-পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকি নাই। সম্প্রতি আপনা-দিগের সকলেরই সন্তাপ না হয়, এই ভাবিয়া এত অধিক রাত্রে আগমন করিলাম, ইহাতে আর কোন কারণ নাই। গৌতম কহিলেন, তোমার পিতা দ্যুমৎসেনের যে অকস্মাৎ চক্ষুলাভ হইয়াছে, ইহার কারণ তুমি জান না; অতএব সাবিত্রীই বলুন। সাবিত্রি! আমি তোমার নিকটে ইহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, কারণ তুমি উত্তমাধম সকল বস্তুরই তত্ত্ব জান। হে সাবিত্রি! আমরা তোমাকে তেজে সাক্ষাৎ সাবিত্রী বলিয়াই জানি; এ বিষয়ের কারণ অবশ্যই তোমার বিদিত আছে, অতএব সত্য করিয়া বল। যদি তোমার কিছুই গোপনীয় না থাকে, তবে আমাদিগের নিকটে ইহা ব্যক্ত কর। সাবিত্রী কহিলেন, "আপ-

নারা যেরূপ জানেন, ইহা এইরূপই বটে ; আপনাদিগের সঙ্কল্প কদাচ অন্যথা হইবার নহে; আমার কিছুই গোপনীয় নাই ; অতএব এ বিষয়ের যাহা যথার্থ কারণ, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। মহাত্মা নারদ আমার পতির মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিবস অদ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি ইঁহাকে পরিত্যাগ করি নাই। ইনি শয়ন করিলে যম, কিঙ্করগণের সহিত স্বয়ং ইহাঁর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং ইহাঁকে বন্ধন করিয়া পিতৃগণ-সেবিত দক্ষিণ দিকে লইয়া চলিলেন। আমি সত্যবাক্য দ্বারা সেই বিভু যমদেবকে স্তব করিতে লাগিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে পাঁচটী বর দিলেন , আপনারা তৎসমুদায় আমার নিকট শ্রবণ করুন। আমার শ্বশুরের নয়নদ্বয় ও স্বীয় রাজ্যপদ, পিতার শতপুত্র, আপনার শতপুত্র এবং চারিশত বৎসর পরমায়ু-যুক্ত ভর্ত্তা সত্যবান্ এই পাঁচ বর আমার লব্ধ হইয়াছে। ভর্ত্তার জীবনের জন্যই আমি ত্রিরাত্র উপবাস-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আমার এই মহৎ দুঃখ যাহাতে উত্তর-কালে সুখপ্রদ হইল, সেই সমস্ত কারণ আমি আপনাদিগের নিকটে এই বিস্তারক্রমে বর্ণন করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সাধ্বি! তুমি মহাকুলসম্ভূতা এবং সুন্দর শীল, ব্রত ও পুণ্য-সমন্বিতা ; এই নরেন্দ্র দ্যুমৎসেনের বংশ বিপদ-রাশি দ্বারা উপদ্রুত হইয়া তমোময় হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইতেছিল ; এক্ষণে তুমিই ইহার উদ্ধার করিলে। সমাগত ঋষিগণ সেই উত্তমাঙ্গনা সাবিত্রীকে সেইরূপ প্রশংসা ও পূজা

করিয়া দ্যুমৎসেন ও সত্যবানের নিকটে বিদায় লইয়া হর্ষাবিষ্ট চিত্তে স্বীয় স্বীয় ভবনে সত্বর শুভাগমন করিলেন। সেই রাত্রি-প্রভাতে সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইলে সেই সমস্ত তপোধন মহর্ষিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে সমাগত হইলেন। তাঁহারা দ্যুমৎসেনের নিকটে সাবিত্রীর সেই সকল মহাভাগ্যই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তথাপি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। অনন্তর শাল্বদেশ হইতে সমুদায় প্রজাগণ আসিয়া কহিল, দ্যুমৎসেনের সেই শত্রু স্বীয় অমাত্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। মন্ত্রী সেই শত্রুকে সসহায়ে ও সবান্ধবে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং তাহার সৈন্য সকল পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া প্রজারা সমাগত হইয়া যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা নিবেদন করিল এবং "দ্যুমৎসেন চক্ষুষ্মানই হউন বা অন্ধই হউন, তিনিই আমাদিগের রাজা হইবেন" নর-পতির প্রতি পৌরজন সকলের এইরূপ যে ঐক্যমত হইয়াছিল, তাহাও নিবেদন করতঃ কহিল, মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি প্রস্থান করুন; আমরা এই নিশ্চয়-সহকারে এস্থানে প্রেরিত হইয়াছি; আপনার এই যান সমস্ত ও চতুরঙ্গিণী সেনা উপস্থিত, অতএব আপনি চলুন। নগরে আপনার জয়-ঘোষণা হইয়াছে; আপনি পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরা সমাগত রাজপদে চিরকালের নিমিত্ত অধিষ্ঠান্ করুন।" এইরূপ নিবেদন করিয়া প্রজাগণ সেই রাজাকে চক্ষুষ্মান্ ও দেহ সৌষ্ঠবসম্পন্ন দেখিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন হইয়া সকলেই মস্তক দ্বারা নিপতিত হইল। অনন্তর দ্যুমৎসেন আশ্রমবাসী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে

অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাদের সকলের নিকটেও অভিপূজিত হইয়া নগরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। শৈব্যাও সাবিত্রীর সহিত সেনা দ্বারা পরিবৃতা শোভন-আস্তরণ-সমন্বিত সুন্দর দীপ্তিবিশিষ্ট নরযুক্ত যানযোগে যাত্রা করিলেন। অনন্তর পুরোহিতেরা প্রীতিসহকারে দ্যুমৎসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার মহাত্মা পুত্রকেও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। তদনন্তর বহুকাল-সহযোগে যমের নির্দ্দিষ্ট, সাবিত্রীর সেই কীর্ত্তি-বর্দ্ধন, সমরে অপরাঙ্মুখ, শৌর্য্যসম্পন্ন একশত পুত্র উৎপন্ন হইল; সেইরূপ তাঁহার সুমহাবল একশত সহোদর ভ্রাতাও মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে ও মালতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। এই প্রকারে সাবিত্রী আপনাকে, পিতাকে, মাতাকে, শ্বশুরকে শ্বশ্রূকে এবং ভর্ত্তার কুলকে,—সকলকেই কৃচ্ছ্র হইতে সমুদ্ধৃত করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে স্বামীসহ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। সাবিত্রী যে স্তবে যমরাজকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল; এই স্তব ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ পাঠ করিলে যম হইতে ভয় থাকে না এবং সর্ব্বপাপমুক্ত ও কামনা পূর্ণ হয়।

সাবিত্র্যুবাচ।

"তপসা ধর্ম্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা।
ধর্ম্মং সূর্য্যসুতং প্রাপ্য ধর্ম্মরাজং নমাম্যহম্ ॥
সমতা সর্ব্বভূতেষু যস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ।
অতো যন্নাম শমন ইতি তং প্রণমাম্যহম্ ॥
যেনান্তশ্চ কৃতোবিশ্বে সর্ব্বেষাং জীবিনাং পরম্।
কামানুরূপং কালেন তং কৃতান্তং নমাম্যহম্ ॥
বিভর্ত্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বজীবিনাম্ ॥
বিশ্বঞ্চ কলয়ত্যেব যঃ সর্ব্বেষু চ সন্ততম্।
অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্ ॥
স্বাত্মারামশ্চ সর্ব্বজ্ঞো মিত্রং পুণ্যকৃতাং ভবেৎ।
পাপিনাং ক্লেশদো যস্তং পুণ্যমিত্রং নমাম্যহম্ ॥
যজ্জন্ম ব্রহ্মণোহংশেন জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
যো ধ্যায়তি পরং ব্রহ্ম তমীশং প্রণমাম্যহম্ ॥
ইদং যমাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
যমাত্তস্য ভয়ং নাস্তি সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
ইত্যুক্ত্বা সাচ সাবিত্রী প্রণনাম যমং মুনে।
যমস্তাং শক্তিভজনং কর্ম্মপাকমুবাচহ ॥"

"সতী-শতক" সম্বন্ধে মহাত্মাদের অভিমত।

সতী-শতক—ইহাতে শাস্ত্রোক্ত একশত সতী রমণীর জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পদ্মা, ধন্যা, সুকন্যা, রেনুকা ও চন্দ্রাবতী এই কয়েকটী রমণীর বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। আশা করি, গ্রন্থখানি শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে এবং হিন্দু নারীদিগের অধ্যয়নোপযোগী সদুপদেশপূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে পরিণত হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা

১৩১১ সন বৈশাখ।

সতী-শতক ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ গত বৈশাখ মাসে আমরা এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছি, ইতি মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ যেমন আনন্দকর, তেমনি ইহার গুণের পরিচায়ক। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা যেরূপ সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা সাধারণের নিকট সমধিক সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। সতী-শতক নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণাকারে প্রচারিত হউক সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের এই প্রার্থনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা

১৩১২ সন অগ্রহায়ণ।

সতী-শতক ১ম খণ্ড, শাস্ত্রোক্ত সদুপদেশ পূর্ণ একশত সতী রমণীর জীবন-চরিত। পুস্তকখানি বঙ্গীয় নারী সমাজে আদৃত হইবার উপযুক্ত। উপন্যাস নাটকাদি পাঠে আমাদের গৃহ-লক্ষ্মীদের যে সময় অতিবাহিত হয় তাহার যদি কিয়দংশও এইরূপ সুনীতি পূর্ণ পুস্তক পাঠের জন্য ব্যয়িত হয়, তবে সমাজের মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই। প্রাচীন পুরাণেতিহাস

মূলক এইরূপ পুস্তকাদির যতই প্রচার হয়, ততই দেশের পক্ষে শ্রেয়স্কর। লেখিকা সতীগণের কাহিনী পৃথক্ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হা হইবেন ইহা আমাদের বিশ্বাস।

"যুগান্তর"

কলিকাতা হাই কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি! পূজ্যতম শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন।

"আপনার প্রদত্ত "সতীশতক প্রথম খণ্ড" নামক পুস্তক খানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি, পুস্তকখানির উদ্দেশ্য সাধু, বিষয় পবিত্র, এবং ভাষা সরল ও সুন্দর; এরূপ গ্রন্থ অবশ্যই সকলের নিকট সমাদৃত হইবে।"

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বহুশাস্ত্রদর্শী সন্ন্যাসী প্রবর পবিত্রাত্মা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অভয়ানন্দ স্বামী মহোদয় নীলাচল হইতে লিখিয়াছেন,—

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসিদ্ধ কামাখ্যা তীর্থে পবিত্র গ্রন্থ "সতী-শতক" পাইয়া ও পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম; ইহা দৃষ্টে আশা করি অদ্য কল্য আর্য্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের নীতি শিক্ষা, আচার নিষ্ঠা, ব্রত, গুরুজন ও যথাযোগ্য ব্যক্তিগণকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবা শুশ্রূষা করা যে এক মাত্র কর্ত্তব্য তাহা ইহাতে বিশদরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সাধু সন্ন্যাসী ভূদেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মহাত্মাগণ পুস্তকখানি মনোযোগী হইয়া পাঠ করিলে আনন্দ অনুভব, এবং মর্ত্ত্যভূমে গূঢ় মধুর রস পান করিতে পারিবেন।

অভয়ানন্দ তীর্থ

৺ ভুবনেশ্বরী।

"সতী শতক" ১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত একশত রমণীর কথা থাকিবে; এক্ষণে দশটীর কথা প্রকাশিত হইয়াছে। কি পবিত্রভাব! কি আশার কথা! পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইলে যে পরম উপাদেয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, ভাষা সরল লিখিবার উদ্যমের ও শিক্ষার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়।"

'এডুকেশন গেজেট্'।

"সতীশতক ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ—মূল মহাভারত রামায়ণ, যোগ-বাশিষ্ঠ, ভাগবত, দেবীভাগবত, পূরাণ, সংহিতা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে সতীচরিত্র সংগৃহীত হইয়াছে; হিন্দু মহিলা মাত্রেরই এই পুস্তকখানি পড়া উচিত। বঙ্গবাসী।

"ভক্তি" সম্পাদক শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক সুবক্তা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,

"তোমার সঙ্কলিত সতীশতক ১ম খণ্ড পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। আজকালকার রমণীগণের মধ্যে অনেকেই অনা-বশ্যকীয় উপন্যাসাদির অনুশীলনে সময় নষ্ট করে, এরূপ অবস্থায় আদর্শ স্ত্রী-জাতির বৃত্তান্ত প্রচারে স্ত্রী-জাতির সময়ের সদ্ব্যবহার কল্পে তোমার এই উদ্যম অতিশয় মহৎ ও আদর্শ সতীর কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ন,

হাওড়া।

শ্রীশ্রীভারত ধর্ম্ম মণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর সুবক্তা পরি-ব্রাজক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহোদয় সংস্কৃতে যে সুদীর্ঘ পত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার কিয়দংশের মাত্র অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

বৎসে!

১। নিদ্রিতগণকে জাগ্রত করিবার জন্যই তোমার এই প্রযত্ন। এই

"সতীশতক" দ্বারাও যাহাদের প্রবোধ না জন্মে বিধাতা কর্তৃক তাহাদের জাগরণ জন্য অন্য পন্থার সৃষ্টি হয় নাই।

২। এই যে পবিত্র গ্রন্থ তুমি অতি যত্নে সম্পাদন করিয়াছ, যদি প্রাতঃকৃত্য স্থলে প্রত্যহ গৃহে গৃহে পঠিত হয় এবং সমস্ত সজ্জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয় তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সন্তোষ ও মহতী প্রীতি লাভ করিব।

১০। পদ্মা, ধন্যা, সুকন্যা, রেণুকা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি পুণ্যরূপা সুরূপা বিবিধ গুণযুক্তা সতীগণের পবিত্র চরিত্র এইপুণ্য প্রবাহ গ্রন্থে অত্যন্ত যত্নে গ্রন্থন করিয়াছ, তাহা বিশেষরূপে পাঠ করিয়া আমি এরূপ সুখ লাভ করিয়াছি যে, অপর কোনও উপায়ে তাহা হইতে পারেনা।

হে সুতে, এই "শত সতীচরিত্র" একত্র সন্নিবিষ্ট হয়, তোমার মন সেইরূপ পবিত্র কার্য্যে নিরত থাকুক। সজ্জনের বাক্যে ও আশীর্ব্বাদে তোমার বাসনা সফল হইবে।

৬। পৃথিবীতে সদ্‌গুণের দ্বারা তোমাকে সাবিত্রী ও সীতা বলিতেছি; তুমি ধন্যা হইয়াছ; তুমি সতীত্বধনে বিভূষিতা হইয়া সকলের মান্যা হইয়াছ। তোমার পবিত্র চরিত্র সৎ কবিগণ চিরদিন গান করিবেন।

৭। তোমার পিতা ধন্য, তোমার প্রসূতি ধন্যা, তাঁহারা পূর্ব্ব পুণ্য বলে তোমার ন্যায় শক্তিসমন্বিতা পবিত্রা কন্যা লাভ করিয়াছেন। তোমার নির্ম্মলা কীর্ত্তি হইবে, এই জন্যই দেবতা কর্তৃক নির্ম্মলা নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তোমার সতীশতক দ্বারা তোমার নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীহরসুন্দর সাংখ্যরত্ন।